নব্যন্যায়ে অনুমিতি

সবিতা মিশ্র, এম. এ., ডি. লিট. (কলিকাতা)

প্রথম প্রকাশ—বৈশাখ, ১৩৭২

প্রকাশক—
শ্রীশক্তিকুমার মিশ্র
১০৪, দেওয়ান গাজী রোড
পোঃ বালী, জিঃ হাওড়া

পরিবেশক—
শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য
প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স
৩৭ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদপট—
চারু খান্

মুদ্রক—
শ্রীগৌরচন্দ্র পাল
নিউ শ্রীদুর্গা প্রেস
২।১, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

স্বর্গত পিতামহ সুশীলকুমার মিত্রের উদ্দেশে
অর্পিত হইল।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই গ্রন্থের রচনাকার্যে যাঁহারা আমাকে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রাচ্য বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন ন্যায়াচার্য এবং উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী মহোদয়ের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই মনীষিদ্বয়ের বিশেষ উৎসাহ এবং অকৃপণ সাহায্য না পাইলে আমার পক্ষে এই গ্রন্থরচনা সম্ভব হইত না। তাঁহাদের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। বেলুড় রামকৃষ্ণ সারদাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মহাত্মা স্বামী বিমুক্তানন্দ মহারাজকেও স্মরণ করিতেছি। তিনি আমাকে এই কার্যে নানাভাবে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

এতদ্ব্যতীত সংস্কৃত কলেজের প্রাচীন ভারতীয় ও বিশ্ব-ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর শ্রীশিশিরকুমার মিত্র, প্রকাশন বিভাগের সম্পাদক শ্রীননীগোপাল তর্কতীর্থ এবং সংস্কৃত কলেজের অন্যান্য কর্মিবৃন্দ যাঁহারা আমাকে প্রকাশন বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতিও আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

সবিতা মিশ্র

চার্বাকদর্শন ব্যতীত অপরাপর সকল দর্শনশাস্ত্রে অনুমানপ্রমাণ বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। যদিও সাধারণতঃ নৈয়ায়িকগণকেই অনুমানরসিক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে, তাহা হইলেও ইহা সুধীসমাজে অবিদিত নহে যে নৈয়ায়িকগণের ন্যায় বৌদ্ধ, জৈন ও মীমাংসকগণ অনুমানপ্রমাণের এবং অনুমিতির স্বরূপ লইয়া বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত সাংখ্য ও বেদান্তশাস্ত্রের বিবিধ প্রস্থানেও অনুমানের কথা সবিশেষ আলোচিত হইয়াছে। বর্তমান নিবন্ধের লেখিকা নব্যন্যায়শাস্ত্রে, বিশেষ করিয়া মণিগ্রন্থে, অনুমানসম্বন্ধে যাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহারই যথোচিত আলোচনা করিয়াছেন।

মহামতি গঙ্গেশোপাধ্যায়ই নব্যন্যায়শাস্ত্রের প্রবর্তকরূপে স্বীকৃত হইয়া থাকেন। পরবর্তিকালে যে সকল নৈয়ায়িক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন মণিগ্রন্থই তাঁহাদের প্রধান উপজীব্য। সুতরাং তত্ত্বচিন্তামণিকারের আশয় অভিব্যক্ত করিবার জন্য প্রায় সর্বত্রই তৎপরবর্তী আচার্যগণের ব্যাখ্যানগ্রন্থ আলোচনা করিতে হয়। লেখিকা সম্প্রদায়ক্রমে তত্ত্বচিন্তামণি ও তৎপরবর্তী গ্রন্থরাজি হইতে সঞ্চয়ন করিয়া অনুমানসম্বন্ধে যে সকল কথা আলোচনা করিয়াছেন তাহা এইভাবে পূর্বে বাংলা ভাষায় রচিত আর কোনও গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। বিষয়ের কাঠিন্যনিবন্ধন ভাষার সারল্য সর্বত্র রক্ষা করা সম্ভবপর না হইলেও লেখিকা যথাশক্তি স্বীয় বক্তব্য উপস্থাপন করিতে সফল হইয়াছেন একথা বলা চলিতে পারে। যে অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার সহিত তিনি এই কার্যে নিযুক্ত হইয়াছেন তাহা নিঃসংশয়ে বিদগ্ধসমাজে আদরণীয় হইবে।

সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা
জন্মাষ্টমী, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ

শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

সঙ্কেত পরিচয়

চিন্তামণি	=	তত্ত্বচিন্তামণি
মিশ্র	=	পক্ষধর মিশ্র
উপাধ্যায়	=	যজ্ঞপতি উপাধ্যায়
জাগ	=	জাগদীশী
ভট্টাচার্য	=	গদাধর ভট্টাচার্য

ভূমিকা

মহর্ষি গৌতম প্রবর্ত্তিত ন্যায়সূত্র, উক্ত সূত্রসমূহের বাৎস্যায়ন প্রণীত ভাষ্য, উদ্দ্যোতকর রচিত বার্ত্তিক এবং বাচস্পতিমিশ্রের তাৎপর্য টীকা প্রভৃতি গ্রন্থসমষ্টিকে ন্যায়শাস্ত্র বলা হয়। এই শাস্ত্রে প্রমাণ, প্রমেয় প্রভৃতি ষোড়শপদার্থ আলোচিত হইয়াছে। উক্ত ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হইতে নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ অপবর্গ প্রাপ্তি হইয়া থাকে; উক্ত অপবর্গই পদার্থতত্ত্বজ্ঞানের ফলরূপে কীর্ত্তিত।

মহামতি গঙ্গেশোপাধ্যায় গৌতমীয়শাস্ত্রে উদ্দিষ্ট প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই প্রমাণ চতুষ্টয়কে মুখ্যতঃ অবলম্বন করিয়া তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তত্ত্বচিন্তামণির প্রত্যক্ষখণ্ডের অন্তর্গত প্রামাণ্যবাদের প্রারম্ভে গঙ্গেশোপাধ্যায় নিজেই বলিয়াছেন, প্রমাণকে অবলম্বন করিয়াই সকলপদার্থ ব্যবস্থিত অর্থাৎ সিদ্ধ হইয়া থাকে; অতএব এই গ্রন্থে বস্তুমাত্রের ব্যবস্থাপক যে প্রমাণ তাহারই তত্ত্বনিরূপণ করা হইবে[১]। গ্রন্থারম্ভে এইরূপে প্রমাণতত্ত্বের নিরূপণ প্রতিজ্ঞাত হইলেও ন্যায়শাস্ত্রের অন্তর্গত সংশয়, অবয়ব, তর্ক, হেত্বাভাস প্রভৃতি পদার্থও বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। তত্ত্বচিন্তামণিগ্রন্থে কেবল যে ন্যায়দর্শনের অন্তর্গত পদার্থ সমূহের নিরূপণ করা হইয়াছে তাহা নহে, গৌতমীয়-ন্যায়ের সমানতন্ত্র বৈশেষিকদর্শন হইতে সংগৃহীত দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় এবং অভাব—এই সাতটি পদার্থও প্রমাণতত্ত্ব-নিরূপণের সহায়ক পদার্থরূপে বিশদভাবে পর্য্যালোচিত হইয়াছে।

বাৎস্যায়নভাষ্য প্রভৃতি ন্যায়ব্যাখ্যাগ্রন্থে এবং প্রশস্তপাদভাষ্য প্রভৃতি বৈশেষিকব্যাখ্যাগ্রন্থে পূর্বোক্ত পদার্থসমূহ আলোচিত হইলেও উক্ত আলোচনা পদ্ধতি হইতে তত্ত্বচিন্তামণিগ্রন্থের অলোচনা পদ্ধতির

১ ‘প্রমাণাধীনা সর্বেষাং ব্যবস্থিতিরিতি প্রমাণতত্ত্বমত্র বিবিচ্যতে’—তত্ত্বচিন্তামণিঃ, প্রামাণ্যবাদঃ পৃঃ ৩

অভিনবত্ব প্রযুক্ত ন্যায়শাস্ত্র প্রাচীন এবং নব্য—এই দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

প্রাচীন ন্যায়দর্শনে অপবর্গের অনুকূল পদার্থতত্ত্বের আলোচনা করা হইয়াছে। এইজন্য প্রাচীন পদ্ধতিতে আধ্যাত্মিকভাবের প্রাধান্য রহিয়াছে। নব্যন্যায়ে নবীন পদ্ধতির পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, মুখ্যতঃ কার্যকারণভাব, প্রতিবধ্যপ্রতিবন্ধকভাব এবং পদার্থরাশির পরস্পরসম্বন্ধকে অবলম্বন করিয়া প্রমাণতত্ত্ব এবং আনুষঙ্গিক পদার্থতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে।

বিচারবহুল নব্যন্যায়ের এই গ্রন্থে যুক্তি বা প্রামাণ্যের প্রাধান্য থাকায় নব্যন্যায়কে দর্শন না বলিয়া কেবলমাত্র যুক্তিশাস্ত্র বলা সঙ্গত হইবে না। কারণ এই গ্রন্থে অধ্যাত্মবিদ্যার উপযোগী আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি দার্শনিক পদার্থসমূহের যথাযথ আলোচনা রহিয়াছে। বিশেষতঃ ন্যায় বা বৈশেষিক শাস্ত্র হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াই নব্যন্যায় রচিত হওয়ার ফলে ন্যায়দর্শন বা বৈশেষিকদর্শন যেরূপ অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়সের সাধক নব্যন্যায়ও সেইরূপ অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়সের সাধক হওয়ায় অবশ্যই তত্ত্বচিন্তামণিগ্রন্থ দর্শন বলিয়া গণ্য হইবে। ইহা শুধু আমাদেরই কথা নয়, স্বয়ং রঘুনাথও প্রামাণ্যবাদের প্রারম্ভে প্রমাণাদিপদার্থতত্ত্বের প্রতিপাদক নব্যন্যায়ের প্রয়োজন প্রদর্শনপ্রসঙ্গে নিঃশ্রেয়সকেই নব্যন্যায়ের ফল বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন[১]।

তত্ত্বচিন্তামণির উপর যজ্ঞপতি উপাধ্যায়, প্রগল্ভাচার্য, শ্রীনাথ ভট্টাচার্য, পক্ষধর মিশ্র, বাসুদেব সার্বভৌম, রঘুনাথ প্রমুখব্যাখ্যাতৃগণ অনেক ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেন। এই সমস্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থের মধ্যে তার্কিকশিরোমণি রঘুনাথের 'দীধিতি' টীকাই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই ব্যাখ্যাগ্রন্থে দীধিতিকার শুধু যে পূর্ব পূর্ব ব্যাখ্যাতৃগণের

---

[১] 'ফলবচ্ছাস্ত্রোপকরণত্বেন প্রয়োজনবত্তামভিধেয়সম্বন্ধৌ চাহ'—দীধিতিঃ, প্রামাণ্যবাদঃ, পৃঃ ৩

মত খণ্ডন করিয়াছেন তাহা নহে প্রত্যুত তত্ত্বচিন্তামণির বহু সিদ্ধান্তে দোষপ্রদর্শনপূর্বক স্বকীয় অভিনব সিদ্ধান্তের স্থাপনা করিয়াছেন। জনশ্রুতি এই যে সমগ্র তত্ত্বচিন্তামণির উপর দীধিতি টীকা রচিত হইয়াছিল কিন্তু বর্ত্তমানে কেবল প্রত্যক্ষখণ্ডের অন্তর্গত প্রামাণ্যবাদ এবং অনুমানখণ্ডের অনুমিতি হইতে আরম্ভ করিয়া বাধ পর্যন্ত প্রায় সকল প্রকরণের দীধিতি টীকা পাওয়া যায়। এই দীধিতি গ্রন্থকে অবলম্বন করিয়াই বর্ত্তমান সময় পর্যন্ত তত্ত্বচিন্তামণির অধ্যয়ন অধ্যাপনা চলিয়া আসিতেছে।

পরবর্ত্তীকালে রঘুনাথশিরোমণির এই দীধিতিগ্রন্থের উপরেও নানাপ্রকার টীকা রচিত হইয়াছে। এই সকল টীকার মধ্যে জাগদীশী টীকা এবং গাদাধরী বিবৃতি সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করে। ব্যাপ্তিবাদে এবং পক্ষতাপ্রকরণে জাগদীশী টীকার প্রাধান্য থাকিলেও অনুমিতি প্রভৃতি জ্ঞানকাণ্ডের গ্রন্থসমূহে গাদাধরীবিবৃতির প্রাধান্য রহিয়াছে। আজপর্যন্ত এই দুই টীকাকে অবলম্বন করিয়াই দীধিতিগ্রন্থের পঠনপাঠন হইয়া আসিতেছে।

রঘুনাথের পরবর্ত্তী মথুরানাথ সমগ্র তত্ত্বচিন্তামণির উপর 'রহস্য' নামক অপেক্ষাকৃত সরল টীকা রচনা করেন। এই টীকাগ্রন্থ তত্ত্বচিন্তামণির মূলগ্রন্থ বুঝিবার পক্ষে সহজ উপায় হইলেও নৈয়ায়িকসমাজ অনুমানখণ্ডের কেবল ব্যাপ্তিপঞ্চক, তর্ক, পরামর্শ প্রভৃতি কতিপয় প্রকরণ গ্রন্থের অনুশীলনেই মাথুরী টীকার সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকেন।

তত্ত্বচিন্তামণির মধ্যে বহু প্রকরণ থাকিলেও অনুমানখণ্ডই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। অনুমানখণ্ডের মধ্যেও অন্যান্য প্রকরণ অপেক্ষায় অনুমিতির প্রাধান্য অত্যধিক। এই অনুমিতিপ্রকরণই অনুমানখণ্ডের প্রথম প্রকরণ। এই প্রকরণে দীধিতিকার সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে নব্যন্যায়ের প্রমাণচতুষ্টয়ের আলোচনা করিয়াছেন।

বঙ্গদেশে নব্যন্যায়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার প্রচলন থাকিলেও

বঙ্গভাষায় রচিত নব্যন্যায়ের গ্রন্থ অত্যন্ত বিরল। বিশেষতঃ অদ্যাবধি অনুমিতি প্রকরণের উপর বঙ্গভাষায় গবেষণামূলক কোনও আলোচনা করা হয় নাই। এইজন্য আমরা বঙ্গভাষার মাধ্যমে বর্ত্তমান গ্রন্থে অনুমিতি প্রকরণের আলোচনায় ব্যাপৃত হইয়াছি।

এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে অনুমিতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। যে সমস্ত বস্তু ইন্দ্রিয়গোচর নহে অথবা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ যোগ্য হইলেও দেশান্তরে বা কালান্তরে অবস্থিত হেতুবিশেষের দ্বারা সেই সকল বস্তুর যে অবধারণাত্মক জ্ঞান হয় তাহাকেই অনুমিতি বলে। উক্ত অনুমিতি এবং তৎকারণ-সমূহের কার্যকারণভাব এই অধ্যায়ে বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে অনুমিতির লক্ষণ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। নব্যন্যায়শাস্ত্র লক্ষণপ্রধান। অনভীষ্টস্থল হইতে লক্ষণকে ব্যাবৃত্ত এবং অভীষ্টস্থলে লক্ষণের সমন্বয় করিবার জন্য নানা বিশেষণ ও বিশেষ্যের নির্দেশপূর্বক লক্ষণকে সীমাবদ্ধ করা হইয়া থাকে। এই অধ্যায়ে লক্ষণের অন্তর্গত বিশেষ্য এবং বিশেষণপদসমূহের অর্থ পর্যালোচনাপূর্বক ঐ সকলপদসমূহের ব্যাবৃত্তি, বিভিন্ন মতান্তর প্রদর্শনপূর্বক শঙ্কিত অতিব্যাপ্তি প্রভৃতি দোষের নিরসন এবং লক্ষ্যস্থলে লক্ষণ- সমন্বয়ের শৈলী প্রদর্শিত হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে অনুমিতির বিভাগ বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে অনুমিতির প্রমাত্ব এবং অনুমানের প্রামাণ্য পরীক্ষা করা হইয়াছে।

তত্ত্বচিন্তামণির অনুমিতিগ্রন্থের 'দীধিতি' এবং 'গাদাধরী বিবৃতি' অবলম্বনে গুরুপরম্পরায় যে সমস্ত সিদ্ধান্ত প্রচলিত আছে সেই সমস্ত সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়া 'দীধিতি' এবং 'গাদাধরী বিবৃতি'র অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হইয়াছে। স্থলবিশেষে মথুরানাথ এবং জগদীশের সিদ্ধান্তও উল্লিখিত হইয়াছে।

সবিতা মিশ্র

প্রথম অধ্যায়

অনুমিতির পরিচিতি

নব্যন্যায়শাস্ত্রে যে চতুর্বিধ অনুভূতি[১] স্বীকৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে অনুমিতি[২] অন্যতম। অনুমিতি বলিতে আমরা কি বুঝি? শব্দটির ব্যুৎপত্তি আলোচনা করিলে দেখা যায়, অনুপূর্বক মা-ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে ক্তিন্ প্রত্যয় করিয়া অনুমিতি পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'মিতি'[৩] এই শব্দটির অর্থ জ্ঞান। 'অনু' উপসর্গের অর্থ 'পশ্চাৎ'। যদিও অনুমিতিত্ব জাতিবিশেষ, তথাপি অনু + মিতি এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'অনুমিতি' শব্দের অর্থ হইবে 'পরবর্তী জ্ঞান'। পরবর্তী জ্ঞান বলিতে প্রত্যক্ষের পরবর্তী জ্ঞান অর্থাৎ প্রত্যক্ষকে

---

[১] অনুভূতির অপর নাম অনুভব। স্মৃতিভিন্ন জ্ঞানকে অনুভব বলা হয়। 'সংস্কারমাত্রজন্যং জ্ঞানং স্মৃতিঃ—তদ্ভিন্নং জ্ঞানমনুভবঃ' ॥ তর্কসংগ্রহঃ, পৃঃ ২২৭।

[২] গৌতমসূত্রে অনুমানের উল্লেখ দেখা যায়, অনুমিতির নহে। অনুপূর্বক মা ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে ল্যুট্-প্রত্যয় করিয়া অনুমান-পদটি নিষ্পন্ন হইলে অনুমান-পদের অর্থ হয় অনুমিতির করণ। করণাংশে অনুমিতি বিশেষণ। বিশিষ্টবুদ্ধির প্রতি বিশেষণের জ্ঞান অপেক্ষিত বলিয়া 'অনুমিতিকরণম্' এই বিশিষ্টজ্ঞান হইবার পূর্বে অনুমিতি-রূপ বিশেষণের জ্ঞান হওয়া প্রয়োজন। অনুমিতির নিরূপণ ব্যতীত করণাংশে বিশেষণীভূত অনুমিতির জ্ঞান হইতে পারে না। অতএব অনুমান নিরূপণের পূর্বে অনুমিতির নিরূপণ হওয়া আবশ্যক। অথবা, অনুপূর্বক মা-ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে ল্যুট্-প্রত্যয় করিয়া অনুমান-পদটি নিষ্পন্ন হইলে উহার অর্থ অনুমিতিই হইবে। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ 'তৎপূর্বকং ত্রিবিধমনুমানম্' এই সূত্রের বৃত্তিতে অনুমান-পদের অনুমিতি রূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। ন্যায়শাস্ত্রে অনুমিতির করণ অর্থে যেরূপ অনুমান-শব্দের ব্যবহার দেখা যায় সেইরূপ অনুমিতি-অর্থেও অনুমান-শব্দের বহু প্রয়োগ দেখা যায়।

[৩] 'মিতির্জ্ঞানম্' হরিনাথতর্কসিদ্ধান্তের শক্তিবাদের টীকা, পৃঃ ১৮।

উপজীব্য করিয়া যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় সেই জ্ঞানকে বুঝিতে হইবে। গৌতমসূত্রেও বলা হইয়াছে, 'অথ তৎপূর্বকং ত্রিবিধমনুমানং পূর্ববচ্ছেষবৎ সামান্যতো দৃষ্টং চ'।[১] 'তৎপূর্বক' ইহার অর্থ প্রত্যক্ষপূর্বক। প্রত্যক্ষপূর্বক এই উক্তি দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, প্রত্যক্ষবিশেষ অনুমিতির উপজীব্য। অতএব, গৌতমসূত্রের 'তৎপূর্বক' এই অংশের দ্বারাও অনুমিতির সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় প্রত্যক্ষকার্যত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

প্রত্যক্ষবিশেষকে উপজীব্য অর্থাৎ অবলম্বন করিয়া অনুমিতি কিরূপে হয়, তাহাই এখন আলোচনা করিতে হইবে। অনুমিতি যখন কার্য তখন তাহার কারণ অবশ্যই থাকিবে। কারণ ভিন্ন কোনও কার্য উৎপন্ন হয় না। অনুমিতির সমবায়িকারণ অনুমাতা, অসমবায়িকারণ আত্মার সহিত মনের সংযোগ, এবং নিমিত্তকারণ পরামর্শ, ব্যাপ্তিজ্ঞান ও পক্ষতা। অনুমিতি উৎপন্ন হইবার পূর্বক্ষণে অনুমিতির আশ্রয় যে অনুমাতা তাহাতে পরামর্শ, ব্যাপ্তিজ্ঞান এবং পক্ষতা এই তিনটি কারণ অবস্থিত হইয়াই অনুমিতির জনক হইয়া থাকে। অনুমিতির সাক্ষাৎ কারণ পরামর্শ প্রত্যক্ষাত্মক হয় বলিয়া ফলস্বরূপ অনুমিতিতে প্রত্যক্ষজন্যত্ব থাকিবে। চিন্তামণিকারের মতে ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমিতির করণ নহে; লিঙ্গপরামর্শই অনুমিতির করণ। লিঙ্গপরামর্শ অনুমিতির করণ হইলে তাহার প্রতি ব্যাপ্তিজ্ঞান কারণ হয়, যেহেতু ব্যাপ্তিপ্রকারকপক্ষধর্মতাজ্ঞানই পরামর্শ। তাদৃশ ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতাজ্ঞান-রূপ পরামর্শে ব্যাপ্তি বিশেষণ হয় বলিয়া উহা একটি বিশিষ্ট জ্ঞান। বিশিষ্ট জ্ঞানের প্রতি বিশেষণ-জ্ঞান কারণ। অতএব ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতাজ্ঞান-রূপ বিশিষ্টজ্ঞানের প্রতি ব্যাপ্তিজ্ঞান-রূপ বিশেষণ-জ্ঞান কারণ। উক্ত ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রথমে প্রত্যক্ষাত্মক হয় বলিয়া ভবিষ্যৎকালীন পরামর্শেও পরম্পরায় ব্যাপ্তিবিষয়ক প্রত্যক্ষের কার্যত্ব থাকে।

অনুমিতি প্রত্যক্ষের কার্য

[১] ন্যায়দর্শনম্, অ ১, আ ১, সূ ৫।

প্রাথমিক ব্যাপ্তিজ্ঞান কিরূপে প্রত্যক্ষাত্মক হয় তাহাই এখন বিবেচ্য। আমরা মহানস, চত্বর প্রভৃতি বিভিন্ন অধিকরণে বহ্নি ও ধূমের একত্র অবস্থিতি লক্ষ্য করি। ঐ অবস্থিতির প্রত্যক্ষই হইল বহ্নি এবং ধূমের সহচার-প্রত্যক্ষ। ব্যভিচার-জ্ঞান যদি না থাকে তাহা হইলে ঐ সহচার-প্রত্যক্ষ হইতে সাধনে সাধ্যগত ব্যাপকভাব-ঘটিত ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ঐ প্রত্যক্ষের আকার 'বহ্নি-ব্যাপ্যো ধূমঃ' অথবা 'ধূমব্যাপকবহ্নিসমানাধিকরণো ধূমঃ' এই প্রকার হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যেরূপ সাধ্যসাধনের সহচারের প্রত্যক্ষ হয় সেইরূপ হেতুব্যাপকসাধ্যসামানাধিকরণ্যরূপ ব্যাপ্তিরও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। 'যত্র ধূমস্তত্র বহ্নিঃ' অর্থাৎ 'বহ্নিসমানাধিকরণো ধূমঃ' এই প্রকার সহচার প্রত্যক্ষ হইবার পর বহ্নিসামান্যে ধূমসামান্যের ব্যাপ্তি গৃহীত হয়। তদনন্তর গৃহীতব্যাপ্তিক অনুমাতৃপুরুষের ব্যাপ্ত্যনুভব হইতে ব্যাপ্তিবিষয়ক সংস্কার উৎপন্ন হয়। ইহার পর কোনও এক সময়ে উক্ত সংস্কারসম্পন্নপুরুষ পার্বত্য প্রদেশে গমন করেন। সেখানে যখন বহ্নির প্রয়োজনে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন কিন্তু বহ্নি দৃষ্টিগোচর হয় না তখন পর্বতে বহ্নি আছে কি না এইরূপে সন্দিহান হইয়া অবিচ্ছিন্নমূল একটি ধূমরেখা দর্শন করেন। ঐ ধূমদর্শন-রূপ উদ্বোধক দ্বারা পূর্বগৃহীত ধূমগত-বহ্নিব্যাপ্তির সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয়। উক্ত ব্যাপ্তিবিষয়ক সংস্কার উদ্বুদ্ধ হওয়ার ফলে অনুমাতার পূর্বানুভূত ধূমব্যাপকবহ্নি-সামানাধিকরণ্য-স্বরূপ ব্যাপ্তির স্মরণ হইয়া থাকে। স্মরণরূপজ্ঞান-লক্ষণা-সন্নিকর্ষের দ্বারা চক্ষুঃসন্নিকৃষ্টধূমে ব্যাপ্তিকে বিশেষণ করিয়া যে পক্ষধর্মতার প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, উক্ত নিশ্চয়ই ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতাজ্ঞান, ব্যাপ্তি-প্রকারক-পক্ষধর্মতাজ্ঞান অথবা ব্যাপ্তিবিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহি-নিশ্চয়রূপে কীর্তিত হইয়া থাকে। ঐ নিশ্চয়ই অনুমিতির সাক্ষাৎকারণ লিঙ্গপরামর্শ-রূপে গণ্য হয়। ঐ লিঙ্গপরামর্শ হওয়ার পরবর্তী ক্ষণে পর্বতে বহ্নির যে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানবিশেষ উৎপন্ন হয়

ঐ জ্ঞানকে অনুমিতি বলে। অতএব অনুমিতিতে প্রত্যক্ষের কার্যত্ব রহিল।

অনুমান প্রত্যক্ষের কার্য

'তৎপূর্বকং ত্রিবিধমনুমানম্'—এখানে অনুমানশব্দের দ্বারা যদি ব্যাপ্তিজ্ঞানকে অনুমিতির করণরূপে গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলেও ব্যাপ্তিজ্ঞানস্বরূপ অনুমানের প্রতি সাধ্য এবং সাধনের সহচার-প্রত্যক্ষ জনক হওয়ায় অনুমানেও প্রত্যক্ষজন্যত্ব থাকিবে। কারণ, অন্বয়ব্যাপ্তিজ্ঞান বা ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিজ্ঞান যাহাই হউক না কেন উভয়ের প্রতি অন্বয়-সহচারের বা ব্যতিরেক-সহচারের প্রত্যক্ষ অবশ্য অপেক্ষিত। অতএব, ব্যাপ্তিজ্ঞান-রূপ অনুমান সাধ্য ও সাধনের সহচারের প্রত্যক্ষ-জন্য হওয়ায় অনুমানে প্রত্যক্ষকার্যত্ব থাকিবে।

এখন আশঙ্কা হইতেছে, যেস্থলে শাব্দ-পরামর্শ[১] বা স্মরণাত্মক-পরামর্শ[২] হইবার পরে অনুমিতি হয় সেইস্থলে অনুমিতিতে প্রত্যক্ষজন্যত্ব থাকে না, পরন্তু শাব্দবোধজন্যত্ব বা স্মরণজন্যত্ব থাকিবে। এই আশঙ্কার উত্তরে আমরা বলিব যে, শাব্দবোধ বা স্মরণাত্মক-পরামর্শজন্য অনুমিতিতে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষজন্যত্ব না থাকিলেও পরম্পরায় প্রত্যক্ষ-জন্যত্ব অবশ্যই থাকিবে। আমাদের যে কোনও লৌকিক বিষয়ের জ্ঞান হউক না কেন তাহার মূলে প্রত্যক্ষ অবশ্য অপেক্ষিত। শাব্দ-পরামর্শের স্থলেও শাব্দ পরামর্শের কারণ-রূপে বহ্নি, ধূম, ব্যাপ্তি ইত্যাদি শাব্দ পরামর্শের বিষয়ীভূত সকল পদার্থের উপস্থিতি (স্মরণ) আবশ্যক। কারণ, পদজন্য পদার্থের উপস্থিতি-ব্যতিরেকে কখনও শাব্দবোধ হইতে পারে না। শক্তিজ্ঞানাদি-রূপ উদ্বোধকের দ্বারা উদ্বুদ্ধ যে পূর্বানুভবজন্য-সংস্কার তাহা হইতে উৎপন্ন পদার্থের উপস্থিতি

[১] বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ, এই বাক্য হইতে যে ব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী বোধ হয় তাহাকে শাব্দ পরামর্শ বলে।

[২] ব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী অনুভব হইতে সংস্কারকে দ্বার করিয়া স্মরণাত্মক পরামর্শ উৎপন্ন হয়।

শাব্দবোধের জনক হইয়া থাকে। ঐ সংস্কারের প্রতি প্রত্যক্ষানুভব কারণ।

স্মরণাত্মক পরামর্শের স্থলে সহচারদর্শনাদিজনিত ব্যাপ্তির অনুভব হইবার পরে কালান্তরে পর্বতাদিপক্ষে ধূমদর্শন-রূপ (পক্ষধর্মতাজ্ঞান) উদ্বোধকের সমবধানবশতঃ পূর্বানুভূত ব্যাপ্তির সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইলে ব্যাপ্তির স্মরণ-রূপ বিশেষজ্ঞান হয়। ইহার ফলে পক্ষে এবং পক্ষ-বৃত্তিধূমে চক্ষুরাদিসন্নিকর্ষবশতঃ 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ' অর্থাৎ পর্বতে বহ্নিব্যাপ্যধূম বিদ্যমান, এই প্রকার ব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী অনুভবাত্মক পরামর্শ হইতে অনুমিতি উৎপন্ন হয়। পরবর্তী কালে উক্ত অনুভবাত্মকপরামর্শজন্য সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়াই ব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যা-বগাহী (বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্ পর্বতঃ এই আকারের) স্মরণাত্মক পরামর্শ হইয়া থাকে। অতএব, স্মরণাত্মক পরামর্শের স্থলেও প্রত্যক্ষানুভব অপেক্ষিত। সুতরাং, শাব্দ পরামর্শ বা স্মরণাত্মক পরামর্শ হইতে যে অনুমিতি হইবে ঐ অনুমিতির প্রতি প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ কারণ না হইলেও পরম্পরায় অবশ্যই কারণ হইবে। অতএব, অনুমিতিমাত্রই সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরায় প্রত্যক্ষজন্য হইবে। এই অভিপ্রায়েই চিন্তামণিকার অনুমিতি-গ্রন্থের প্রারম্ভে প্রত্যক্ষজন্যত্বাৎ না বলিয়া সাক্ষাৎ বা পরম্পরাসাধারণ জন্যজনকভাব বুঝাইবার জন্য 'প্রত্যক্ষোপজীবকত্বাৎ' বলিয়াছেন।

এক্ষণে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, যাঁহারা অসাধারণ কারণকে করণ বলেন তাঁহাদের মতে লিঙ্গপরামর্শই অনুমিতির সাক্ষাৎ কারণ হইয়া অনুমিতির করণ হয়। যাঁহারা ব্যাপারবৎ কারণকে করণ বলেন তাঁহাদের মতে ব্যাপ্তিজ্ঞান পরামর্শ-রূপ ব্যাপারকে দ্বার করিয়া অনুমিতির কারণ হয় বলিয়া উক্ত ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমিতির করণ অর্থাৎ অনুমান প্রমাণ হয়। উভয়মতেই অনুমিতির পূর্বক্ষণে লিঙ্গপরামর্শ অবশ্য অপেক্ষিত।

অনুমিতির করণ।

অনুমিতির উপযোগী হেতুকে লিঙ্গ বলা হয়। ঐরূপ হেতুকে গমকও বলা হইয়া থাকে। গমক-শব্দের অর্থ জ্ঞানবিশেষের সম্পাদক। প্রাচীন নৈয়ায়িকগণের মতে পঞ্চরূপ উপপন্ন হইলে অর্থাৎ হেতুতে যদি পাঁচটি রূপ থাকে তাহা হইলে সেই হেতু গমক হইবে। হেতুর পাঁচটি রূপ বলিতে পক্ষসত্ত্ব, সপক্ষসত্ত্ব, বিপক্ষাসত্ত্ব; অবাধিতত্ব এবং অসৎপ্রতিপক্ষিতত্ব—এই পাঁচটি ধর্মই বুঝিতে হইবে। পক্ষসত্ত্ব-শব্দের অর্থ পক্ষে হেতুর অবস্থিতি। ইহাকেই নব্য-নৈয়ায়িকগণ পক্ষধর্মতা বলিয়াছেন। উক্ত পক্ষধর্মতাজ্ঞানও অনুমিতি-সামগ্রীর অন্তর্গত।

হেতুর গমকত্ব

অনুমিতি হইবার পূর্বে যে আশ্রয়ে বাদী এবং প্রতিবাদী উভয়ের সাধ্যনিশ্চয় থাকে সেই নিশ্চিত-সাধ্যবান্ পদার্থই সপক্ষ। উক্ত সপক্ষে হেতু বর্তমান না থাকিলে পূর্বোক্ত পাঁচটি রূপের একটি রূপ বর্তমান না থাকায় সেই হেতু সাধ্যের অনুমাপক হইবে না। সুতরাং, হেতুর পক্ষে থাকা যেরূপ প্রয়োজন সপক্ষে থাকাও সেইরূপ প্রয়োজন। এই সপক্ষ-সত্ত্বই চিন্তামণিকারের সিদ্ধান্তব্যাপ্তির সহায়ক। আমরা জানি সিদ্ধান্তব্যাপ্তিগ্রহে যে সাধ্যসামানাধিকরণ্য হেতুর বিশেষণরূপে প্রতীয়মান হয় ঐ সামানাধিকরণ্য মহানসাদি-রূপ যে সপক্ষ তদন্তর্ভাবে গৃহীত হইয়া থাকে। এইজন্য মহানস প্রভৃতিকে দৃষ্টান্ত বলা হয়। পর্বতে বহ্নির অনুমিতি না হওয়া পর্য্যন্ত পর্বতে বহ্নির সন্দেহ হওয়ায় অথবা পর্বতে বহ্নির নিশ্চয় না হওয়ায় পর্বত সপক্ষ হইতে পারে না। পর্বত কেবল পক্ষই হইয়া থাকে। মহানসাদি পদার্থে বহ্নি উভয়বাদীর মতসিদ্ধ বলিয়া মহানস দৃষ্টান্তরূপে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং, মহানস পক্ষ না হইয়া সপক্ষ হইল।

যে আশ্রয়ে সাধ্যের অভাব নিশ্চিত থাকে তাহাকে বলা হয় বিপক্ষ। পর্বতে বহ্নিকে সাধ্য এবং ধূমকে হেতু করিয়া যখন অনুমিতি হয় তখন জলহ্রদ নিশ্চিত সাধ্যাভাবের আশ্রয় হওয়ায় উহাকে বিপক্ষ বলা হয়। উক্ত বিপক্ষে হেতু বিদ্যমান থাকিলে

ঐ হেতু বহ্নি প্রভৃতির অনুমাপক হয় না। এইজন্য বিপক্ষা-বৃত্তিত্ব অর্থাৎ বিপক্ষে হেতুর অনবস্থিতিকেও গমকতার উপায় বলে। ইহাকে পাঁচটি রূপের মধ্যে তৃতীয় বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে।

যেস্থলে পক্ষে সাধ্যের অভাব গৃহীত হয় সেই সাধ্যের অনুমাপক হেতুকে বাধিত হেতু বলা হয়। 'হ্রদো বহ্নিমান্ ধূমাৎ'—এইস্থলে হ্রদে বহ্নির অভাব গৃহীত হইয়া থাকে, সুতরাং উক্ত বাধিত হেতু সাধ্যের অনুমাপক হয় না। এইজন্যই অবাধিতত্ব-রূপ ধর্মকে পূর্বোক্ত রূপসমূহের চতুর্থ বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে।

বাধ-নিশ্চয় যেমন প্রকৃত অনুমিতির বিরোধী হয় সেইরূপ সৎপ্রতিপক্ষ-নিশ্চয়ও অনুমিতির বিরোধী হইয়া থাকে। এইজন্য সৎপ্রতিপক্ষিত হেতু প্রকৃত-সাধ্যের অনুমাপক না হওয়ায় পূর্বতন ন্যায়াচার্যগণ অসৎপ্রতিপক্ষিতত্বকে হেতুর পঞ্চম রূপ বলিয়া স্বীকার করেন।

এখন স্বভাবতঃই আমাদের মনে হয় যে একমাত্র অন্বয়-ব্যতিরেকিসাধ্যক অনুমিতির স্থলে হেতুতে পঞ্চরূপ থাকিলেও কেবলান্বয়ি-সাধ্যক এবং কেবলব্যতিরেকি-সাধ্যক অনুমিতির স্থলে পঞ্চরূপ প্রসিদ্ধ হয় না, সুতরাং এইসকল স্থলে হেতুর দ্বারা অনুমিতি কেমন করিয়া সম্ভব হয়? দ্রব্যাদি সাতটি পদার্থে যে পদার্থের অভাব পাওয়া যায় না সেই পদার্থকে বলা হয় কেবলান্বয়ী। যথা বাচ্যত্বকে সাধ্য করিয়া জ্ঞেয়ত্বকে হেতু করিলে উক্তস্থলীয় হেতু বা ব্যাপ্তিজ্ঞানকে কেবলান্বয়ী বলা হইয়া থাকে। কেবলান্বয়ি-সাধ্যক অনুমিতিরস্থলে সাধ্যের বিপক্ষ অপ্রসিদ্ধ হয়। এইস্থলে সপক্ষে বৃত্তিত্ব প্রসিদ্ধ হইলেও বিপক্ষ অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় কেবলান্বয়ী সাধ্যের অনুমাপক হেতুতে গমকতার উপযোগী তৃতীয় রূপটি না থাকায় ঐহেতু অনুমাপক হইতে পারে না। এইরূপ কেবলব্যতিরেকি-সাধ্যক

অনুমিতির স্থলেও প্রকৃত সাধ্যের সপক্ষ অপ্রসিদ্ধ হয়। উদাহরণস্বরূপে দেখান যাইতেছে যে, 'পৃথিবীতরেভ্যো ভিদ্যতে গন্ধবত্ত্বাৎ' এইস্থলে পৃথিবীতরভেদকে সাধ্য করিয়া গন্ধবত্ত্বকে হেতু করিলে পৃথিবীতরভেদ-স্বরূপ সাধ্যের সপক্ষ অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় অন্বয়-দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না বলিয়া অন্বয়ব্যাপ্তি গৃহীত হইতে পারে না। কিন্তু, ব্যতিরেক-দৃষ্টান্ত-মূলে সাধ্য ও হেতুর ব্যতিরেক-সহচারজ্ঞানের দ্বারা ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি-গ্রহ হয় বলিয়া উক্তস্থলীয় হেতু বা ব্যাপ্তিজ্ঞানকে কেবলব্যতিরেকী অনুমান বলা হয়। এই অনুমানস্থলে বিপক্ষাবৃত্তিত্ব থাকিলেও সপক্ষ অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় কেবলব্যতিরেকী হেতুতেও পূর্বোক্ত পঞ্চরূপের দ্বিতীয় রূপটি বিপর্যস্ত হওয়ায় কেবলব্যতিরেকিস্থলীয় গন্ধবত্ত্বহেতুও অনুমাপক হইতে পারে না। কারণ, হেতুতে পূর্বোক্ত পাঁচটি রূপ না থাকিলে সেই হেতু কখনও অনুমাপক হইতে পারে না।

এই সমস্যার সমাধানে আমাদের বক্তব্য এই যে, প্রাচীন নৈয়ায়িক-গণ হেতুর পাঁচটি ধর্মকে অনুমানের সাধক বলিয়াছেন। এই পাঁচটি ধর্মের অন্তর্গত সপক্ষসত্ত্ব এবং বিপক্ষাসত্ত্ব এই দুইটি ধর্মের দ্বারা হেতুব্যাপকসাধ্যসামানাধিকরণ্য-রূপ ব্যাপ্তি গৃহীত হয়। ঐ ব্যাপ্তি 'ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাৎ'—এই কেবলান্বয়িসাধ্যকস্থলীয় হেতুতে যেরূপ থাকিবে সেইরূপ 'পৃথিবীতরেভ্যো ভিদ্যতে গন্ধবত্ত্বাৎ' এই কেবল-ব্যতিরেকিসাধ্যকস্থলীয় হেতুতেও থাকিবে। সুতরাং, কেবলান্বয়ি-সাধ্যকস্থলীয় এবং কেবলব্যতিরেকি-সাধ্যকস্থলীয় হেতু হইতে অনুমিতি হওয়ার পক্ষে কোনও বাধা রহিল না।

একটু অনুধাবন করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, যে-হেতুর দ্বারা পক্ষে সাধ্যের অনুমিতি করা হইবে, ঐ হেতুটি যদি দুষ্ট বা অশুদ্ধ হয় তাহা হইলে ঐ অশুদ্ধ হেতুর দ্বারা সাধ্যে পক্ষের যথার্থ অনুমিতি কেহই স্বীকার করেন না। হেতুর অশুদ্ধি নিরাসের জন্য পূর্বে

পাঁচটি রূপের কথা বলা হইয়াছে। হেতুর অশুদ্ধিকেই হেত্বাভাস বলা হয়। ঐ **হেত্বাভাস পাঁচ প্রকার। ব্যভিচার, বিরোধ, সৎপ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধি এবং বাধ।** এখন আমাদের প্রশ্ন হইতে পারে, সাধ্যের অনুমাপক হেতুতে পক্ষসত্ত্বাদি পাঁচটি রূপ থাকিলে কিরূপে ব্যভিচার প্রভৃতি অশুদ্ধির নিরাস হইবে? ইহার উত্তরে আমরা বলিব যে, পক্ষসত্ত্ব এবং বিপক্ষাসত্ত্ব এই দুইটি রূপের দ্বারা সাধ্য এবং হেতুর ব্যাপ্তি গৃহীত হয়। প্রকৃত হেতুতে ব্যাপ্তিনিশ্চয় হওয়ার ফলে ব্যভিচার এবং বিরোধ প্রভৃতি হেতুদোষের নিরাস হইল। প্রকৃত হেতুতে পক্ষধর্মতা নিশ্চয় হওয়ায় আশ্রয়াসিদ্ধি, স্বরূপাসিদ্ধি এবং ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি নিরস্ত হইল। বাধ এবং সৎপ্রতিপক্ষ চতুর্থ ও পঞ্চমরূপের দ্বারা নিবারিত হয়।

হেতুর গমকত্ব প্রসঙ্গে হেত্বাভাসের কথা

তত্ত্বচিন্তামণিকার প্রভৃতি নব্যনৈয়ায়িকগণ ব্যাপ্তি এবং পক্ষধর্মতার মিলিতজ্ঞানকেই অনুমিতির সাক্ষাৎকারণ বলিয়াছেন। ইহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। কোনস্থলে ঐ লিঙ্গপরামর্শে পক্ষ মুখ্যবিশেষ্য-রূপে ভাসমান হয় এবং 'সাধ্যব্যাপ্যহেতুমান্ পক্ষঃ' এইরূপ পরামর্শের আকার হয়। এই পরামর্শকে সাধ্যব্যাপ্যহেতু-প্রকারকপক্ষবিশেষ্যক পরামর্শ বলা হয়। কোন কোনস্থলে সাধ্যবাপ্য-হেতুকে বিশেষ্য করিয়া পক্ষকে বিশেষণ করিয়া পরামর্শ হইয়া থাকে। এইরূপ পরামর্শকে ব্যাপ্যবিশেষ্যকপক্ষপ্রকারক পরামর্শ বলা হয়। এখন আপত্তি হইতে পারে, পূর্বোক্ত ব্যাপ্যবিশেষ্যক এবং পক্ষবিশেষ্যক উভয়বিধ পরামর্শই যদি পক্ষে সাধ্যানুমিতির কারণ হয় তাহা হইলে পূর্বোক্ত পরামর্শদ্বয়ের যে কোনও একটি পরামর্শ হইতে যখন পক্ষে সাধ্যের অনুমিতি হইবে তখন অপর পরামর্শ না থাকায় ব্যতিরেক-ব্যভিচার [1] অনিবার্য্য। 'পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ'

---

[1] ব্যতিরেকব্যভিচার কার্যকারণভাবের ব্যাঘাতক হয়। কারণ বলিতে কার্যের অব্যবহিতপূর্বক্ষণে কার্যের অধিকরণে নিয়ত অবস্থিত অথচ অন্যথাসিদ্ধ

এইস্থলে ‘পর্বতো বহ্নিমান্’ এই অনুমিতির প্রতি ‘বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ’ এবং ‘বহ্নিব্যাপ্যধূমঃ পর্বতে’ এই উভয়বিধ পরামর্শই কারণ। সুতরাং, ‘বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ’ কেবল এই পরামর্শের পরক্ষণে ‘পর্বতো বহ্নিমান্’ এই অনুমিতি হয়। এইরূপ অনুমিতি সকলেই স্বীকার করেন। অথচ, ঐ অনুমিতির পূর্বক্ষণে ব্যাপ্যবিশেষ্যক পরামর্শ না থাকায় কারণাসত্ত্বে কার্যোৎপত্তি-রূপ ব্যতিরেক-ব্যভিচার অবশ্যম্ভাবী। ‘বহ্নিব্যাপ্যধূমঃ পর্বতে’ এই ব্যাপ্যবিশেষ্যক পরামর্শের পরে পক্ষে সাধ্যানুমিতি উৎপন্ন হইলে ঐ অনুমিতির পূর্বে পক্ষবিশেষ্যক পরামর্শ না থাকায় ব্যতিরেকব্যভিচার হইবে। সুতরাং, ব্যাপ্যবিশেষ্যক বা পক্ষবিশেষ্যক কোনও পরামর্শ ই অনুমিতির কারণ হইতে পারে না। পূর্বোক্ত পরামর্শদ্বয়ের কোন পরামর্শ ই অনুমিতির নিয়তপূর্ববর্তী নহে বলিয়া উক্ত পরামর্শদ্বয়ের সহিত অনুমিতির কার্যকারণভাব গৃহীত হইতে পারে না। ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, পূর্বোক্ত-পরামর্শদ্বয়ের কার্য যে প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতসাধ্যের অনুমিতি, ঐ অনুমিতিও দুই প্রকারের হইয়া থাকে। সাধ্যকে বিশেষণ করিয়া এবং পক্ষকে বিশেষ্য করিয়া ‘পক্ষঃ সাধ্যবান্’

নহে, এইরূপ বস্তুকেই বুঝায়। কারণের লক্ষণ হইল “অন্যথাসিদ্ধিশূন্যত্বে সতি কার্যনিয়ত-পূর্ববর্তিত্বম্”। পূর্ববৃত্তির অংশে নিয়তত্ব বিশেষণ থাকায় কার্যের অব্যবহিত পূর্বক্ষণে কারণরূপে অবস্থিত বস্তুটি কার্যের ব্যাপক হইবে। যে কার্যের ব্যাপক নহে সে কখনও সেই কার্যের কারণ হইতে পারে না। এখানে ব্যাপক বলিতে কার্যের ঠিক পূর্বক্ষণে যে বস্তু নিয়ত বর্তমান থাকিবে অর্থাৎ যে বস্তুটির অভাব থাকিবে না সেই বস্তুটি সেই কার্যের ব্যাপক। যদি পূর্বোক্ত পরামর্শের স্থলে কোনও একটি পরামর্শ না থাকিলে পর্বতে বহ্নির অনুমিতি হয়, তাহা হইলে ঐ তিনটি পরামর্শের কোনও পরামর্শ ই কার্যের ব্যাপক হইল না। সুতরাং, ব্যতিরেকব্যভিচারগ্রহ কার্যকারণভাবগ্রহের প্রতিবন্ধক হওয়ায় ব্যতিরেকব্যভিচারগ্রহদশায় কার্য-কারণভাবগ্রহ হইতে পারে না। ব্যতিরেকব্যভিচারগ্রহ যেইরূপ কার্যকারণ-ভাবের ব্যাঘাতক, অন্বয়ব্যভিচারগ্রহও সেইরূপ কার্যকারণভাবের ব্যাঘাতক।

এই আকারের অনুমিতি হয়। আবার সাধ্যকে বিশেষ্য করিয়া পক্ষকে বিশেষণ করিয়া 'পক্ষে সাধ্যম্' এই আকারের অনুমিতি হইয়া থাকে। পূর্বে যে দ্বিবিধ পরামর্শের কথা বলা হইয়াছে, উক্ত পরামর্শদ্বয়ের মধ্যে 'সাধ্যব্যাপ্যহেতুমান্ পক্ষঃ' এই আকারের পক্ষবিশেষ্যক পরামর্শ 'পক্ষঃ সাধ্যবান্' এই আকারের পক্ষবিশেষ্যক অনুমিতির কারণ হইবে, সাধ্যবিশেষ্যক অনুমিতির নহে। এইরূপ, 'বহ্নিব্যাপ্যধূমঃ পর্বতে' এই আকারের ব্যাপ্যবিশেষ্যক পরামর্শ 'পর্বতে বহ্নিঃ' এই আকারের সাধ্যবিশেষ্যক অনুমিতির কারণ হইবে, 'পর্বতো বহ্নিমান্' এই আকারের পক্ষবিশেষ্যক অনুমিতির নহে। প্রাচীনগণ পক্ষবিশেষ্যক অনুমিতির প্রতি পক্ষবিশেষ্যক পরামর্শ, সাধ্যবিশেষ্যক অনুমিতির প্রতি ব্যাপ্যবিশেষ্যক পরামর্শকে অবলম্বন করিয়া অনুমিতি এবং পরামর্শের কার্য্যকারণভাব কল্পনা করেন। সুতরাং, প্রাচীনদের মতে উক্তস্থলে ব্যতিরেকব্যভিচার হইতে পারে না।

দীধিতিকার, মথুরানাথ প্রভৃতি নব্যনৈয়ায়িকগণ, প্রসিদ্ধসাধ্যকস্থলে সাধ্যবিশেষ্যক অনুমিতি স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে পক্ষবিশেষ্যক পরামর্শ হউক অথবা ব্যাপ্যবিশেষ্যক পরামর্শ হউক, উভয়বিধ পরামর্শ হইতেই 'পক্ষঃ সাধ্যবান্' ইত্যাকারক পক্ষবিশেষ্যক অনুমিতি হয়। দীধিতিকার সাধ্যবিশেষ্যক অনুমিতির প্রতি সাধ্যজ্ঞানকে প্রতিবন্ধক বলিয়াছেন। সুতরাং অন্বয়পরামর্শ হইতে ভাব বা অভাবকে সাধ্য করিয়া সাধ্যবিশেষ্যক অনুমিতি হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এই উদ্দেশ্যেই বলা হইয়াছে, 'প্রসিদ্ধসাধ্যকস্থলে সর্বত্র পক্ষবিশেষ্যিকৈবানুমিতিরনুভূয়তে।' উক্ত মতে পূর্বোক্ত ব্যভিচার বারণের জন্য প্রকৃতপক্ষে প্রকৃত-সাধ্যক অনুমিতির প্রতি ব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী অর্থাৎ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট যে হেতু তাহার সহিত পক্ষের যে বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ সম্বন্ধ তদ্বিষয়ক-জ্ঞানত্বপুরস্কারে উভয় পরামর্শের একরূপে কারণতা কল্পনা করা হয়। মুক্তাবলীকার 'ইত্যন্যে' এই উক্তির দ্বারা দীধিতিকারের এই মত প্রদর্শন করিয়াছেন।

এমন প্রশ্ন হইতে পারে পর্বতপক্ষকবহ্নিসাধ্যক অনুমিতি এবং পর্বতে বহ্নিব্যাপ্যবত্তা পরামর্শকে অবলম্বন করিয়া সামান্য কার্য্যকারণভাব স্বীকার করিলে 'পর্বতো বহ্নিমান্' এই অনুমিতির প্রতি 'বহ্নিব্যাপ্য-ধূমবান্ পর্বতঃ,' 'বহ্নিব্যাপ্য আলোকবান্ পর্বতঃ' 'বহ্নিব্যাপ্যভস্মবান্ পর্বতঃ' ইত্যাদি বিভিন্ন পরামর্শ কারণ হওয়ায় যখন 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ' এই আকারের পরামর্শমাত্র হইতে 'পর্বতো বহ্নিমান্' এই অনুমিতি হয়, ঐ অনুমিতির পূর্বক্ষণে 'বহ্নিব্যাপ্য-আলোকবান্ পর্বতঃ' ইত্যাদি পরামর্শ না থাকায় ব্যতিরেকব্যভিচার হইবে। যেস্থলে 'বহ্নিব্যাপ্য-আলোকবান্ পর্বতঃ' এই পরামর্শমাত্র হইতে পর্বতে বহ্নির অনুমিতি হইবে, এই অনুমিতির পূর্বে ধূমলিঙ্গক পরামর্শ না থাকায় ব্যতিরেকব্যভিচার হইবে। এই সমস্যার সমাধান কল্পে আমাদের বক্তব্য, পর্বতকে পক্ষ করিয়া বহ্নিকে সাধ্য করিয়া এবং ধূমকে হেতু করিয়া 'পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' এই আকারের প্রসিদ্ধ অনুমান যেমন হয়, সেইরূপ ধূমকে হেতু না করিয়া আলোককে হেতু করিয়া বা ভস্মকে হেতু করিয়া 'পর্বতো বহ্নিমান্ আলোকাৎ,' 'পর্বতো বহ্নিমান্ ভস্মনঃ' এই আকারের অনুমান ও স্বীকৃত হইয়াছে। অতএব যেই অনুমানে যে হেতু অর্থাৎ লিঙ্গ হইবে সেই লিঙ্গপরামর্শ তল্লিঙ্গক অনুমিতির কারণ।

যদি অনুমিতি এবং লিঙ্গপরামর্শের কার্যকারণভাবের কার্যাংশে হেতুর উল্লেখ না করিয়া কেবলমাত্র পক্ষ এবং সাধ্য প্রবিষ্ট হয় তাহা হইলে পর্বতপক্ষকবহ্নিসাধ্যক অনুমিতির প্রতি পুর্বোক্ত তিনটি পরামর্শই কারণ হইবে। অথচ, উক্ত পরামর্শের যে কোনও একটি পরামর্শ থাকিলেই পর্বতে বহ্নির অনুমিতি হইয়া থাকে। ইহার ফলে অপর পরামর্শ দুইটি পর্বতপক্ষকবহ্নি-সাধ্যক অনুমিতির কারণ হইয়াও অনুমিতির পূর্বে না থাকায় ব্যতিরেকব্যভিচার হইবে। সুতরাং, ধূমলিঙ্গক অনুমিতির প্রতি বহ্নিব্যাপ্যধূমবত্ত্ব পরামর্শ কারণ, আলোকলিঙ্গকানুমিতির প্রতি

বহ্নিব্যাপ্য-আলোকবত্ত্ব পরামর্শ কারণ। এইভাবে কার্য এবং কারণ উভয়ই লিঙ্গবিশেষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় বলিয়া বিশেষ বিশেষ কার্যকারণভাব কল্পনা করিয়া ব্যতিরেকব্যভিচার বারণ করিতে হইবে।

ব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহি-জ্ঞানত্ব পুরস্কারে পরামর্শের এবং অনুমিতির যে কার্য্যকারণভাব কল্পনা করা হইয়াছে, উক্ত ব্যাপ্তিবিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহী জ্ঞান যদি সংশয়াত্মক হয়, অর্থাৎ 'পর্বতো বহ্নিব্যাপ্য-ধূমবান্ ন বা', এই আকারের জ্ঞান হয় তাহা হইলে ঐরূপ জ্ঞান হইতে অনুমিতি হয় না। সুতরাং, ব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী সংশয় অনুমিতির জনক নহে। এইজন্য ব্যাপ্তিবিশিষ্ট-পক্ষধর্মতার জ্ঞান যাহাকে পরামর্শ বলা হইয়াছে ঐ জ্ঞানপদের দ্বারা নিশ্চয়কে বুঝিতে হইবে। অনাহার্য এবং অগৃহীতাপ্রামাণ্যক[১] যে ব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাব গাহী নিশ্চয় তাহাকে পরামর্শরূপে অনুমানের কারণ বলিতে হইবে। কারণ, আমরা পূর্বে যে পরামর্শের কথা বলিলাম ঐ পরামর্শের বিষয় যে ব্যাপ্তি বা পক্ষধর্মতা এতদুভয়ের কোনও অংশে যদি অপ্রামাণ্য-বুদ্ধি হয়, অর্থাৎ যে হেতুতে ব্যাপ্তির অভাব থাকে বা পক্ষধর্মতার অভাব থাকে সেই হেতুতে ব্যাপ্তি বা পক্ষধর্মতাকে বিশেষণ করিয়া যদি পরামর্শ হয় তাহা হইলে ঐ পরামর্শকে বিশেষ্য করিয়া ব্যাপ্ত্যংশে বা পক্ষধর্মতাংশে অপ্রমাণ্যজ্ঞান থাকার ফলে ঐ পরামর্শ অনুমিতির কারণ হইবে না। পরামর্শে বিশেষণীভূত পদার্থের বিরুদ্ধ পদার্থ যদি বিশেষ্যতাবচ্ছেদকরূপে ভাসমান হয় এবং উক্ত বিশেষণীভূত পদার্থ প্রকার-রূপে ভাসমান হয় তাহা হইলে ঐ জ্ঞানকে আহার্য জ্ঞান বলা হয়। উদাহরণ স্বরূপ দেখান হইতেছে যে, ভূতলাদি ধর্মীতে ঘটাভাবের নিশ্চয় থাকা কালে জ্ঞাতার

[১] ইদং জ্ঞানং বহ্নিব্যাপ্যধূমাভাববতি বহ্নিব্যাপ্যধূমপ্রকারকম্, অথবা ইদং জ্ঞানং ব্যাপ্ত্যভাববতি ব্যাপ্তিপ্রকারকম্—এইরূপ জ্ঞানকে পরামর্শধর্মিক অপ্রামাণ্যজ্ঞান বলা হয়।

ইচ্ছাবশতঃ যখন ঘটাদিপ্রকারক জ্ঞান হয় তখন ঐ জ্ঞানকে অর্থাৎ 'ঘটাভাববদ্ ভূতলং ঘটবৎ' এই জ্ঞানকে আহার্য জ্ঞান বলা হয়। আহার্য জ্ঞান আরোপাত্মক জ্ঞানবিশেষ। আহার্য জ্ঞান কোনও কার্যের কারণ বা প্রতিবন্ধক হয় না। এইজন্য কারণীভূত বা প্রতিবন্ধকীভূত জ্ঞানে অনাহার্যত্ব বিশেষণ দিতে হয়। পরামর্শ যদি পূর্বোক্ত প্রকার আহার্যজ্ঞান হয় অর্থাৎ পর্বতে বহ্নিব্যাপ্য-ধূমাভাবের নিশ্চয়কালে ইচ্ছাবশতঃ বহ্নিব্যাপ্যধূমপ্রকারক উক্ত পর্বতবিশেষ্যক জ্ঞান হয় তাহা হইলে উক্ত আহার্য-পরামর্শ পর্বতে বহ্ন্যনুমিতির জনক হইবে না। এই জন্য অনুমিতির কারণ যে পরামর্শ তাহাতে অপ্রামাণ্যগ্রহাভাব যেরূপ নিবেশ করিতে হইবে সেরূপ অনাহার্যত্বও নিবেশ করিতে হইবে।

মীমাংসকগণ ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতাজ্ঞানত্ব-রূপে অর্থাৎ ব্যাপ্তি-বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিনিশ্চয়ত্ব-রূপে পরামর্শের কারণতা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, 'বহ্নিব্যাপ্যধূমঃ', 'ধূমবান্ পর্বতঃ' এইরূপ জ্ঞানদ্বয় হইতেও পর্বতে বহ্ন্যনুমিতি হইয়া থাকে। সুতরাং, কদাচিৎ বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী জ্ঞান হইলেও ব্যাপ্তি-জ্ঞানের এবং পক্ষধর্মতাজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন রূপে কারণতা কল্পনা করাই সমীচীন। এইভাবে কার্যকারণভাব কল্পনা করিলে লঘুধর্মপুরস্কারে কার্যকারণভাব কল্পিত হইয়া থাকে। সুতরাং ব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহি-নিশ্চয়ত্ব অপেক্ষায় ব্যাপ্তিজ্ঞানত্ব এবং পক্ষধর্মতাজ্ঞানত্ব লঘু ধর্ম হওয়ায় নৈয়ায়িকমতে কারণতাবচ্ছেদকের গৌরব স্বীকার করিতে হয়।

অনুমিতির কারণতা প্রসঙ্গে মীমাংসকমত

আরও বক্তব্য এই যে, ব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহি-নিশ্চয়ত্বরূপে নৈয়ায়িকগণ পরামর্শের যে কারণতা কল্পনা করেন, ঐ পরামর্শরূপ-কারণের পূর্বে ও মীমাংসকগণের অভিমত ব্যাপ্যতাবচ্ছেদককে প্রকার করিয়া পক্ষধর্মতাজ্ঞান এবং ব্যাপ্তিজ্ঞান পরামর্শের কারণ রূপে অবশ্যই অপেক্ষিত হইবে। সুতরাং, সর্বত্র অনুমিতির প্রতি উক্ত

ধর্মদ্বয়পুরস্কারে জ্ঞানদ্বয়কে কারণ বলাই যুক্তিযুক্ত। নৈয়ায়িকগণের অভিমত পরামর্শের সাক্ষাৎকারের পূর্বে উক্ত ব্যাপ্তিজ্ঞান এবং পক্ষধর্মতাজ্ঞান এই দুইটী জ্ঞানের সাক্ষাৎকার[১] হওয়ায় প্রথমোপস্থিতত্ব এবং কারণতাবচ্ছেদকের লাঘবনিবন্ধন ব্যাপ্তিপ্রকারকপক্ষধর্মতাবগাহি-নিশ্চয়ত্ব-রূপে কারণতা কল্পনা না করিয়া ব্যাপ্তিজ্ঞান

[১]স্বপ্রকাশবাদী মীমাংসকদের মতে পরামর্শ অপেক্ষায় ব্যাপ্তিজ্ঞান এবং পক্ষধর্মতাজ্ঞান উভয়ের প্রথম সাক্ষাৎকার হয়, যাহা বলা হইয়াছে তাহার তাৎপর্য এই যে, স্বপ্রকাশবাদী প্রভাকর অর্থাৎ গুরুমতে প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি বা শাব্দবোধ যে কোনও জ্ঞান হইবে, ঐ সকল জ্ঞান যেমন বিষয়কে অবলম্বন করিয়া হয় সেইরূপ জ্ঞাতা, জ্ঞানকেও বিষয় করিয়া থাকে। প্রভাকরমতে মিতি, মাতৃ এবং মেয় এই তিনটিকে বিষয় না করিয়া কোনও জ্ঞান হয় না। যেমন ভূতলে ঘটের সাক্ষাৎকারের জনক ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষাদি সামগ্রী হইতে যে সাক্ষাৎকার উৎপন্ন হয় ঐ সাক্ষাৎকারে বিশেষ্যরূপে ভূতল, বিশেষণরূপে ঘট, সংসর্গরূপে সংযোগাদি যেরূপ ভাসমান হয়, সেইরূপ ঘটবদ্‌ভূতলবিষয়কজ্ঞান এবং জ্ঞানের আশ্রয় জ্ঞাতাও ভাসমান হইয়া থাকে। এই মতে 'ঘটবদ ভূতলম্', 'ভূতলে ঘটমহং পশ্যামি' এইরূপ সাক্ষাৎকারের আকার হইবে। সুতরাং, ভূতল এবং ঘট যেমন সাক্ষাৎকৃত হইল সেইরূপ সাক্ষাৎকার এবং সাক্ষাৎকারের আশ্রয় আত্মাও সাক্ষাৎকৃত হইয়া থাকে। ইহাই প্রভাকরমতে স্বপ্রকাশ। 'স্বস্য প্রকাশঃ স্বপ্রকাশঃ' এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে জ্ঞানমাত্রের স্ববিষয়কত্বই স্বপ্রকাশকত্ব বুঝিতে হইবে। প্রকৃত স্থলেও 'বহ্নিব্যাপ্যধূমো, ধূমবান্ পর্বতঃ' এইরূপ সমূহালম্বন-জ্ঞানও পূর্বোক্তপ্রকারে স্বপ্রকাশ হওয়ায় উক্ত জ্ঞানজন্যব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহি-জ্ঞানরূপ পরামর্শের সাক্ষাৎকারের পূর্বে উক্ত জ্ঞানদ্বয়ের সাক্ষাৎকার হওয়ায় মীমাংসকমতে প্রথমসাক্ষাৎকৃতত্বরূপ প্রথমোপস্থিতি-বিষয়ত্ব রহিয়াছে। অতএব 'প্রথমোপস্থিতিত্যাগে মানাভাবঃ'—এই ন্যায় অনুসারে ব্যাপ্তিজ্ঞান এবং পক্ষধর্মতাজ্ঞান এতদুভয়ের প্রথম-উপস্থিতত্বরূপ লাঘববশতঃ ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকপ্রকারকপক্ষধর্মতাজ্ঞানত্ব এবং ব্যাপ্তিজ্ঞানত্ব এই উভয়ধর্মপুরস্কারেই উক্তজ্ঞানদ্বয়ের দণ্ডচক্রাদিন্যায়ে অনুমিতির কারণত্ব কল্পনা করিতে হইবে। ইহাই মীমাংসক প্রভাকরের অভিপ্রায়।

এবং পক্ষধর্মতা-জ্ঞান এতদুভয়েব কারণতাদ্বয় কল্পনা করাই সমীচীন।

পূর্বোক্ত মীমাংসক-মতখণ্ডন-প্রসঙ্গে নৈয়ায়িকগণ বলেন, ঘটরূপ কার্যের প্রতি দণ্ড, চক্র প্রভৃতি পরস্পরের সহকারী হইয়াও যেমন স্বতন্ত্র কারণ হয়, সেইরূপ অনুমিতির প্রতিও ব্যাপ্তিজ্ঞান এবং পক্ষধর্মতা-জ্ঞানকে স্বতন্ত্রভাবে সহকারিকারণ-রূপে স্বীকার করিতে হইবে। যদি কেবল ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকধর্মপুরস্কারে পক্ষধর্মতাজ্ঞানের কারণতা মীমাংসকগণেব অভিপ্রেত হয় তাহা হইলে 'বহ্নিব্যাপ্যধূমঃ' এই ব্যাপ্তিজ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও 'ধূমবান্ পর্বতঃ' এই জ্ঞানমাত্র হইতে পর্বতে বহ্ন্যনুমিতির আপত্তি হইবে। কারণ 'ধূমবান্ পর্বতঃ' এই পক্ষধর্মতাজ্ঞানেও বহ্নির ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক যে ধূমত্ব সে প্রকার হইয়াছে। ইহার উত্তরে মীমাংসকগণ বলেন যে, ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকের অন্তর্গত ব্যাপ্যত্বাংশে (ব্যাপ্তিতে) জ্ঞায়মানত্ব-রূপ একটি বিশেষণ দেওয়া হইবে, সুতরাং ব্যাপ্তিজ্ঞান পূর্বে না থাকিলে জ্ঞায়মানব্যাপ্যতাবচ্ছেদকধর্ম-পুরস্কারে পক্ষধর্মতাজ্ঞান অনুমিতির কারণ হইতে পারে না। এইজন্য অনুমিতির পূর্বে পক্ষধর্মতাজ্ঞানের ন্যায় ব্যাপ্তিজ্ঞানকেও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। মীমাংসকদের এই যুক্তির উত্তরে নৈয়ায়িকগণ বলেন, ব্যাপ্ত্যংশে জ্ঞায়মানত্ব বিশেষণ দিলেও 'বহ্নিব্যাপ্যো ধূমঃ' এই আকারের রামের ব্যাপ্তিজ্ঞান হইল; শ্যামের 'ধূমবান্ পর্বতঃ' এইরূপ পক্ষধর্মতাজ্ঞান হইল। ঐ পক্ষধর্মতাজ্ঞান জ্ঞায়মানব্যাপ্যতাবচ্ছেদকধর্মপুরস্কারে হওয়ায় উক্তজ্ঞানদ্বয় হইতেও মীমাংসকগণের মতে অনুমিতির প্রসক্তি হইবে। এই আপত্তির উত্তরে মীমাংসকগণ বলেন যে, যে-পুরুষের অনুমিতি হইবে সেই পুরুষের জ্ঞানগোচর ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক-ধর্মপুরস্কারে যে পক্ষধর্মতাজ্ঞান তাহা সেই পুরুষের অনুমিতির কারণ হইবে। এইরূপ বলিলে বিভিন্ন-পুরুষীয় ব্যাপ্তিজ্ঞান এবং পক্ষধর্মতাজ্ঞান হইতে অনুমিতির আপত্তি

মীমাংসকমত খণ্ডন

বারিত হইলেও অনুমাতৃপুরুষভেদে অনন্ত কার্যকারণভাব কল্পনা করিতে হইবে। ইহা অপেক্ষা লাঘবতঃ সমবায়সম্বন্ধে প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতসাধ্যের অনুমিতির প্রতি ব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহি-নিশ্চয়ত্ব পুরস্কারে পরামর্শের কারণতা কল্পনা করাই সমীচীন। মীমাংসকগণের মতানুসারে ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম-পুরস্কারে ব্যাপ্তিজ্ঞান এবং ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম পুরস্কারে পক্ষধর্মতাজ্ঞান এই উভয়কে অনুমিতির কারণ স্বীকার করিলে 'ধূমবান্ পর্বতঃ' এইরূপ পক্ষধর্মতার জ্ঞান হইতে অনুমিতির আপত্তি বারণ হইলেও 'বহ্নিব্যাপ্যোধূমঃ', 'আলোকবান্ পর্বতঃ' এই প্রকার জ্ঞানদ্বয় হইতেও অনুমিতির আপত্তি হইবে। যেখানে 'বহ্নিব্যাপ্যবান্ পর্বতঃ' এইরূপ শাব্দ পরামর্শ হইতে অনুমিতি হইবে সেখানে মীমাংসকগণের অনুমোদিত ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক-প্রকারে যে পক্ষধর্মতার জ্ঞান তাহা না থাকায় অগত্যা মীমাংসক-গণকেও ব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিনিশ্চয়ত্বপুরস্কারে উক্ত পরামর্শে অনুমিতির কারণতা স্বীকার করিতেই হইবে। যদি কোনও একটি স্থলে ব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিনিশ্চয়ত্বপুরস্কারে পরামর্শের কারণতা স্বীকার করিতে হয় তাহা হইলে সর্বত্রই উক্তরূপে অনুমিতি এবং পরামর্শের কার্যকারণভাব কল্পনা করাই যুক্তিযুক্ত। প্রভাকর-সম্প্রদায় 'বহ্নিব্যাপ্যোধূমঃ', 'ধূমবান্ পর্বতঃ' এই দুইটী জ্ঞান হইতেও যেখানে অনুমিতি স্বীকার করেন, আমাদের মতে সেখানেও ঐ জ্ঞানদ্বয়ের পরে 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ' এইরূপ একটি বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী জ্ঞান হইয়া তাহার পরক্ষণে অনুমিতি হইবে। পরামর্শ-ক্ষণে অনুমিতি হইবে অথবা এক ক্ষণ বিলম্বে হইবে—ইহা কি মীমাংসকগণ শপথ করিয়া বলিতে পারেন? অতএব ব্যাপ্তিজ্ঞানরূপকরণের ব্যাপার হিসাবে ব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিনিশ্চয়ত্বরূপেই পরামর্শের[১] অনুমিতি-হেতুতা সিদ্ধ হইল।

[১] এই পরামর্শ কেবলমাত্র নবন্যায়ে কল্পিত নহে। বার্ত্তিককার উদ্যোতকর বলিয়াছেন, স্মৃত্যা চ অনুগৃহ্যমাণং পরামর্শরূপমনুমানং ভবতি। ন্যায়বার্ত্তিক অ ১, আ ১, সূ ৫।

দীধিতিকারের মতে অনুমিতির করণ ব্যাপ্তিজ্ঞান এবং উক্ত করণের ব্যাপার পরামর্শ। এখন আমরা ব্যাপ্তি-জ্ঞানের বিষয় যে ব্যাপ্তি তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। সাধ্যের সহিত সাধনের সম্বন্ধবিশেষকেই ব্যাপ্তি বলা হয়। ইহা সকল-দার্শনিকগণ স্বীকার করেন। ব্যাপ্তি সম্বন্ধবিশেষ হইলেও ব্যাপ্তির স্বরূপবিষয়ে দার্শনিকগণের বিভিন্ন মতবাদ আছে। বৌদ্ধমতে সাধ্যের সহিত হেতুর অবিনাভাবসম্বন্ধকে ব্যাপ্তি বলা হয়। এই মত যুক্তিসিদ্ধ নহে; কারণ অবিনাভাবসম্বন্ধের দ্বারা যদি তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ গৃহীত হয় তাহা হইলে 'পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' এইরূপ সংযোগ-সম্বন্ধে সাধ্য-হেতুর স্থলে অনুমিতি হইতে পারে না। কারণ ধূমরূপ হেতুতে বহ্নির তাদাত্ম্য থাকে না। যদি অবিনাভাব-পদের দ্বারা কার্যকারণ-ভাবরূপ সম্বন্ধ গৃহীত হয় তাহা হইলে 'সত্তাবান্ জাতেঃ' ইত্যাদি নিত্যসাধ্যহেতুক স্থলে এবং 'অয়ং বৃক্ষঃ শিংশপায়াঃ' ইত্যাদি অভেদ-সম্বন্ধে সাধ্যহেতুভাবস্থলে অনুমিতি হইতে পারে না। যদি বৌদ্ধগণ সাধ্যসত্তানিয়তসত্তাবত্ত্বকে অবিনাভাবসম্বন্ধ বলেন তাহা হইলে সাধ্য-সত্তার নিয়তসত্তাবত্ত্বহেতুতে বিদ্যমান থাকায় হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্যত্ব থাকিবে। এখন জিজ্ঞাস্য, নিয়ত-শব্দের অর্থ কি? যদি ব্যাপকত্ব-রূপ অর্থ স্বীকৃত হয় তাহা হইলে সমব্যাপ্তহেতুতে লক্ষণসমন্বয় হইলেও বিষমব্যাপ্তহেতুকস্থলে অব্যাপ্তি এবং ধূমবান্ বহ্নেঃ এই সকলব্যভি-চারিস্থলে অতিব্যাপ্তি হয়। যদি নিয়তপদের ব্যাপ্যত্ব-রূপ অর্থ হয় তাহা হইলে অবিনাভাবরূপব্যাপ্তি ব্যাপ্তিঘটিত হওয়ায় অন্যোন্যাশ্রয় অবশ্যম্ভাবী। এই সকল দোষের জন্য অবিনাভাব-সম্বন্ধকে ব্যাপ্তি বলা যায় না। ভাট্টমতে এবং বৈশেষিকমতে অনৌপাধিকত্ব-রূপ ব্যাপ্তি স্বীকার করা হয়। আচার্য উদয়নও এইমত সমর্থন করেন। অনৌপাধি-কত্বের অন্তর্গত যে উপাধি তাহা ব্যাপ্য-ব্যাপকভাবঘটিত হওয়ায় অনৌপাধিকত্ব-রূপ ব্যাপ্তিও অন্যোন্যাশ্রয়দোষে দুষ্ট হইবে। অনৌ-

ব্যাপ্তিসম্বন্ধে বিবিধ মতবাদ।

পাধিকত্বপদের 'যাবৎস্বব্যভিচারিব্যভিচারিসাধ্যসামানাধিকরণ্যরূপ'[১] পারিভাষিক অর্থ স্বীকার করিলে পূর্বোক্ত দোষ বারণ হয়। কিন্তু ইহা অতি দুর্জ্ঞেয়। বিশেষব্যাপ্তিগ্রন্থে চিন্তামণিকার এই সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

ন্যায়লীলাবতীকার বল্লভাচার্য ব্যাপ্তিকে সাধ্যসাধনযোঃ কার্ৎস্ন্যেন সম্বন্ধঃ বলিয়াছেন। এই মতও যুক্তিসিদ্ধ নহে। কৃৎস্নেন সাধ্যেন হেতোঃ সম্বন্ধঃ অর্থাৎ সকল সাধ্যের সহিত হেতুর সম্বন্ধ এইরূপ অর্থ করিলে সাধ্যের সমব্যাপ্তহেতুতে লক্ষণসমন্বয় হইলেও সাধ্যের বিষমব্যাপ্ত হেতুতে অব্যাপ্তি হইবে। কৃৎস্নস্য হেতোঃ সাধ্যেন সম্বন্ধঃ অর্থাৎ সাধ্যের সহিত সকল হেতুর সম্বন্ধ এইরূপ অর্থ করিলে বহ্নিমান ধূমাৎ ইত্যাদি নানাব্যক্তি সাধ্যক স্থলে কোন সাধ্যব্যক্তিতেই সকল সাধনের সম্বন্ধ না থাকায় অব্যাপ্তি হইবে। যদি কৃৎস্নেন সাধ্যেন কৃৎস্নস্য সাধনস্য সম্বন্ধঃ অর্থাৎ সকলসাধ্যের সহিত সকলহেতুর সম্বন্ধ এইরূপ অর্থ করা হয় তাহাও সমীচীন হইবে না। কারণ বহ্নিব্যক্তি বিশেষে ধূমব্যক্তিবিশেষের সম্বন্ধই গৃহীত হয়, সকল সাধনব্যক্তিতে সকলসাধ্যব্যক্তির কোন সম্বন্ধ গৃহীত হইতে পারে না। অতএব নানাব্যক্তিসাধ্যকসদ্ধেতুর স্থলে অব্যাপ্তি হইবে। একব্যক্তিসাধ্যক সদ্ধেতুর স্থলে সকল সাধ্য অথবা সকল হেতু অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় এবং বিষমব্যাপ্তহেতুর স্থলে সকল সাধ্যে হেতুর সম্বন্ধ না থাকায় অব্যাপ্তি হইবে। দোষদুষ্ট বলিয়া চিন্তামণিকার এই প্রাচীন মতটি উপেক্ষা করিয়াছেন।

প্রভাকর মীমাংসকগণ অব্যভিচরিত সম্বন্ধকেই ব্যাপ্তি বলিয়াছেন। অব্যভিচরিত-পদটি ভাবপ্রধান-রূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় অব্যভিচরিতত্ব-রূপ সম্বন্ধই মীমাংসকের মতে ব্যাপ্তি। চিন্তামণিকারের মতে অব্যভিচরিতত্ব-রূপ সম্বন্ধ ব্যাপ্তি হইতে পারে না। ব্যাপ্তিপঞ্চকগ্রন্থে এবং

[১] স্বং ব্যভিচারি যেষাং, তেষাং যাবতাং ব্যভিচারিণা সাধ্যেন সামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিরিত্যর্থঃ। তত্ত্বচিন্তামণি জাগঃ, পৃঃ ৩২৮, ১ম পংক্তি।

সিংহব্যাঘ্রলক্ষণে অব্যভিচরিতত্বশব্দের বিভিন্ন[১] প্রকার অর্থ প্রদর্শন-পূর্বক ঐ সকল ব্যাপ্তির খণ্ডন করা হইয়াছে। অব্যভিচরিতত্বশব্দের প্রাথমিক অর্থ সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব। এই লক্ষণটির অর্থ বুঝিতে হইলে প্রথমে উক্ত লক্ষণের অন্তর্গত 'সাধ্যাভাববৎ' পদটি কিভাবে নিষ্পন্ন হয় তাহা আলোচনা করিতে হইবে। কেহ কেহ সাধ্যস্য অভাবঃ সাধ্যাভাবঃ তদস্যাস্তীতি সাধ্যাভাববান্ এইরূপ ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করেন। এইরূপ ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ সঙ্গত নহে। ব্যাকরণশাস্ত্রের নিয়মানুসারে কর্মধারয় প্রভৃতি সমাসের পরে মতুপ্ প্রত্যয় করিলে যে অর্থের প্রতীতি হইবে, সেই অর্থের প্রতীতি যদি বহুব্রীহি-সমাসের[২] দ্বারা নির্বাহ হয় তাহা হইলে কর্মধারয়-সমাসের পরে মতুপ্ প্রত্যয় হয় না। এই অনুশাসনবশতঃ তৎপুরুষ সমাসের পরে মতুপ্ প্রত্যয় করিয়া সাধ্যাভাববৎ পদটি নিষ্পন্ন হইতে পারে না। আবার কেহ কেহ বলেন যে, অভাবঃ অস্যাস্তীতি অভাববান্ এইভাবে প্রথমে অভাবপদের উত্তর মতুপ্ প্রত্যয় করিতে হইবে, অতঃপর সাধ্য-পদের সহিত অভাববৎ পদের তৎপুরুষ সমাস হইবে। ইহাও সম্ভব নহে। কারণ অভাববৎ-পদার্থের একদেশ যে অভাব-পদার্থ

[১] ক) সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্
খ) সাধ্যবদ্ভিন্নসাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্
গ) সাধ্যবৎপ্রতিযোগিকান্যোন্যাভাবাসমানাধিকরণ্যম্
ঘ) সকলসাধ্যাভাববন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিত্বম্।
ঙ) সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্বম্
} ব্যাপ্তিপঞ্চকম্।

চ) সাধ্যাসামানাধিকরণ্যানধিকরণত্বম্
ছ) সাধ্যবৈয়ধিকরণ্যানধিকরণত্বম্
} সিংহব্যাঘ্র-লক্ষণম্।

[২] তৎপুরুষ-সমাসোত্তর মতুপ্ প্রত্যয় করিলে যে অর্থের বোধ হইবে 'সাধ্যস্য অভাবো যত্র সাধ্যাভাবঃ' এইরূপ বহুব্রীহি সমাসের দ্বারা সেই অর্থের প্রতীতি হয়।

তাহার সহিত সাধ্য-পদার্থের অন্বয় হইতে পারে না। পদার্থের সহিত পদার্থের অন্বয় হয়, পদার্থের একদেশের সঙ্গে নহে। অতএব অভাব-পদের উত্তর মতুপ্ প্রত্যয় করিয়া সাধ্য-পদের সহিত অভাববৎপদের সমাসও হইতে পারে না। সুতরাং সাধ্যাভাববৎ পদটি কিভাবে নিষ্পন্ন হইবে? এই সমস্যার সমাধান কল্পে আমরা বলিব যে, প্রথমে 'সাধ্যম্ অভাবো যস্য স সাধ্যাভাবঃ' এইরূপ বহুব্রীহি সমাস করিতে হইবে। অনন্তর 'সাধ্যাভাব' এই পদের উত্তর মতুপ প্রত্যয় হইবে। পূর্বে আমরা বলিয়াছি, যেখানে বহুব্রীহি-সমাসের দ্বারা অর্থের প্রতীতি হইতে পারে সেই স্থলে কর্মধারয়-সমাসের পরে মতুপ্ প্রত্যয় হয় না। পূর্বোক্ত অনুশাসনে কর্মধারয়-পদটি বহুব্রীহি ভিন্ন সমাসমাত্রের প্রত্যায়ক। সুতরাং বহুব্রীহি সমাসের পরে মত্বর্থীয় প্রত্যয় হইতে কোনও বাধা নাই। ঘটঃ অভাবো যস্য এই বিগ্রহবাক্যানুসারে বহুব্রীহি-সমাসের দ্বারা নিষ্পন্ন 'ঘটাভাবঃ' এই সমস্ত বাক্যের দ্বারা যেমন ঘটের অভাব প্রতিপাদিত হয়, সেইরূপ সাধ্যমভাবো যস্য এই বহুব্রীহি-সমাসের দ্বারা নিষ্পন্ন 'সাধ্যাভাবঃ' এই সমস্ত বাক্যের দ্বারাও সাধ্যের অভাবকে বুঝাইবে। সুতরাং তৎপুরুষ-সমাসের পরে মতুপ্ প্রত্যয় করিলে অথবা মতুপ্ প্রত্যয়ান্ত অভাব-পদের সঙ্গে সাধ্য-পদের তৎপুরুষ-সমাস করিলে যেই অর্থের বোধ হইবে পূর্বোক্তরূপ বহুব্রীহি-সমাসের পরে মতুপ্ প্রত্যয় করিলেও ঠিক সেই অর্থের বোধ হইবে। এইভাবে মতুপ্ প্রত্যয় হইবার পর সাধ্যাভাববৎ-পদটি নিষ্পন্ন হইল। সাধ্যাভাববৎ-পদের অর্থ হইল সাধ্যাভাবাধিকরণ। এখন আমরা উক্ত লক্ষণের অন্তর্গত 'অবৃত্তিত্বম্' এই পদটির সম্বন্ধে আলোচনা করিব। 'বৃৎ'ধাতুর উত্তর ভাবে ক্তিন্ প্রত্যয় করিয়া-বৃত্তিশব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার দ্বারা বৃত্তিত্বই প্রতিপাদিত হয়। বৃত্তি-পদ, অভাববোধক নঞ্-পদ, এবং সাধ্যাভাববৎ-পদ এই তিনটি পদমিলিত হইয়া 'সাধ্যাভাববতো ন বৃত্তির্যত্র' এই বিগ্রহ-

বাক্যানুসারে ত্রিপদব্যধিকরণ বহুব্রীহি-সমাস হইয়াছে। ইহার পরে তল্ প্রত্যয় করিয়া সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্—এই লক্ষণবাক্যটি নিষ্পন্ন হয়। 'সাধ্যাভাববতঃ'—এই লুপ্ত ষষ্ঠীর অর্থ নিরূপিতত্ব। সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বের অন্তর্গত যে বৃত্তি-পদার্থ তাহার সহিত উক্ত নিরূপিতত্বের অন্বয় হইবে। বৃত্তিপদার্থের অন্বয় হইবে নঞর্থ অভাবে। সুতরাং সাধ্যাভাবাধিকরণনিরূপিতবৃত্তিত্বাভাবই লক্ষণটির অর্থ পর্য্যবসিত হইল।

সাধ্যের অভাবটি কোনও একটি নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধে নিবেশ করিতে হইবে। অন্যথা যে সম্বন্ধে সাধ্য করা হইবে, তদতিরিক্ত কোনও একটি সম্বন্ধে যদি সাধ্যের অভাব গৃহীত হয় তাহা হইলে অব্যাপ্তি হইবে। উদাহরণদ্বারা বুঝান যাইতেছে যে, বহ্নিকে যখন সংযোগ-সম্বন্ধে সাধ্য করা হইবে এবং ধূম যখন সংযোগ-সম্বন্ধে হেতু হইবে, তখন বহ্নির অভাব সমবায়-সম্বন্ধে গৃহীত হইলে তাহার অধিকরণ মহানস হওয়ায় সেখানে ধূম বৃত্তি হইবে; ফলে অব্যাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। এই অব্যাপ্তি বারণ করিবার জন্য সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে সাধ্যের অভাব নিবেশ করিতে হইবে। যে সম্বন্ধে সাধ্য করা হইবে, সাধ্যের নিয়ামক সেই সম্বন্ধটিকে সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ বলে। সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে সাধ্যাভাব নিবেশ করিবার ফলে সংযোগ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক বহ্ন্যভাবের অধিকরণ হইবে জলহ্রদ প্রভৃতি, মহানসাদি নহে। অতএব সাধ্যাভাববৎ যে জল-হ্রদাদি তন্নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব ধূমে থাকায় 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' এখানে অব্যাপ্তি বারণ হইল। সাধ্যাভাববৎ এখানে সাধ্যাভাব-পদের অর্থ যদি সাধ্যনিষ্ঠপ্রতিযোগিতানিরূপক অভাব মাত্র বলা হয় তাহা হইলে 'পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' এইস্থলে 'মহানসীয়-বহ্নি র্নাস্তি' এইরূপ বহ্নিবিশেষের অভাব বা 'বহ্নিঘটোভয়ং নাস্তি' এইপ্রকার বহ্নি ও ঘট উভয়ের অভাব বহ্ন্যভাবের অন্তর্গত হয়। ঐ সকল অভাবের অধিকরণ মহানস প্রভৃতিতে ধূমসম্বন্ধ থাকায়

ফলে সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব-রূপ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে। ঐ অব্যাপ্তি বারণের জন্য সাধ্যাভাব বলিতে সাধ্যের সামান্যাভাব[১] বুঝিতে হইবে। সাধ্যসামান্যাভাব নিবেশ করিবার ফলে বহ্নির সামান্যাভাবকে লক্ষণান্তর্গত সাধ্যাভাব-রূপে গ্রহণ করিতে হইবে, তত্তদ্‌বহ্নির অভাব বা বহ্নিঘটোভয়াভাব নহে। সুতরাং 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' এইস্থলে সাধ্যসামান্যাভাবের অধিকরণ হইবে জল-হ্রদাদি, তন্নিরূপিবৃত্তিত্বাভাব ধূমে থাকায় লক্ষণের সমন্বয় হইল। 'বহ্নি র্নাস্তি' এই প্রতীতিসিদ্ধ অভাবকেই বহ্নির সামান্যাভাব বলে। উক্ত সামান্যাভাবকে সংগ্রহ করিবার জন্য ব্যাপ্তিপঞ্চকের টীকায় মথুরানাথ বলিয়াছেন, 'সাধ্যাভাবশ্চ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদকাবাচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকো গ্রাহ্যঃ'। ইহার ফলে 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' এখানে বহ্নিত্বমাত্রাবচ্ছিন্নসংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নবহ্নি-নিষ্ঠপ্রতিযোগিতার নিরূপক যে অভাব তাহাই বহ্নির সামান্যাভাব-রূপে পর্যবসিত হইল।

---

[১] সামান্যাভাব—বহ্নির অভাব বলিতে মোটামুটি আমরা চারি প্রকারের অভাব বুঝিয়া থাকি। (১) 'মহানসীয়বহ্নি র্নাস্তি'—এই প্রকারের অভাবকে বহ্নির বিশেষাভাব বলা হয়। (২) 'বহ্নিঘটোভয়ং নাস্তি'—এই অভাবকে উভয়াভাব বলে। (৩) 'বহ্নিঘটপটান্যতমো নাস্তি' এই অভাবকে অন্যতমা-ভাব বলা হয়। (৪) 'বহ্নির্নাস্তি'—এই প্রকার অভাবকে সামান্যাভাব বলা হয়। পূর্বোক্ত বিশেষাভাব এবং উভয়াভাবকে ব্যাবৃত্তি করার জন্য ব্যাপ্তির লক্ষণে বা অন্যত্র সামান্যাভাবের নিবেশ করা হইয়া থাকে। অভাব-মাত্রেরই একটি প্রতিযোগী ও অনুযোগী থাকিবে। প্রতিযোগিতে প্রতিযোগিতা-রূপ একটি ধর্ম থাকে। ঐ প্রতিযোগিতাকে কেহ বলিয়াছেন স্বরূপ সম্বন্ধবিশেষ, কেহ বা বলেন অতিরিক্ত পদার্থ। যাঁহারা স্বরূপসম্বন্ধ-বিশেষরূপ প্রতিযোগিতা বলেন তাঁহাদের মধ্যেও মত বিরোধ আছে। যাঁহারা প্রতিযোগিব্যক্তিভেদে প্রতিযোগিতা ভিন্ন ভিন্ন হয় বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে প্রতিযোগী এবং অভাব উভয়স্বরূপ প্রতিযোগিতা বলা হয়। কেবল প্রতিযোগিস্বরূপ প্রতিযোগিতা বলিলে সামান্যাভাব এবং

সাধ্যাভাবের অধিকরণটি বিশেষণতাবিশেষ-সম্বন্ধে বিবক্ষিত হইবে, অন্যথা 'গুণত্ববান্ জ্ঞানত্বাৎ' এইস্থলে গুণত্বাভাবের অধিকরণ 'জ্ঞানে' বিষয়িত্বসম্বন্ধে জ্ঞানত্ব-রূপ হেতু বৃত্তি হওয়ায় অব্যাপ্তি হইবে। এখন আশঙ্কা হইতে পারে, বিশেষণতাবিশেষ-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ বিবক্ষিত হইলে ভাবসাধ্যকস্থলে অব্যাপ্তি পরিহার হইলেও 'ঘটত্বাভাববান্ পটত্বাৎ', 'ঘটান্যোন্যাভাববান্ পটত্বাৎ':এই সকল অভাবসাধ্যকস্থলে সাধ্যাভাব ঘটত্বাদিস্বরূপ হওয়ায় তাহার বিশেষণতাবিশেষ সম্বন্ধে অধিকরণ অপ্রসিদ্ধ হইবে,কারণ ঘটত্বাদিজাতি ঘটাদি ব্যক্তিতে সমবায়সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে। ঘটত্বপ্রভৃতি-ভাবস্বরূপ যে সাধ্যাভাব তাহার সমবায়সম্বন্ধে অধিকরণ প্রসিদ্ধ, বিশেষণতাবিশেষসম্বন্ধে নহে। অতএব বিশেষণতাবিশেষ-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ বিবক্ষা করিলে পূর্বোক্ত অভাবসাধ্যক স্থলদ্বয়ে বিশেষণতাবিশেষসম্বন্ধেসাধ্যাভাবের অধিকরণ অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় অব্যাপ্তি অনিবার্য। ইহার উত্তরে বলিতে হইবে, যাঁহারা বিশেষণতা-বিশেষ সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ নিবেশ করেন, তাঁহাদের

বিশেষাভাবের কোনও বৈষম্য থাকে না। কারণ বহ্ন্যভাবের প্রতিযোগী যে বহ্নি তৎস্বরূপ প্রতিযোগিতার নিরূপক বহ্নির সামান্যাভাব যেরূপ হয় সেইরূপ বহ্নির বিশেষাভাবও হইয়া থাকে। সামান্যাভাবের প্রতিযোগী বিভিন্ন ব্যক্তি হইলেও যাঁহারা সকল প্রতিযোগীতে একই প্রতিযোগিতা স্বীকার করেন তাঁহাদের মতে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকস্বরূপ প্রতিযোগিতা স্বীকৃত হয়, প্রতিযোগি-স্বরূপ নহে। এই প্রতিযোগিতার দ্বারাই প্রতিযোগী এবং অভাবের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হয়। বস্তুতঃ যাহার অভাব অর্থাৎ অভাবের যে প্রতিদ্বন্দ্বী তাহাই অভাবের প্রতিযোগী। পূর্বে যে প্রতিযোগিতার কথা বলা হইল ঐ প্রতিযোগিতা সম্বন্ধবিশেষ দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। যে ধর্মের দ্বারা প্রতিযোগিতা অবচ্ছিন্ন হয় প্রতিযোগিবৃত্তি সেই অসাধারণ ধর্মকে প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ধর্ম বলে। এইরূপ যে সম্বন্ধের দ্বারা প্রতিযোগিতা অবচ্ছিন্ন হয়, ঐ সম্বন্ধকে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ বলা হয়।

মতে অভাবত্বপ্রতীতির প্রমাত্ব রক্ষার জন্য অভাবাভাবকে অতিরিক্ত অভাবস্বরূপ স্বীকার করা হয়। সুতরাং ঘটত্বাভাবের অভাব অথবা ঘটান্যোন্যাভাবের অভাব ঘটত্ব-স্বরূপ নহে, কিন্তু অতিরিক্ত অভাব পদার্থ-স্বরূপ। অতএব পূর্বোক্ত অভাবসাধ্যকস্থলেও বিশেষণতা-বিশেষ সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ প্রসিদ্ধ হওয়ায় অব্যাপ্তি হইবে না।

যদি অভাবের অভাবকে প্রতিযোগী বা প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক স্বীকার করা হয় তাহা হইলে সাধ্যবান্ এই বুদ্ধির বিরোধি যে জ্ঞান ঐ জ্ঞানে যে প্রকার বা বিশেষণ হইবে, তদ্‌গতপ্রকারতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ বিবক্ষা করিতে হইবে। অর্থাৎ 'পর্বতো বহ্নিমান্' এই বুদ্ধির বিরোধি জ্ঞান 'বহ্ন্যভাববান্ পর্বতঃ'। ঐ জ্ঞানে প্রকার বা বিশেষণ বহ্ন্যভাব, তদ্‌গতপ্রকারতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ স্বরূপ। এইরূপে যেখানে কোনও অভাবকে সাধ্য করা হইবে সেখানে সাধ্যবত্তাবুদ্ধির বিরোধি জ্ঞানীয়প্রকারতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইবে সমবায় প্রভৃতি। যথা ঘটত্বাভাববান্ পটত্বাৎ এই স্থলে ঘটত্বাভাববান্ পটঃ এইরূপ জ্ঞানের বিরোধি জ্ঞান হইবে ঘটত্বাভাবাভাববান্ পটঃ অর্থাৎ ঘটত্ববান্ পটঃ। উক্তজ্ঞানের প্রকার ঘটত্বাভাবাভাব অর্থাৎ ঘটত্ব এবং তদ্‌গতপ্রকারতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ সমবায়। পূর্ব্বোক্ত স্থলে সাধ্য ঘটত্বাভাব, তাহার সামান্যাভাব ঘটত্ব; ঘটত্বের সমবায়-সম্বন্ধে অধিকরণ হইবে ঘট, তদ্বৃত্তিত্বাভাব পটত্বে থাকায় লক্ষণ-সমন্বয় হইল।

মথুরানাথের মতে, অভাবের অভাব যদি প্রতিযোগ্যাদিস্বরূপ হয় তাহা হইলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক-সাধ্যসামান্যাভাববৃত্তি সাধ্যসামান্যীয়প্রতিযোগিত্ব-তদবচ্ছেদকত্ব-এতদন্যতরের নিয়ামকসম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ বিবক্ষা করিতে হইবে। ইহার ফলে বহ্নিপ্রভৃতিভাবসাধ্যকস্থলে বহ্ন্যভাবের অভাবটি বহ্নিসামান্য-স্বরূপ হওয়ায় বহ্ন্যভাবে সাধ্যসামান্যীয় প্রতিযোগিত্ব থাকিবে। উক্ত

প্রতিযোগিতার নিয়ামক বা অবচ্ছেদক সম্বন্ধ বিশেষণতাবিশেষ। 'ঘটত্বাভাববান্ পটত্বাৎ' এই অত্যন্তাভাবসাধ্যক স্থলে ঘটত্বস্বরূপ যে সাধ্যাভাব তাহার অভাব সাধ্যস্বরূপ হওয়ায় ঘটত্বস্বরূপ যে সাধ্যের সামান্যাভাব তাহাতে ঘটত্বাভাবস্বরূপ সাধ্যের প্রতিযোগিত্ব থাকিবে। সুতরাং সাধ্যাসামান্যীয়প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ সমবায় হইবে। 'ঘটান্যোন্যাভাববান্ পটত্বাৎ' ইত্যাদিস্থলে ঘটান্যোন্যাভাবাভাবস্বরূপ সাধ্যাভাবে অর্থাৎ ঘটত্বে সাধ্য যে ঘটান্যোন্যাভাব তাহার প্রতিযোগিত্ব না থাকিলেও প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব রহিয়াছে। সুতরাং সাধ্যাভাববৃত্তি যে সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা তাহার নিয়ামক সম্বন্ধ সমবায়। অতএব অভাব সাধ্যকস্থলে সমবায়াদিসম্বন্ধ এবং ভাবসাধ্যকস্থলে স্বরূপ-সম্বন্ধ সাধ্যাভাবাধিকরণতার নিয়ামক হইবে।

লক্ষণান্তর্গত অবৃত্তিত্বের অংশে যে বৃত্তিত্ব প্রবিষ্ট হইয়াছে, উক্ত বৃত্তিত্ব হেতুতার নিয়ামক অর্থাৎ অবচ্ছেদক যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন বলিতে হইবে। যদি হেতুতার নিয়ামক সম্বন্ধে অবচ্ছিন্ন বৃত্তিত্বের নিবেশ না করা হয় তাহা হইলে 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' এই স্থলে সদ্ধেতুতে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে। কারণ বহ্নির সামান্যাভাবের আশ্রয় ধূমাবয়ব এবং জল-হ্রদ, ধূমাবয়বে ধূম সমবায় সম্বন্ধে এবং জল-হ্রদে ধূম কালিক-সম্বন্ধে বৃত্তি হওয়ায় ধূমে তাদৃশ বৃত্তিত্বাভাব-স্বরূপ ব্যাপ্তি রহিল না। হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নবৃত্তিত্ব নিবেশ করিবার ফলে 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' এখানে হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ যে সংযোগ তদবচ্ছিন্ন-বৃত্তিত্বই সংগৃহীত হইবে, সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বা কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিত্ব নহে। সুতরাং বহ্ন্যভাবের অধিকরণ যে ধূমাবয়ব বা জলহ্রদ তন্নিরূপিত সংযোগ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নবৃত্তিত্বের অভাব ধূমে থাকায় অব্যাপ্তি-বারণ হইল।

তাদৃশবৃত্তিত্বের অভাব বলিতে তাদৃশবৃত্তিত্বের সামান্যাভাব

বুঝিতে হইবে, তাদৃশবৃত্তিত্বনিষ্ঠপ্রতিযোগিতাক অভাব নহে। যদি সামান্যাভাব নিবেশ না করা হয়, তাহা হইলে 'পর্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ' ইত্যাদি ব্যভিচারিস্থলে ধূমাভাবের অধিকরণ যে হ্রদ তন্নিরূপিত বৃত্তিত্বের অভাব অর্থাৎ ধূমাভাববদ্হ্রদ্বৃত্তিত্বং নাস্তি এই বিশেষাভাব এবং ধূমাভাববদ্বৃত্তিত্ব-জলত্বএতদুভয়ের অভাব বহ্নিরূপ হেতুতে থাকায় অতিব্যাপ্তি হইবে। এই অতিব্যাপ্তি বারণ করিবার জন্য সাধ্যাভাববন্নিরূপিতবৃত্তিত্বাভাবকেও তাদৃশবৃত্তিত্বের সামান্যাভাব বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার ফলে ধূমসাধ্যক-বহ্নিহেতুকস্থলে ধূমাভাবের অধিকরণ যে অয়ঃপিণ্ড তন্নিরূপিতবৃত্তিত্ব বহ্নিতে থাকায় ধূমাভাববদ্বৃত্তিত্বের সামান্যাভাব রহিল না। সুতরাং ব্যভিচারিহেতুতে ব্যাপ্তি- লক্ষণের অতিব্যাপ্তি বারণ হইল।

সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বরূপব্যাপ্তির লক্ষণ পূর্বোক্তপ্রকারে পরিষ্কৃত হইলেও কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ প্রভৃতি অব্যাপ্যবৃত্তি-সাধ্যকসদ্ধেতু স্থলে একই বৃক্ষে শাখাদিদেশাবচ্ছেদে কপিসংযোগ থাকিলেও ঐ বৃক্ষে মূলপ্রদেশাবচ্ছেদে কপিসংযোগের অভাব থাকায় কপিসংযোগের আশ্রয় বৃক্ষ কপিসংযোগসামান্যাভাবেরও আশ্রয় হওয়ায় এতদ্বৃক্ষত্বহেতুতে কপিসংযোগসামান্যাভাববদ্-বৃত্তিত্বই রহিল, তাদৃশবৃত্তিত্বাভাব নহে। সুতরাং এতদ্বৃক্ষত্ব প্রভৃতি অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকসদ্ধেতুতে ব্যাপ্তিলক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে।

এই সকল দোষ বারণ করিবার জন্য অব্যভিচরিতত্বরূপ ব্যাপ্তির সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্ব-রূপ অর্থ করা হইয়াছে। এই অর্থ পর্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, 'সাধ্যম্ অস্য অস্তীতি সাধ্যবান্' অর্থাৎ বহ্নিস্বরূপ সাধ্যের আশ্রয় মহানস প্রভৃতি, 'তদন্য' তাহা হইতে ভিন্ন জল-হ্রদ; সেই জল-হ্রদনিরূপিতবৃত্তিত্বের অভাব ধূমে থাকায় লক্ষণ সমন্বয় হইল।

'কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ' এই অব্যাপ্যবৃত্তি-সাধ্যক সদ্ধেতু-স্থলে কপিসংযোগবদ্ভিন্ননিরূপিতবৃত্তিত্বাভাব এতদ্বৃক্ষত্ব-হেতুতে থাকায় লক্ষণ সমন্বয় হইল। চিন্তামণিকারের মতে ভেদ অর্থাৎ

অন্যোন্যাভাব কখনও অব্যাপ্যবৃত্তি নহে। সুতরাং বৃক্ষ কোন ক্রমেই কপিসংযোগবদ্ভিন্ন বলিয়া গৃহীত হইবে না। এই লক্ষণে 'সাধ্যবদন্য' এই অংশের সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকান্যোন্যাভাববান্ এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। তাহা না হইলে বহ্নিমান্ ধূমাৎ এইরূপ নানাব্যক্তিসাধ্যক স্থলে বহ্নিমন্মহানসাদি ব্যক্তির অন্যোন্যাভাব পর্বতে, বহ্নিমৎপর্বতব্যক্তির অন্যোন্যাভাব মহানসে থাকে বলিয়া সাধ্যবন্নিষ্ঠ-প্রতিযোগিতাকান্যোন্যাভাববন্নিরূপিতবৃত্তিত্ব ধূমে থাকায় উক্ত লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে। যদিও সাধ্যবদন্যনিরূপিতবৃত্তিত্বাভাবকে ব্যাপ্তি বলা হইয়াছে, তথাপি হেতুতাবচ্ছেদকধর্মে সাধ্যবদন্যনিরূপিত-বৃত্তিতানবচ্ছেদকত্ব অবশ্যই বিবক্ষা করিতে হইবে; অন্যথা 'দ্রব্যং গুণকর্মান্যত্ব-বিশিষ্টসত্ত্বাৎ'—এই স্থলে অব্যাপ্তি হইবে। আমরা জানি যে, গুণকর্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তা এবং শুদ্ধসত্তা অভিন্ন হওয়ায় সাধ্যবদন্য যে গুণাদি, তন্নিরূপিতবৃত্তিত্ব সত্তাতে যেমন থাকে সেইরূপ বিশিষ্টসত্তাতেও থাকে। কারণ গুণে গুণকর্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তা এইরূপ যথার্থ প্রতীতি হইয়া থাকে। উক্ত নিবেশের ফলে দ্রব্যংগুণকর্মান্যত্ব-বিশিষ্টসত্ত্বাৎ-এইস্থলে তাদৃশবৃত্তিতার অবচ্ছেদক 'সত্তাত্ব' হইলেও বিশিষ্টসত্তাত্ব তাদৃশবৃত্তিতার অনবচ্ছেদক হওয়ায় অব্যাপ্তি বারণ হইল। এখন, 'সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকান্যোন্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিতানবচ্ছেদক-হেতুতাবচ্ছেদকধর্মবত্ত্বম্'—ইহাই অন্যোন্যাভাবঘটিত ব্যাপ্তির স্বরূপ হইল। ভাষা-পরিচ্ছেদকার এই ব্যাপ্তিকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন 'ব্যাপ্তিঃ সাধ্যবদন্যস্মিন্নসম্বন্ধ উদাহৃত' ইতি। আমরা অত্যন্তাভাবগর্ভ এবং অন্যোন্যাভাবগর্ভ ব্যাপ্তিদ্বয়ের কথা বলিলাম। সদ্ধেতুতে উক্ত ব্যাপ্তিদ্বয়ের সমন্বয় হইবে না। কারণ 'ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাৎ' এই কেবলান্বয়িসাধ্যক অনুমিতির স্থলে সাধ্য কেবলান্বয়ী[১] হওয়ায় সাধ্যের সামান্যাভাব বা সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্ন-

[১] বৃত্তিমদত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগিত্বং বৃত্তিমদন্যোন্যাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বং বা কেবলান্বয়িত্বম্।

প্রতিযোগিতাকান্যোন্যাভাব অপ্রসিদ্ধ হয় বলিয়া উক্ত লক্ষণদ্বয়ের অব্যাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। ব্যাপ্তি পঞ্চকোক্ত অন্যান্যলক্ষণসমূহ এবং সিংহব্যাঘ্রপ্রকরণোক্ত লক্ষণদ্বয়ও পূর্বোক্তরীতিতে অব্যাতি দোষগ্রস্ত হয়। উক্ত অব্যাপ্তি বারণ করিবার জন্য চিন্তামণিকার হেতুব্যাপক-সাধ্যসামানাধিকরণ্যরূপ ব্যাপ্তির সিদ্ধান্তলক্ষণ প্রণয়ন করিয়াছেন। এই লক্ষণটিতে দুইটি অংশ আছে। একটি হেতুর ব্যাপকত্ব, অপরটি সাধ্যের সামানাধিকরণ্য। হেতুর ব্যাপক যে সাধ্য, ঐ সাধ্যের সহিত হেতুর একটি অধিকরণে অবস্থিতির নাম ব্যাপ্তি। এখন আমরা হেতুতে যে সাধ্যের ব্যাপকত্ব থাকে, ঐ ব্যাপকত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিব। মোটামুটিভাবে যে বস্তুটি যে বস্তুর অপেক্ষায় অধিকদেশে বিদ্যমান থাকে তাহাকেই সাধারণতঃ আমরা ব্যাপক বলি। আবার যে বস্তুর অপেক্ষায় যে বস্তুটি অল্পদেশে বিদ্যমান থাকে তাহাকেই সেই বস্তুর ব্যাপ্য বলিয়া ব্যবহার করি। আমরা ব্যাপ্তির সিদ্ধান্তলক্ষণে হেতুতে যে সাধ্যের ব্যাপকত্বের কথা বলিয়াছি, তাহা কিন্তু হেতুর অধিকদেশবৃত্তিত্বরূপ ব্যাপকত্ব নহে। কারণ সাধ্যের জ্ঞাপক যে হেতু তাহা দুই প্রকার। কোনও হেতু সাধ্য অপেক্ষায় অল্পদেশে বিদ্যমান থাকে। যেমন বহ্নিকে সাধ্য করিলে এবং ধূমকে হেতু করিলে বহ্নি অপেক্ষায় ধূম অল্পদেশে বিদ্যমান থাকিয়া বহ্নির জ্ঞাপক হইয়া থাকে। বহ্নিসাধ্যক স্থলে উক্ত ধূম-হেতুকে বিষমব্যাপ্তহেতু বলা হয়। সাধ্যের সমনিয়ত যে হেতু তাহাকে সমব্যাপ্তহেতু বলা হয়। 'সত্তাবান্ জাতেঃ' ইত্যাদিস্থলে সত্তার অনুমাপক যে জাতি-স্বরূপ হেতু, তাহা সাধ্যের সমব্যাপ্ত হয়। সুতরাং হেতুর অপেক্ষায় অধিক-দেশবৃত্তিত্ব যদি ব্যাপকত্ব হয় তাহা হইলে পূর্বোক্ত বিষমব্যাপ্ত হেতুর ব্যাপকত্ব সাধ্যে থাকিলেও 'সত্তাবান্ জাতেঃ' এই স্থলে সাধ্যে হেতুর অধিকদেশবৃত্তিত্বরূপ ব্যাপকত্ব সম্ভবপর হয় না। এইজন্যই সিদ্ধান্ত-ব্যাপ্তির স্বরূপনিরূপণ প্রসঙ্গে চিন্তামণিকার 'হেতুমন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাবা-

ব্যাপ্তির সিদ্ধান্তলক্ষণ

প্রতিযোগিত্ব'কেই হেতুর ব্যাপকত্ব বলিয়াছেন। ব্যাপকত্বের এইরূপ ব্যাখ্যার ফলে হেতুমন্নিষ্ঠাভাবের অপ্রতিযোগী যে সাধ্য সেই সাধ্যের সহিত হেতুর সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ এক অধিকরণে অবস্থিতি সিদ্ধান্ত-ব্যাপ্তির স্বরূপ। যদি ব্যাপকত্বের এইরূপ অর্থ স্বীকার করা হয় তাহা হইলে কোন সাধ্যই হেতুর ব্যাপক হইতে পারে না। কারণ, 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' এখানে বহ্নির নানা অধিকরণ থাকায় ধূমের অধিকরণ যে পর্বত সেখানে মহানসীয় বহ্নি-ব্যক্তির অভাব রহিয়াছে। এইরূপ ধূমের অধিকরণ যে মহানস তাহাতে পর্বতীয় বহ্নিব্যক্তির অভাব বিদ্যমান থাকায় বহ্নিমাত্রই হেতুমন্নিষ্ঠাভাবের প্রতিযোগী। সুতরাং কোনও বহ্নিতেই হেতুমন্নিষ্ঠা-ভাবের অপ্রতিযোগিত্ব না থাকায় বহ্নি ধূমের ব্যাপক হইতে পারে না। এইরূপ 'দ্রব্যং পৃথিবীত্বাৎ' প্রভৃতি একব্যক্তিসাধ্যক স্থলেও হেতুর অধিকরণে অর্থাৎ ঘট প্রভৃতিতে দ্রব্যত্ব গুণত্ব উভয়ের অভাব থাকে। সুতরাং দ্রব্যত্বস্বরূপ সাধ্য উক্ত উভয়াভাবের প্রতিযোগী হওয়ায় সাধ্যে হেতুমন্নিষ্ঠাভাবের অপ্রতিযোগিত্ব-রূপ ব্যাপকত্ব রহিল না। ইহার ফলে বহ্নিপ্রভৃতি যে সমস্ত সাধ্যের ব্যক্তিভেদ রহিয়াছে সেই সকল নানাব্যক্তিসাধ্যক স্থলে এবং দ্রব্যত্ব প্রভৃতি একব্যক্তিসাধ্যক স্থলে কোন সাধ্যই হেতুর ব্যাপক হইতে পারে না বলিয়া লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে। এই সমস্ত অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে দীধিতিকার হেতুমন্নিষ্ঠাভাবাপ্রতিযোগিত্বকে হেতুর ব্যাপকত্ব না বলিয়া হেতুমন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকধর্মবত্ত্বকে ব্যাপকত্ব বলিয়াছেন। উক্ত ব্যাপকত্বকে অবলম্বন করিয়া সিদ্ধান্তলক্ষণে সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্মে হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবের[১] প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব নিবেশ করা হইয়াছে। এইরূপ নিবেশের ফলে হেতুমন্নিষ্ঠাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-ভিন্ন যে সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম তদবচ্ছিন্ন সাধ্যের

[১] মণিকার সিদ্ধান্তলক্ষণের অন্তর্গত অভাবকে অত্যন্তাভাব বলিয়াছেন। দীধিতিকার উক্ত লক্ষণের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে অত্যন্তপদটি নিষ্প্রয়োজন

সহিত হেতুর সামান্যাধিকরণ্যই সিদ্ধান্তব্যাপ্তির লক্ষণ হইল। পূর্বোক্ত অপ্রতিযোগিত্বের স্থলে তাদৃশ প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদকত্ব অনুসরণ করার ফলে পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ এই সকল স্থলে 'তদ্ব্যক্তির্নাস্তি' এই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক তত্তদ্ব্যক্তিত্ব হইলেও সাধ্যতাবচ্ছেদক বহ্নিত্ব-ধর্মটি হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয় প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক হওয়ায় তাদৃশপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদক যে বহ্নিত্ব তদবচ্ছিন্ন বহ্নির সহিত হেতুর সামানাধিকরণ্য থাকায় লক্ষণ সমন্বয় হইল। বাচত্বত্বপ্রভৃতি সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম হেতুমন্নিষ্ঠাবের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক হয় বলিয়া 'ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাৎ' এই সকল কেবলান্বয়িসাধ্যকসদ্ধেতুস্থলেও লক্ষণ সমন্বয় হওয়ার পক্ষে কোনও বাধা রহিল না। হেতুব্যাপকসাধ্যসামানাধিকরণ্যকে ব্যাপ্তির লক্ষণ স্বীকার করিলে 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' ইত্যাদি স্থলে বহ্নি এবং ধূমের ব্যক্তিভেদ থাকায় বহ্নি ধূমের নানাসামানাধিকরণ্যকে ব্যাপ্তি বলিতে হইবে। ইহার ফলে 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' এই স্থলেও বিভিন্ন ধূমব্যক্তিতে বিভিন্নসাধ্যের বিভিন্ন সামানাধিকরণ্যরূপ নানাব্যাপ্তির প্রসক্তি হইবে। যদি ইষ্টাপত্তি করা হয়, তাহা হইলে 'একৈব হি সা ব্যাপ্তিঃ সর্বধূমসাধারণী' পরামর্শগ্রন্থের এই সিদ্ধান্ত ব্যাহত হয়। অতএব উক্তগ্রন্থের সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' ইত্যাদি নানাব্যক্তিসাধ্যকসদ্ধেতুস্থলে ধূমব্যাপকবহ্নিসামানাধিকরণ্যবিশিষ্টধূমত্বই ব্যাপ্তি হইবে। এইরূপ অন্যান্য স্থলেও হেতুব্যাপকসাধ্য-সামানাধিকরণ্যবিশিষ্ট হেতুতাবচ্ছেদকধর্মই ব্যাপ্তির স্বরূপ হইবে। এই অভিপ্রায়ে সিদ্ধান্তলক্ষণে দীধিতিকার বলিয়াছেন 'তদ্বতি[১] ধূমত্বাদিকং বা ব্যাপ্তিঃ'।

বলিয়াছেন। অত্যন্ত-পদ লক্ষণে নিবিষ্ট থাকিলে তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে যেখানে সাধ্য হইবে অর্থাৎ 'অয়ং ঘটঃ এতত্ত্বাৎ' ইত্যাদি স্থলে তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অত্যন্তাভাব অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় অব্যাপ্তি হইবে।

[১] 'তদ্বতি' ইহার অর্থ ধূমব্যাপকবহ্নিসামানাধিকরণ্যবতি।

কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ এই সকল অব্যাপ্যবৃত্তি[১] সাধ্যকসদ্ধেতুতে অব্যাপ্তিবারণের জন্য লক্ষণের অন্তর্গত যে অভাব তাহাতে প্রতিযোগ্য-সামানাধিকরণ্য বিশেষণ দিতে হইবে। যদি ঐ বিশেষণটির নিবেশ

---

[১] স্বাধিকরণবৃত্তি অভাবের প্রতিযোগীকে অব্যাপ্যবৃত্তি বলে। অর্থাৎ যে বস্তুটি নিজের অধিকরণে স্থিত অভাবের প্রতিযোগী হয় সেইবস্তুটিকে অব্যাপ্য-বৃত্তি বলা হয়। সকল সম্প্রদায়ই ঘটসংযোগ, কপিসংযোগ প্রভৃতি সংযোগ-বিশেষকে অব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়া স্বীকার করেন। প্রাচীনগণ দ্রব্যে সংযোগ-সামান্যকে অব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়া স্বীকার করিয়া 'অয়ং সংযোগী দ্রব্যত্বাৎ'এইস্থলে অব্যাপ্তিবারণের জন্য 'প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ্য' বিশেষণের সার্থকতা স্বীকার-করেন। সাম্প্রদায়িকগণ এই প্রাচীনমতের বিরোধী। তাঁহাদের মতে দ্রব্যে সংযোগসামান্যাভাব প্রমাণসিদ্ধ নহে। যদি বৃক্ষাদি দ্রব্যে সংযোগের সামান্যা-ভাব থাকিত তাহা হইলে ভূতলে ঘটাভাব প্রভৃতির ন্যায় উক্ত অভাবেরও অবশ্যই প্রত্যক্ষ হইত। প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া দ্রব্যে সংযোগসামান্যাভাব প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ নহে। প্রাচীনগণ বলেন, বৃক্ষ প্রভৃতি দ্রব্যের সকল অবয়বেই কোন না কোন সংযোগের উপলব্ধি থাকায় ঐ প্রতিযোগ্যুপলব্ধি অথবা প্রতিযোগ্যুপলম্ভকসামগ্রী সংযোগসামান্যাভাবের প্রত্যক্ষের বিরোধী হওয়ায় বৃক্ষ প্রভৃতি দ্রব্যে সংযোগসামান্যাভাবের প্রত্যক্ষ হয় না। প্রাচীনগণের এই মত সম্প্রদায়িকগণ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, দ্রব্যে যখন সংযাগসামান্যাভাবের প্রত্যক্ষ হয় না তখন বৃক্ষ প্রভৃতি দ্রব্যে সংযোগসামান্যাভাব আছে তাহার কোনও প্রমাণ নাই। ইহার উত্তরে প্রাচীনগণ বলেন, বৃক্ষে যখন সংযোগের বিশেষাভাবসমূহ বর্তমান তখন সংযোগের সামান্যাভাব অনুমান-প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হইবে। এই বিষয়ে ঐ অনুমানের অনুকূলে একটি সামান্যব্যাপ্তিও উপস্থিত করা হয়। 'যো যদীয়-যাবদ্বিশেষাভাববান্ স তৎ-সামান্যাভাববান্'—অর্থাৎ যে ধর্মী যেই বস্তুর বিশেষাভাবসমুদয়ের আশ্রয় হয় সেই ধর্মী সেই বস্তুর সামান্যাভাবেরও আশ্রয় হয়। উদাহরণ স্বরূপে দেখান হইতেছে যে, ভূতল প্রভৃতি প্রদেশে ঘটের বিশেষাভাবকূট থাকিলে ঘটের সামান্যাভাবও থাকিবে। অতএব বৃক্ষ প্রভৃতি দ্রব্যে যখন সংযোগের বিশেষাভাবসমূহ রহিয়াছে তখন সংযোগের সামান্যা-ভাবও অবশ্যই থাকিবে। সাম্প্রদায়িকগণ বলেন যে প্রাচীনগণের ঐ অনুমান

না করা হয় তাহা হইলে 'অয়ং কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ'—এইস্থলে হেতুর অধিকরণ এতদ্বৃক্ষে কপিসংযোগো নাস্তি এই প্রতীতিসিদ্ধ অভাব থাকায় কপিসংযোগত্ব প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হওয়ার ফলে লক্ষণ-সমন্বয় না হওয়ায় অব্যাপ্তি হইবে। অভাবে প্রতিযোগ্যসমানাধি-করণ নিবেশ করিবার ফলে প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ এবং হেতু-সমানাধিকরণ যে অভাব তাদৃশাভাবীয় প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক যে সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম তদবচ্ছিন্ন সাধ্যের সহিত হেতুর সামানাধিকরণ্যই সিদ্ধান্তব্যাপ্তির লক্ষণ হইল। কপিসংযোগাভাব উক্ত লক্ষণের অন্তর্গত হইবে না, কারণ কপিসংযোগাভাব প্রতিযোগীর অসমানাধিকরণ

নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিকত্ববিশিষ্টতদীয়যাবদ্বিশেষাভাববত্ত্ব-রূপ উপাধি-দোষে দুষ্ট। সুতরাং ঐ প্রকার সামান্যব্যাপ্তিমূলে বৃক্ষ প্রভৃতি দ্রব্যে সংযোগসামান্যাভাব সিদ্ধ করিবার উপায় নাই। যদি বলা যায় যে, 'বৃক্ষঃ সংযোগসামান্যাভাববান্ সংযোগযাবদ্বিশেষাভাববত্ত্বাৎ'—এইরূপ বিশেষানুমানের দ্বারা বৃক্ষে সংযোগ-সামান্যাভাব সিদ্ধ হয়, তাহা ও সমীচীন হইবে না। কারণ পূর্বোক্তানুমানে সংযোগ-যাবদ্বিশেষাভাববত্ত্বরূপ হেতুটিও নির্গুণত্বরূপ উপাধিদ্বারা দুষ্ট হইয়াছে। সুতরাং কোনও প্রমাণের সাহায্যে বৃক্ষ প্রভৃতি দ্রব্যেতে সংযোগসামান্যাভাবসিদ্ধ হয় না। ইহাই সাম্প্রদায়িকদের মত।

নবীনদের মতে উৎপত্তিকালে ঘট প্রভৃতি দ্রব্যে গুণ না থাকায়, মহাপ্রলয়ে কোনও দ্রব্যে সংযোগ না থাকায়, 'ইহ পর্বতে নিতম্বে হুতাশনো ন শিখরে'—এই প্রতীতিমূলে পর্বতে শিখরাবচ্ছেদে বহ্নি না থাকায়, 'ঘটো গুণবান্ দ্রব্যত্বাৎ', 'ঘটঃ সংযোগবান্ দ্রব্যত্বাৎ', 'পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ', এই সকল-স্থলীয় অনুমিতি নবীনদের মতে অব্যাপ্যবৃত্তি সাধ্যক অনুমিতি। 'অয়ং আত্মা জ্ঞানাৎ' এই সকলস্থলে আত্মত্ব প্রভৃতি নিত্যসমবেতনিত্যধর্মকে সাধ্য করিয়া যে অনুমিতি হয়, ঐ অনুমিতি ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যক অনুমিতি। সাধ্যের অধিকরণে যে কোনও সম্বন্ধে সাধ্যের অভাব বিদ্যমান থাকিলে ঐ সকল সাধ্যও অব্যাপ্যবৃত্তি সাধ্যের অন্তর্গত হয়, ইহাই নবীনদের অভিমত। অতএব সত্তা বা দ্রব্যত্ব প্রভৃতিকে সাধ্য করিলেও, উক্ত স্থলীয় ব্যাপ্তির লক্ষণে প্রতিযোগ্য-সামানাধিকরণ্য বিশেষণ দিতে হইবে।

হয় নাই, কিন্তু একই বৃক্ষে কপিসংযোগ এবং কপিসংযোগাভাব থাকায় প্রতিযোগীর সমানাধিকরণই হইয়া থাকে। এই লক্ষণে প্রতিযোগ্য-সামানাধিকরণ্যের অন্তর্গত প্রতিযোগীর অধিকরণ সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে বিবক্ষা করিতে হইবে। অন্যথা, 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' এইস্থলে ধূমের অধিকরণ পর্বতে সমবায়-সম্বন্ধে বহ্নির অভাব থাকায় অব্যাপ্তি হইবে; সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে প্রতিযোগ্যসামানাধিকরণ্য বিবক্ষিত হইলে সমবায়-সম্বন্ধে বহ্ন্যভাব গৃহীত হইবে না। কারণ উক্ত বহ্ন্যভাব সাধ্যতাবচ্ছেদক যে সংযোগ-সম্বন্ধ, ঐ সম্বন্ধে অভাবের প্রতিযোগী যে বহ্নি তাহার সমানাধিকরণই হইয়াছে, অসমানাধিকরণ হয় নাই। সুতরাং ঐ অভাব প্রতিযোগীর অসমানাধিকরণ না হওয়ায় লক্ষণের অন্তর্গত হইবে না। অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলীয় ব্যাপ্তিলক্ষণের অন্তর্গত যে অভাব তাহাতে প্রতিযোগ্যসামানাধিকরণ্য নিবেশ করিতে হইবে—ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলীয় লক্ষণের অন্তর্গত অভাবে নহে। দীধিতিকারও বলিয়াছেন, 'নোপাদেয়ঞ্চ সর্বথৈব ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকে।'[১] অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলীয় ব্যাপ্তিলক্ষণে পূর্বোক্তরূপে প্রতিযোগ্য-সামানাধিকরণ্য নিবেশ করিলে মহাকালকে পক্ষ করিয়া কালিক-সম্বন্ধে ঘট প্রভৃতিকে সাধ্য করিয়া মহাকালত্বকে যখন হেতু করা হইবে তখন হেতুর অধিকরণ মহাকালে যে সকল বস্তুর অভাব গৃহীত হইবে, সেই সকল বস্তু কালিক-সম্বন্ধে মহাকালে বিদ্যমান থাকায় কোনও অভাবই প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ হইবে না। ফলে 'কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ' এইস্থলে উক্তব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি অনিবার্য হইবে। উক্ত অব্যাপ্তি বারণ করিবার জন্য দীধিতিকার মূলোক্ত প্রাতযোগ্য-সামানাধিকরণ্যঘটিতসিদ্ধান্তলক্ষণের আশয় আশ্রয় করিয়া প্রতি-যোগিতা ধর্মিক-উভয়াভাবঘটিতব্যাপ্তিরলক্ষণ[২] করিয়াছেন।

---

[১] দীধিতিঃ, সিদ্ধান্তলক্ষণম্, পৃঃ ৭২।

[২] প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নানধিকরণ-হেত্বধিকরণবৃত্ত্যভাবপ্রতিযোগিতাসামান্যে যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বযদ্ধর্মাবচ্ছিন্নত্বোভয়া-ভাবস্তেন সম্বন্ধেন তদ্ধর্মাবচ্ছিন্নসামানাধিকরণ্যংব্যাপ্তিঃ—ইহা দীধিতি-কারের

ইহা ভিন্ন বিশেষব্যাপ্তিপ্রকরণে সিদ্ধান্তলক্ষণের অনুরূপ অত্যন্তাভাবঘটিত ব্যাপ্তি, অন্যোন্যাভাবঘটিত ব্যাপ্তি এবং অনৌপাধিকত্বব্যাপ্তির লক্ষণ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। আমরা অনাবশ্যকবোধে ঐ সকল ব্যাপ্তির আলোচনা হইতে নিবৃত্ত রহিলাম।

যে সমস্ত ব্যাপ্তির বিষয় আলোচনা করা হইল, ঐ সকল ব্যাপ্তিকে অন্বয়ব্যাপ্তি বলা হয়। এই সকল ব্যাপ্তি ভিন্ন আরও এক প্রকারের ব্যাপ্তি আছে তাহাকে বলা হয় ব্যতিরেকব্যাপ্তি। অন্বয়ব্যাপ্তিজ্ঞান যেরূপ অনুমিতির করণ, ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞানও সেইরূপ অনুমিতির করণ। সাধ্য যেখানে কেবলান্বয়ী হইবে সেখানে অন্বয়ব্যাপ্তিজ্ঞানই যথার্থ অনুমিতির করণ হইবে, ব্যতিরেকব্যাপ্তি জ্ঞান নহে। সাধ্য কেবলব্যতিরেকী হইলে প্রকৃতহেতুতে প্রকৃতসাধ্যের ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞানই অনুমিতির করণ হইবে, অন্বয়ব্যাপ্তিজ্ঞান নহে। যে কোনও অন্বয়ব্যাপ্তির জ্ঞান হইতে হইলে কোনও একটি অধিকরণে প্রকৃতসাধ্যে প্রকৃতহেতুর প্রসিদ্ধি অর্থাৎ নিশ্চয় থাকা আবশ্যক। কেবলব্যতিরেকিস্থলে কোথাও সাধ্য বা হেতুর প্রসিদ্ধি সম্ভবপর নহে, এইজন্য ব্যতিরেকদৃষ্টান্তকে অবলম্বন করিয়া অনুমিতির উপযোগী ব্যতিরেকব্যাপ্তি গৃহীত হইয়া থাকে। অন্বয়ব্যাপ্তিজ্ঞান এবং ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞান এই দুই প্রকারের ব্যাপ্তিজ্ঞানও

অভিপ্রেত প্রতিযোগিতাধর্মিকোভয়াভাবঘটিত ব্যাপ্তিরলক্ষণ। এখানে যদ্ধর্মপদের দ্বারা সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্মকে এবং যৎসম্বন্ধ-পদের দ্বারা সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধকে গ্রহণ করিতে হইবে। কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ এইস্থলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সংযোগ বা সমবায়সম্বন্ধে ঘটস্বরূপ প্রতিযোগীর অনধিকরণযে মহাকাল তাহাতে সংযোগ বা সমবায়সম্বন্ধে ঘটাভাব গ্রহণ করিতে হইবে। উক্ত অভাবের প্রতিযোগিতাতে ঘটত্ব স্বরূপ যে সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম তদবচ্ছিন্নত্ব থাকিলেও সাধ্যতার অবচ্ছেদক যে কালিকসম্বন্ধ তদবচ্ছিন্নত্ব না থাকায় তাদৃশোভয়াভাব থাকিবে। তাদৃশোভয়াভাব থাকার ফলে লক্ষণ সমন্বয় হইবে।

স্থলবিশেষে অনুমিতির করণ হইয়া থাকে। 'পর্বতো বহ্নিমান ধূমাৎ' এইরূপ স্থলে ধূমে বহ্নির অন্বয়ব্যাপ্তি গৃহীত হইয়া 'ধূমব্যাপকবহ্নি-সমানাধিকরণধূমবান্ পর্বতঃ' এই আকারের অন্বয়-পরামর্শ হয়। উক্ত অন্বয়ব্যাপ্তিঘটিত লিঙ্গপরামর্শ হইতে যেরূপ পর্বতে বহ্নির অনুমিতি হয়, সেইরূপ ধূমে বহ্নির ব্যতিরেকব্যাপ্তি গৃহীত হইয়াও ব্যতিরেকব্যাপ্তিঘটিত লিঙ্গপরামর্শ হইতে পর্বতে বহ্নির অনুমিতি হইয়া থাকে। অন্বয়ব্যাপ্তিস্থলে সাধ্য হেতুর ব্যাপক হয়, ব্যতিরেকব্যাপ্তির স্থলে হেতুর অভাব সাধ্যাভাবের ব্যাপক হইয়া থাকে। এইজন্য সাধ্যাভাবব্যাপকীভূতাভাবের প্রতিযোগিত্বকেই ব্যতিরেকব্যাপ্তি বলা হয়। 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' এইস্থলে বহ্ন্যভাবব্যাপকীভূতাভাবের প্রতিযোগী ধূম, এইপ্রকার ব্যতিরেকব্যাপ্তির জ্ঞান হয়। 'পৃথিবী-তরেভ্যো ভিদ্যতে গন্ধবত্ত্বাৎ' 'গোত্বাভাববান্ অশ্বত্বাৎ' এই সমস্ত স্থলেও ব্যতিরেকব্যাপ্তি গৃহীত হইবে। কারণ এই সকল অপ্রসিদ্ধ-সাধ্যক অনুমিতির স্থলে প্রকৃতসাধ্যের কোথাও প্রসিদ্ধি থাকে না। সাধ্যের প্রসিদ্ধি না থাকায় অন্বয়দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। অন্বয়দৃষ্টান্ত না থাকায় অন্বয়ব্যাপ্তি গৃহীত হইতে পারেনা। 'পৃথিবীতরেভ্যো ভিদ্যতে গন্ধবত্ত্বাৎ' এখানে পৃথিবী পক্ষ, পৃথিবীতরভেদ সাধ্য, গন্ধবত্ত্ব-হেতু হইয়াছে। পৃথিবীতরের ভেদ অর্থাৎ পৃথিবীভিন্নভেদ পৃথিবীতেই থাকে; পৃথিবী ভিন্ন জল প্রভৃতি কোনও পদার্থে থাকে না। পৃথিবী পক্ষ হওয়ায় পৃথিবীতে পৃথিবীতরভেদের সংশয় রহিয়াছে। সুতরাং অন্বয়দৃষ্টান্তের কোনও সম্ভাবনা নাই। ফলে 'যন্ন পৃথিবীতরেভ্যো ভিদ্যতে ন তদ্ গন্ধবৎ যথা জলম্' এইরূপ ব্যতিরেকদৃষ্টান্তমূলে ব্যতিরেকব্যাপ্তি গৃহীত হয়। দর্শিত স্থলে পৃথিবীতরভেদাভাবের ব্যাপক যে গন্ধাভাব, সেই গন্ধাভাবের প্রতিযোগিত্ব গন্ধবত্ত্ব-হেতুতে থাকায় তাদৃশ প্রতিযোগিত্বই গন্ধবত্ত্বহেতুতে পৃথিবীতরভেদের ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি। এই ব্যতিরেক ব্যাপ্তির অন্তর্গত হেত্বভাবে সাধ্যাভাবের

অন্বয় ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিভেদে পরামর্শের বিভিন্নতা।

ব্যাপকত্ব দুইভাবে গৃহীত হয়। 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' প্রভৃতি ভাবসাধ্যক-স্থলে বহ্ন্যভাবত্ব-রূপে বহ্ন্যভাবের ব্যাপকত্ব ধূমাভাবে গৃহীত হয়। ঐ ব্যাপ্তিকে লইয়া 'বহ্ন্যভাবব্যাপকীভূতাভাবপ্রতিযোগিধূমবান্ পর্বতঃ' এইরূপ ব্যতিরেক-পরামর্শ হইবে। পৃথিবীকে পক্ষ করিয়া পৃথিবীতরভেদকে যখন সাধ্য করা হইবে তখন গন্ধবত্ত্বাভাবে লাঘবতঃ পৃথিবীতরত্বত্ব-রূপেই পৃথিবীতরভেদাভাবের ব্যাপকত্ব গৃহীত হইবে। ইহার ফলে পৃথিবীতরত্বব্যাপকীভূতাভাবপ্রতিযোগিগন্ধবতী পৃথিবী এইরূপ ব্যতিরেক-পরামর্শ হইবে।

গোত্বাভাবকে সাধ্য করিয়া সাস্নাভাবকে যখন হেতু করা হইবে তখন গোত্বত্ব-রূপে গোত্বাভাবাভাবের ব্যাপকত্ব সাস্নাত্ব-রূপে সাস্নাভাবাভাবে গৃহীত হইয়া গোত্বব্যাপকসাস্নাশূন্যোঽয়ম্ এই প্রকার ব্যতিরেক-পরামর্শ হইবে। এইরূপ বিভিন্নস্থলে বিভিন্ন প্রকারের ব্যতিরেকব্যাপ্তিগ্রহ অনুসারে পরামর্শ স্থির করিতে হইবে। চিন্তা-মণিকার পূর্বোক্ত অন্বয়ব্যাপ্তিজ্ঞান এবং ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞান উভয়কেই অনুমিতির কারণ স্বীকার করিয়াছেন। উক্তব্যাপ্তি-ভেদনিবন্ধন ব্যাপ্তিজ্ঞান বা পরামর্শ-রূপ অনুমানের বিভিন্নতা স্বীকৃত হইয়া থাকে।

আমরা অন্বয়ব্যাপ্তিগ্রহ এবং ব্যতিরেকব্যাপ্তিগ্রহের কথা বলিলাম। চার্বাকগণ বলেন, কোন প্রকার ব্যাপ্তিগ্রহই অনুমিতির কারণ নহে। কোনও কার্য হইতে হইলে তাহার পূর্বে কারণ থাকা আবশ্যক। ব্যাপ্তিগ্রহ-রূপ কার্যটি হইবার পূর্বে কোনও কারণ না থাকায় ব্যাপ্তিগ্রহ হইতে পারে না। চার্বাকদের এই শঙ্কার উত্তরে জরন্নৈয়ায়িকগণ বলেন, ভূয়োদর্শনই[১] ব্যাপ্তিগ্রহের কারণ। বিভিন্ন আশ্রয়ে হেতু এবং সাধ্যের পুনঃ পুনঃ দর্শনকে ভূয়োদর্শন বলা হয়। মহানস, চত্বর, গোশালা প্রভৃতি আশ্রয়ে বহ্নি এবং ধূমের

মতান্তরে ব্যাপ্তি-গ্রহোপায়প্রদর্শন ও তাহার খণ্ডন

[১] ভূয়ঃ সাধ্যসাধন সহচারদর্শনং ব্যাপ্তিগ্রাহকমিতি জরন্নৈয়ায়িকসিদ্ধান্তঃ—অনুমানগাদাধরী, পৃঃ ৬৩৫।

পুনঃ পুনঃ সহচার দর্শন হইতে ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তিগ্রহ হয়। ভূয়োদর্শনবাদিগণের মত সমীচীন নহে। ভূয়োদর্শন এই শব্দটির অর্থ পর্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, 'ভূয়ঃ' এই শব্দটির অর্থ নানা। যদি 'ভূয়াংসি সাধ্যসাধন-সহচারদর্শনানি' এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে ভূয়স্ত্ব দর্শনের বিশেষণ হয় তাহা হইলে ইহার অর্থ হইবে 'নানা সহচারদর্শন।' নানা সহচারদর্শন ব্যাপ্তিগ্রহের পূর্বে থাকিতে পারে না। কারণ আত্মসমবেত জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতিযোগ্যবিশেষগুণ-সমূহের যুগপৎ উৎপত্তি নৈয়ায়িক বা মীমাংসকগণ কেহই স্বীকার করেন না। বিভুসমবেত একটি বিশেষগুণ উৎপন্ন হওয়ার পরক্ষণে অপরটি উৎপন্ন হয় একসঙ্গে একাধিক নহে। আমরা ইহাও জানি যে, এক একটি জ্ঞানের সামগ্রী বিজাতীয় জ্ঞানের বিরোধী হয়। সুতরাং নানা জ্ঞানের যুগপদুৎপত্তি একই ক্ষণে হইতে পারে না। সমান বিষয়ে বা ভিন্ন বিষয়ে যখন দুইটি জ্ঞানের সামগ্রী একই কালে বর্তমান থাকে তখন একটির সামগ্রী প্রবল এবং অন্যটির সামগ্রী দুর্বল হয়। যে জ্ঞানের সামগ্রী প্রবল সেই জ্ঞানটি উৎপন্ন হয়, অপরটি নহে। উদাহরণ স্বরূপ দেখান যাইতেছে যে, একই ক্ষণে আত্মাতে যখন সমানবিষয়ের প্রত্যক্ষ এবং অনুমিতি উভয়ের সামগ্রী থাকে, তখন প্রত্যক্ষই হয়, অনুমিতি নহে। কারণ সমানবিষয়ে অনুমিতি-সামগ্রী অপেক্ষায় প্রত্যক্ষ-সামগ্রী বলবতী হয়। 'ঘটবদ্ ভূতলম্' এইপ্রকার প্রত্যক্ষ এবং অনুমিতি-সামগ্রী একক্ষণে থাকিলে তাহার পরক্ষণে ভূতলে ঘটের প্রত্যক্ষই হয়। এইভাবে সমান বিষয়ে বিজাতীয় বিভিন্ন-জ্ঞানের সামগ্রী থাকিলে প্রত্যক্ষাদির সামগ্রী বলবতী হওয়ায় প্রত্যক্ষই হইবে, অনুমিতি নহে। বিভিন্ন বিষয়ে বিজাতীয় বিভিন্ন-জ্ঞানের সামগ্রী থাকিলে পরবর্তী জ্ঞানের সামগ্রী বলবতী হয়। 'পর্বতো বহ্নিমান্' এইরূপ অনুমিতির পরামর্শাদিঘটিত সামগ্রী এবং 'ঘটবদ্ ভূতলম্' এইরূপ প্রত্যক্ষের সন্নিকর্ষাদিঘটিত সামগ্রী একই ক্ষণে বিদ্যমান থাকিলে তাহার পরক্ষণে পর্বতে বহ্নির অনুমিতি হইবে,

ভূতলে ঘটের প্রত্যক্ষ হইবে না। সুতরাং সর্বত্র একটি জ্ঞান উৎপন্ন হইবে, কোনও ক্রমেই দুই বা ততোধিক জ্ঞান উৎপন্ন হইবে না।

পূর্বপক্ষবাদিগণ বলেন যে, বিজাতীয় নানাজ্ঞান এককক্ষণে উৎপন্ন না হইলেও সমানজাতীয় নানা জ্ঞান উৎপন্ন হইতে কোনও বাধা হয় না। একই ক্ষণে চাক্ষুষ এবং স্পার্শনাদি প্রত্যক্ষের উৎপত্তি হইতে পারে—এইরূপ বহুস্থল দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা যাতায়াত করিবার সময় পথের পার্শ্বে নানা দৃশ্য দর্শন করি, সঙ্গীত শ্রবণ করি, আবার আহার্যও গ্রহণ করিয়া থাকি। সুতরাং একসঙ্গে একাধিক ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া হইতে থাকে। আবার দেখা যায়, ধান ভানিবার সময় ঢেঁকিশালে বসিয়া একটি স্ত্রীলোক হাত দিয়া ধান নাড়িতেছে, শিশুকে স্তন্যপান করাইতেছে, মুখে পান চিবাইতেছে, অন্যান্য স্ত্রীলোকের কথাবার্তা শুনিতেছে, আবার সুবাসযুক্ত ধানের আঘ্রাণও গ্রহণ করিতেছে। একসঙ্গে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিভিন্ন প্রত্যক্ষ হইতেছে। সুতরাং ব্যাপ্তিগ্রহের স্থলেও এককক্ষণে নানা প্রত্যক্ষাত্মক ভূয়ো-দর্শন থাকা বিচিত্র নহে। ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, আপাতদৃষ্টিতে এক সময়ে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নানা প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হইতেছে মনে হইলেও সেখানে বিভিন্ন ক্ষণ বিদ্যমান থাকে। সুতরাং নানা প্রত্যক্ষের যুগপৎ উৎপত্তি একই ক্ষণে সম্ভবপর নহে। কোনও পদ্মের পাপড়িগুলি যখন সূচিবিদ্ধ হয় তখন মনে হয় পাপড়িগুলি এক সঙ্গেই বিদ্ধ হইয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে একটি পাপড়ি বিদ্ধ হইবার পর যেমন অপরাপর পাপড়িগুলি বিদ্ধ হয়, সেইরূপ একটি জ্ঞান উৎপন্ন হইবার পর অপর জ্ঞানসমূহ ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কোনও ক্রমেই এককক্ষণে নানা জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। আমরা জানি, ঘট প্রভৃতি বস্তুর প্রত্যক্ষ হওয়ার পূর্বে প্রথমে আত্মার সহিত মনের সংযোগ হয়, মনের সহিত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হয়, অতঃপর

মনঃসংযুক্ত-ইন্দ্রিয় ঘটাদি দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হয়। ঐ সংযোগের ফলেই ঘটাদির প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়। সুতরাং ঘটপটাদি বিভিন্ন বিষয়ের চাক্ষুষ এবং স্পার্শনাদি নানা প্রত্যক্ষের একই ক্ষণে একই আত্মাতে উৎপত্তি হইতে পারে না। মন অনুপরিমাণ, সুতরাং চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত যেইক্ষণে মন সংযুক্ত হইবে ঠিক সেইক্ষণে অপর ইন্দ্রিয়ের সহিত মন সংযুক্ত হইতে পারে না। অপরাপর ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ না হইলে চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ-দশাতে স্পার্শন কিংবা রাসনাদি প্রত্যক্ষের যুগপৎ উৎপত্তির সম্ভাবনা নাই। বিভিন্ন প্রাত্যক্ষিক জ্ঞানের যৌগপদ্য বারণ করিবার জন্য মনের অণুত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। জ্ঞানের যৌগ্যপদ্য না থাকায় একই ক্ষণে পূর্বোক্ত সহচারের ভূয়োদর্শন থাকিতে পারে না। অতএব, 'পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' ইত্যাদিস্থলে 'বহ্নিব্যাপ্যো ধূমঃ' এই আকারের ব্যাপ্তিজ্ঞানের পূর্বে বহ্নিসমানাধিকরণো ধূমঃ এইরূপ নানা সহচারগ্রহ না থাকায় ব্যতিরেক-ব্যভিচার হইবে।

'ভূয়সাং সাধ্যসাধনানাং সহচারদর্শনম্' এইরূপ ব্যুৎপত্তি স্বীকার করিলে 'ভূয়ঃ' পদার্থটি সাধ্য এবং সাধনের বিশেষণ-রূপে প্রতীয়-মান হইবে। এইরূপ ব্যুৎপত্তিগত অর্থ স্বীকার করিলেও ভূয়োদর্শন ব্যাপ্তিগ্রহের কারণ হইতে পারে না। 'দ্রব্যং পৃথিবীত্বাৎ' এইরূপ স্থলে যেখানে সাধ্য এবং সাধন একই ব্যক্তি হইবে এবং উক্ত সাধ্য-সাধনের সহচার জ্ঞান হইতে ব্যাপ্তিগ্রহ উৎপন্ন হইবে, সেখানে সাধ্য এবং সাধনের নানাত্ব অসম্ভব। অতএব নানা সাধ্য এবং নানা সাধনের সহচার-জ্ঞান ব্যাপ্তিগ্রহের পূর্বে থাকিবে না। ইহার ফলে ব্যতিরেক-ব্যভিচার অবশ্যম্ভাবী।

যদি সাধ্যসাধন-সহচারের অন্তর্গত অধিকরণে 'ভূয়ঃ' এই বিশেষণটি ব্যবহার করা হয়, তাহাও সঙ্গত হইবে না। কারণ যেখানে সাধ্য এবং সাধনের সহচারের অন্তর্গত অধিকরণ একই ব্যক্তি হয় সেখানেও ব্যতিরেক-ব্যভিচার হইবে; 'এতদ্ঘটবৃত্তিরূপবান্

এতদ্ঘটবৃত্তিরসাৎ' এইরূপ অনুমানে এতদ্ঘটরূপ একটি ঘটকে আশ্রয় করিয়া সহচারগ্রহ হইতে যখন ব্যাপ্তিগ্রহ উৎপন্ন হয় তখন সাধ্য-সাধনের নানা-অধিকরণঘটিত সহচারজ্ঞান পূর্বে না থাকায় উক্তস্থলীয় ব্যাপ্তিগ্রহেও ব্যতিরেক-ব্যভিচারের সম্ভাবনা রহিল। অতএব দেখা যায় যে ভূয়োদর্শন হইতে কোনও ক্রমেই ব্যাপ্তিগ্রহ হইতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে ইহাও বক্তব্য যে স্থলবিশেষে ভূয়োদর্শন থাকা সত্ত্বেও ব্যাপ্তিগ্রহ হয় না। শত সহস্র পার্থিববস্তুতে লৌহলেখ্যত্ব এবং পার্থিবত্বের সহচার দর্শন থাকিলেও হীরক প্রভৃতি পার্থিব বস্তুতে পার্থিবত্ব লৌহলেখ্যত্বের ব্যভিচারী হয় বলিয়া অন্বয়ব্যভিচার হইবে।

ভূয়োদর্শনের কারণতা-বাদিগণ যদি বলেন যে ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন সহচার-দর্শনসমূহ একসঙ্গে অবস্থিতিপূর্বক ব্যাপ্তিগ্রহের কারণ না হইলেও ভূয়োদর্শনজনিত সংস্কারকে দ্বার করিয়া ভূয়োদর্শন ব্যাপ্তিগ্রহের কারণ হয়; তাহাও সমীচীন নহে। কারণ সমানবিষয়ক স্মরণের প্রতি সংস্কার দ্বারা সমানবিষয়ক অনুভব কারণ হয়; কিন্তু ব্যাপ্ত্যনুভবের প্রতি সংস্কার দ্বারা ভূয়োদর্শন যে কারণ হইবে তদনুকূলে কোনও প্রমাণ নাই। এই যুক্তির বিরুদ্ধে জরন্নৈয়ায়িকগণ বলেন, কেবল স্মরণের প্রতি সংস্কার দ্বারা পূর্বানুভব কারণ হয় না। চৈত্রত্ব-প্রকারে চৈত্রের প্রাত্যক্ষিক অনুভব হওয়ার পরে ঐ অনুভবজন্য সংস্কারকে দ্বার করিয়া 'সোঽয়ং চৈত্রঃ' এইরূপ প্রত্যক্ষবিশেষ-রূপ যে প্রত্যভিজ্ঞা তাহার প্রতিও সংস্কার দ্বারা পূর্বানুভবের কারণতা যেরূপ সর্ববাদিসম্মত সেইরূপ প্রত্যক্ষাত্মক ব্যাপ্তিগ্রহের প্রতিও সংস্কার দ্বারা ভূয়োদর্শনের কারণতা স্বীকার করিতে কোনও বাধা নাই। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, সমানবিষয়ক স্মৃতির বা প্রত্যভিজ্ঞার প্রতি সংস্কার দ্বারা পূর্বানুভব যখন কারণ হয় তখন তৎপ্রকারক-তৎসংসর্গক-তদ্বিশেষ্যক

স্মৃতি বা প্রত্যভিজ্ঞার প্রতিও সংস্কার দ্বারা তৎপ্রকারক-তৎসংসর্গক-তদ্‌বিশেষ্যক পূর্বানুভব কারণ হইয়া থাকে। সুতরাং ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষ এবং তাহার কারণ ভূয়োদর্শন সমানবিষয়ক নহে বলিয়া ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষস্থলে সংস্কার দ্বারা ভূয়োদর্শন কারণ হইতে পারে না। ভূয়োদর্শন বলিতে সাধ্য-সাধনের নানা সহচারদর্শন বুঝিতে হইবে। ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষে ভাসমান ব্যাপ্তি কেবলমাত্র সহচারস্বরূপ নহে, হেতুব্যাপকসাধ্যসামানাধিকরণ্য-স্বরূপ ব্যাপ্তিকে অবলম্বন করিয়াই ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। অতএব ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষ ও সহচারদর্শন সমানবিষয়ক না হওয়ায় সংস্কার দ্বারা ভূয়োদর্শন ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষে কারণ হইতে পারে না। যদি অসমানবিষয়ক-ভূয়োদর্শনজনিত সংস্কার হইতে ব্যাপ্তিগ্রহ স্বীকৃত হয় তাহা হইলে অসমানবিষয়ক ঘটাদিগোচর সংস্কার হইতেও পটাদিবিষয়ক স্মরণের আপত্তি হইবে। অতএব সাধ্যসাধনের সামানাধিকরণ্যবিষয়ক ভূয়োদর্শন সংস্কারদ্বারাও ব্যাপ্তিগ্রহের কারণ হয় না।

নব্যমতে ব্যাপ্তিগ্রহের উপায়।

চিন্তামণিকারের মতে যদি ব্যভিচার-জ্ঞান না থাকে তাহা হইলে সকৃৎ অর্থাৎ একটি সহচারদর্শন হইতেও ব্যাপ্তিগ্রহ হয়। অতএব ব্যভিচার জ্ঞানের যে বিরহ অর্থাৎ অত্যন্তাভাব তৎসহকৃত যে সাধ্যসাধনের সহচারজ্ঞান[১] তাহাকেই ব্যাপ্তিগ্রহের উপায় বলা হয়। পূর্বে যে আমরা ধূমব্যাপকবহ্নিসামানাধিকরণ্যবিশিষ্টধূমত্বাদিস্বরূপ ব্যাপ্তির কথা বলিয়াছি, উক্ত ব্যাপ্তিজ্ঞানের বিষয় যে ব্যাপকত্ব তদংশে ব্যভিচারজ্ঞান বিরোধী হয়। সুতরাং ব্যভিচারজ্ঞানবিরহ প্রতিবন্ধকের অভাবরূপে ব্যাপকত্বঘটিত-ব্যাপ্তিজ্ঞানের কারণ হইবে এবং ঐ ব্যাপ্তিজ্ঞানে ধূমত্বাংশে সামানাধিকরণ্য বিশেষণ হওয়ায় সামানাধিকরণ্যাত্মক সহচারজ্ঞান বিশেষণজ্ঞান-রূপে উক্ত ব্যাপ্তিজ্ঞানের কারণ হইবে।

[১] ব্যভিচারজ্ঞানবিরহসহকৃতং সহচারদর্শনং ব্যাপ্তিগ্রাহকম্—তত্ত্বচিন্তামণিঃ জাগঃ, পৃঃ ৩৭৮, ১ম পংক্তি।

ব্যাপ্তিগ্রহের প্রতিবন্ধক যে ব্যভিচারজ্ঞান তাহা বিভিন্ন আকারের হইয়া থাকে। সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব-রূপ ব্যাপ্তিজ্ঞানে সাধ্যাভাববদ্বৃত্তিত্ব-রূপ যে ব্যভিচার তাহার জ্ঞানই প্রতিবন্ধক হইবে। সেইরূপ তুল্যযুক্তিতে সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্ব-রূপ ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতি সাধ্যবদন্যবৃত্তিত্ব-রূপ যে ব্যভিচার তাহার জ্ঞানই প্রতিবন্ধক। হেতুমন্নিষ্ঠাভাবা প্রতিযোগিসাধ্যসামানাধিকরণ্য-রূপ যে ব্যাপ্তিজ্ঞান তাহার প্রতি হেতুমন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিসাধ্য-বিষয়ক ব্যভিচারজ্ঞানই প্রতিবন্ধক হইবে। কারণ সমান আকারের গ্রাহ্য ও গ্রাহ্যাভাব-জ্ঞানের প্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধকভাব স্বীকার করা হয়; অসমানপ্রকারক গ্রাহ্য ও তদভাব-জ্ঞানের প্রতিবধ্যপ্রতিবন্ধকভাব স্বীকৃত হয় না। প্রাচীন সম্প্রদায় বলেন, কোনও প্রকার ব্যভিচারজ্ঞান থাকিলে কোনওরূপ ব্যাপ্তির জ্ঞান হয় না। সুতরাং মণিমন্ত্রাদিন্যায়ে[১] ব্যভিচারজ্ঞানমাত্রই ব্যাপ্তিজ্ঞানমাত্রের প্রতিবন্ধক।

ব্যভিচারজ্ঞান দ্বিবিধ—ব্যভিচার-নিশ্চয় এবং ব্যভিচার-শঙ্কা। যেখানে ব্যভিচারনিশ্চয়ের অনুকূল সামগ্রী না থাকিবে সেখানে ব্যভিচারনিশ্চয়ের অভাববশতঃ ব্যাপ্তিগ্রহ হইবে। ব্যভিচারশঙ্কাও দুইভাবে হইতে পারে—কোনও স্থলে উপাধিশঙ্কা হইতে, কোনওস্থলে সাধারণ-ধর্ম প্রভৃতির জ্ঞান হইতে। ব্যভিচারশঙ্কার নিবৃত্তিও কোনস্থলে অনুকূলতর্ক হইতে, কোনস্থলে ব্যভিচারশঙ্কার নিজস্ব কারণের অভাব হইতে হইয়া থাকে। ব্যভিচারশঙ্কার নিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ব্যাপ্তিগ্রহ হইবে না। কারণ ব্যভিচারনিশ্চয়ের ন্যায় ব্যভিচারশঙ্কাও ব্যাপ্তিগ্রহের

[১] যেখানে ভাব এবং অভাববুদ্ধি পরস্পরের প্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধক হয়, সেখানে গ্রাহ্যজ্ঞান এবং গ্রাহ্যাভাবজ্ঞানের প্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধকভাব স্বীকৃত হয়। যেখানে কেবলমাত্র অনুভবসিদ্ধ প্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধকভাব থাকে সেখানে দাহকার্য্যের প্রতি মণিমন্ত্রমহৌষধি যেমন প্রতিবন্ধক হয় সেইরূপ প্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধকভাব স্বীকার করা হইয়া থাকে। এই অনুভবসিদ্ধ প্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধককে মণিমন্ত্রাদিন্যায়ে প্রতিবন্ধক বলা হয়।

প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। যেখানে সাধারণ-ধর্ম প্রভৃতির জ্ঞান ব্যভিচার-সংশয়ের কারণ হইবে সেখানে তর্কের দ্বারা ব্যভিচারশঙ্কার নিবৃত্তি হইবে। এখন আশঙ্কা হইতে পারে যে, 'ধূমো বহ্নিব্যভিচারী ন বা' এই সংশয়ের নিবর্তক রূপে 'ধূমো যদি বহ্নিব্যভিচারী স্যাৎ, বহ্নিজন্যো ন স্যাৎ' এই তর্ক 'বহ্নিব্যাপ্যো ধূমঃ' এই ব্যাপ্তিগ্রহের উপযোগী হইলে ঐ তর্কের মূলীভূত ব্যাপ্তিগ্রহের বিরোধী ব্যভিচারশঙ্কার নিবৃত্তির জন্যও অপর তর্কের অপেক্ষা থাকিবে। আবার ঐ তর্কান্তরের কারণীভূত ব্যাপ্তিগ্রহের প্রতিকূল ব্যভিচারশঙ্কার নিবৃত্তির জন্যও তর্কবিশেষের অপেক্ষা থাকায় অনবস্থা দোষ হয়। এই শঙ্কার উত্তরে বক্তব্য এই যে, যেই পর্য্যন্ত ব্যভিচারশঙ্কা হইবে সেই পর্য্যন্ত ব্যভিচারশঙ্কার নিবৃত্তির জন্য তর্কের আবশ্যকতা। যেখানে ব্যাঘাতপ্রযুক্তশঙ্কার উদ্ভব সম্ভবপর নয় সেখানে ব্যাপ্তিগ্রহের অনুকূল তর্কের আবশ্যকতা নাই। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, তর্ক ব্যভিচার শঙ্কার নিবর্তক হয় বলিয়া ব্যাপ্তিগ্রহের উপযোগী হয়। সুতরাং যে স্থলে সাধ্যসাধনের ব্যভিচারশঙ্কার সম্ভাবনা নাই সেইস্থলে বিনা তর্কেই ব্যাপ্তিগ্রহ হইবে। তত্ত্বচিন্তামণিকারও এই অভিপ্রায়ে বলিয়াছেন—'যাবদাশঙ্কং তর্কানুসরণাৎ'[১]। প্রসঙ্গতঃ আমাদের মনে রাখিতে হইবে তর্ক যেমন ব্যভিচারশঙ্কার নিবৃত্তি করে সেইরূপ অনুমানপ্রমাণের দ্বারা পর্বত প্রভৃতি ধর্মীতে বহ্নি প্রভৃতি সাধ্যধর্মের সাধনেও সহায়ক হইয়া থাকে। অর্থাৎ তর্কের দ্বারা অনুগৃহীত যে প্রমাণ সেই প্রমাণই সাধ্যসাধনে সমর্থ হয়। এইরূপ তর্ককে বিষয়পরিশোধক তর্ক বলা হয়। যদি ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তিগ্রহ এবং পরামর্শ থাকে তাহা হইলে পর্বত প্রভৃতি পক্ষে বহ্নি প্রভৃতি সাধ্যের সংশয়নিবৃত্তির জন্য 'পর্বতো যদি নির্বহ্নিঃ স্যাৎ তর্হি নির্ধূমঃ স্যাৎ' এই বিষয়পরিশোধক তর্ক

তর্কের আবশ্যকতা।

[১] চিন্তামণিঃ, অনুমানগাদাধরী, পৃঃ ৬৭৫।

সহকারী হইয়া থাকে। অর্থাৎ উক্ত তর্কসহকৃত অনুমান প্রমাণই প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতসাধ্যের অনুমিতিজননে সমর্থ হইয়া থাকে। ন্যায়ভাষ্যকারও তর্কের উপযোগিতা দেখাইতে বলিয়াছেন, 'তর্কস্তু ন প্রমাণান্তরং, প্রমাণানামনুগ্রাহকঃ'[১]।

ব্যাপ্তিজ্ঞান যেমন অনুমিতির কারণ, পক্ষতাও সেইরূপ অনুমিতির কারণ। তবে পার্থক্য এই যে, ব্যাপ্তিজ্ঞান পরামর্শকে দ্বার করিয়া অনুমিতির কারণ হয়, পক্ষতা সাক্ষাৎ অনুমিতির কারণ হইয়া থাকে। পক্ষতা-পদের দ্বারা পক্ষের ধর্মবিশেষকে বুঝিতে হইবে। উক্ত

পক্ষতার অনুমিতি-কারণত্ব।

ধর্মবিশেষ অর্থাৎ পক্ষ পদের প্রবৃত্তিনিমিত্ত যে পক্ষতা উহা জাতি হইতে পারে না। কারণ সামান্য, বিশেষ প্রভৃতি সামান্যশূন্য পদার্থও পক্ষ হয়। সুতরাং পক্ষতাকে জাতি-রূপে গণ্য করা যায় না। পক্ষতা জাতি না হইলে পক্ষতার স্বরূপ কি হইবে? এই সমস্যার সমাধানকল্পে বাচস্পতি মিশ্রের পূর্ববর্তী প্রাচীননৈয়ায়িকসম্প্রদায় সন্দিগ্ধসাধ্যধর্মত্বকে অনুমিতির কারণীভূত পক্ষতা বলিয়াছেন। সন্দিগ্ধসাধ্যধর্মত্ব এই বাক্যটির অর্থ পর্যালোচনা করিলে 'সন্দিগ্ধঃ সাধ্যরূপো ধর্মো যত্র'—এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে সংশয়বিষয়ীভূতসাধ্যবত্ত্বই যথাশ্রুত অর্থ হয়। কিন্তু এইরূপ অর্থ যুক্তিসিদ্ধ নহে। কারণ যজ্ঞশালা প্রভৃতিতে ভস্ম প্রভৃতি লিঙ্গের দ্বারা অতীত অর্থাৎ বিনষ্ট বহ্নির অনুমিতি হইয়া থাকে। যদি পূর্বোক্ত সংশয়বিষয়ীভূত সাধ্যবত্ত্বকেই পক্ষতা স্বীকার করা হয় তাহা হইলে উক্ত অতীতবহ্নি-রূপ সাধ্যটি যজ্ঞশালা-রূপ যে পক্ষ তাহাতে থাকে না। পক্ষতারূপ কারণ পূর্বক্ষণে না থাকায় অতীতবহ্নির অনুমিতি হইতে পারে না। শুধু ইহাই নহে। নৈয়ায়িকগণের মতে হ্রদকে পক্ষ করিয়া বহ্নিকে সাধ্য করিয়া যে ভ্রমানুমিতি হয়, ঐ অনুমিতিও হইতে পারে না। কারণ সংশয়ের বিষয়ীভূত যে বহ্নি

---

[১] বাৎস্যায়ন ভাষ্য, ন্যায়দর্শন, অ১, আ১, সূ১।

তাহা কখনও হ্রদ-রূপ পক্ষে থাকিতে পারে না। অতএব সন্দিগ্ধ-সাধ্যধর্মত্ব যাহা বলা হইয়াছে সাধ্যসংশয়েই[১] উহার তাৎপর্য্য স্বীকার করিতে হইবে। এক্ষণে পক্ষে সাধ্যের সংশয় বলিতে কি বুঝায় তাহা আলোচনা করা আবশ্যক। পর্বত পক্ষক বহ্নিসাধ্যক অনুমিতির স্থলে 'পর্বতো বহ্নিমান্ ন বা', 'পর্বতে বহ্নি র্ন বা' 'বহ্নিঃ পর্বত-নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগী ন বা' এইরূপ বিভিন্ন সংশয়ের মধ্যে যে কোনও একটি সংশয় থাকিলেই সংশয়পক্ষতা-বাদিগণ অনুমিতি স্বীকার করেন। ইহার যে কোনও একটিকে পক্ষতা স্বীকার করিলে অপরটি অনুমিতির কারণ হইতে পারে না। অতএব একটি অনুগত-ধর্মপুরস্কারে পূর্বোক্ত সংশয়সমূহকে সংগ্রহ করিয়া সংশয়পক্ষতা ও অনুমিতির কার্য্যকারণভাব কল্পিত হওয়া প্রয়োজন।

সংশয় পক্ষতা।

এই প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য এই যে, তৎপ্রকারক-তদ্‌বিশেষ্যক বুদ্ধির প্রতি তদ-ভাবপ্রকারক তদ্‌বিশেষ্যক নিশ্চয় যেরূপ প্রতিবন্ধক হয়, সেরূপ তদভাবপ্রকারক তদ্‌বিশেষ্যক-বুদ্ধির প্রতিও তৎপ্রকারক তদ্‌বিশেষ্যক বুদ্ধি প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। এবং অসমানবিশেষ্যক হইলেও গ্রাহ্য-গ্রাহ্যাভাবাবগাহি জ্ঞানদ্বয়ের প্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধকভাব প্রাচীন-সম্মত। পূর্বে আমরা যে সকল সংশয়ের উল্লেখ করিয়াছি, উক্ত সংশয়সমূহ বিরুদ্ধ ভাব এবং অভাব-বিষয়ক হওয়ায় সাধ্যাভাববিষয়ক হইয়াছে। গ্রাহ্যাভাবাবগাহিবুদ্ধির প্রতি গ্রাহ্যপ্রকারক নিশ্চয় প্রতিবন্ধক হওয়ায় পূর্বোক্ত যে কোনও সংশয় পক্ষে সাধ্যপ্রকারক নিশ্চয়ের প্রতিবধ্য হইবে। সুতরাং প্রকৃতপক্ষধর্মিকপ্রকৃত সাধ্যপ্রকারক-প্রকৃতসাধ্যতার নিয়ামক-সম্বন্ধ-সংসর্গক- নিশ্চয়ের প্রতিবধ্য যে সংশয় ঐ সংশয় প্রকৃতপক্ষকপ্রকৃতসাধ্যকপ্রকৃত-

[১] 'বিমৃশ্যপক্ষপ্রতিপক্ষাভ্যামর্থাবধারণং নির্ণয়ঃ (অ ১, আ ১, সূ ৪১)—এই গৌতম সূত্রের অন্তর্গত বিমৃশ্য পদের দ্বারা সাধ্য সংশয় যে অনুমানের অঙ্গ তাহা সূচিত হইয়াছে।

সাধ্যতাবচ্ছেদক সংসর্গক যে অনুমিতি তাহার কারণ[১]। এইভাবে পূর্বোক্ত প্রতিবধ্যত্ব-রূপ একটি ধর্মদ্বারা সকল সংশয়কে অনুগত করিয়া প্রাচীনগণের অভিপ্রেত সাধ্যসংশয়-রূপ পক্ষতা এবং অনুমিতির কার্যকারণভাব কল্পনা করিতে হইবে। ইহার ফলে পূর্বোক্ত সংশয়সমূহের যে কোনও একটি সংশয় অনুমিতির পূর্বে থাকিলেই অনুমিতি হইতে পারিবে। এখন শঙ্কা হইতে পারে যে, প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতসাধ্যনিশ্চয়ের প্রতিবধ্য সংশয় যদি প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতসাধ্যের অনুমিতির কারণ হয় তাহা হইলে 'নিবহ্নিঃ পর্বতো রূপবান্ ন বা' এই সংশয়ও পর্বতে বহ্ন্যনুমিতির কারণ হইতে পারে। কারণ পূর্বোক্ত সংশয়ে বিশেষ্য যে পর্বত তদংশে নির্বহ্নিত্ব বিশেষণ হওয়ায় পর্বতধর্মিক বহ্নিনিশ্চয়ের প্রতিবধ্যত্ব রহিয়াছে। উক্ত পর্বতাংশে রূপ এবং রূপাভাব দুইটি বিরুদ্ধকোটি বিশেষণ হওয়ায় উহা সংশয়ও হইয়াছে। সুতরাং উক্ত সংশয়ে পূর্বোক্ত লক্ষণের অতিব্যাপ্তি অনিবার্য। এই আশঙ্কার উত্তরে সংশয়-পক্ষতাবাদিগণ বলেন, সংশয়পদের দ্বারা পক্ষধর্মিক-সাধ্যপ্রকারক-নিশ্চয়ের প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদকবিষয়িতাশূন্যত্ব বিবক্ষা করিতে হইবে। ইহার ফলে প্রকৃতপক্ষধর্মিকপ্রকৃতসাধ্যপ্রকারকনিশ্চয়-প্রতিবধ্যত্বে সতি তাদৃশনিশ্চয়নিষ্ঠপ্রতিবধ্যতানিরূপিতপ্রতিবন্ধকতা-বচ্ছেদকবিষয়িতাশূন্যজ্ঞানত্ব—সংশয়পক্ষতালক্ষণের পর্যবসিত অর্থ হইবে। 'নিবহ্নিঃ পর্বতো রূপবান ন বা' এই সংশয়ে পক্ষধর্মিক-সাধ্যপ্রকারকনিশ্চয়ের প্রতিবধ্যত্ব থাকিলেও পূর্বোক্ত প্রতিবন্ধক-তাবচ্ছেদকবিষয়িতাশূন্যজ্ঞানত্বরূপ' বিশেষ্যদল না থাকায় অতি-ব্যাপ্তি বারণ হইবে। ইহার উপরে আশঙ্কা হইতে পারে যে, ঐরূপ লক্ষণ করিলেও পর্বতকে পক্ষ করিয়া বহ্নিব্যাপ্যকে যখন সাধ্য করা

[১] 'য এব হি সংশয়ঃ পক্ষে সাধ্যসিদ্ধিবিরোধী স এবানুমানাঙ্গমাবশ্যকত্বাৎ' তত্ত্বচিন্তামণির এই উক্তির দ্বারা সংশয়পক্ষতা এবং অনুমিতির কার্যকারণভাব-সূচিত হইয়াছে। তত্ত্বচিন্তামণিঃ, অনুমানগাদাধরী, পৃঃ ১৩৫৮।

হইবে তখন 'পর্বতো বহ্নিমান্ ন বা' এই সংশয়ে অতিব্যাপ্তি অনিবার্য। কারণ 'পর্বতো বহ্নিমান্ ন বা' এই সংশয়ে 'পর্বতো বহ্নিব্যাপ্যবান্'—এইপ্রকার পক্ষধর্মিক-সাধ্যবত্তানিশ্চয়ের প্রতিবধ্যত্ব এবং প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদকবিষয়িতাশূন্যত্ব উভয়ই রহিয়াছে। এই সমস্যার সমাধানকল্পে সংশয়পক্ষতাবাদিগণ পূর্বোক্ত প্রতিবধ্যতাতে 'সাধ্যাভাবত্বাবচ্ছিন্নপ্রকারকত্ব-সাধ্যবিশেষ্যকত্ব-এতদন্যতরাবচ্ছিন্নত্ব নিবেশ[1] করিয়া বহ্নিব্যাপ্যসাধ্যকস্থলে বহ্নিসংশয়ে অতিব্যাপ্তি বারণ করিয়া থাকেন।

নব্যনৈয়ায়িকগণ পূর্বোক্তরূপে পক্ষে সাধ্যসংশয়কে পক্ষতা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, যে সমস্ত স্থলে পক্ষে সাধ্যের সংশয় হওয়ার পরে ধূম প্রভৃতি লিঙ্গের দর্শন, ব্যাপ্তিস্মরণ ইত্যাদিক্রমে পরামর্শের উৎপত্তি হয়, সেই সমস্তস্থলে অনুমিতির পূর্বক্ষণে সাধ্যসংশয় নিবৃত্ত হওয়ায় পূর্বোক্ত সাধ্যসংশয়কে অনুমিতির সাক্ষাৎ কারণ বলা যায় না।

সংশয়পক্ষতার খণ্ডন

প্রাচীনগণ যদি পক্ষে সাধ্যের সংশয়কে অনুমিতির সাক্ষাৎ কারণ না বলিয়া পরম্পরায় কারণ বলিয়া স্বীকার করেন; তাহাও সঙ্গত নহে। পরম্পরায় কারণ হইলে সাধ্যসংশয় অন্যথাসিদ্ধ হইবে। যদি অনুমিতি ও সাধ্যসংশয়ের কালিকসম্বন্ধে কার্য-কারণভাব স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে মৈত্রের সাধ্যসংশয় হইতে চৈত্রের অনুমিতির আপত্তি হইবে। আরও বক্তব্য এই যে, সাধ্যের সংশয় না থাকিলেও কোন কোন স্থলে অনুমিতি হইয়া থাকে। যথা, আমরা শয্যায় শয়ন করিয়া আছি, এই সময় হঠাৎ মেঘের

[1] উক্ত নিবেশের ফলে প্রকৃত সাধ্যাভাবত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারকত্ব প্রকৃতসাধ্যাবিশেষ্যকত্ব এতদন্যতরাবচ্ছিন্না যা প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতসাধ্যনিশ্চয়ত্বব্যাপকপ্রতিবন্ধকতানিরূপিতা প্রতিবধ্যতা তদ্বত্ত্বে সতি প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতসাধ্যনিশ্চয়-নিষ্ঠ প্রতিবধ্যতা নিরূপিত প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদকীভূতবিষয়িতাশূন্যজ্ঞানত্বম্-ইহাই হইবে সংশয় পক্ষতাবাদিগণের সংশয়পক্ষতার পর্যবসিত লক্ষণ।

গর্জ্জন শুনিতে পাইলাম। ঐ মেঘধ্বনি শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছে—এইরূপ অনুমিতি হইল। মেঘের অনুমিতি হইবার পূর্বে 'আকাশে মেঘ আছে কিনা' এই প্রকার কোনও সংশয় হয় নাই। অতএব আকাশ-রূপ পক্ষে সাধ্যসংশয় না থাকিলেও মেঘের অনুমিতি হইয়া থাকে। সুতরাং পূর্বোক্ত মেঘানুমিতির স্থলে ব্যতিরেকব্যভিচার হওয়ায় সাধ্যসংশয়কে পক্ষতা বলা চলে না।

বাচস্পতিমিশ্র সিষাধয়িষাকে পক্ষতা বলিয়াছেন। সিষাধয়িষা বলিতে আমরা কি বুঝি? অনুমিতির পূর্বে অনুমাতার অনুমিতি করিবার যে ইচ্ছা হয় সেই অনুমিতিবিষয়ক ইচ্ছাকে 'সিষাধয়িষা' বলা হয়। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতসাধ্যকে বিষয় করিয়া যে অনুমিতি হয় তাদৃশ অনুমিতিবিষয়িণী ইচ্ছাই সিষাধয়িষা। পর্বতকে পক্ষ করিয়া বহ্নিকে সাধ্য করিয়া যখন অনুমিতি করা হইবে, তখন 'পর্বতে বহ্ন্যনুমিতি র্জায়তাম্', 'পর্বতে প্রত্যক্ষাদ্যতিরিক্তবহ্নিজ্ঞানং জায়তাম্'

ইচ্ছাপক্ষতা ও তাহার খণ্ডন।

এই সকল ইচ্ছাই অনুমিৎসা হইবে। ন্যায়বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর[১] এবং বাচস্পতিমিশ্রের মতে পক্ষে সাধ্যনিশ্চয় থাকার সময় যদি সিষাধয়িষা থাকে তাহা হইলে অনুমিতি হয়, সিষাধয়িষা না থাকিলে অনুমিতি হয় না। এইজন্যই বাচস্পতিমিশ্র বলিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা পরিদৃষ্ট বস্তুরও অনুমিৎসা বিদ্যমান থাকিলে অনুমিতি হইয়া থাকে। অর্থাৎ বহ্নির চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইবার পর যদি কোনও ব্যক্তির অনুমিতি করিবার ইচ্ছা হয় তাহা হইলে প্রত্যক্ষের পরে আবার বহ্নির অনুমিতি হয়। সিষাধয়িষা না থাকিলে চিৎকারাদি লিঙ্গের দ্বারা কাহারও চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষগোচর হস্তী প্রভৃতির অনুমিতি হয় না[২]। তত্ত্ব-

---

[১] 'বুভুৎসাবতো দ্বিতীয়ালিঙ্গদর্শনাৎ'—ন্যায়বার্ত্তিক, ১অ, ১আ, ৫সূ।

[২] অতএব প্রত্যক্ষপরিকলিতমপ্যর্থমনুমানেন বুভুৎসন্তে তর্করসিকাঃ ন হি করিণি দৃষ্টে চীৎকারেণ তমনুমিমতেঽনুমাতার ইতি বাচস্পতিবচনয়োর-

চিন্তামণিকার এই মত স্বীকার করেন না। মেঘগর্জ্জন শ্রবণের পর 'আকাশ মেঘাচ্ছন্ন' এই আকারের যে অনুমিতি হয় সেখানে অনুমিতির পূর্বে অনুমিৎসার অবকাশ থাকে না। অতএব চিন্তামণিকার কেবল মাত্র সিষাধয়িষাকে পক্ষতা না বলিয়া* সিষাধয়িষা-বিরহ-সহকৃত-সিদ্ধির-অভাবকে পক্ষতা-স্বীকার করিয়াছেন। উক্ত রূপে 'সহকৃতান্ত' বিশেষণ নিবেশ করিবার ফলে সিষাধয়িষা থাকিলে পক্ষে সাধ্যনিশ্চয় থাকার সময়েও পক্ষে সাধ্যের অনুমিতি হইতে পারিবে।

সিদ্ধান্ত পক্ষতা। 'সিষাধয়িষা-বিরহ-সহকৃত' এখানে সহকৃত-পদের অর্থ সমানাধিকরণ। সুতরাং সামানাধিকরণ্য-সম্বন্ধে সিষাধয়িষা-বিরহ-বিশিষ্ট যে সিদ্ধি তাহার অভাবই পক্ষতা। পক্ষতার লক্ষণে সিষাধয়িষাবিরহ-সিদ্ধির বিশেষণ, সিদ্ধি সিষাধয়িষাবিরহের বিশেষ্য এবং 'বিরহ' পদটি অত্যন্তাভাবের বোধক। যেখানে সিষাধয়িষা থাকিবে না অথচ পরামর্শকালীন সিদ্ধি থাকিবে সেখানে সিষাধয়িষা-বিরহ-বিশিষ্ট-সিদ্ধি থাকার ফলে অনুমিতি হইবে না। উক্ত সিষাধয়িষা-বিরহ-বিশিষ্ট সিদ্ধির অভাব তিন প্রকারে হইতে পারে। যেখানে সিদ্ধি ও সিষাধয়িষা পরামর্শকালে থাকিবে না সেখানে বিশেষ্যীভূত সিদ্ধি না থাকার ফলে সিষাধয়িষা-বিরহ-বিশিষ্ট-সিদ্ধ্যভাব-রূপ পক্ষতা থাকায় অনুমিতি হইবে। যেখানে পরামর্শকালে সিষাধয়িষা এবং সিদ্ধি উভয়ই বিদ্যমান থাকিবে সেখানে বিশেষণীভূত-সিষাধয়িষা-বিরহ না থাকায় বিশেষণাভাব-নিবন্ধন সিষাধয়িষা বিরহ-বিশিষ্ট-সিদ্ধির অভাব থাকিবার ফলে অনুমিতি হইবে। এবং যেখানে সিষাধয়িষা রহিয়াছে, অথচ সিদ্ধি নাই সেখানে বিশেষণীভূত সিষাধয়িষার বিরহ এবং বিশেষ্যীভূত সিদ্ধি এই দুইটির অভাব প্রযুক্ত বিশিষ্ট সিদ্ধির অভাব থাকায় অনুমিতি হইবে। পক্ষতা-লক্ষণের

---

*বিরোধঃ—তত্ত্বচিন্তামণিকার কর্ত্তৃক উদ্ধৃত বাচস্পতির মত। পক্ষতা, জাগদীশী, পৃঃ ৬২৮।

অন্তর্গত সিদ্ধি-পদের দ্বারা প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতসাধ্যের নিশ্চয়কে বুঝিতে হইবে। তত্ত্বচিন্তামণিকারের মতে প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতসাধ্যের যে অনুমিতি তাহার প্রতি প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতসাধ্যের নিশ্চয় প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। সুতরাং অনুমিতি সিদ্ধির প্রতিবধ্য হইবে। সিদ্ধি থাকিবার সময়ে সিষাধয়িষা থাকিলে অনুমিতি হয় বলিয়া কেবলমাত্র সিদ্ধিকে প্রতিবন্ধক না বলিয়া সিষাধয়িষাবিরহবিশিষ্টসিদ্ধিকে প্রতিবন্ধক বলা হইয়াছে। একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টি পরিষ্কার করা যাইতেছে। আমরা জানি যে, হস্ত, পদ প্রভৃতি কোনও অঙ্গের সঙ্গে বহ্নির সংযোগ ঘটিলে সেই অঙ্গ দগ্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু বহ্নির সহিত চন্দ্রকান্তমণি যুক্ত হইলে দাহ হয় না। এখন ইহাই চিন্তনীয় যে, বহ্নিরসংযোগ থাকা সত্ত্বেও কেন দাহ হয় না? এই সমস্যার সমাধানকল্পে মীমাংসকগণ বলেন যে, বহ্নিতে একটি দাহানুকূল শক্তি থাকে, ঐ দাহিকাশক্তি চন্দ্রকান্তমণির দ্বারা বিনষ্ট হওয়ায় বহ্নির সংযোগ ঘটিলেও দাহ হয় না। এস্থলে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে যদি চন্দ্রকান্তমণির প্রতিকূল সূর্যকান্তমণি উপাস্থত থাকে তাহা হইলে তাহার প্রভাবে চন্দ্রকান্তমণি থাকা সত্ত্বেও বহ্নিতে পুনরায় দাহানুকূল শক্তি উৎপন্ন হয়। সুতরাং বহ্নির কার্য যে দাহাদি তাহার কোনও ব্যাঘাত হয় না। নৈয়ায়িকগণ কিন্তু মীমাংসকগণের এই মত সমর্থন করেন না। কারণ মীমাংসকগণের এই মত স্বীকার করিলে বহ্নি প্রভৃতি পদার্থে অনন্ত শক্তির উৎপত্তি এবং ধ্বংসকল্পনা-নিবন্ধন মহাগৌরব হয়। এইজন্য তাঁহারা বহ্ন্যাদি পদার্থে শক্তি কল্পনা করেন না। তাঁহাদের মতে দাহ-কার্যের প্রতি বহ্নি যেমন কারণ সেইরূপ চন্দ্রকান্তমণি প্রভৃতির অভাবও বহ্নির সহযোগী কারণ রূপে স্বীকৃত; সুতরাং বহ্নির ন্যায় উক্ত মণির অভাবও দাহ-কার্যের প্রতি কারণ হইবে। যে কার্যের প্রতি যাহার অভাব কারণ হয় সেই কার্যের প্রতি সে অবশ্যই প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। সুতরাং নৈয়ায়িকগণের মতে

দাহ-কার্যের প্রতি চন্দ্রকান্তমণি প্রভৃতির প্রতিবন্ধকতা অবশ্যই স্বীকৃত হইবে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি মণি দাহ-কার্যের প্রতিবন্ধক হয় তাহা হইলে সূর্যকান্তমণি প্রভৃতির উপস্থিতিকালে চন্দ্রকান্তমণি থাকা সত্ত্বেও দাহ হয় কেন? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, সূর্যকান্তমণিকে উত্তেজক স্বীকার করিয়া উক্ত উত্তেজকের অভাববিশিষ্ট চন্দ্রকান্তমণিকে দাহাদি কার্যের প্রতিবন্ধক স্বীকার করিতে হইবে। নব্যনৈয়ায়িকগণ প্রতিবন্ধকীভূত অথবা কারণীভূত পদার্থে যে অভাব বিশেষণ হইয়া থাকে ঐ অভাবের প্রতিযোগীকে উত্তেজক বলিয়াছেন। উত্তেজকাভাববিশিষ্ট চন্দ্রকান্তমণি দাহ-কার্যের যেরূপ প্রতিবন্ধক হয় সিষাধয়িষা-বিরহবিশিষ্টসিদ্ধিও সেইরূপ অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয় বলিয়া তাদৃশ সিদ্ধির অভাব অনুমিতির কারণ হইবে।

প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতসাধ্যের অনুমিতি এবং সিদ্ধি দুইভাবে হইয়া থাকে—(১) পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদে ও (২) পক্ষতাবচ্ছেদক-সামানাধিকরণ্যমাত্রে। সকল পক্ষে সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে সাধ্যের অনুমিতি বা সিদ্ধি হইলে ঐ সিদ্ধি বা অনুমিতিকে পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদে সিদ্ধি বা অনুমিতি বলা হয়। গুণবত্ত্বকে হেতু করিয়া 'ঘটো দ্রব্যম্' এই প্রকার অনুমিতি বা সিদ্ধি হইলে তাহাই হইবে পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদে সিদ্ধি বা অনুমিতি। এই অনুমিতিতে ঘট পক্ষ, দ্রব্যত্ব সাধ্য, এবং সম্বন্ধরূপে সমবায় প্রতীয়মান হয়। প্রস্তাবিত স্থলে সকল পক্ষে অর্থাৎ ঘটে সাধ্য 'দ্রব্যত্ব' সমবায়-সম্বন্ধে থাকায় পক্ষতাবচ্ছেদক যে ঘটত্ব তাহার দ্বারা উক্ত সমবায় সম্বন্ধ অবচ্ছেদ্য হইয়া থাকে। সুতরাং ঘটত্বাবচ্ছেদ্য সমবায়-সম্বন্ধকে বিষয় করিয়া উক্ত অনুমিতি হওয়ায় ঐ অনুমিতিকে অবচ্ছেদকাবচ্ছেদে অনুমিতি বলা হয়। সাধ্যতাবচ্ছেদক-সংসর্গাংশে পক্ষতাবচ্ছেদক ধর্মের অবচ্ছেদ্যত্ব যাহা ভাসমান হয়, ঐ অবচ্ছেদ্যত্ব-ধর্মটিকে কেহ কেহ প্রতীতিসিদ্ধ স্বরূপসম্বন্ধবিশেষ বলিয়াছেন। জগদীশ

বা গদাধরের মতে উহাকে ব্যাপকত্ব বলা হইয়াছে। গদাধরের মতে ঐ ব্যাপকত্ব সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাংশে সংসর্গরূপে বিষয় হয়। জগদীশের মতে সম্বন্ধের প্রতিযোগী যে সাধ্য তদংশে উক্ত ব্যাপকত্ব সংসর্গ-রূপে ভাসমান হইয়া থাকে। 'পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' এইস্থলে যদি পর্বতত্বাবচ্ছেদে সিদ্ধি বা অনুমিতি হয় তাহা হইলে ঐ জ্ঞান ভ্রম হইবে। কারণ বহ্নিসংযোগ বা বহ্নি কখনও ধর্মিতাবচ্ছেদক যে পর্বতত্ব তাহার ব্যাপক হইতে পারে না।

যেখানে পক্ষের একদেশে সাধ্যের অনুমিতি বা সিদ্ধি হয়, ঐ সিদ্ধি বা অনুমিতিকে পক্ষতাবচ্ছেদকীভূত ধর্মের সামানাধিকরণ্য-মাত্রাবগাহিনী বলা হইয়া থাকে। এইপ্রকার সিদ্ধি বা অনুমিতির স্থলে শুদ্ধপর্বতত্ব রূপে পর্বতস্বরূপ পক্ষের একদেশে শুদ্ধসংযোগত্বধর্ম-পুরস্কারে সংযোগ-সম্বন্ধকে বিষয় করিয়া 'পর্বতো বহ্নিমান্' এই আকারের সিদ্ধি বা অনুমিতি হয়।

পূর্বে আমরা যে সিদ্ধির প্রতিবন্ধকতার কথা বলিয়াছি, ঐ প্রতিবধ্যপ্রতিবন্ধকভাবও বিভিন্নরূপে বলিতে হইবে। পর্বতত্বাবচ্ছেদে বহ্নির যখন অনুমিতি হইবে সেই অনুমিতির প্রতি পর্বতত্বাবচ্ছেদে যে সিদ্ধি সেই সিদ্ধি প্রতিবন্ধক হইবে। পর্বতত্বসামানাধি-করণ্যমাত্রে যখন বহ্নির অনুমিতি হইবে, ঐ অনুমিতির প্রতি কিন্তু সিদ্ধিমাত্রই অর্থাৎ পর্বতত্বাবচ্ছেদে সিদ্ধি এবং পর্বতত্বসামানাধিকরণ্য-মাত্রে সিদ্ধি উভয়বিধ সিদ্ধিই প্রতিবন্ধক হইবে। এইভাবে প্রতিবধ্যপ্রতিবন্ধকভাব অনুসরণ করিয়া অনুমিতি এবং তাদৃশসিদ্ধ্য-ভাবরূপ পক্ষতার কার্যকারণভাব ভিন্ন ভিন্ন রূপে কল্পনা করিতে হইবে।

পক্ষতা এবং অনুমিতির কার্যকারণভাবপ্রসঙ্গে ইহাও বলা আবশ্যক যে পর্বত প্রভৃতি পক্ষকে বিশেষ্য করিয়া সাধ্যকে বিশেষণ করিয়া যে অনুমিতি হইবে ঐ অনুমিতির প্রতি পক্ষবিশেষ্যক-সাধ্যপ্রকারক সিদ্ধি প্রতিবন্ধক হইবে। তুল্য যুক্তিতে যেখানে

সাধ্যকে বিশেষ্য করিয়া পক্ষকে বিশেষণ করিয়া 'পর্বতে বহ্নিঃ' এই আকারের সাধ্য বিশেষ্যক অনুমিতি হইবে সেই অনুমিতির প্রতি 'পর্বতে বহ্নিঃ' এই আকারের সাধ্যবিশেষ্যক-পক্ষপ্রকারক সিদ্ধি প্রতিবন্ধক হইবে। কিন্তু 'পর্বতো বহ্নিমান্' এই আকারের পক্ষবিশেষ্যক সিদ্ধি প্রতিবন্ধক হইবে না। কারণ অনুমিতির প্রতি সমানাকার যে সিদ্ধি ঐ সিদ্ধিই প্রতিবন্ধক হয়।

দীধিতিকার সাধ্যবিশেষ্যক অনুমিতির প্রতি সিদ্ধিমাত্রকে প্রতিবন্ধক বলিয়া অতঃপর সাধ্যের প্রসিদ্ধি অর্থাৎ প্রতীতি মাত্রকেই প্রতিবন্ধক স্বীকার করিয়াছেন। এইস্থলে আমাদের মনে রাখিতে হইবে, অন্বয়ব্যাপ্তিঘটিত অন্বয় পরামর্শ হইতে কখনও সাধ্যবিশেষ্যক অনুমিতি হইতে পারে না। যেহেতু অন্বয়ব্যাপ্তিসমূহের অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যাপ্তিই সাধ্যঘটিত হয়। সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব-রূপ ব্যাপ্তির 'অভাবাংশে' সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্বরূপ-ব্যাপ্তির 'সাধ্যবৎ' এই অংশে এবং হেতুব্যাপক-সাধ্যসামানাধিকরণ্য-রূপ ব্যাপ্তির সামানাধিকরণ্যাংশে সাধ্য বিশেষণ হইয়াছে। সুতরাং যে-কোনও অন্বয়ব্যাপ্তির জ্ঞান হইতে হইলেই সাধ্যের বিশেষণ না হইয়া উপায় নাই। অন্বয়ব্যাপ্তির জ্ঞান বা অন্বয় ব্যাপ্তিঘটিত পরামর্শ হইতে হইলেই সাধ্যের প্রসিদ্ধি অর্থাৎ সাধ্যের জ্ঞান অবশ্যই হইবে। সুতরাং এইসব ক্ষেত্রে সাধ্য প্রসিদ্ধ হওয়ায় সাধ্য-বিশেষ্যক অনুমিতি হইতে পারে না। এখন সমস্যা এই যে, পরামর্শের পরে সাধ্যবিশেষ্যক অনুমিতি যদি অপ্রসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে ঐ অনুমিতিকে গ্রহণ করিয়া সাধ্যপ্রসিদ্ধির প্রতিবন্ধকত্বকল্পনা অনর্থক। এই সমস্যার সমাধানকল্পে বলিতে হইবে, ব্যতিরেকসাধ্যকস্থলীয় ব্যতিরেকব্যাপ্তিঘটিত পরামর্শের পরে যে ব্যতিরেকসাধ্যক অনুমিতি হয় এবং সেই অনুমিতি যদি সাধ্যবিশেষ্যক হয় তাহা হইলে ঐ অনুমিতির সহিত সাধ্যপ্রসিদ্ধির প্রতিবধ্যপ্রতিবন্ধক-ভাব কল্পনা করিতে হইবে। 'হ্রদো ধূমাভাববান্ বহ্ন্যভাবাৎ' ইত্যাদি ব্যতিরেক অর্থাৎ অভাবসাধ্যকস্থলে ব্যতিরেকব্যাপ্তি-ঘটিত পরামর্শ

হইতে ব্যতিরেকসাধ্যক অনুমিতি হইয়া থাকে। উক্তস্থলে 'ধূমব্যাপকবহ্ন্যভাববান্ হ্রদঃ' এইরূপ ব্যতিরেকপরামর্শ হইতে অনুমিতি হয়। সাধ্যের প্রসিদ্ধি না থাকিলে পূর্বোক্ত ব্যতিরেকপরামর্শজন্য অনুমিতি হইতে কোনও বাধা থাকে না। আমরা জানি যে 'পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' প্রভৃতি ভাবসাধ্যকস্থলে সাধ্যাভাবব্যাপকীভূতাভাব প্রতিযোগিত্বরূপ ব্যতিরেকব্যাপ্তি স্বীকৃত হইলেও 'পৃথিবীতরেভ্যো ভিদ্যতে গন্ধবত্ত্বাৎ' ইত্যাদি স্থলে পৃথিবীতরত্বব্যাপকাভাবপ্রতিযোগিত্বকে যেরূপ ব্যতিরেকব্যাপ্তি বলিয়া স্বীকার করা হয় সেইরূপ ধূমাভাব প্রভৃতি ব্যতিরেকসাধ্যকবহ্ন্যভাবপ্রভৃতিব্যতিসেকহেতুক স্থলে ধূমত্ব-ধর্মপুরস্কারে সাধ্যাভাবকে বিষয় করিয়া বহ্নিত্ব-রূপে হেতুর অভাবকে বিষয় করিয়া ব্যতিরেকব্যাপ্তি গৃহীত হয়। সুতরাং এই সকল ব্যতিরেকসাধ্যকস্থলীয় ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞানে প্রকৃতসাধ্য বিশেষণরূপে ভাসমান হয় না। ব্যতিরেকব্যাপ্তি-ঘটিত পরামর্শে সাধ্যতাবচ্ছেদক-রূপে সাধ্য বিষয় হয় না বলিয়া ব্যতিরেকসাধ্যক অনুমিতিকে অপ্রসিদ্ধসাধ্যক অনুমিতি বলা হয়। এইজন্যই ব্যতিরেকসাধ্যক অনুমিতির প্রতি সাধ্যপ্রসিদ্ধিকে প্রতিবন্ধক স্বীকার করা হইয়াছে। ফলে ব্যতিরেকপরামর্শদশায় যদি কোনও প্রকারে ধূমাভাব প্রভৃতি ব্যতিরেক সাধ্যের জ্ঞান হয় তাহা হইলে 'হ্রদো ধূমাভাববান্' এই আকারের পক্ষবিশেষ্যক-সাধ্যপ্রকারক অনুমিতিই হইবে, 'হ্রদে ধূমাভাবঃ' এইপ্রকার সাধ্যবিশেষ্যক অনুমিতি হইবে না।

এখন বিবেচনা করিতে হইবে যে, সিষাধয়িষাবিরহবিশিষ্টসিদ্ধির অভাবকে পক্ষতা বলিলে সিদ্ধিকালে সিষাধয়িষা থাকিলে অনুমিতি হইলেও যেখানে সিষাধয়িষা হওয়ার পরে লিঙ্গদর্শন, ব্যাপ্তিস্মরণ ইত্যাদিক্রমে সিদ্ধ্যাত্মক-পরামর্শ উৎপন্ন হইয়া তাহার পরক্ষণে অনুমিতি হয় সেইস্থলে সিদ্ধ্যাত্মক পরামর্শের পূর্বে সিষাধয়িষা নষ্ট হওয়ায় পরামর্শক্ষণে অনুমিতি হইতে পারিবে না। এই আশঙ্কার উত্তরে সিদ্ধান্তিগণ বলেন যে পূর্বোক্ত দ্বিক্ষণ বা ত্রিক্ষণ-অন্তরিত

অনুমিৎসার স্থলে পরামর্শের পরে আর একটি সিষাধয়িষা উৎপন্ন হইয়া অনুমিতি উৎপন্ন হইবে। সিদ্ধির সমানাধিকরণ সিষাধয়িষা না থাকিলে কোনওক্রমেই সিদ্ধ্যাত্মক পরামর্শের পরক্ষণে অনুমিতি হইবে না। কেহ কেহ বলেন সিষাধয়িষা যেরূপ সিদ্ধির প্রতিবন্ধকতাতে উত্তেজক হয় সেইরূপ সিষাধয়িষার যোগ্যতাও উত্তেজক হইবে। ইহাদের অভিপ্রায় এই যে, যে স্থলবিশেষে সিষাধয়িষার উৎপত্তির পরে লিঙ্গদর্শন, ব্যাপ্তিস্মরণ ও পরামর্শ উৎপন্ন হইবে, সেইস্থলে অনুমিৎসানাশের অনন্তর যাবৎকালমধ্যে অনুমিতি হয় সেই কাল ও উত্তেজক হইবে। তাঁহাদের মতে অজহৎস্বার্থলক্ষণার দ্বারা সিষাধয়িষা এবং সিষাধয়িষোপলক্ষিত পূর্বোক্তকাল—এতদুভয়ই সিষাধয়িষা পদের অর্থ। অতএব যখন পরামর্শের পূর্বক্ষণে অথবা পরামর্শের পূর্বপূর্বক্ষণে সিষাধয়িষার বিনাশ হইবে, সেইস্থলে সিষাধয়িষা না থাকিলেও সিষাধয়িষা-পদের দ্বারা উপলক্ষিত কাল বিদ্যমান থাকায় পরামর্শক্ষণে সিষাধয়িষা-যোগ্যতা-বিরহবিশিষ্ট সিদ্ধ্যভাবস্বরূপ পক্ষতা বর্তমান থাকার ফলে দ্বিত্রিক্ষণান্তরিত সিষাধয়িষার স্থলে সিদ্ধ্যাত্মক পরামর্শের উত্তরক্ষণে অনুমিতি সম্পন্ন হইতে পারিল।

পক্ষতার প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, সিদ্ধির প্রতিবন্ধকতাতে সিষাধয়িষা যেরূপ উত্তেজক হইয়া থাকে সেইরূপ সিদ্ধিধর্মিক অপ্রামাণ্যজ্ঞানও সিদ্ধির প্রতিবন্ধকতাতে উত্তেজক হইবে। সুতরাং সিষাধয়িষা-বিরহবিশিষ্ট-সিদ্ধ্যভাব যেমন পক্ষতা-রূপে অনুমিতির কারণ সেইরূপ অপ্রামাণ্যগ্রহাভাববিশিষ্ট সিদ্ধ্যভাবকেও স্বতন্ত্রভাবে অনুমিতির কারণ স্বীকার করিতে হইবে।

পক্ষতার উপসংহারে আমাদের আলোচনা করিতে হইবে যে, অনুমিতির কারণ বলিয়া বিবেচিত উক্ত পক্ষতা কোন্ আশ্রয়ে থাকিয়া অনুমিতির কারণ হইবে? কার্যের সমানাধিকরণ না হইলে কোন পদার্থই কারণ হয় না। যদি বলা হয় যে সমবায়-সম্বন্ধে অনুমিতি যেরূপ জীবাত্মাতে উৎপন্ন হয় সেইরূপ

তাহার কারণ পূর্বোক্ত সিদ্ধ্যভাবও স্বরূপ-সম্বন্ধে জীবাত্মাতে থাকিয়াই কারণ হইবে। এইরূপ হইলে অনুমিতি এবং তাহার কারণ পূর্বোক্ত সিদ্ধ্যভাব সমানাধিকরণ হইল বটে কিন্তু ঐ সিদ্ধ্যভাবকে পক্ষতা বলা হয় কেন? পক্ষতা-শব্দের ব্যুৎপত্তি পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, 'পক্ষের ভাব' পক্ষতা এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে পক্ষে বর্তমান ধর্মবিশেষকেই পক্ষতা বলিতে হইবে। সুতরাং পূর্বোক্ত সিদ্ধ্যভাব জীবাত্মাতে থাকিয়া কেমন করিয়া পক্ষতা হইবে? এই আশঙ্কার উত্তরে বক্তব্য এই যে, পর্বতো বহ্নিমান্' এই অনুমিতি সমবায়-সম্বন্ধে যখন আত্মাতে থাকে তখন বিশেষ্যত্ব-সম্বন্ধে ঐ অনুমিতি পর্বত প্রভৃতি পক্ষেও থাকে। সিদ্ধি সমবায়-সম্বন্ধে আত্মাতে থাকিয়া আত্মসমবেত অনুমিতির যেরূপ প্রতিবন্ধক হয় সেইরূপ বিশেষ্যতা-সম্বন্ধে অনুমিতির প্রতিও বিশেষ্যতা-সম্বন্ধে সিদ্ধি পক্ষে বিদ্যমান থাকিয়া প্রতিবন্ধক হয়। অতএব, বিশেষ্যত্বসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকসিদ্ধ্যভাবত্বরূপে পূর্বোক্ত সিদ্ধ্যভাব অনুমিতির কারণ হওয়ায় ঐ সিদ্ধ্যভাব-রূপ পক্ষতা তৎ-পুরুষীয় স্বপ্রতি-যোগিনিরূপিত-বিশেষ্যত্ব-ভাববত্ত্বরূপ পরম্পরা সম্বন্ধে পক্ষে বিদ্যমান থাকিয়াও তৎপুরুষীয় অনুমিতির কারণ হয় বলিয়া পক্ষের ধর্ম অর্থাৎ প্রবৃত্তিনিমিত্ত হইতে পারিল। সিষাধয়িষাবিরহ-বিশিষ্টসিদ্ধ্যভাব পক্ষতা হিসাবে যেরূপ অনুমিতির কারণ হয় সেইরূপ সমানবিষয়ক অনুমিতির প্রতি প্রত্যক্ষসামগ্রী প্রতিবন্ধক হয় বলিয়া অনুমিৎসাবিরহবিশিষ্ট প্রত্যক্ষসামগ্রীর অভাবও সমান বিষয়ক অনুমিতির প্রতি স্বতন্ত্রভাবে কারণ হইবে।

যজ্ঞপত্যুপাধ্যায় 'সিষাধয়িষাবিরহসহকৃতসাধকমানাভাবো যত্রাস্তি স পক্ষঃ' চিন্তামণির এই পক্ষতালক্ষণের অন্যরূপ অর্থ করেন। তাঁহার

যজ্ঞপত্যুপাধ্যায়ের মত ও তাহার খণ্ডন।

মতে 'সাধক'পদের সহিত 'মান' পদের দ্বন্দ্ব সমাস করিয়া সাধকমান শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। ঐ সাধক-পদটি এখানে করণ বাচ্যে বুঞ্-প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন, মান শব্দটি ভাববিহিত ল্যুট্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন। উক্ত

ব্যুৎপত্তি অনুসারে সাধক-পদের অর্থ সিদ্ধিবিশেষের জনক অর্থাৎ প্রত্যক্ষসামগ্রী, মানপদের অর্থ সিদ্ধি। সিদ্ধি যেমন অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয় সেইরূপ প্রত্যক্ষসামগ্রীও সমানবিষয়ক অনুমিতির প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। ইহার ফলে সিদ্ধিও প্রত্যক্ষসামগ্রী এতদন্যতরে অভাব পক্ষতা। সিদ্ধি বা প্রত্যক্ষসামগ্রী-কালের সিষাধয়িষা থাকিলেঅনুমিতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইজন্য সিদ্ধি ও প্রত্যক্ষসামগ্রী এতদন্যতরাংশে 'সিষধয়িষাবিরহ সহকৃত' 'বিশেষণটি' দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং উপাধ্যায়মতে সিষাধয়িষাবিরহসহকৃতসিদ্ধিপ্রত্যক্ষসামগ্রী এতদন্যতরের অভাব অনুমিতির কারণীতভূপক্ষতা-রূপে স্বীকৃত হইয়াছে।

নিম্নলিখিত তিনটি কারণে এই মত সমর্থনযোগ্য নহে। প্রথমতঃ, অন্যতরাংশে যে সিষাধয়িষাবিরহবিশিষ্টত্ব বিশেষণটি দেওয়া হইয়াছে, তদন্তর্গত সিষাধয়িষাবিরহকে অনুগতরূপে নিবেশ করা যায় না। কারণ সিদ্ধির প্রতিবন্ধকতাতে যেরূপে যে সকল সিষাধয়িষা উত্তেজক হয় প্রত্যক্ষসামগ্রীর প্রতিবন্ধকতাতে ঠিক সেইরূপে সেই সকল সিষাধয়িষা উত্তেজক হয় না। আমরা জানি, সিদ্ধির প্রতিবন্ধকতাতে 'প্রত্যক্ষাতিরিক্তং পর্বতে বহ্নিজ্ঞানং জায়তাম্' এই সকল ইচ্ছা উত্তেজক হইয়া থাকে, কিন্তু ঐ সকল ইচ্ছা প্রত্যক্ষসামগ্রীর প্রতিবন্ধকতাতে উত্তেজক হয় না; কেবলমাত্র অনুমিতিত্ব-প্রকারক ইচ্ছাই উত্তেজক হইয়া থাকে। সুতরাং অনুগত-রূপে সিষাধয়িযাবিরহকে নিবেশ করিবার উপায় নাই।

দ্বিতীয়তঃ, আত্মনিষ্ঠতাদৃশান্যতরাভাবের অন্তর্গত সিদ্ধির অভাবকে সমবায়-সম্বন্ধে, এবং ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষাদিঘটিত প্রত্যক্ষসামগ্রীর অভাবকে স্বজনকাদৃষ্টবত্তা প্রভৃতি সম্বন্ধে নিবেশ করিত হইবে। উক্ত নিবেশের ফলে অনুগত লক্ষণ হইতে পারে না।

তৃতীয়তঃ, তদ্ভিন্নভিন্নত্ব-স্বরূপ অন্যতরত্বের অন্তর্গত সিদ্ধিভেদ এবং তাদৃশ সামগ্রীভেদ, এতদুভয়ের বিশেষ্যবিশেষণ ভাবে বিনিগমনাবিরহ প্রযুক্ত তাদৃশান্যতরত্ব-পুরস্কারে একটি অনুগত লক্ষণ করা সম্ভবপর নহে। এই সকল দোষদুষ্ট হয় বলিয়া এই মত দীধিতিকার খণ্ডন করিয়াছেন।

প্রগল্ভমতে পরামর্শ অনুমিতির কারণ। পক্ষতা অনুমিতির সাক্ষাৎ কারণ নহে, উহা পরামর্শনিষ্ঠানুমিতিজনকতার অবচ্ছেদক মাত্র। সুতরাং পক্ষতাবিশিষ্ট পরামর্শ অনুমিতির কারণ। এখন আশঙ্কা হইতে পারে যে, পক্ষতাবিশিষ্ট পরামর্শকে যদি অনুমিতির কারণ বলিয়া স্বীকার করা হয় তাহা হইলে বিনিগমনাবিরহপ্রযুক্ত পরামর্শবিশিষ্টপক্ষতা অনুমিতির জনক হইবে না কেন? ইহার

প্রগল্ভমত ও তাহার খণ্ডন।

উত্তরে প্রগল্ভ বলেন যে অনুমিতির করণ যে ব্যাপ্তি-জ্ঞান, তৎ ব্যাপারত্ব-লিঙ্গের দ্বারা পরামর্শে অনুমিতি জনকত্ব উভয়বাদি-সিদ্ধ; কিন্তু পক্ষতার কারণত্ব সিদ্ধ নহে। সুতরাং পরামর্শের অনুমিতি জনকত্ব-পক্ষে বিনিগমনা থাকায় ঐ জনকতার অবচ্ছেদকরূপেই অনুমিতির প্রতি পক্ষতার উপযোগিতা স্বীকার করিতে হইবে। এই মতও সমীচীন নহে। বিশিষ্টবুদ্ধি সামান্যের প্রতি বাধনিশ্চয় প্রতিবন্ধক হয়; সুতরাং বাধনিশ্চয়ের অভাবকে অন্বয়ব্যতিরেক-সিদ্ধ কারণ বলিয়া যেরূপ সকলেই স্বীকার করেন, সেইরূপ অনুমিতির প্রতিও সিদ্ধি প্রতিবন্ধক হওয়ায় সিদ্ধির অভাবে অনুমিতির অন্বয় এবং ব্যতিরেক থাকার ফলে সিদ্ধ্যভাবকেও অনুমিতির স্বতন্ত্র কারণ বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এইভাবে অন্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধ কারণ যে পক্ষতা তাহাকে কারণতাবচ্ছেদক স্বীকার করিলে ঘটাদিকার্য স্থলেও যথাসম্ভব দণ্ডাদিনিমিত্ত-কারণের এবং কপালাদি সমবায়িকারণের কারণতাবচ্ছেকত্ব-প্রসঙ্গ অবশ্যম্ভাবা। অতএব পক্ষতাকেও পরামর্শের ন্যায় অবশ্যই স্বতন্ত্র কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

প্রভাকর প্রভৃতি মীমাংসকগণ সিদ্ধ্যভাব-রূপ পক্ষতাকে অনুমিতির

প্রভাকর মত ও তাহার খণ্ডন।

কারণ বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে চক্ষুঃসন্নিকর্ষাদি প্রত্যক্ষসামগ্রী বর্তমান থাকিলে প্রাত্যক্ষিক নিশ্চয়ধারা যেরূপ উৎপন্ন হয় সেরূপ পরামর্শাদিঘটিত অনুমিতিসামগ্রা থাকিলে অনুমিতি-ধারা উৎপন্ন

হইতে কোনও বাধা নাই। প্রাত্যক্ষিক নিশ্চয়ের পরে প্রত্যক্ষ নিশ্চয় হওয়া যেরূপ সম্ভব অনুমিত্যাত্মক নিশ্চয়ের পরে অনুমিতি হওয়া সেইরূপ সম্ভব। অতএব সিদ্ধ্যভাব-রূপ পক্ষতাকে অনুমিতির কারণ স্বীকার করার কোনও প্রয়োজন নাই। এইস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, পরার্থানুমান-স্থলে সিদ্ধি থাকিলে সিদ্ধসাধন বা অর্থান্তরদোষনিবন্ধন অনুমিতি হয় না।

ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, পরার্থানুমানে সিদ্ধসাধন-রূপ-দোষনিবন্ধনই হউক অথবা অর্থান্তর-রূপ-দোষনিবন্ধনই হউক অনুমিতি হয় না বলিয়া প্রভাকর সম্প্রদায় যখন স্বীকার করেন তখন পরার্থানুমানস্থলীয় সিদ্ধিকে অবশ্যই অনুমিতির প্রতিবন্ধক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যে বস্তু থাকিবার ফলে উত্তরক্ষণে যে কার্যের উৎপত্তি হয় না সেই কার্যের প্রতি সেই বস্তুকে প্রতিবন্ধক বলা হয়। সিদ্ধির পরক্ষণে অনুমিতির উৎপত্তি হয় না—ইহা প্রভাকর মীমাংসক-গণও স্বীকার করেন। সুতরাং পরার্থানুমানে অনুমিতির প্রতি সিদ্ধির প্রতিবন্ধকতা স্বীকার করিতে হইবে। যদি স্থলবিশেষে অনুমিতির প্রতি সিদ্ধির প্রতিবন্ধকতা স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে অনুমিতি-সামান্যের প্রতি সিদ্ধির প্রতিবন্ধকত্ব কল্পনা করাই সমীচীন। প্রত্যক্ষ-ধারা উৎপন্ন হইলেও প্রতিবন্ধক থাকার ফলে অনুমিতি-ধারা উৎপন্ন হওয়াব উপায় নাই। সিদ্ধি অনুমিতির প্রতিবন্ধক স্বীকৃত হওয়ায় সিদ্ধ্যভাব অবশ্যই অনুমিতির কারণ হইবে। সিদ্ধি থাকা সত্ত্বেও সিষাধয়িষা থাকিলে অনুমিতি হয়; সুতরাং সিষাধয়িষা বিরহসহকৃত-সিদ্ধ্যভাবকে অনুমিতির কারণীভূত পক্ষতা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। পরামর্শ যেমন সাক্ষাৎ অনুমিতির কারণ, পক্ষতাও সেইরূপ অনুমিতির কারণ হওয়ায় একই ক্ষণে একই আত্মাতে পক্ষতা ও পরামর্শ প্রভৃতি সামগ্রী থাকিলে ঠিক পরবর্তী ক্ষণে ঐ আত্মাতে প্রকৃতানুমিতি উৎপন্ন হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অনুমিতির লক্ষণ

লক্ষণ বলিতে আমরা কি বুঝি? লক্ষ্য পদার্থের যাহা অসাধারণ ধর্ম তাহাকেই লক্ষণ বলা হয়। যে ধর্মটি লক্ষ্যতাবচ্ছেদকের সমনিয়ত অর্থাৎ লক্ষ্যতাবচ্ছেদকের ব্যাপক হইয়া ব্যাপ্য হয় তাহাকেই অসাধারণ ধর্ম বলে। অতিব্যাপ্তি, অব্যাপ্তি এবং অসম্ভব এই ত্রিবিধদোষ[1] হইতে মুক্ত যে ধর্ম তাহাই লক্ষ্যতাবচ্ছেদকের সমনিয়ত হইয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা বলিতে পারি যে, ঘট পদার্থ লক্ষ্য হইলে লক্ষ্যতাচ্ছেদক ধর্ম হইবে ঘটত্ব, কম্বুগ্রীবাদিমত্ত্বরূপ-ধর্মটি পূর্বোক্ত দূষণত্রয় রহিত হওয়ায় ঘটত্ব রূপ

---

[1] অলক্ষ্যবৃত্তিত্বকে অতিব্যাপ্তি বলা হয়। লক্ষণটি অতিব্যাপ্তি দোষগ্রস্ত হইলে ঐলক্ষণকে হেতু করিয়া লক্ষ্যকে পক্ষ করিয়া লক্ষ্যেতরভেদকে সাধ্য করিয়া যে অনুমান হইবে, উক্ত অনুমানে হেতুটি ব্যভিচারদোষ দুষ্ট হইয়া থাকে। যথা 'ঘটো ঘটেতরেভ্যো ভিন্নো গুণবত্ত্বাৎ' এইরূপ অনুমানস্থলে সাধ্যাভাবের আশ্রয় যে পটাদি তাহাতে গুণবত্ত্ব-হেতুটি বিদ্যমান থাকে বলিয়া হেতুটি ব্যভিচার-দোষদুষ্ট হয়—ইহাই অতিব্যাপ্তির দূষকতা বীজ। সুতরাং গুণবত্ত্ব ইতরভেদের অনুমাপক লক্ষণ হইতে পারেনা। লক্ষ্যবস্তু বিশেষে লক্ষণ বৃত্তি না হইলে অব্যাপ্তি দোষ হয়। অব্যাপ্তি-দোষগ্রস্ত লক্ষণকে হেতু করিয়া ইতরভেদানুমান করিতে হইলে উক্তহেতু সকল পক্ষে না থাকায় হেতুটি ভাগাসিদ্ধিদোষে দুষ্ট হয়। যথা 'ঘটো ঘটে-তরেভ্যো ভিন্নো নীলত্বাৎ' এইরূপ অনুমানে নীলত্ব হেতুটি সকল ঘটে থাকে না বলিয়া নীলত্ব-হেতুটি ভাগাসিদ্ধ হইয়া থাকে। ইহাই অব্যাপ্তির দূষকতা বীজ। অতএব নীলত্ব ঘটত্বের ইতরভেদানুমাপক লক্ষণ হইতে পারে না। যদি কোনও লক্ষ্যবস্তুতে লক্ষণসমন্বয় না হয় তাহা হইলে অসম্ভব হইবে। লক্ষণটি যদি অসম্ভব দোষগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে ঐ লক্ষণকে হেতু করিয়া লক্ষ্যকে পক্ষ করিয়া

ধর্মের সমনিয়ত হইবে। ফলে কম্বুগ্রীবাদিমত্ত্বরূপধর্মটি ঘটের লক্ষণ হইল।

আচার্যগণ ইতরভেদানুমাপক এবং ব্যবহারৌপয়িক এই দ্বিবিধ লক্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন। যে লক্ষণের দ্বারা লক্ষ্য পদার্থ হইতে অলক্ষ্য অর্থাৎ লক্ষ্যবহির্ভূত পদার্থের ভেদ লক্ষ্যে অনুমিত হয় তাহাকে ইতরভেদানুমাপক লক্ষণ বলা হয়। উদাহরণস্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, কম্বুগ্রীবাদিমত্ত্ব-রূপ লক্ষণ দ্বারা ঘটরূপ পদার্থটি ঘটেতর পট, মঠ প্রভৃতি পদার্থ হইতে ভিন্ন বলিয়া অনুমিত হয়। সুতরাং উহাকে ঘটের ইতরভেদানুমাপক লক্ষণ বলা হইয়া থাকে। তুল্য যুক্তিতে ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতাগাহিজ্ঞানজন্যজ্ঞানত্ব-রূপ যে অনুমিতির লক্ষণ তাহাকে হেতু করিয়া অনুমিতি-পদার্থটি অনুমিতি ভিন্ন যে প্রত্যক্ষ প্রভৃতি অনুভূতি তাহা হইতে পৃথক্ বলিয়া গৃহীত হয়। সুতরাং ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতাবগাহিজ্ঞানজন্যজ্ঞানত্বকে অনুমিতির ইতরভেদানু-মাপক লক্ষণ বলিয়া স্বীকার করা হয়। এইরূপ অনুমিতিকরণত্বকে অনুমানের লক্ষণ বলা হয়।

এক্ষণে আমরা ব্যবহারৌপয়িক লক্ষণের বিষয় আলোচনা করিব। ঘট, পট, প্রভৃতি ব্যবহারের অনুকূল যে ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি ধর্ম তাহাদিগকে ব্যবহারৌপয়িক লক্ষণ বলে। দীধিতিকার উক্ত ব্যবহারৌপয়িক লক্ষকে স্বরূপ[১] বলিয়াছেন। ঘটত্বকে যেমন স্বরূপ

লক্ষ্যেতরভেদকে সাধ্য করিয়া অনুমান করিতে হইলে হেতুটি স্বরূপাসিদ্ধি দোষে দুষ্ট হইবে। যথা ঘটো ঘটেতরেভ্যো ভিন্নঃ তন্তুসমবেতত্বাৎ এইস্থলে তন্তুসমবেতত্ব-হেতু পক্ষে না থাকায় হেতু স্বরূপাসিদ্ধি-দোষে দুষ্ট হইয়া থাকে। ইহাই অসম্ভবের দূষকতা বীজ। সুতরাং তন্তুসমবেতত্ব ঘটের লক্ষণ হইবে না।

১ 'স্বঞ্চ তদ্রূপঞ্চেতি স্বরূপম্'—এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিলে অভিন্ন অর্থে স্বরূপশব্দের ব্যবহার দেখা যায়। যথা ঘটস্বরূপ দ্রব্য এইরূপ বলিলে ঘটাভিন্ন দ্রব্যকেই বুঝায়। কিন্তু 'স্বস্য রূপং স্বরূপম্'—এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিলে স্বরূপ শব্দের দ্বারা ঘটাদিপদের প্রবৃত্তিনিমিত্তকে বুঝিতে হইবে।

বলা হয় সেইরূপ ভাবও বলা হইয়া থাকে। কারণ ঘট, পট ইত্যাদি পদের উত্তর ভাবার্থে বিহিতত্ব প্রভৃতি প্রত্যয় হইতেই ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি ধর্ম পাওয়া যায়। ব্যবহারের সাধক বলিয়াই উক্ত ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি ধর্ম সমূহ প্রবৃত্তিনিমিত্ত নামে অভিহিত হয়। অতএব, যে ধর্ম স্বরূপ বা ভাব বা প্রবৃত্তিনিমিত্ত বলিয়া গণ্য হয় তাহাই ব্যবহারৌপয়িক লক্ষণ হইবে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, কম্বুগ্রীবাদিমত্ত্ব যেরূপ ঘটাদি-পদার্থের অসাধারণ ধর্ম, সেইরূপ ঘটত্বাদিও ঘটাদি-পদার্থের অসাধারণ ধর্ম। সুতরাং কম্বুগ্রীবাদিমত্ত্ব এবং ঘটত্ব এই উভয়ের মধ্যে একটিকে ঘটের লক্ষণ এবং অপরটিকে ঘটের স্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিবার তাৎপর্য কি? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিব যে, 'লক্ষণস্বরূপপ্রামাণ্যাদিভিঃ'[১] এই অনুমিতি গ্রন্থ সন্দর্ভে দীধিতিকার যে লক্ষণ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন তাহার দ্বারা ইতরভেদানুমাপক লক্ষণকে বুঝিতে হইবে। স্বরূপ ব্যবহারৌপয়িকলক্ষণ হইলেও ইতরব্যাবর্তক নহে। ঘট-পদার্থের স্বরূপ যে ঘটত্ব তাহা কখনও ইতরভেদানুমাপক লক্ষণ হইতে পারে না। কারণ ঘটত্বকে ইতর-ভেদানুমাপক লক্ষণ স্বীকার করিলে 'ঘটো ঘটেতরেভ্যো ভিন্নো ঘটত্বাৎ' ইত্যাদি ন্যায়ের অন্তর্গত 'ঘটত্ববাং-শ্চায়ম্' এইরূপ উপনয় বাক্য[২]

[১] দীধিতিঃ, অনুমানগাদাধরী, পৃঃ ৪৩।

[২]ন্যায়ের ঘটক চতুর্থ-উপনয় বাক্য সম্বন্ধে নবীন এবং প্রাচীনদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। নবীনদের মতে 'বহ্নিব্যাপ্য ধূমবাংশ্চায়ম্' এইরূপ ব্যাপ্তি-বিশিষ্টহেতুমৎপক্ষবোধক বাক্যকে উপনয় বাক্য বলে। প্রাচীনগণ এইরূপ উপনয় বাক্য স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে উদাহরণ বাক্য হইতেই ব্যাপ্তির বোধ হওয়ায় উপনয়বাক্যজন্য বোধে ব্যাপ্তির ভানের কোনও আবশ্যকতা নাই। সুতরাং ধূমবান্ পর্বতঃ ইত্যাদি পক্ষধর্মতার উপস্থাপক বাক্যই উপনয়বাক্য। যেরূপ ঘটো ঘটঃ এইরূপ বাক্যস্থলে উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদক এবং বিধেয়তাবচ্ছেদক এক হওয়ায় শাব্দবোধ হয় না সেইরূপ 'ঘটত্ববাংশ্চায়ম্' এই উপনয়বাক্য স্থলেও উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদক এবং বিধেয় অভিন্ন হওয়ায় শাব্দবোধ হইতে পারে না।

প্রাচীন মতে স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ঘটত্বপ্রকারক-ঘটবিশেষ্যক শাব্দবোধের জনক না হওয়ায় উক্ত উপনয়বাক্যের প্রয়োগ হইতে পারে না। তুল্য যুক্তিতে অনুমিতিত্ব ও অনুমিতির ইতরভেদানুমাপক লক্ষণ হইতে পারে না। অতএব পরামর্শের জন্যতাবচ্ছেদক অনুমিতিত্বকে অনুমিতির স্বরূপ এবং অনুমিতির জনকতাবচ্ছেদক পরামর্শত্ব[১] বা ব্যাপ্তিজ্ঞানত্বকে অনুমান পদার্থের স্বরূপ বলা হয়।

এখন আমরা অনুমিতির লক্ষণের আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব। তত্ত্বচিন্তামণিকার অনুমানপরিচ্ছেদের অন্তর্গত অনুমিতিপ্রকরণে 'ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতাজ্ঞানজন্যজ্ঞানম্'—এইরূপ অনুমিতির লক্ষণ করিয়াছেন। যজ্ঞপত্যুপাধ্যায়, পক্ষধরমিশ্র, রঘুনাথশিরোমণি প্রভৃতি পরবর্তী টীকাকারগণ উক্ত লক্ষণের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়া লক্ষণ-বাক্যের অর্থ প্রদর্শন করিয়াছেন।

উপাধ্যায় মতে অনুমিতিলক্ষণ-বাক্যের[২] অন্তর্গত 'ব্যাপ্তিবিশিষ্ট-পক্ষধর্মতা'-এই অংশে ব্যাপ্তিবিশিষ্টপদের সহিত পক্ষধর্ম-পদের কর্ম-ধারয়সমাস স্বীকৃত হইয়াছে। সমাসবদ্ধ ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্ম-পদের

যজ্ঞপত্যুপাধ্যায়ের মতে অনুমিতি লক্ষণের ব্যাখ্যা

উত্তর ভাববিহিত তল্ প্রত্যয় করিয়া ব্যাপ্তিবিশিষ্ট-পক্ষধর্মতা এই বাক্যটি নিষ্পন্ন হয়। ব্যাপ্তিবিশিষ্ট-পক্ষধর্মতার সহিত উক্ত লক্ষণের অন্তর্গত প্রথম জ্ঞান-পদের ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস হইয়াছে। লুপ্ত ষষ্ঠীবিভক্তির দ্বারা অবগাহিতা-রূপ অর্থের উপস্থিতি হওয়ার ফলে

[১] 'স্বরূপং লক্ষণগ্রহোপযোগি অনুমিতিকারণতাবচ্ছেদকরূপং তচ্চ লিঙ্গ-পরামর্শত্বম্', গাদাধরী, অনুমানগাদাধরী, পৃঃ ৪৩।

[২] ব্যাপ্তিবিশিষ্টশ্চাসৌ পক্ষধর্মশ্চেতি ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মঃ, তস্য ভাবো ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতা, ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতায়া জ্ঞানং ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতা-জ্ঞানম্। ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতাজ্ঞানেন জন্যং ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতাজ্ঞানজন্যম্। ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতাজ্ঞানজন্যং তৎ জ্ঞানঞ্চেতি ব্যাপ্তিবিশিষ্ট-পক্ষধর্মতাজ্ঞান-জন্যজ্ঞানম্। ইহাই উপাধ্যায় সম্মত লক্ষণ বাক্যের ব্যুৎপত্তি।

তাদৃশ পক্ষধর্মতা-পদার্থ উক্ত অবগাহিতাতে নিরূপিতত্ব-সম্বন্ধে অন্বিত-হইবে। এখানে অবগাহিতা-শব্দের অর্থ বিষয়কত্ব। 'ঘটস্য জ্ঞানং ঘটজ্ঞানম্' এইরূপ ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস করিলে যেরূপ ঘটবিষয়ক-জ্ঞানের বোধ হয় সেরূপ প্রকৃতস্থলেও ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতাবিষয়ক-জ্ঞানের বোধ হইবে।

কর্মধারয়সমাস-স্থলে বিশেষ্যপদার্থে বিশেষণ-পদার্থের অভেদ-সম্বন্ধে অন্বয়বোধ হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে 'নীলঞ্চ তদুৎ-পলঞ্চেতি নীলোৎপলম্' এইরূপ কর্মধারয়সমাস হইলে উৎপল-পদার্থে নীল-পদার্থ অভেদসম্বন্ধে অন্বিত হওয়ায় 'নীলাভিন্ন উৎপল' এইরূপ অন্বয়বোধ হয়। প্রকৃতস্থলেও ব্যাপ্তিবিশিষ্ট-পদটি বিশেষণ এবং পক্ষধর্ম-পদটি বিশেষ্য। ব্যাপ্তিবিশিষ্ট-পদার্থের পক্ষধর্ম-পদার্থে অভেদ-সম্বন্ধে অন্বয় হওয়ায় ব্যাপ্তিবিশিষ্টাভিন্নপক্ষধর্ম এইরূপ অর্থ প্রতীয়মান হইবে। তদুত্তর ভাববিহিত তল্ প্রত্যয় করিলে ব্যপ্তিবিশিষ্টাভিন্নপক্ষ-ধর্মত্ব-রূপ যে ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মের প্রবৃত্তিনিমিত্ত তাহার বোধ হয়—ইহাই সাধারণ নিয়ম। যজ্ঞপত্যুপাধ্যায়ের মতে কর্মধারয়োত্তর ভাব-প্রত্যয়ের স্থলে বিশেষ্যপদার্থবৃত্তি যে অসাধারণ ধর্ম[1] তাহাতে বিশেষণ-পদার্থবৃত্তি যে অসাধারণ ধর্ম তাহার সামানাধিকরণ্যেরও বোধ হয়, কেবল একপদার্থাভিন্ন যে অপরপদার্থ তাহার প্রবৃত্তিনিমিত্ত মাত্রের নহে। প্রকৃতস্থলে ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ও পক্ষধর্ম—এই পদদ্বয়ের কর্মধারয় সমাস স্বীকৃত হইয়াছে এবং সমাসবদ্ধ পদের উত্তর ভাবার্থে তল্ প্রত্যয় বিহিত হওয়ায় পক্ষধর্মত্ব-রূপ যে একপদার্থতাবচ্ছেদক তাহাতে ব্যাপ্তিবিশিষ্টত্ব-রূপ যে অপরপদার্থতাবচ্ছেদক তাহার সামানাধিকরণ্য প্রতীত হইবে। অতএব ব্যাপ্তিবিশিষ্টত্বসমানাধিকরণপক্ষধর্মত্ববিষয়ক-জ্ঞান হইতে উৎপন্ন যে জ্ঞান—তাহাই উপাধ্যায়মতে অনুমিতির নিষ্কৃষ্ট লক্ষণ হইবে। এইজন্যই দীধিতিকার উপাধ্যায়মতের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে

[1] পদার্থবৃত্তি যে অসাধারণ ধর্ম তাহাকে পদার্থতাবচ্ছেদক বলে।

বলিয়াছেন, 'ব্যাপ্তিবিশিষ্টত্বপক্ষধর্মত্বোভয়সামানাধিকরণ্যাবগাহিজ্ঞানজন্যজ্ঞানত্বমর্থঃ[১]।' আপাতদৃষ্টিতে আমাদের মনে হয়, দীধিতিকার উক্ত সামানাধিকরণ্য এবং লক্ষণের অন্তর্গত প্রথমজ্ঞানপদার্থের সাক্ষাৎ বিশেষ্যবিশেষণভাব দেখাইয়াছেন। কিন্তু একটু চিন্তা করিলে বুঝা যাইবে যে তাহা হইতে পারে না। কারণ প্রকৃত্যর্থতাবচ্ছেদক যে ধর্ম অর্থাৎ প্রকৃত্যর্থে ভাসমান যে অসাধারণধর্ম তৎস্বরূপ-ভাবার্থে ভাববিহিত ত্ব বা তল্ প্রত্যয়ের অনুশাসন থাকায় উক্ত সামানাধিকরণ্য পক্ষধর্মপদোত্তরবর্তী ভাবপ্রত্যয়ের দ্বারা লভ্য হয় না। সুতরাং জ্ঞানের সহিত সামানাধিকরণ্যের সাক্ষাৎ অন্বয় হইতে পারে না[২]। ব্যাপ্তিবিশিষ্টত্বের সমানাধিকরণ যে পক্ষধর্মতা তাহারই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উক্ত জ্ঞানপদার্থের সহিত অন্বয় বিবক্ষিত। ইহাই দীধিতিকারের ব্যাখ্যাত উপাধ্যায়সম্মত অনুমিতি লক্ষণের তাৎপর্য।

এখন আমরা ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্য ও পক্ষধর্মতা—এই দুইটি পদার্থসম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব। 'ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্য' পদের অন্তর্গত ব্যাপ্তি-পদের দ্বারা অনুগতরূপে অন্বয়ব্যাপ্তি এবং ব্যতিরেকব্যাপ্তি গৃহীত হইবে। এই সম্বন্ধে আমরা জ্ঞানান্তকর্মধারয়পক্ষে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিব। নব্যনৈয়ায়িকগণ বৈশিষ্ট্যপদের দ্বারা সর্বত্র সম্বন্ধকে গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে সংযোগ, সমবায়, কালিক এবং স্বরূপ—এই চারিটি সম্বন্ধই অধিকরণতা এবং বৃত্তিতার নিয়ামক হইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, 'সংযোগেন ঘটবদ্ ভূতলম্'—এখানে সংযোগসম্বন্ধে ঘটরূপ পদার্থটি

১ দীধিতিঃ, অনুমান গাদাধরী, পৃঃ ৪৬।

২ কারণ সামানাধিকরণ্য বিশেষ্য নহে, পক্ষধর্মতাংশে বিশেষণ হইয়াছে। বিশেষ্য পদার্থের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পদার্থান্তরের সহিত অন্বয় হয়, বিশেষণের নহে। অতএব, 'পদার্থঃ পদার্থেনৈবান্বেতি ন তু পদার্থৈকদেশেন'—এই নিয়মানুসারে সামানাধিকরণ্য পদার্থের একদেশ হওয়ায় জ্ঞানের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অন্বিত হইতে পারে না।

ভূতলরূপ অধিকরণে বিদ্যমান থাকায় সংযোগসম্বন্ধ বৃত্তিতার নিয়ামক হইবে। উক্ত সংযোগসম্বন্ধকে ঘটের বৈশিষ্ট্য বলা হয়। 'সমবায়েন ঘটবৎ কপালম্'—এইস্থলে কপালে ঘটের যে সমবায়সম্বন্ধ প্রতীত হয় উক্ত সমবায়সম্বন্ধকেই ঘটের বৈশিষ্ট্য বলা হয়। এইরূপ 'কালো ঘটবান্'—এখানে কাল-[১]রূপ অধিকরণে ঘট কালিকসম্বন্ধে থাকে। সুতরাং কালিকসম্বন্ধকেই ঘটের বৈশিষ্ট্য বলা হয়। প্রকৃত-স্থলে ব্যাপ্তিপদার্থটিকে বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই ব্যাপ্তি অভাবস্বরূপ বা বৃত্তিত্ব-স্বরূপই হয়। সুতরাং 'বহ্নিব্যাপ্যো ধূমঃ' ইত্যাদি স্থলে ধূমাদিহেতুতে ব্যাপ্তির যে সম্বন্ধ প্রতীত হয়—ঐ সম্বন্ধ সংযোগ, সমবায় বা কালিক হইতে পারে না; অতএব বৃত্তিতার নিয়ামক হিসাবে বিশেষণতাবিশেষ অর্থাৎ স্বরূপসম্বন্ধকেই ব্যাপ্তির বৈশিষ্ট্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যাত্মক-স্বরূপ-সম্বন্ধের অনুযোগী ধূমাদি হেতু এবং প্রতিযোগী ব্যাপ্তি। অতএব ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যাত্মক যে স্বরূপসম্বন্ধ তাহা ব্যাপ্তিপ্রতিযোগিক এবং হেতু যে ধূমাদি তদনুযোগিক হইবে।

পক্ষধর্মতা বলিতে আমরা কি বুঝি? পক্ষস্য ধর্মতা পক্ষধর্মতা অথবা পক্ষে ধর্মতা—এই দুইভাবে পক্ষধর্মতা পদটি নিষ্পন্ন হইতে পারে। ষষ্ঠী অথবা সপ্তমী বিভক্তির অর্থ নিরূপিতত্ব। সুতরাং

[১] ন্যায়মতে জন্যবস্তুমাত্রে এবং মহাকালে কালিকসম্বন্ধে দ্রব্যাদি সাতটি পদার্থ থাকে। পরমাণু এবং গগন প্রভৃতি নিত্যপদার্থে কালিকসম্বন্ধে কোনও পদার্থই থাকে না। কারণ নিত্যবস্তুর কালোপাধিতা স্বীকৃত নহে, জন্যবস্তুরই কালোপাধিতা স্বীকৃত। সাধারণতঃ সূর্য, চন্দ্রমা প্রভৃতির স্পন্দনকে আশ্রয় করিয়া ক্ষণ, মুহূর্ত্ত প্রভৃতি খণ্ডকাল গৃহীত হইয়া থাকে। নৈয়ায়িকগণ ক্রিয়াকে কালের উপাধিরূপে স্বীকার করিলেও জন্যদ্রব্য, জন্যজ্ঞান প্রভৃতি গুণকেও বিশেষ বিশেষ স্থলে কালোপাধিরূপে স্বীকার করিয়া থাকেন। যে সব বস্তু কালোপাধি সেই সকল বস্তুর দ্বারা উপহিত কালই খণ্ডকাল বলিয়া গৃহীত হয়। নিরুপাধিক মহাকালকে আশ্রয় করিয়া কোনও বস্তুর প্রতীতি হয় না।

পক্ষধর্মতা পদের অর্থ পক্ষনিরূপিতধর্মত্ব। 'পক্ষধর্মতা'-পদের অন্তর্গত পক্ষ এই অংশের অর্থ কি? অনুমানের তিনটি অংশ আছে—সাধ্য, হেতু এবং পক্ষ। অনুমিতির যাহা বিধেয় তাহাকেই অনুমিতির সাধ্য বলে। অনুমিতির যাহা জ্ঞাপক তাহাকে হেতু বলে। পক্ষতার আশ্রয়কে পক্ষ বলা হয়। এখানে পক্ষতা[1] বলিতে অনুমিতির উদ্দেশ্যতাকেই বুঝিতে হইবে। 'পর্বতো বহ্নিমান্'—এই আকারের অনুমিতির পরে 'পর্বতে বহ্নির অনুমিতি করিতেছি, বহ্নিতে পর্বতের অনুমিতি নহে' এই প্রকার অনুভব হওয়ার ফলে অনুমিতির যে বিষয়তা[2]-বিশেষ পর্বত প্রভৃতিতে প্রতীয়মান হয় তাহাকেই অনুমিতির উদ্দেশ্যতা বা পক্ষতা বলা হয়। উক্ত উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নই পক্ষপদের দ্বারা প্রতীয়মান হয় অর্থাৎ অনুমিতির উদ্দেশ্যকেই পক্ষ বলা হয়। ধর্মশব্দের উত্তর ভাবার্থে তল্ প্রত্যয় করিয়া ধর্মতা শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। সাধারণতঃ নৈয়ায়িকগণ ধর্মশব্দের দ্বারা জীবাত্মার বিশেষগুণ অদৃষ্টবিশেষকে গ্রহণ করিয়াছেন। আবার 'বৃত্তিমৎ' এই অর্থেও ধর্মশব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। পূর্বোক্ত বৃত্তিনিয়ামক-সম্বন্ধসমূহের যে কোনও একটি সম্বন্ধে স্বকীয় অধিকরণে অবস্থিত পদার্থকে বৃত্তিমৎ অথবা ধর্ম বলা হয়। যথা ঘটের ধর্ম ঘটত্ব। এখানে ধর্ম বলিতে ঘটে সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান যে ঘটত্ব তাহাকেই বুঝিতে হইবে। প্রকৃতস্থলে পক্ষধর্ম-পদের দ্বারা পক্ষে অবস্থিত যে হেতু তাহাকেই বুঝাইবে। সুতরাং পক্ষনিরূপিতবৃত্তিত্বই পক্ষধর্মতা-পদের দ্বারা প্রতীয়মান হইবে। কারণ পক্ষনিরূপিতবৃত্তিত্ব এবং পক্ষে অবস্থিতি সমানার্থক। এইস্থলে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, পক্ষে যে সম্বন্ধে হেতু থাকে সেই হেতুতে পক্ষবৃত্তিত্বরূপ পক্ষধর্মতা থাকিবে। পর্বতকে

---

[1] অনুমিতির পরিচিতি প্রসঙ্গে আমরা যে পক্ষতার আলোচনা করিয়াছি সেই পক্ষতা অনুমিতির কারণ।

[2] অনুমিতির বিষয়তা কেবলমাত্র পর্বতেই থাকে না কিন্তু বহ্নিতে, এবং বহ্নি যে সংযোগ সম্বন্ধে থাকে সেই সংযোগ সম্বন্ধেও থাকে।

পক্ষ করিয়া বহ্নিকে সাধ্য করিয়া ধূমকে সংযোগ-সম্বন্ধে হেতু করিলে পর্বতসংযুক্ত ধূমে পক্ষধর্মতা থাকিবে। এইরূপ পর্বতকে পক্ষ করিয়া সত্তাকে সাধ্য করিয়া সমবায়-সম্বন্ধে দ্রব্যত্বকে হেতু করিলে পর্বতসমবেতদ্রব্যত্বহেতুতে পক্ষধর্মতা থাকিবে। যদি কোনও একটি অভাবকে স্বরূপসম্বন্ধে হেতু করা হয় তাহা হইলে পর্বতে স্বরূপ-সম্বন্ধে অবস্থিত ঐ অভাবরূপ হেতুটিতে পক্ষধর্মতা থাকিবে।

পক্ষধর্মতা কি ভাবে জ্ঞানের বিষয় হয় তাহা আলোচনা করা আবশ্যক। জ্ঞানে ভাসমান বিষয়সমূহের বিশেষ্য-রূপে, বিশেষণ-রূপে অথবা সংসর্গ-রূপে প্রতীতি হয়। অতএব, পক্ষধর্মতা-রূপ বিষয়টিরও বিশেষ্য বা বিশেষণ-রূপে পরামর্শ-রূপ জ্ঞানে ভাসমান হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু তাহা হইতে পারে না। 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ' অথবা 'বহ্নিব্যাপ্যধূমঃ পর্বতে'—ইহার অন্যতর পরামর্শই অনুমিতির কারণ হয়। উক্ত পরামর্শ দুইটির মধ্যে প্রথমটিতে বহ্নিব্যাপ্যধূম বিশেষণ এবং পর্বত বিশেষ্য হইয়াছে। দ্বিতীয়টিতে বহ্নিব্যাপ্যধূম বিশেষ্য এবং পর্বত বিশেষণ হইয়াছে। পক্ষবৃত্তিত্ব অর্থাৎ পর্বতবৃত্তিত্ব কোনও পরামর্শে বিশেষ্য বা বিশেষণ হয় নাই। সুতরাং লক্ষণের অন্তর্গত 'ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতাবগাহি-জ্ঞান'-এই অংশের দ্বারা কোনও পরামর্শ সংগৃহীত হইতে পারে না। ফলে অনুমিতিলক্ষণের অসম্ভব হইবে। যদি পক্ষবৃত্তিত্বের সংসর্গ-রূপে প্রতীতি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে 'বহ্নিব্যাপ্যধূমঃ পর্বতে' এই আকারের ব্যাপ্যবিশেষ্যক পরামর্শ সংগৃহীত হইলেও পক্ষবিশেষ্যক পরামর্শজন্য অনুমিতিতে অব্যাপ্তি হইবে। এই সকল অসুবিধা দূর করিবার জন্য লক্ষণান্তর্গত পক্ষধর্মতা-পদের পক্ষনিরূপিতবৃত্তিত্ব-রূপ যথাশ্রুতার্থ পরিহার করিয়া পক্ষানুযোগিক-সম্বন্ধরূপ পারিভাষিক অর্থ স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং পদার্থতাবচ্ছেদক যে পক্ষধর্মতা তাহার দ্বারা পক্ষানুযোগিক হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ সর্বত্র গৃহীত হইবে।

উপাধ্যায়মতে যে পদার্থতাবচ্ছেদকদ্বয়ের সামানাধিকরণ্যের কথা

বলা হইয়াছে উক্ত সামানাধিকরণ্য কি ভাবে প্রতীয়মান হয় তাহার পর্যালোচনা করিতে হইবে। সামানাধিকরণ্য বলিতে কি বুঝায়? যদি একই অধিকরণে অর্থাৎ একটি আশ্রয়ে দুই বা ততোধিক পদার্থ থাকে তাহা হইলে ঐ সকলপদার্থের একটি অপরের বা অপরগুলির সমানাধিকরণ হইয়া থাকে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে ভূতলে ঘট এবং পট এই পদার্থদ্বয় সংযোগসম্বন্ধে থাকে বলিয়া উহারা পরস্পরের সমানাধিকরণ হয়। সমানাধিকরণ পদার্থসমূহের মধ্যে সামানাধিকরণ্য-রূপ সম্বন্ধ থাকে। প্রকৃতস্থলে পক্ষধর্মতাপদের অর্থ পক্ষানুযোগিক-সম্বন্ধ, ঐ সম্বন্ধ অনুযোগিতাসম্বন্ধে বা আশ্রয়তা-সম্বন্ধে পর্বতেই থাকিবে, ধূমে নহে। আবার ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্য-রূপ যে ব্যাপ্তিপ্রতিযোগিক-স্বরূপসম্বন্ধ তাহা অনুযোগিত্ব বা আশ্রয়ত্ব-সম্বন্ধে বহ্নিব্যাপ্য যে ধূম তাহাতেই থাকিবে, পর্বতে নহে। অতএব, হেতু-রূপ একটি ধর্মীতে ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্য এবং পক্ষধর্মত্ব উভয়ের সামানাধিকরণ্যের বোধ কিভাবে সম্ভবপর হইবে? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, অভাবের যেমন প্রতিযোগী এবং অনুযোগী থাকে, সম্বন্ধমাত্রেরও সেইরূপ প্রতিযোগী এবং অনুযোগী থাকে। সংযোগ-সম্বন্ধকে অবলম্বন করিয়া ঘট ভূতলে থাকে, সুতরাং ঘট সংযোগ-সম্বন্ধের প্রতিযোগী এবং ভূতলরূপ অধিকরণ সংযোগ-সম্বন্ধের অনু-যোগী হয়। নব্যন্যায়ের ভঙ্গীতে এই সংযোগ-সম্বন্ধকে ঘটপ্রতিযোগিক এবং ভূতলানুযোগিক সম্বন্ধ বলা হয়। যখন বিশেষ্য, বিশেষণ এবং কোনও একটি সংসর্গকে লইয়া বিশিষ্ট বুদ্ধি হয় তখন বিশেষ্য এবং বিশেষণের সম্বন্ধ-রূপ যে বৈশিষ্ট্য তাহার অনুযোগিত্ব থাকে বিশেষ্যে এবং প্রতিযোগিত্ব থাকে বিশেষণে। 'সংযোগেন ঘটবদ্ ভূতলম্'— এইরূপ বিশিষ্টবুদ্ধির স্থলে ভূতল বিশেষ্য, ঘট বিশেষণ এবং সংযোগ সংসর্গ হয়। উক্ত সংযোগ-সম্বন্ধটি অনুযোগিত্ব সম্বন্ধে যেমন ভূতল-রূপ বিশেষ্যে থাকে, প্রতিযোগিত্ব সম্বন্ধে ঘট-রূপ বিশেষণেও থাকিবে। যজ্ঞপত্যুপাধ্যায়ের মতে বিশেষণের সম্বন্ধ যেইরূপ জ্ঞানে ভাসমান হয়

সেইরূপ বিশিষ্টবুদ্ধিমাত্রে উক্ত সম্বন্ধের সম্বন্ধও ভাসমান হইয়া থাকে। অতএব, ঘট এবং ভূতলের মধ্যবর্তী সংযোগ-সম্বন্ধটি প্রতিযোগিত্ব-সম্বন্ধে ঘটে এবং অনুযোগিত্ব-সম্বন্ধে ভূতলে বিদ্যমান থাকিয়া বিশিষ্টবুদ্ধির গোচর হইয়া থাকে। প্রকৃতস্থলে 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ' এই পরামর্শেও পক্ষানুযোগিকসংযোগ-সম্বন্ধটি বহ্নিবাপ্যধূম-প্রতিযোগিক হওয়ায় প্রতিযোগিত্ব-সম্বন্ধে বহ্নিব্যাপ্যধূমে থাকিবে। এবং ব্যাপ্তি-প্রতিযোগিকস্বরূপসম্বন্ধরূপ যে ব্যাপ্তির বৈশিষ্ট্য তাহা ধূমানুযোগিক হওয়ায় অনুযোগিত্ব-সম্বন্ধে ধূমে থাকিবে। অতএব ধূম-রূপ একটি ধর্মীতে ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্য এবং পক্ষধর্মতা এতদুভয়ের সম্বন্ধ-রূপ তাদৃশসামানাধিকরণ্য পূর্বোক্ত পরামর্শের বিষয় হওয়ায় উপাধ্যায়মতে ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্য-সমানাধিকরণ-পক্ষধর্মতাবগাহি-জ্ঞানরূপে সংগৃহীত যে পূর্বোক্ত পরামর্শ তাহা হইতে উৎপন্ন অনুমিতিতে লক্ষণ সমন্বয় হইল।

এখন সমস্যা এই যে উপাধ্যায়মতে পূর্বোক্তরূপে পক্ষবিশেষ্যক-পরামর্শ সংগৃহীত হইলেও ব্যাপ্যবিশেষ্যক পরামর্শ সংগৃহীত হইতে পারে না। কারণ বহ্নিব্যাপ্যধূমঃ পর্বতে—এইরূপ ব্যাপ্যবিশেষ্যক পরামর্শে হেতুরূপধর্মীতে (ধূমে) ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্য অর্থাৎ ব্যাপ্তি-প্রতিযোগিক যে স্বরূপ-সম্বন্ধ তাহার অনুযোগিত্ব থাকিলেও পক্ষীভূত পর্বতপ্রতিযোগিক এবং ধূমানুযোগিক সংযোগাদিসম্বন্ধ অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় বিশেষণ যে পক্ষ তাহার সম্বন্ধ হিসাবে সংযোগাদি বিষয় হইতে পারে না। সুতরাং সংযোগসম্বন্ধে পর্বতকে বিশেষণ করিয়া বহ্নিব্যাপ্যধূমকে বিশেষ্য করিয়া জ্ঞান হইলে ঐ জ্ঞান যথার্থ[১] হইবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপে দেখান হইতেছে যে, 'ভূতলে ঘটঃ' এই স্থলে যদি ভূতলকে সংযোগ-সম্বন্ধে প্রকার করা হয় তাহা হইলে ঐ জ্ঞান 'ভূতলাভাববতি ঘটে' ভূতলপ্রকারক হওয়ায় যেইরূপ ভ্রম হয়

[১] জ্ঞান দুই প্রকার—ভ্রম এবং প্রমা। তদভাব বতি তৎপ্রকারকজ্ঞানকে ভ্রম বলা হয় তদ্বতি তৎপ্রকারক জ্ঞানকে প্রমা বলা হয়।

সেইরূপ 'বহ্নিব্যাপ্যধূমঃ পর্বতে' এইস্থলে সংযোগ-সম্বন্ধে পর্বতকে বিশেষণ করিয়া ধূমকে বিশেষ্য করিয়া যে জ্ঞান হয় তাহা সংযোগসম্বন্ধে পর্বতাভাববিশিষ্ট যে ধূম তাহাতে পর্বত প্রকারক হওয়ায় অযথার্থ জ্ঞানই হইবে।

এই আশঙ্কার উত্তরে বক্তব্য এই যে, 'বহ্নিব্যাপ্যধূমঃ পর্বতে' এই প্রকার জ্ঞানে বিশেষ্য যে ধূম তদংশে পর্বত আধেয়ত্ব-সম্বন্ধে বিশেষণ হইয়াছে। জ্ঞানে বিশেষ্য এবং বিশেষণ যেইরূপ বিষয় হয় সেইরূপ বিশেষণ-রূপে ভাসমান পদার্থের একটি সম্বন্ধও বিষয় হইয়া থাকে। এইস্থলে সংযোগ-সম্বন্ধকে বিশেষণের সম্বন্ধ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। সুতরাং ধূমে যে সম্বন্ধে তাহার আশ্রয় পর্বতকে রাখা যাইতে পারে এইরূপ একটি সম্বন্ধ স্বীকার করা আবশ্যক। পূর্বোক্ত ব্যাপ্যবিশেষ্যক পরামর্শের স্থলে আধেয়ত্বকেই পক্ষরূপবিশেষণের সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে। এখন বিবেচনা করিতে হইবে যে আধেয়ত্ব-রূপ সম্বন্ধ স্বীকার করিলেও বহ্নিব্যাপ্যধূমস্বরূপ ধর্মীতে ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্য এবং পক্ষধর্মত্ব উভয়ের, সম্বন্ধ কিরূপে ভাসমান হইবে? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, উপাধ্যায়মতে স্বানুযোগিকসংযোগাদিসম্বন্ধপ্রতিযোগিত্বকে আধেয়তা পদার্থ স্বীকার করা হয়। তাদৃশ আধেয়ত্ব ব্যাপ্যাংশে বিশেষণীভূতপক্ষের সম্বন্ধ স্বীকৃত হওয়ায় বিশেষ্যীভূতধূমে ব্যাপ্তি-প্রতিযোগিকস্বরূপ-সম্বন্ধের অনুযোগিত্ব-সম্বন্ধ যেইরূপ ভাসমান হইবে সেইরূপ পক্ষানুযোগিকসংযোগ-সম্বন্ধের প্রতিযোগিত্বরূপ আধেয়ত্বসম্বন্ধ ভাসমান হওয়ায় ব্যাপ্যবিশেষ্যকপরামর্শেও একই ধূম-রূপধর্মীতে ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্য এবং পক্ষধর্মত্ব এতদুভয়ের সম্বন্ধ-রূপ পূর্বোক্ত সামানাধিকরণ্য বিষয় হওয়ার ফলে তাদৃশব্যাপ্যবিশেষ্যক-পরামর্শজন্য অনুমিতিতেও অনুমিতিলক্ষণের অব্যাপ্তি পরিহৃত হইবে।

কেহ কেহ বলেন যে ব্যাপ্যবিশেষ্যক পরামর্শ উপাধ্যায়মতে অনুমিতির কারণ নহে। 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ' এইরূপ পক্ষবিশেষ্যক-

পরামর্শই অনুমিতির কারণ। সুতরাং পূর্বোক্ত প্রকারে তাদৃশপরামর্শ-জন্য অনুমিতিতে লক্ষণের সমন্বয় হওয়ায় কোনও প্রকার অনুপপত্তি রহিল না।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে উপাধ্যায়মতে ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্য এবং পক্ষধর্মতা উভয়ের সামানাধিকরণ্য যদি পূর্বোক্তরূপে বিবক্ষিত হয় তাহা হইলে 'ধূমো বহ্নিব্যাপ্যো, দ্রব্যবান্ পর্বতঃ' এই প্রকার সমূহালম্বনজ্ঞানজনিত যে জ্ঞান তাহাতে অতিব্যাপ্তি হইবে; কারণ ঐ সমূহালম্বনজ্ঞানে ধূমত্ব-রূপে ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যের অনুযোগিত্ব এবং দ্রব্যত্ব-রূপে পক্ষধর্মত্বের প্রতিযোগিত্ব একই ধূম ব্যক্তিতে বিষয় হইয়াছে। যদি অনুমিতিলক্ষণ-বাক্যের 'একবিষয়তানিরূপিতব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যপক্ষধর্মত্বোভয়-সম্বন্ধ বিষয়-তাকজ্ঞানজন্যজ্ঞান'—এইরূপ অর্থ বিবক্ষা করা হয়, তাহা হইলে 'বহ্নি-ব্যাপ্যো ধূমঃ, দ্রব্যবান্ পর্বতঃ' এই প্রকার সমূহালম্বনজ্ঞানজন্যজ্ঞানে অতিব্যাপ্তি পরিহার[১] করা যায়, কিন্তু মিশ্রোক্ত দ্বন্দ্বসমাসকে উপেক্ষা

---

[১] বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্-পর্বতঃ এই প্রকারের বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহি পরামর্শই একবিষয়তানিরূপিততাদৃশোভয়সম্বন্ধ-বিষয়তাক হইবে, পূর্বোক্ত সমূহালম্বনজ্ঞান নহে। বহ্নিব্যাপ্যো ধূমঃ দ্রব্যবান্ পর্বতঃ এই প্রকার সমূহাল-ম্বনজ্ঞানে দ্রব্যত্বরূপে ভাসমান ধূমবিষয়তানিরূপিত পক্ষসম্বন্ধের প্রতিযোগিত্ব-বিষয়তা থাকিলেও ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যরূপ সম্বন্ধের অনুযোগিত্ববিষয়তা তাদৃশধূমবিষয়তানিরূপিত হয় নাই। বিশিষ্টজ্ঞানের বিষয়গতবিষয়তাসমূহে নিরূপ্যনিরূপকভাব বিদ্যমান থাকে। সমূহালম্বনজ্ঞানে মুখ্যবিশেষ্যতা বিভিন্ন হওয়ায় ধূমত্বরূপে ভাসমান ধূমবিষয়তানিরূপিতত্ব ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যানুযোগিত্ব বিষয়তায় বিদ্যমান থাকিলেও পক্ষ সম্বন্ধ প্রতিযোগিত্ব বিষয়তায় থাকিবে না। তুল্যযুক্তিতে দ্রব্যত্বরূপে ভাসমান ধূমবিষয়তার নিরূপিতত্ব পক্ষসম্বন্ধের প্রতিযোগিত্বরূপসাংসর্গিকবিষয়তাতে বিদ্যমান থাকিলেও ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যের সম্বন্ধ যে অনুযোগিত্ব তন্নিষ্ঠ বিষয়তাতে থাকিবে না। বিশেষ্যবিশেষণভাবা-পন্নবিশিষ্টজ্ঞানীয়বিষয়তাসমূহই পরস্পর নিরূপ্য-নিরূপকভাবাপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং লক্ষণের অন্তর্গত প্রথম জ্ঞানপদের দ্বারা উক্ত সমূহালম্বন জ্ঞান সংগৃহীত না হওয়ায় তাদৃশ জ্ঞানজন্যজ্ঞানে অতিব্যাপ্তি হইবে না।

করিবার কোন যুক্তি থাকে না। কারণ উক্তসমূহালম্বনজ্ঞানজনিত জ্ঞানে অতিব্যাপ্তি হয় বলিয়াই দ্বন্দ্বসমাস উপেক্ষিত হইয়াছে। একবিষয়তানিরূপিততাদৃশোভয়সম্বন্ধবিষয়িতা বিবক্ষিত হইলে মিশ্র-মতেও দর্শিতস্থলে অতিব্যাপ্তি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। অতএব ঐরূপ অর্থ বিবক্ষিত হইতে পারে না।

কেহ কেহ পূর্বোক্ত সমূহালম্বনজ্ঞানজন্যজ্ঞানে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি বারণ করিবার জন্য একনিষ্ঠাপরসামানাধিকরণ্য অর্থাৎ পক্ষধর্মতানিষ্ঠব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যসামানাধিকরণ্যাবগাহি জ্ঞানজন্য-জ্ঞানত্বকে পর্যবসিত লক্ষণার্থ স্বীকার করেন। এইরূপ লক্ষণার্থ স্বীকার করিলে পূর্বোক্ত সমূহালম্বনজ্ঞান পক্ষধর্মতানিষ্ঠব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যসামানাধিকরণ্যাবগাহী না হওয়ায় তাদৃশ সমূহালম্বনজ্ঞানজন্যজ্ঞানে অতিব্যাপ্তি বারিত হইলেও কোনও অনুমিতিতেই লক্ষণের সমন্বয় হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কারণ কোন পরামর্শেই ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যের সামানাধিকরণ্যাংশে পক্ষ-সম্বন্ধনিষ্ঠত্ব বিশেষণরূপে ভাসমান হয় না। যদি পক্ষসম্বন্ধনিষ্ঠত্বকে ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্য-সামানাধিকরণ্যের বিশেষণ না বলিয়া উপলক্ষণ স্বীকার করা হয় তাহা হইলে অসম্ভব-বারণ হইলেও 'বহ্নিব্যাপ্য-ধূমবান্' এইরূপ নির্ধর্মিতাবচ্ছেদককজ্ঞানজন্যজ্ঞানে অতিব্যাপ্তি[১] হইবে।

এখন আরও সমস্যা এই যে, কর্মধারয়সমাসবদ্ধ ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্ম-পদের উত্তর ভাববিহিত তল্ প্রত্যয়ের দ্বারা পদার্থতাবচ্ছেদকদ্বয়ের সামানাধিকরণ্য যাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহা কিরূপে সম্ভব হইবে? আমরা জানি ভাব-প্রত্যয়ের প্রকৃতিভূতপদার্থে যে ধর্ম বা সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে না এইরূপ কোনও ধর্ম বা সম্বন্ধ ভাবপ্রত্যয়ের দ্বারা প্রতিপাদিত হইতে পারে না। নীলোৎপল-পদের উত্তর ভাব-প্রত্যয় করিলে নীলোৎপলের যে অসাধারণ ধর্ম নীলোৎপলত্ব

[১] এই অতিব্যাপ্তির পরিহার উপাধ্যায়মতের উপসংহারে করা হইবে।

তাহাকেই বুঝাইবে কিন্তু উৎপলপদার্থতার অবচ্ছেদক যে উৎপলত্ব তাহাতে নীলপদার্থতাচ্ছেদক যে নীলিমা তাহার সামানাধিকরণ্যের প্রতীতি কেমন করিয়া হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, ঘটপদের ঘটত্বাবচ্ছিন্নে শক্তি স্বীকৃত হওয়ার ফলে যেরূপ ঘটপদার্থ শক্য এবং ঘটত্ব-ধর্মটি শক্যতাবচ্ছেদকরূপে গণ্য হয় সেইরূপ ঘট প্রভৃতি পদের উত্তর ভাববিহিত ত্ব বা তল্ প্রত্যয় করিলে উক্ত ত্ব বা তল্ প্রত্যয়েরও একটি শক্যার্থ অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। শাব্দিকগণের মতে প্রকৃতি যেরূপ অর্থবিশেষের বাচক হয় প্রত্যয়ও সেইরূপ অর্থবিশেষের বাচক হইয়া থাকে। এখন বিবেচনা করিতে হইবে, ত্ব বা তল্ প্রভৃতি ভাব-প্রত্যয়ের শক্তি কি ভাবে কল্পিত হয়? সাধারণতঃ 'তদিতরাবৃত্তিত্বে সতি সকলতদ্বৃত্তিত্ব'[১]-রূপে ভাববিহিত ত্ব বা তল্ প্রত্যয়ের শক্তি কল্পিত হয়। ঘটপদোত্তর ত্ব-প্রত্যয় করিলে ঘটপদার্থতাবচ্ছেদক যে ঘটত্ব জাতি তাহা ঘটভিন্ন যে পটাদি পদার্থ তাহাতে বর্তমান থাকে না অথচ সকল ঘটেই বর্তমান থাকে; সুতরাং ঘটেতরাবৃত্তিত্ব যেমন ঘটত্বজাতিতে থাকে সেইরূপ সকলঘটবৃত্তিত্বও ঘটত্ব জাতিতে থাকায় ঘটত্বজাতি ভাব প্রত্যয়ের শক্যার্থ হইল। ঘটত্ব প্রভৃতি জাতি যদি ত্ব-প্রত্যয়ের শক্যার্থ হয়, তাহা হইলে উক্ত ভাব-বিহিত ত্ব-প্রত্যয়ের শক্যতাবচ্ছেদক কি হইবে? ইহার উত্তরে বক্তব্য, যে ধর্মপুরস্কারে শক্তি কল্পনা করা হয় সেই ধর্মটি শক্যতাবচ্ছেদক হইয়া থাকে। ঘটত্বরূপ ধর্মপুরস্কারে ঘটের শক্তি কল্পনা করার ফলে যেমন ঘটত্ব ধর্মটি ঘটপদের শক্যতাবচ্ছেদক হয় সেইরূপ ঘটপদোত্তর যে ভাববিহিত ত্ব-প্রত্যয় হয় উক্ত ত্ব-প্রত্যয়ের শক্তি ঘটেতরাবৃত্তিত্বে সতি সকলঘটবৃত্তিত্বরূপে কল্পিত হওয়ায় উক্ত ধর্মটি ঘটপদোত্তর ভাব-

[১]দ্রব্যত্বে ঘটপদের প্রবৃত্তিনিমিত্তত্ব বারণ করিবার জন্য তদিতরাবৃত্তিত্বে সতি এই সত্যন্ত দল দেওয়া হইয়াছে। নীলঘটত্ব প্রভৃতিতে ঘটপদের প্রবৃত্তি-নিমিত্তত্ব বারণ করিবার জন্য সকলতদ্বৃত্তিত্বরূপ বিশেষ্যদল দিতে হইবে।

প্রত্যয়ের শক্যতাবচ্ছেদক হয়। ঘটত্বনিষ্ঠ উক্ত শক্যতাবচ্ছেদক ধর্মটিকে ঘটত্বত্ব বলা হয়।

সাধারণতঃ তদিতরাবৃত্তিত্বে সতি সকলতদ্বৃত্তিত্ব ভাবপ্রত্যয়ের শক্যতাবচ্ছেদক হইলেও নীলোৎপলত্ব প্রভৃতি সমাসবদ্ধপদের পরবর্তী ভাবপ্রতায়ের স্থলে উক্ত শক্যতাবচ্ছেদকের অন্তর্গত 'তদিতরাবৃত্তিত্ব' এবং 'সাকল্য'—এই অংশ দুইটি উপলক্ষণ[১] হইবে বিশেষণ[২] নহে। অন্যান্য (অসমস্তপদ) স্থলে পূর্বোক্তরূপে ভাব-প্রত্যয়ের শক্তি কল্পিত হইলেও নীলোৎপলত্বাদির স্থলে বৃত্তিত্বরূপেই শক্তি কল্পিত হইবে। কারণ ভাবপ্রত্যয়ের প্রবৃত্তিনিমিত্তগত যে তৎ-পদার্থ তাহাও পরিহার করিতে হইবে। ভাব-প্রত্যয়ের প্রকৃতি যে নীলোৎপলাদিপদ তাহা হইতেই নীলোৎপলরূপ যে প্রকৃত্যর্থ তাহার উপস্থিতি হইবে ; সুতরাং প্রকৃত্যর্থের উপস্থিতির জন্য পূর্বোক্ত প্রবৃত্তিনিমিত্তের অন্তর্গত তৎ-পদের উল্লেখ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। অতএব, কর্মধারয়োত্তর ভাব-প্রত্যয়ের স্থলে নীলাভিন্নোৎপলবৃত্তিত্বপুরস্কারেই নীলোৎপলত্বরূপ অর্থটি বোধগম্য হইবে। এইরূপে নীলাভিন্নোৎপলবৃত্তিত্বের বোধ হইলেও উৎপলত্বে নীলিমার সামানাধিকরণ্য কেমন করিয়া প্রতীতি গোচর হইবে ? ইহার উত্তরে বক্তব্য, উৎপল যদি নীলাভিন্ন হয়, তাহা হইলে উৎপলটি অবশ্যই নীলত্বের আশ্রয় হইবে। উক্ত উৎপলবৃত্তিত্ব উৎপলত্বে থাকায় উৎপলত্বে নীলিমার সামানাধিকরণ্য অবশ্যই থাকিবে। 'ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতা' এই স্থলেও পূর্বোক্ত রীতিতে ব্যাপ্তিবিশিষ্টাভিন্ন যে পক্ষধর্ম তদ্বৃত্তিত্ব পক্ষধর্মতাতে থাকায় ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যের সামানাধিকরণ্য অনায়াসেই পক্ষধর্মতাতে ভাসমান হইবে। উপলক্ষণ হওয়ার ফলে তদিতরাবৃত্তিত্বাংশ এবং সাকল্যাংশ পরামর্শের বিষয় না হইলেও

[১] যে পদার্থ উপলক্ষণ হয়, সেই পদার্থ ব্যাবর্তক হইলেও বিশেষ্যের সহিত নিয়মিতভাবে অন্বিত হয় না।

[২] যদি কোন পদার্থ বিশেষণ হয়, তাহা হইলে বিশেষ্যের সঙ্গে নিয়মিত-ভাবে অন্বিত হয়।

কোনও ক্ষতি হইল না। পূর্বোক্ত মতটি যুক্তি সিদ্ধ নহে। কারণ তদিতরাবৃত্তিত্বে সতি সকলতদ্বৃত্তিত্বরূপে ভাব-প্রত্যয়ের যে শক্তি কল্পনা করা হইয়াছে সেখানে তদ্দিতরাবৃত্তিত্বের অন্তর্গত এবং সকলতদ্বৃত্তিত্বের অন্তর্গত যে বৃত্তিত্বপ্রবিষ্ট রহিয়াছে উক্ত উভয়বৃত্তিত্বের নিয়ামকরূপে সমবায় সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং সতো ভাবঃ সত্ত্বম্—এইরূপ ভাবপ্রত্যয়ের স্থলে সদিতরাসমবেতত্বে সতি সকলসৎসমবেতত্বরূপেই উক্ত ভাব প্রত্যয়ের শক্যার্থ কল্পনা করিতে হইবে। ফলে সদিতর যে সামান্যাদি তাহাতে সমবায়সম্বন্ধে কেহই বৃত্তি না হওয়ায় সদিতরসমবেতত্ব অপ্রসিদ্ধ হয়, সুতরাং সদিতরসমবেতত্বাভাবরূপ-তদিতরাবৃত্তিত্ব ও অপ্রসিদ্ধ। অতএব 'তদিরাবৃত্তিত্বে সতি সকলতদ্বৃত্তিত্ব' ইহার দ্বারা তদিতরত্ব-ব্যাপকভেদ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বে সতি তন্নিষ্ঠভেদপ্রতিযোগিতা-নবচ্ছেদকত্বকেই ভাব-প্রত্যয়ের প্রবৃত্তিনিমিত্ত রূপে বিবক্ষা করিতে হইবে। প্রকৃত্যর্থকে অন্তর্ভাব করিয়া ভাবপ্রত্যয়ে শক্তি কল্পনা করার ফলে 'ঘটত্বম্' এখানে সত্যন্তদলের অন্তঃপাতি তদিতরত্বশব্দের দ্বারা ঘটভিন্নত্ব গৃহীত হইবে। যেখানে যেখানে ঘটভিন্নত্ব থাকিবে সেখানে সেখানে বর্তমান যে ভেদ ঐভেদটি ঘটভিন্নত্বের ব্যাপক হইবে। ফলে ঘটেতরত্ব ব্যাপকভেদ ঘটভেদ হইবে, অন্য কোনও ভেদ গৃহীত হইবে না। সুতরাং ঘটেতরত্বের ব্যাপক যে ভেদ সেই ভেদের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ঘটত্বই হইবে। বিশেষ্যদলেও তন্নিষ্ঠভেদরূপে ঘটে বর্তমান পটাদির ভেদ পাওয়া যাইবে, ঘটের ভেদ নহে। কারণ ঘটে ঘটের ভেদ থাকে না। ফলে ঘটনিষ্ঠভেদের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক ঘটত্বই হইবে। ঘটত্বজাতিতে তাদৃশাবচ্ছেদকত্বরূপ সত্যন্তদল এবং ঘটনিষ্ঠভেদ-

---

[১] এখানে সমবায় সম্বন্ধে সত্তার যে আশ্রয় দ্রব্য, গুণ, কর্ম তাহাই সৎ-শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে।

প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বরূপ বিশেষ্যদল থাকায় তাদৃশ অনবচ্ছেদকত্ব পুরস্কারে ঘটত্বজাতিতে শক্তি কল্পিত হইবে।

যদি সত্যন্তদল নিবেশ না করা হয়, তাহা হইলে ঘটনিষ্ঠভেদপ্রতি-যোগিতার অনবচ্ছেদকত্ব দ্রব্যত্বাদি সাধারণ হওয়ায় ঘটত্বের ন্যায় দ্রব্যত্বও ঘটপদোত্তর ভাব-প্রত্যয়ের শক্যার্থ হইতে পারে। এইজন্য সত্যন্তদল নিবেশ করা হইয়াছে। ফলে ঘটেতরত্বব্যাপকভেদের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক দ্রব্যত্ব হইতে পারিবে না। কারণ ঘটেতরত্ব পটে থাকে অথচ সেখানে 'দ্রব্যং ন' এই ভেদ পাওয়া যাইবে না। যদি ঘটেতরত্বব্যাপকত্ব নিবেশ না করিয়া ঘটেতরনিষ্ঠভেদ নিবেশ করা হয়, তাহা হইলে ঘটেতর যে গুণাদি তাহাতে দ্রব্যের ভেদ থাকে বলিয়া দ্রব্যত্বে তাদৃশভেদের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব এবং বিশেষ্যদল থাকিবার ফলে দ্রব্যত্বও ঘট পদোত্তর ভাব-প্রত্যয়ের শক্যার্থ হইতে পারে,এইজন্য সত্যন্তদলের অন্তর্গতভেদে ঘটেতরনিষ্ঠত্ব নিবেশ না করিয়া ঘটেতরত্বব্যাপকত্ব নিবেশ করা হইয়াছে। যদি বিশেষ্যদল নিবেশ না করা হয় তাহা হইলে নীলঘটত্বও ঘটপদোত্তর ভাবপ্রত্যয়ের বাচ্যার্থ হইতে পারে। এইজন্য ঘটনিষ্ঠভেদপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বরূপ বিশেষ্যদল নিবেশ করিতে হইবে।

ভাবপ্রত্যয়ের প্রকৃত্যর্থকে অন্তর্ভাব করিয়া শক্তিকল্পনা করিলে প্রকৃত্যর্থভেদে অনন্তশক্তি কল্পনা করিতে হয়। এই গৌরব নিরসনের জন্য প্রকৃত্যর্থকে অন্তর্ভাব না করিয়া যদি সত্যন্তদলের অন্তর্গতভেদে কেবল ইতরত্বব্যাপকত্ব নিবেশ করিয়া অনুগতরূপে ভাব-প্রত্যয়ের শক্তি কল্পনা করা হয় তাহা হইলে ইতরত্বব্যাপকভেদ-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বে সতি বৃত্তিমদ্ভেদ-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বই ভাবপ্রত্যয়ের প্রবৃত্তিনিমিত্ত অর্থাৎ শক্যতাবচ্ছেদক হইবে। সুতরাং ঘটত্বাদি কোনও ভাবার্থই তাদৃশ প্রবৃত্তিনিমিত্ত ধর্ম পুরস্কারে সংগৃহীত হইতে পারে না। কারণ ইতরত্বের ব্যাপক ভেদ হিসাবে কখনও ঘটভেদ পাওয়া যাইবে না। অতএব,

ইতরত্বব্যাপকত্ব ঘটভেদ সাধারণ না হওয়ায় ঘটত্বাদির স্থলে প্রথমদলের বাধ হইবে এবং প্রমেয়ত্বাদিরস্থলে বৃত্তিমদ্ভেদ প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদত্বরূপ দ্বিতীয়দল থাকিলেও ঘটত্বাদিতে বাধিত হয় বলিয়া পূর্বোক্তরূপে ভাবার্থের শক্তি কল্পনা করা সম্ভবপর হইবে না।

তদিতরাবৃত্তিত্বে সতি সকলতদ্বৃত্তিত্ব ইহার দ্বারা তদিতরত্ব-ব্যাপকভেদ-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বে সতি তন্নিষ্ঠভেদ প্রতি-যোগিতানবচ্ছেদকত্বরূপ পরিভাষিক অর্থ বিবক্ষিত হইলে উপাধ্যায়মতে কর্মধারয়োত্তর ভাব-প্রত্যয়স্থলে একপদার্থতাবচ্ছেদকে অপরপদার্থতাবচ্ছেদকের সামানাধিকরণ্যের প্রতীতি হয়, যাহা বলা হইয়াছে তাহা আকাশ কুসুমেই পর্যবসিত হইবে। এই সকল অসামঞ্জস্যের সমাধানকল্পে ধর্মত্বাবচ্ছিন্নেই ভাবপ্রত্যয়ের শক্তি কল্পিত হইবে। সুতরাং ধর্মত্বই ভাবপ্রত্যয়ের প্রবৃত্তিনিমিত্ত হইবে; ধর্মত্বশব্দের দ্বারা বৃত্তিত্বমাত্র প্রতিপাদিত হইলেও এইস্থলে বৃত্তিত্বমাত্র গৃহীত হইবে না। কিন্তু প্রকৃত্যর্থতাবচ্ছেদকধর্মটি প্রকৃত্যর্থে যে সম্বন্ধে থাকে সেই সম্বন্ধেরদ্বারা সম্বন্ধত্বকেই ধর্মত্বরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি ভাবপ্রত্যয়ের স্থলে প্রকৃত্যর্থতাবচ্ছেদকতার ঘটক সম্বন্ধ সমবায়, কারণ প্রকৃত্যর্থতাবচ্ছেদক ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি ধর্ম সমবায় সম্বন্ধে ঘটে বা পটে থাকে সুতরাং উক্ত সমবায় সম্বন্ধের দ্বারা সম্বন্ধত্বরূপে ঘটত্বপটত্বজাতি ভাবপ্রত্যয়ের দ্বারা উপস্থিত হইয়া থাকে।

প্রকৃতস্থলে প্রতিযোগিত্বই প্রকৃত্যর্থতাবচ্ছেদকতার ঘটক সম্বন্ধ হইবে। অর্থাৎ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট-পক্ষধর্মপদার্থতার অবচ্ছেদক যে পক্ষে হেতুর সংযোগপ্রভৃতি সম্বন্ধ তাহা প্রতিযোগিত্বসম্বন্ধে পক্ষধর্মপদার্থে অবস্থিত থাকে, এইজন্য উক্ত সম্বন্ধের দ্বারা সম্বন্ধত্বরূপে পূর্বোক্ত সংযোগাদি সম্বন্ধকে তাদৃশপক্ষধর্মতাপদের দ্বারা পাওয়া যাইবে। উক্ত সম্বন্ধের প্রতিযোগিত্ব পক্ষধর্মে থাকার ফলে পক্ষধর্ম-প্রতিযোগিকত্ব উক্ত হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে অবশ্যই থাকিবে।

উক্ত সম্বন্ধত্ব এবং প্রতিযোগিকত্ব তুল্যার্থক হওয়ার ফলে পূর্বোক্ত সম্বন্ধত্বপদের দ্বারা ব্যাপ্তিবিশিষ্ট-পক্ষধর্মপ্রতিযোগিকত্বই ব্যাপ্তিবিশিষ্ট-পক্ষধর্মপদের উত্তর বিহিত তল্-প্রত্যয়ের প্রবৃত্তিনিমিত্ত-পর্যবসিত হইল।

এখন সমস্যা এই যে যদি প্রকৃত্যর্থতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধের দ্বারা সম্বন্ধত্ব পুরস্কারে ভাবার্থ স্বীকার করা হয় তাহা হইলে ঘটপদের উত্তর তল্ প্রত্যয়ের দ্বারা যেরূপ ঘটত্ব জাতিকে বুঝায় সেইরূপ দ্রব্যত্বজাতি, ঘটের রূপ বা রসাদিকেও বুঝাইতে পারে। কারণ ঘটত্বজাতি যেরূপ প্রকৃত্যর্থতাবচ্ছেদকতার ঘটক সমবায়সম্বন্ধে ঘটে সম্বন্ধ হইয়াছে সেইরূপ দ্রব্যত্বজাতি, ঘটীয়রূপ, রসাদিও সমবায় সম্বন্ধে সম্বন্ধ হইয়াছে। এই সমস্যার সমাধানে বলিতে হইবে তদিতরাবৃত্তিত্বে সতি সকলতদ্বৃত্তিত্বরূপে যাঁহারা ভাব প্রত্যয়ের শক্তি স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতেও ভাবপ্রত্যয়ান্তপদের দ্বারা যেরূপ গুরুত্বের বোধ হইয়া থাকে সেইরূপ গুরুত্বের সমনিয়ত রস প্রভৃতি বোধের আপত্তি হইবে। উক্ত আপত্তি বারণের জন্য তদিতরাবৃত্তিত্বাদিপুরস্কারে ভাসমান ধর্মে প্রকৃত্যর্থতাবচ্ছেদকনিষ্ঠাধেয়তা সম্বন্ধে পূর্বোক্ত ভাব-প্রত্যয়ার্থে প্রকৃত্যর্থের অন্বয় স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। সুতরাং ধর্মত্বরূপে ভাবপ্রত্যয়ের শক্তি-স্বীকারপক্ষেও প্রকৃত্যর্থতাবচ্ছেদ-কনিষ্ঠত্বের সহিত নিরূপিতত্বসম্বন্ধে ভাবপ্রত্যয়ের শক্যতাবচ্ছেদক যে ধর্মত্ব তাহাতে প্রকৃত্যর্থের অন্বয় স্বীকৃত হওয়ায় দ্রব্যত্ব, ঘটীয়রূপ, রসাদিতে অবস্থিত ধর্মত্বে প্রকৃত্যর্থতাবচ্ছেদক যে ঘটত্ব তন্নিষ্ঠত্ব এবং প্রকৃত্যর্থনিরূপিতত্ব না থাকায় ভাবপ্রত্যয়ের দ্বারা দ্রব্যত্ব বা রূপাদির বোধহইবেনা। অতএব,প্রকৃতস্থলেও ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতাপদের দ্বারা ব্যাপ্তিবিশিষ্টাভিন্নপক্ষধর্মপ্রতিযোগিকত্বরূপে পক্ষানুযোগিকসম্বন্ধ বোধ-গম্য হয়বলিয়া অভেদসম্বন্ধে পক্ষধর্মের বিশেষণ যে ব্যাপ্তিবিশিষ্ট তাহার বিশেষণ ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যও পক্ষধর্মের বিশেষণরূপে প্রতীয়মান হইবে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, ব্যাপ্তিবিশিষ্টের বিশেষণ হিসাবে উপস্থিত

যে ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্য তাহা পক্ষধর্মের বিশেষণ কেমন করিয়া হইবে ? ইহার উত্তরে আমরা বলিব একপদার্থের বিশেষণরূপে উপস্থিত যে পদার্থতাবচ্ছেদক তাহা স্বতন্ত্রভাবে অপরের বিশেষণরূপে অন্বিত না হইলেও নিজ বিশেষ্যকে দ্বার করিয়া পদার্থান্তরে পারতন্ত্র্যে (পরম্পরা সম্বন্ধে) তাহার ভান হইতে কোনও বাধা নাই। যদি এক পদার্থের বিশেষণরূপে উপস্থিত পদার্থের পারতন্ত্র্যে অপরপদার্থে অন্বয় স্বীকার না করা হয় তাহা হইলে 'ঘটং জানাতি' ইত্যাদিস্থলে ঘটকে অবলম্বন করিয়া স্বাবচ্ছিন্ননিরূপিতত্বসম্বন্ধে ঘটপদার্থতাবচ্ছেদক যে ঘটত্ব তাহার দ্বিতীয়ার্থ যে বিষয়িতা তাহাতে অন্বয় হইতে পারে না। সুতরাং ব্যাপ্তি-বিশিষ্টপক্ষধর্মতাবগাহিজ্ঞানজন্যজ্ঞানত্বম্—এই অনুমিতি-লক্ষণবাক্যের প্রথমজ্ঞানান্ত-ভাগের দ্বারা ব্যাপ্তিবিশিষ্টাভিন্নত্বোপলক্ষিত ব্যাপ্তি-বৈশিষ্ট্য-বিশেষিত-পক্ষধর্ম-প্রতিযোগিক-হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবগাহি-জ্ঞানরূপ অর্থ পর্যবসিত হইল। ইহার ফলে বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ ইত্যাদি পরামর্শের বিষয়ীভূত যে পক্ষধর্ম (হেতু) তদংশে ব্যাপ্তি-বিশিষ্টাভিন্নত্ব অবগাহন না করিলেও উক্ত পরামর্শ সংগৃহীত হইতে কোনও বাধা রহিল না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ' ইত্যাদি জ্ঞানে ধূমাংশে ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্য কোনও স্থলে প্রকার না হওয়ায় তদ্বিশেষিত পক্ষধর্ম কেমন করিয়া পরামর্শের বিষয় হইবে ? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে 'বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্ পর্বতঃ' ইত্যাদি জ্ঞানে ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্য ধূমাংশে প্রকার না হইলেও তদংশে সংসর্গরূপে ভাসমান হওয়ায় ধূমনিষ্ঠ-সাংসর্গিক-অবচ্ছেদকতা-স্বরূপ যে বিষয়তা[১] তাহাতে উক্ত ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্য অবচ্ছেদক হইবে। সুতরাং ব্যাপ্তি-

---

[১] ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধূমপ্রতিযোগিকত্ব পরামর্শে ভাসমান সংযোগপ্রভৃতি-সংসর্গাংশে বিশেষণ হওয়ায় সংযোগাদিনিষ্ঠসাংসর্গিকবিষয়তানিরূপিত প্রতিযোগিত্ব নিষ্ঠাবচ্ছেদকতানিরূপিতহেতুনিষ্ঠাবচ্ছেদকতারূপবিষয়তাতে ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্য অবচ্ছেদক হওয়ায় সকল পরামর্শই ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যবিশেষিতহেতুপ্রতিযোগিক-হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধবিষয়ক হইবে।

বৈশিষ্ট্যবিষয়তাঘটিত-ব্যাপ্তিবিশিষ্টধূমপ্রতিযোগিকত্ব-বিশিষ্ট হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধবিষয়কত্বের কোনও ব্যাঘাত হইল না।

এখন আশঙ্কা হইতে পারে, 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ' এই পরামর্শ যেরূপ ব্যাপ্তিবিশিষ্টধূমপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্ট সংযোগবিষয়ক হইয়াছে, সেরূপ পক্ষতাবচ্ছেদকীভূত পর্বতত্বাদিকে বিষয় না করিয়াও 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্' এই প্রকার যে জ্ঞান হয় ঐ জ্ঞানও ব্যাপ্তিবিশিষ্টধূমপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্টসংযোগসংসর্গবিষয়ক হওয়ায় তাদৃশজ্ঞানজন্যজ্ঞানে অনুমিতি লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে। এইভাবে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা সমীচীন নহে। কারণ ভাব-প্রত্যয়ার্থের যে কেবল ধর্মত্বপুরস্কারে ভান হইবে তাহা নহে; ঘটত্ব প্রভৃতি স্থলে ধর্মত্বপুরস্কারে অর্থাৎ পূর্বোক্ত সম্বদ্ধত্বপুরস্কারে ভাবপ্রত্যয়ার্থের ভান হইলেও পক্ষানুযোগিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নের বোধক পক্ষধর্মপদের উত্তর বিহিত ভাব-প্রত্যয়ের স্থলে ভাব-প্রত্যয়ার্থগত তত্তদ্ধর্মত্বপুরস্কারে ভাবপ্রত্যয়ার্থের বোধ হইবে। অর্থাৎ গুরুত্ব, একত্ব প্রভৃতি ভাব-প্রত্যয়ান্ত স্থলে যেরূপ গুরুত্বত্বপুরস্কারে গুরুত্বের এবং একত্বত্বজাতি পুরস্কারে একত্বের বোধ হইয়া থাকে সেইরূপ ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্ম-পদের উত্তর ভাব-প্রত্যয় করিলেও ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মত্বগত বিলক্ষণ ধর্মপুরস্কারেই ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যবিশেষিত পক্ষধর্ম প্রতিযোগিকত্ববিশিষ্ট-পক্ষানুযোগিকহেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধের বোধ হইয়া থাকে। এইজন্যই ধর্মত্বকে ভাব-প্রত্যয়ের প্রবৃত্তিনিমিত্ত স্বীকার করিলে কোনস্থলে সামান্যতঃ ধর্মত্ব-পুরস্কারে, কোনও স্থলে ভাবপ্রত্যয়ার্থগত অসাধারণ ধর্মপুরস্কারে প্রতীতি হইবে। শঙ্কা হইতে পারে যে গুরুত্ব একত্ব প্রভৃতি ভাবপ্রত্যয়ের স্থলে তদ্গতজাতিরূপ অসাধারণ ধর্মপুরস্কারে গুরুত্ব, একত্ব প্রভৃতির বোধ হইলে ভাবপ্রত্যয়ের নানা শক্তি কল্পনা করিতে হয়। ইহা ও ঠিক নহে। কারণ তদাদি সর্বনামপদের স্থলে উপলক্ষণীভূতবুদ্ধিবিষয়তাবচ্ছেদকত্ব-ধর্মের দ্বারা অনুগত প্রবৃত্তিনিমিত্ত যে ঘটত্ব, পটত্ব, প্রভৃতি ধর্ম

তদবচ্ছিন্নে যেইরূপ একই শক্তি কল্পনা করা হইয়া থাকে, সেইরূপ গুরুত্ব, একত্বাদির স্থলেও প্রকৃত্যর্থতাবচ্ছেদকতার অবচ্ছেদকত্বরূপ উপলক্ষণীভূত ধর্মের দ্বারা অনুগত প্রবৃত্তিনিমিত্ত যে গুরুত্বত্ব, একত্বত্ব প্রভৃতি জাতি তদবচ্ছিন্নে এক শক্তি কল্পনা করার ফলে নানা শক্তি কল্পনা করিতে হইল না। প্রকৃতস্থলেও প্রকৃত্যর্থতাবচ্ছেদকতা-বচ্ছেদকত্বের দ্বারা উপলক্ষিত যে ব্যাপ্তি-বিশিষ্টপক্ষধর্মপ্রতিযোগিকত্ব-রূপ ধর্ম সেই ধর্ম পুরস্কারে ব্যাপ্তিবিশিষ্ট-প্রতিযোগিক-পক্ষানুযোগিক-সম্বন্ধরূপ ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতার বোধ হইবে।

পক্ষধর্মতার অন্তর্গত পক্ষ-পদটিও ধর্মিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের বোধক। ইহার ফলে ধর্মিতাবচ্ছেদকবিশিষ্টানুযোগিকব্যাপ্তিবিশিষ্টপ্রতিযোগিক-সম্বন্ধাবগাহিজ্ঞানজন্যজ্ঞানের তাদৃশ লক্ষণ বাক্য হইতে লাভ হইল। সম্বন্ধাংশে বিশেষণের প্রতিযোগিকত্ব যেরূপ সংসর্গরূপে ভাসমান হয় সেইরূপ বিশেষ্যের অনুযোগিকত্বও সংসর্গাংশে বিশেষ্যের সম্বন্ধরূপে ভাসমান হইয়া থাকে। উপাধ্যায়মতে 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ' এই সকল পরামর্শে হেতুর সম্বন্ধরূপে ভাসমান সংযোগাদিসংসর্গ-বিষয়তা হেতুপ্রতিযোগিকত্বের দ্বারা যেরূপ অবচ্ছিন্ন হয় সেইরূপ পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন যে অনুযোগিত্ব তন্নিরূপকত্বের দ্বারাও অবচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। অতএব তাদৃশ পরামর্শজন্য অনুমিতিতে লক্ষণ-সমন্বয় হইবে। পক্ষানুযোগিকসংসর্গবিষয়তাতে পূর্বোক্ত ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যসামানা-ধিকরণ্যাবচ্ছিন্নত্বের নিবেশ থাকার ফলে 'বহ্নিব্যাপ্যো ধূমঃ দ্রব্যবান্ পর্বতঃ' ইত্যাদি সমূহালম্বনজ্ঞানজনিতজ্ঞানে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি বারিত হইল। 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্' এইরূপ নির্ধর্মিতাবচ্ছেদকক জ্ঞান[১]-জন্য-জ্ঞানেও অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ ঐ জ্ঞানে সংযোগ সংসর্গরূপে

[১]যে সকলজ্ঞানে ধর্মিতাবচ্ছেদকের ভান হয় না ঐ সকলজ্ঞানকে নির্ধর্মিতাবচ্ছেদকক বলা হয়।

ভাসমান হইলেও উক্ত সংসর্গাংশে পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনুযোগিকত্ব বিষয় হয় নাই।

এখন আশঙ্কা হইতে পারে যে পূর্ববর্তী আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে উপাধ্যায়মতে 'ব্যাপ্তিবিশিষ্ট-প্রতিযোগিক-পক্ষানুযোগিক-হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধবিষয়ক-জ্ঞানজন্যজ্ঞানত্ব' অনুমিতির লক্ষণ পর্যবসিত হইয়াছে; ফলে 'পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' ইত্যাদি স্থলে 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ' এই সকল পরামর্শে ব্যাপ্তিবিশিষ্ট-প্রতিযোগিকপক্ষানুযোগিকহেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ বিষয় হওয়ায় তজ্জন্য 'পর্বতো বহ্নিমান্' এই সকল যথার্থ অনুমিতিতে লক্ষণ-সমন্বয় হইলেও 'হ্রদো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' ইত্যাদিস্থলীয় ভ্রমানুমিতিতে উক্ত লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে। কারণ ব্যাপ্তিবিশিষ্টধূম সংযোগ-সম্বন্ধে হ্রদে না থাকায় হ্রদানুযোগিকসংযোগসম্বন্ধ ধূমপ্রতিযোগিক হয় না, অথবা ধূমপ্রতিযোগিকসংযোগসম্বন্ধ হ্রদানুযোগিক হয় না। ইহার ফলে 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ হ্রদঃ' এই পরামর্শে ব্যাপ্তিবিশিষ্টপ্রতিযোগিক হ্রদানুযোগিক সংযোগ সম্বন্ধ ভাসমান না হওয়ায় তাদৃশ পরামর্শজন্য ভ্রমানুমিতিতে অব্যাপ্তি হইবে। এই আশঙ্কা ও ঠিক নহে। কারণ জ্ঞানপদসমভিব্যাহারস্থলে সাক্ষাৎ জ্ঞানবিষয়ে বিশেষণটি না থাকিলেও জ্ঞানবিষয়তাতে অবচ্ছেদক-রূপে বিশেষণপদবোধ্য অর্থের ভান হইয়া থাকে। ফলে পক্ষধর্মত্বাংশে ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যসামানাধিকরণ্য বাধিত হইলেও প্রাথমিক জ্ঞানপদের দ্বারা উক্তস্থলীয় ভ্রমপরামর্শ সংগৃহীত হইবে। সুতরাং ব্যাপ্তিবিশিষ্টপ্রতিযোগিকত্ব-বিষয়তানিরূপিত-হ্রদানুযোগিকসম্বন্ধ-বিষয়তাশালি-জ্ঞানজন্য-জ্ঞানত্বরূপ উপাধ্যায়সম্মত লক্ষণ 'হ্রদো বহ্নিমান্' এই সকল ভ্রমানুমিতিতেও সমন্বয় হইবে। উক্তনিরূপ্যনিরূপকভাবাপন্নবিষয়তা নিবেশের ফলে গুণকে পক্ষ করিয়া বহ্নিকে সাধ্য করিয়া সংযোগসম্বন্ধে ধূমকে হেতু করিয়া যে ভ্রমানুমিতি হইবে সেখানেও অব্যাপ্তি হইবে না। কারণ পক্ষানুযোগিকত্ব-

বিষয়তানিরূপিতসংযোগবিষয়তাশালি-জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া উক্ত ভ্রমজ্ঞানকেও লক্ষণ-বাক্যের অন্তর্গত প্রথম জ্ঞান-পদের দ্বারা পাওয়া যাইবে।

যজ্ঞপত্যুপাধ্যায় ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্য ও পক্ষধর্মত্ব, এতদুভয়ের সামানাধিকরণ্যাবগাহিজ্ঞানজন্যজ্ঞানত্বকে যে অনুমিতির লক্ষণ-বাক্যের অর্থ বলিয়াছেন তাহা সঙ্গত নহে। কারণ যেখানে যেখানে পরামর্শত্ব থাকিবে সেখানে সেখানে ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যপক্ষধর্মত্ব এতদুভয়ের সামানাধিকরণ্যাবগাহিত্ব থাকিবে—উপাধ্যায়মতে এইরূপ ব্যাপ্তি স্বীকৃত হইলে পরামর্শত্ব এবং তাদৃশ সামানাধিকরণ্যাবগাহিত্ব এতদুভয়ের ব্যাপ্যব্যাপক-ভাব স্বীকার করিতে হয়। 'ব্যাপ্তিবিশিষ্টধূমসংযোগী বহ্নিব্যাপ্যধূমবাংশ্চ পর্বতঃ' এইরূপ সমূহালম্বন-পরামর্শবিশেষে সংযোগ-সম্বন্ধটি প্রকার হওয়ায় ঐ সংযোগাংশে ব্যাপ্তিবিশিষ্টপ্রতিযোগিকত্ব-রূপ তাদৃশ সামানাধিকরণ্যাবগাহিত্ব এবং পরামর্শত্ব উভয়ের অবস্থিতি থাকিলেও সংসর্গবিশেষাবচ্ছিন্নসাংসর্গিক-বিষয়তার স্বীকৃতির মূলে কোনও যুক্তি নাই বলিয়া সমূহালম্বন বহির্ভূত 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ' এইরূপ পরামর্শে পরামর্শত্ব-রূপ ধর্মটি বিদ্যমান থাকে; অথচ তাদৃশসামানাধিকরণ্যাবগাহিত্ব না থাকায় পরামর্শত্ব-রূপ ধর্মটি উক্ত সামানাধিকরণ্যাবগাহিত্বের ব্যভিচারী হইবে। ফলে পরামর্শত্বে তাদৃশ সামানাধিকরণ্যাবগাহিত্বের ব্যাপ্তিগ্রহ হইতে পারে না। এই অভিপ্রায়েই দীধিতিকার বলিয়াছেন, 'পরামর্শেন নিয়মতো ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যাদিসামানাধিকরণ্যগ্রহে মানাভাবাৎ[১]।'

যজ্ঞপত্যুপাধ্যায়ের মত খণ্ডন

যদি উপাধ্যায় বলেন, ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যসমানাধিকরণ-পক্ষধর্মত্ব বিষয়কজ্ঞানত্বপুরস্কারেই অনুমিতির প্রতি পরামর্শের কারণতা কল্পনা করিতে হইবে, সুতরাং ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্য এবং পক্ষধর্মতা উভয়ের সামানা-ধিকরণ্যকে বিষয় না করিয়া যে পরামর্শ হইবে সেই পরামর্শ অনু-

---

[১] দীধিতিঃ, অনুমানগাদাধরী পৃঃ ৬৬

মিতির কারণ হইবে না—এই মতও সঙ্গত নহে। কারণ ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্য-সমানাধিকরণপক্ষধর্মত্ববিষয়কজ্ঞানত্ব-রূপে পরামর্শের কারণতা স্বীকার করিলে অতিরিক্ত সামানাধিকরণ্যাংশ কারণতাবচ্ছেদককোটিতে নিবিষ্ট হওয়ায় গৌরব হইবে। কারণ যেখানে কার্যকারণভাব সন্দিগ্ধ হয় সেখানে লঘুধর্মপুরস্কারে কার্যকারণভাব কল্পিত হইয়া থাকে—ইহাই নিয়ম। অতএব ব্যাপ্তিবিশিষ্ট-হেতুবিশিষ্ট-পক্ষজ্ঞানত্ব-রূপ লঘুধর্ম-পুরস্কারেই অনুমিতির কারণতা কল্পনা করিতে হইবে। ইহার ফলে পূর্বোক্ত সামানাধিকরণ্য বিষয় না হইলেও 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ' ইত্যাদি জ্ঞান হইতেও অনুমিতির উৎপত্তি হইবে। এই অভিপ্রায়েই দীধিতিকার বলিয়াছেন, 'গৌরবেণ চ তদ্বিষয়ত্বেনাহেতুত্বাৎ[১]।'

এই খণ্ডনের উত্তরে উপাধ্যায় বলিতে পারেন, সম্বন্ধের সম্বন্ধকে বিষয় করিয়া যে জ্ঞান হয় তাহাই বিশিষ্টবুদ্ধি, সম্বন্ধবিষয়কজ্ঞানমাত্র বিশিষ্টবুদ্ধি নহে। সম্বন্ধবিশেষকে বিষয় করিয়া যে জ্ঞান হয় তাহাই যদি বিশিষ্টবুদ্ধি বলিয়া স্বীকৃত হয় তাহা হইলে 'দণ্ডপুরুষসংযোগাঃ' এই সমূহালম্বন জ্ঞানেও সংযোগসম্বন্ধটি বিষয় হওয়ায় বিশিষ্টবুদ্ধিত্বের আপত্তি হইবে। এবং অনুমিতির জনক পরামর্শে বিশেষণীভূত যে ব্যাপ্তি এবং হেতু এই উভয়ের যথাক্রমে স্বরূপ এবং সংযোগাদি সম্বন্ধের সম্বন্ধ যদি বিষয় না হয় তাহা হইলে 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ' এই সকল পরামর্শ বিশিষ্টবুদ্ধি হইতে পারে না। অতএব, উক্ত পরামর্শে স্বরূপ এবং সংযোগ যেরূপ সংসর্গ-রূপে বিষয় হয় সেইরূপ উক্ত সংসর্গাংশে সংসর্গ-রূপে প্রতিযোগিকত্ব এবং অনুযোগিকত্বও বিষয় হওয়ায় পূর্বোক্ত পরামর্শ তাদৃশ সামানাধিকরণ্যবিষয়ক হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তিগণের বক্তব্য এই যে, সম্বন্ধের সম্বন্ধ জ্ঞানের বিষয় না হইয়াও কেবল বিশেষ্য, বিশেষণ এবং বিশেষ্য-বিশেষণের সম্বন্ধমাত্রকে বিষয় করিয়া বিশিষ্টবুদ্ধি হয়—ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যদি সম্বন্ধের সম্বন্ধকে বিষয় করিয়া

[১] দীধিতিঃ, অনুমান গাদাধরী পৃঃ ৬৬

বিশিষ্টবুদ্ধি হয় তাহা হইলে উপাধ্যায় মতে 'দণ্ডপুরুষসংযোগ-সমবায়াঃ' এই সমূহালম্বনজ্ঞানেও সংযোগসম্বন্ধের সম্বন্ধ যে সমবায় তাহা বিষয় হওয়ায় বিশিষ্টবুদ্ধিত্বের প্রসক্তি হইবে। ইহার উত্তরে উপাধ্যায় বলিতে পারেন, তৎপ্রকারকতদ্‌বিশেষ্যকজ্ঞানকেই বিশিষ্টবুদ্ধি বলা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যাইতে পারে 'সংযোগেন ঘটবদ্‌ ভূতলম্‌' এই জ্ঞানটি ঘটপ্রকারকভূতলবিশেষ্যক হওয়ায় বিশিষ্ট বুদ্ধি হইয়াছে। ঘটপ্রকারকভূতলবিশেষ্যকজ্ঞান বলিতে ঘটনিষ্ঠপ্রকারতানিরূপক-ভূতলনিষ্ঠবিশেষ্যতানিরূপকজ্ঞানকেই বুঝিতে হইবে। এখন বিবেচনা করিতে হইবে, উক্ত প্রকারতা-পদার্থ এবং বিশেষ্যতা-পদার্থ কিরূপে নিরূপিত হইবে? যদি সাংসর্গিক-বিষয়তানিরূপিতবিষয়তাত্ব-রূপে প্রকারতার নিরূপণ করা হয় তাহা হইলে বিশেষ্যতাতেও সাংসর্গিকবিষয়তানিরূপিত বিষয়তাত্ব থাকায় প্রকারতা এবং বিশেষ্যতার মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকে না। অতএব প্রকারতা এবং বিশেষ্যতা উভয়ের বৈলক্ষণ্য সম্পাদনের জন্য অবশ্যই সাংসর্গিকবিষয়তানিরূপিতপ্রতিযোগিত্ববিষয়তানিরূপিতবিষয়তাত্বরূপে-প্রকারতার এবং সাংসর্গিকবিষয়তানিরূপিত-অনুযোগিত্ববিষয়তা-নিরূপিতবিষয়তাত্ব-পুরস্কারে বিশেষ্যতার নিরূপণ করিতে হইবে। সুতরাং বিশিষ্টবুদ্ধি হইতে হইলে সংযোগ, সমবায় প্রভৃতি কোনও একটি সংসর্গ যেরূপ বিষয় হইয়া থাকে সেইরূপ উক্ত সংসর্গের প্রতিযোগিত্ব এবং অনুযোগিত্বও সংসর্গরূপে ভাসমান হয়। 'বহ্নিব্যাপ্য-ধূমবান্‌ পর্বতঃ' এইরূপ অনুমিতির জনক যে পরামর্শ তাহাতে ধূমাংশে স্বরূপসম্বন্ধরূপ যে ব্যাপ্তির বৈশিষ্ট্য তাহার অনুযোগিত্ব, সংযোগসম্বন্ধ-রূপ যে পক্ষানুযোগিকসম্বন্ধ তাহার প্রতিযোগিত্ব বিষয় হওয়ায় যে কোনও পরামর্শই ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্য এবং পক্ষধর্মত্ব উভয়ের সামানাধিকরণ্যা-বগাহী হইবে। উপাধ্যায়ের এই মতও সমর্থনযোগ্য নহে। কারণ পূর্বোক্ত গুরুধর্মপুরস্কারে প্রকারতা এবং বিশেষ্যতা নিরূপণ না করিয়া স্বরূপ-সম্বন্ধবিশেষরূপ প্রকারতাত্ব এবং বিশেষ্যতাত্ব ধর্মপুরস্কারে প্রকারতা

এবং বিশেষ্যতার নিরূপণ করাই সমীচীন। সংসর্গতাত্বকে যখন স্বরূপ-সম্বন্ধবিশেষ বলিয়া উপাধ্যায়ও স্বীকার করেন, তখন প্রকারতাত্ব বা বিশেষ্যতাত্বকেও তুল্যযুক্তিতে স্বরূপসম্বন্ধবিশেষরূপে স্বীকার করাই সমীচীন হইবে। সুতরাং আমরা কোনও ক্রমেই সংসর্গের সংসর্গকে বিশিষ্টবুদ্ধির বিষয় বলিয়া স্বীকার করি না; বিশিষ্টবুদ্ধিমাত্রে সংসর্গের সংসর্গ ভাসমান হয়—অভ্যুপগমসিদ্ধান্তন্যায়ে ইহা স্বীকৃত হইলেও ভ্রমানুমিতিতে লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে। কারণ হ্রদপক্ষকবহ্নিসাধ্যকধূম-হেতুকস্থলে 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ হ্রদঃ' এই ভ্রমপরামর্শে ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যের সমানাধিকরণ যে পক্ষধর্মতা তাহার জ্ঞান সম্ভবপর হইতে পারে না। হ্রদানুযোগিক সংযোগসম্বন্ধরূপ যে পক্ষধর্মতা তৎপ্রতিযোগিত্ব ধূমে থাকে না। সুতরাং যে সম্বন্ধে যে বস্তু যেখানে থাকে না সেই বস্তুতে সেই সম্বন্ধের প্রতিযোগিত্ব স্বীকৃত হয় না। ফলে ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যসমানাধিকরণপক্ষধর্মতাবগাহিজ্ঞানজন্যজ্ঞানত্বস্বরূপ উপাধ্যায়সম্মত লক্ষণের উক্ত ভ্রমানুমিতিতে সমন্বয় হইতে পারে না। ইহার প্রত্যুত্তরে যদি বলা হয়, বাচস্পতিমিশ্রের মতে 'প্রমেয়ং নাস্তি, কম্বুগ্রীবাদিমান্ নাস্তি' প্রভৃতি নঞ্ সমভিব্যাহারস্থলে অন্বয়িতাবচ্ছেদক যে প্রমেয়ত্ব এবং কম্বুগ্রীবাদিমত্ত্ব তদবচ্ছিন্ন প্রমেয় এবং কম্বুগ্রীবাদিমৎ—এই পদার্থদ্বয়ের যথাক্রমে প্রমেয়ত্বাবচ্ছিন্ন-স্বরূপসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকত্ব এবং কম্বুগ্রীবাদি-মত্ত্বাবচ্ছিন্ন-সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকত্ব-সম্বন্ধে নঞের অর্থ যে অভাব তাহাতে অন্বয়বোধ হইয়া থাকে। 'প্রমেয়ং নাস্তি' এই স্থলে প্রমেয়ত্বাবচ্ছিন্ন-স্বরূপ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকত্ব এবং 'কম্বুগ্রীবাদিমান্ নাস্তি' এই স্থলে কম্বুগ্রীবাদিমত্ত্বাবচ্ছিন্ন-সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকত্ব—এই উভয় সম্বন্ধ অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় অলীক[১] হইয়াছে। অথচ

[১] স্বরূপসম্বন্ধে প্রমেয় কেবলান্বয়ী হওয়ায় 'স্বরূপেণ প্রমেয়ং নাস্তি' এই অভাব কোথাও থাকে না। সুতরাং এমন কোনও অভাব পাওয়া যাইবে না যে অভাবে প্রমেয়ত্বাবচ্ছিন্ন-স্বরূপসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকত্ব থাকিবে। এবং 'কম্বুগ্রীবা-

উক্ত উভয় সম্বন্ধে নঞর্থ যে অভাব তাহাতে প্রতিযোগি-পদার্থের অন্বয়বোধ বাচস্পতি মিশ্র যেমন স্বীকার করেন, সেইরূপ উপাধ্যায়মতেও 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ হ্রদঃ'—এই ভ্রমপরামর্শে অসৎ যে ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যসমানাধিকরণপক্ষধর্মত্ব তাহার ভান স্বীকার করা হইবে। অতএব 'হ্রদো বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্' এই ভ্রমপরামর্শজন্য 'হ্রদো-বহ্নিমান্' এই ভ্রমানুমিতিতে অনুমিতি-লক্ষণের অব্যাপ্তি হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এইভাবে অব্যাপ্তি পরিহার করিবার রীতিও সমীচীন নহে। কারণ চিন্তামণিকার অসৎ যে বৈশিষ্ট্য তাহার ভান স্বীকার করেন না। জগদীশ তর্কালঙ্কার ব্যাপ্তিপঞ্চকের পঞ্চম লক্ষণের বিচারপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—'সত্ত্বপরাগেণ নাপ্যসতঃ সংসর্গ-মর্যাদয়া ভানস্য মণিকৃতানঙ্গীকারাৎ'।[১] মণিকারের মতে অসদ্ বস্তু জ্ঞানের বিষয় হয় না। জ্ঞানবিষয়তার ব্যাপকত্ব সত্ত্বে থাকিবে। এইরূপ ব্যাপ্যব্যাপকভাবের ফলে জ্ঞানবিষয়তা সত্ত্বের ব্যাপ্য হওয়ায় সত্ত্ব জ্ঞানবিষয়তার ব্যাপক হইতে।

এখন আশঙ্কা হইতে পারে যে অসৎ অর্থাৎ অলীক পদার্থে জ্ঞানবিষয়তা স্বীকৃত হইলেও সত্ত্বে জ্ঞানবিষয়তার ব্যাপকত্বের হানি হয় না। কারণ এখানে ব্যাপকত্ব বলিতে তদধিকরণবৃত্ত্যভাবাপ্রতি-যোগিত্বকে বুঝিতে হইবে। জ্ঞানবিষয়তার অধিকরণে বর্তমান যে অভাব সেই অভাবের অপ্রতিযোগিত্বস্বরূপ ব্যাপকত্বের অন্তর্গত অধিকরণ-রূপে অসদ্বৈশিষ্ট্যকে গ্রহণ করিবার উপায় নাই। কারণ অসৎ কখনও অভাবের আশ্রয় হয় না। সুতরাং তদ্বৃত্তি অভাবও অপ্রসিদ্ধ হয়। ফলে জ্ঞানবিষয়তার অধিকরণরূপে কোনও সদ্বস্তুকে গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু সদ্বস্তুতে 'সত্ত্বং নাস্তি' এই অভাব পাওয়া যাইবে না। সুতরাং অসদ্বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ অসৎ সংসর্গ

দিমান্ নাস্তি' এই অভাবের প্রসিদ্ধি থাকিলেও কম্বুগ্রীবাদিমত্ত্ব অপেক্ষায় লঘুধর্ম যে ঘটত্ব তাহাতে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে। এইজন্য কম্বুগ্রীবাদিমত্ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকত্ব-সম্বন্ধ অপ্রসিদ্ধ হইল।

[১] জাগদীশী, ব্যাপ্তিপঞ্চকম্, পৃঃ ১২৮।

জ্ঞানবিষয় হইলেও সত্ত্বে জ্ঞানবিষয়তার ব্যাপকত্ব অব্যাহত থাকিবে।

এই আশঙ্কার উত্তরে আমাদের বক্তব্য, সদ্বৃত্তিত্বে জ্ঞানবিষয়তাত্বের ব্যাপকত্বই চিন্তামণিকারের সিদ্ধান্ত, সত্ত্বে জ্ঞানবিষয়তার ব্যাপকত্ব নহে। অসৎসংসর্গে যাঁহারা জ্ঞানবিষয়তা স্বীকার করেন অর্থাৎ অসৎসংসর্গখ্যাতিস্বীকর্তৃমতেও অসৎসংসর্গে বিদ্যমান যে জ্ঞানবিষয়তা তাহাকে পারমার্থিক বলিয়া গণ্য করা হয়। সুতরাং ঐ বিষয়তা অভাবের অধিকরণ হইতে পারে। অসৎসংসর্গে জ্ঞানবিষয়তা থাকিলে জ্ঞানবিষয়তাত্বের অধিকরণ যেরূপ সৎপদার্থনিষ্ঠবিষয়তা হয় সেইরূপ অসৎসংসর্গনিষ্ঠবিষয়তাও জ্ঞানবিষয়তাত্বের অধিকরণ রূপে গৃহীত হইবে; এবং উক্ত অধিকরণে 'সদ্বৃত্তিত্বং নাস্তি' এই অভাব অবশ্যই পাওয়া যাইবে। ইহার ফলে সদ্বৃত্তিত্ব জ্ঞানবিষয়তাত্বসমানাধিকরণাভাবের প্রতিযোগী হওয়ায় অর্থাৎ সদ্বৃত্তিত্বে তাদৃশাভাবের অপ্রতিযোগিত্ব-রূপ ব্যাপকত্ব না থাকায় চিন্তামণিকারের উক্তসিদ্ধান্ত ব্যাহত হয়। অতএব অসৎসংসর্গ কখনও জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না।

যদি অসৎ পদার্থ জ্ঞানের বিষয় না হয় অর্থাৎ চিন্তামণিকার যদি অসৎসংসর্গের জ্ঞানবিষয়তা স্বীকার না করেন তাহা হইলে ভ্রমজ্ঞানকেও সন্মাত্রবিষয়ক স্বীকার করিতে হয়। ইহার ফলে কোনও জ্ঞানেই ভ্রমত্ব থাকিতে পারে না। এই আশঙ্কাও ঠিক নহে। কারণ চিন্তামণিকারের মতে তদভাববতি তৎপ্রকারকজ্ঞানত্বই ভ্রমত্ব, অসৎসংসর্গবিষয়ক জ্ঞানত্ব নহে। সুতরাং তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র জ্ঞানে অসদ্বৈশিষ্ট্যের সংসর্গমর্যাদায় ভান স্বীকার করিলেও তাহা চিন্তামণিকারের সম্মত নহে।

এই পর্যন্ত অসৎখ্যাতিনিরাস-প্রসঙ্গে যাহা কিছু বলা হইল ইহা কেবল চিন্তামণিকারের সিদ্ধান্ত লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে অসদ্বৈশিষ্ট্যের জ্ঞানবিষয়তা স্বীকৃত হইলেও ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্ম পদের পরে তল্-প্রত্যয় করিলে উক্ত তল্-প্রত্যয়ান্ত দ্বারা হ্রদপক্ষকবহ্নিসাধ্যক ধূমহেতুকস্থলে অসৎ যে

ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যসমানাধিকরণপক্ষধর্মতা তাহা প্রতিপাদিত হইতে পারে না। কারণ-তল্ প্রত্যয়ের ধর্মত্ব-পুরস্কারে শক্তি স্বীকার করা হইয়াছে। উক্তস্থলে অসৎ যে ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্য সমানাধিকরণ পক্ষধর্মতা তাহাতে বৃত্তিমত্ত্ব-রূপ ধর্মত্ব থাকিতে পারে না। সুতরাং তাদৃশ অসৎ সংসর্গ উক্ত ভাব-প্রত্যয়ের শক্য হইতে পারে না।

আরও বক্তব্য, কর্মধারয় সমাসস্থলে সমাসের অন্তর্গত বিশেষ্য-পদার্থে বিশেষণ-পদার্থের অভেদসম্বন্ধে অন্বয়বোধ সকলেই স্বীকার করেন। সুতরাং 'নীলোৎপলত্বম্'-এখানে যেমন নীলাভিন্নোৎপলত্ববিষয়কবোধ হয় প্রকৃতস্থলেও 'ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতা' এই অংশের দ্বারা ব্যাপ্তিশিষ্টাভিন্নপক্ষধর্মতা-বিষয়কবোধ হওয়া প্রয়োজন। 'পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' ইত্যাদি সদ্ধেতুর স্থলে ব্যাপ্তি-বিশিষ্টাভিন্ন পক্ষধর্ম প্রসিদ্ধ হইলেও 'হ্রদো-বহ্নিমান্ ধূমাৎ' ইত্যাদি ভ্রমানুমিতির স্থলে ধূম-হেতু ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হইলেও স্বরূপাসিদ্ধ হওয়ায় কোনও প্রকারেই পক্ষধর্ম হইবে না। সুতরাং উক্তস্থলে ব্যাপ্তি-বিশিষ্টাভিন্নপক্ষধর্ম অপ্রসিদ্ধ হওয়ার ফলে উপাধ্যায়মতে উক্ত ভ্রমানুমিতিতে লক্ষণের অব্যাপ্তি অবশ্যম্ভাবী।

যদি উপাধ্যায়মতাবলম্বিগণ বলেন যে কর্মধারয়োত্তর তল্ প্রত্যয়ের ফলে ব্যাপ্তি-বিশিষ্টাভিন্নপক্ষধর্মত্বকে বিষয় করিয়া লক্ষণবাক্যের অর্থবোধ হইলেও পক্ষধর্মের বিশেষণ যে ব্যাপ্তিবিশিষ্টা ভিন্নত্ব তাহা অব্যাবর্তক হয় বলিয়া অর্থাৎ অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি প্রভৃতি কোন প্রকার দোষের বারক না হওয়ায় ঐ অংশটিকে লক্ষণের অন্তর্গত করার প্রয়োজন নাই। লক্ষণ-বাক্যের দ্বারা প্রতিপাদিত সকল পদার্থই লক্ষণের ঘটক হইবে এইরূপ কোনওনিয়ম নাই। যেহেতু সিদ্ধান্ত রূপে অভিমত জ্ঞানান্তকর্মধারয় পক্ষেও লক্ষণের ঘটক প্রথম জ্ঞানাংশে লক্ষণ বাক্য প্রতিপাদিত পক্ষধর্মতাবিষয়কত্ব বিশেষণটি অবশ্যই পরিত্যাগ করিতে হইবে। কারণ জ্ঞানের বিশেষণ যে ব্যাপ্তিপ্রকারকত্ব তাহাতে বিশেষণরূপে লক্ষণবাক্যার্থবহির্ভূত

পক্ষধর্মতাবিষয়কত্বাবচ্ছিন্নত্ব নিবেশ করিয়া শঙ্কিত সকল দোষের বারণ করিতে হইবে। সুতরাং বিনা প্রয়োজনে যদি লক্ষণেও জ্ঞানাংশে ঐ পক্ষধর্মতাবিষয়কত্ব বিশেষণটি নিবেশ করা হয় অর্থাৎ পক্ষধর্মতা-বিষয়কত্বাবচ্ছিন্নব্যাপ্তিপ্রকারকত্ববিশিষ্টপক্ষধর্মতাবিষয়কজ্ঞানজন্যজ্ঞানত্ব —এইরূপ অনুমিতির লক্ষণ করা হয় তাহা হইলে জ্ঞানের বিশেষণ যে পক্ষধর্মতাবিষয়কত্ব তাহা ব্যর্থ বিশেষণ হয়। লক্ষণ ব্যথ বিশেষণ ঘটিত হইলে ঐ লক্ষণ লক্ষ্যেতরভেদেব অনুমাপক হইতে পারে না। কারণ এই অনুমিতির লক্ষণকে হেতু করিয়া অনুমিতিকে পক্ষ করিয়া অনুমিতীতর-ভেদকে সাধ্য করিয়া যে অনুমান করা হইবে ঐ অনুমানে লক্ষণ-রূপ যে হেতু উহা ব্যর্থবিশেষণ ঘটিত হওয়ার ফলে ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধিদোষদুষ্ট হইবে। অতএব জ্ঞানের বিশেষণ পক্ষ-ধর্মতাবিষয়কত্বকে ত্যাগ করিয়া পক্ষধর্মতাবিষয়কত্বাবচ্ছিন্নব্যাপ্তি-প্রকারকত্ববিশিষ্টজ্ঞানজন্যজ্ঞানত্বই সিদ্ধান্তিপক্ষে লক্ষণ করিতে হইবে। কর্মধারয়পক্ষেও ব্যাপ্তিবিশিষ্টাভিন্নত্ব পরিত্যক্ত হওয়ায় ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্য-সামানাধিকরণ-পক্ষধর্মত্ববিষয়তাক-জ্ঞানই প্রথম জ্ঞানান্তের অর্থ হইবে। 'ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্য-সামানাধিকরণ্য' ইহার অর্থ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট প্রতিযোগিকত্ব এবং 'পক্ষধর্মতা'পদের অর্থ পক্ষানুযোগিক সম্বন্ধ—ইহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। ফলে ব্যাপ্তিবিশিষ্টপ্রতিযোগিকত্ব-বিষয়তানিরূপিত-পক্ষানুযোগিক-সংসর্গবিষয়তানিরূপকজ্ঞানজন্যজ্ঞানত্ব এইরূপ লক্ষণ হইবে। অতএব হ্রদপক্ষকবহ্নিসাধ্যকস্থলীয় ভ্রমানুমিতিতেও লক্ষণের সমন্বয় হওয়ায় অব্যাপ্তি হইবে না। উপাধ্যায়ের এই মতও ঠিক নহে। কারণ বিশেষদর্শী অর্থাৎ ভ্রান্তিজ্ঞ পুরুষের পক্ষে পূর্বোক্ত ভ্রমানুমিতির স্থলে লক্ষণবাক্যাধীন মহাবাক্যার্থবোধ হইতে পারে না। লক্ষণবাক্য হইতে যে মহাবাক্যের বোধ হয়, ঐ মহাবাক্যার্থবোধের প্রতি অবান্তরবাক্যার্থবোধ কারণ। ঐ অবান্তরবাক্যার্থবিষয়ক শাব্দবোধের প্রতি অবান্তরবাক্যার্থ অর্থাৎ খণ্ডবাক্যার্থের

যোগ্যতাজ্ঞান কারণ। ভ্রমানুমিতির স্থলে যোগ্যতাজ্ঞান না থাকায় খণ্ডবাক্যার্থের বোধ হইতে পারে না। খণ্ডবাক্যার্থের বোধ না হওয়ায় লক্ষণবাক্য জন্য যে মহাবাক্যার্থবোধ তাহাও হইতে পারে না। যেমন বিষাণে শশসম্বন্ধের অভাবরূপ অযোগ্যতানিশ্চয় থাকা কালে 'শশবিষাণজন্যমিদং কার্মুকং'—এই মহাবাক্যজন্য শশসম্বন্ধপ্রকারক মহাবাক্যার্থবোধ কোনও মতেই হয় না সেইরূপ 'হ্রদো বহ্নিমান্' এই ভ্রমানুমানস্থলে পক্ষধর্ম জল প্রভৃতিতে বিশেষণ যে ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্য তাহার অযোগ্যত্ব অর্থাৎ অসম্বন্ধ-নিশ্চয়কালে ব্যাপ্তিবিশিষ্ট-পক্ষধর্মতা-রূপ যে অবান্তরবাক্য তাহার অর্থ নিশ্চয় না হওয়ায় মহাবাক্যার্থবোধ হইতে পারে না। কারণ মহাবাক্যার্থের যোগ্যতাজ্ঞান নিয়মতঃ অবান্তর-বাক্যার্থবিষয়ক হওয়ায় অবান্তর বাক্যার্থবোধের বিরোধী যে ভ্রান্তিজ্ঞ পুরুষের বিশেষ দর্শন অর্থাৎ অবান্তর-বাক্যার্থের অযোগ্যতা নিশ্চয় তাহা মহাবাক্যার্থের যোগ্যতাজ্ঞানেরও বিরোধী হইবে। যোগ্যতাজ্ঞান না হওয়ার ফলে বিশেষদর্শীর 'ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট-পক্ষধর্মতা'—ইত্যাদি লক্ষণবাক্য হইতে মহাবাক্যার্থজ্ঞানও অসম্ভব। এই অভিপ্রায়েই দীধিতিকার উপাধ্যায়ের কর্মধারয়পক্ষের খণ্ডন-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন 'অবান্তরবাক্যার্থাযোগ্যত্ব-নির্ণয়ে মহাবাক্যার্থ-জ্ঞানানুদয়প্রসঙ্গাৎ'[১]।

উপাধ্যায় যদি বলেন, মণিকার তত্ত্বচিন্তামণিগ্রন্থের প্রারম্ভে 'প্রমাণতত্ত্বমত্র বিবিচ্যতে[২]'—এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। এই প্রতিজ্ঞাবাক্য হইতে বুঝা যায় যে চিন্তামণিকার প্রমাণতত্ত্বেরই নিরূপণ করিবেন, প্রমাণের আভাস নহে; প্রমাণতত্ত্ব-নিরূপণ করিতে হইলে প্রমাতত্ত্ব-নিরূপণ করা আবশ্যক, কারণ প্রমাতত্ত্ব-নিরূপণ ব্যতিরেকে প্রমাণতত্ত্ব-নিরূপণ অসম্ভব। অতএব প্রমানুমিতিই অনুমিতি লক্ষণের লক্ষ্য, ভ্রমানুমিতি নহে। সুতরাং ভ্রমানুমিতি যখন লক্ষ্যই নহে, তখন

[১] দীধিতিঃ, অনুমানগাদাধরী পৃঃ ৬৬
[২] তত্ত্বচিন্তামণিঃ, প্রামাণ্যবাদঃ, পৃঃ ৩

সেখানে লক্ষণ-সমন্বয় না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এখানে অনুমিতিগত-প্রমাত্ব বলিতে ভ্রমান্যবৃত্তিবিষয়তাবত্ত্বরূপ প্রমাত্ব বুঝিতে হইবে, 'তদ্বতি তৎপ্রকারকত্ব' বা 'ভ্রমভেদকূটবত্ত্ব' রূপ প্রমাত্ব বিবক্ষিত নহে। ইহার ফলে 'হ্রদো বহ্নিমান্' এই ভ্রমানুমিতিতে হ্রদত্ববন্নিষ্ঠবিশেষ্যতানিরূপিতহ্রদত্ব-প্রকারকত্ব-রূপ আংশিক প্রমাত্বথাকিলেও অতিব্যাপ্তি হইবে না। 'হ্রদো বহ্নিমান্ পর্বতশ্চ বহ্নিমান্' এই পর্বতপক্ষক বহ্নিসাধ্যক সমূহালম্বন অনুমিতিতে ভ্রমভেদকূটবত্ত্ব-রূপ প্রমাত্ব না থাকায় উক্তানুমিতি অনুমিতি-লক্ষণের অলক্ষ্য অথচ অনুমিতি-লক্ষণের সমন্বয় হওয়ার জন্য অতিব্যাপ্তি প্রসক্তি হয়—এই আশঙ্কাও ভ্রমান্যবৃত্তিবিষয়তাবত্ত্বরূপ প্রমাত্ব নিরুক্তির ফলে তিরোহিত হইল। কারণ সমানাকারকজ্ঞানীয়বিষয়তা এক হওয়ায়, ভ্রমভিন্ন কেবল 'পর্বতো বহ্নিমান্' এই অসমূহালম্বন অনুমিত্যাত্মকজ্ঞানীয় বহ্নিবিষয়তা-নিরূপিত-পর্বতবিষয়তা এবং উক্ত সমূহালম্বনজ্ঞানীয় বহ্নিবিষয়তা-নিরূপিত-পর্বতবিষয়তা এক হওয়ায় পূর্বোক্ত সমূহালম্বনঅনুমিতি-নিরূপিত বহ্নিবিষয়তানিরূপিত-পর্বতবিষয়তাও ভ্রমান্যবৃত্তি-বিষয়তা হওয়ায় তাদৃশবিষয়তাবত্ত্বরূপ প্রমাত্ব উক্ত পর্বতপক্ষকবহ্নিসাধ্যক সমূহালম্বন-অনুমিতিতে থাকে বলিয়া ঐ অনুমিতিও অনুমিতি লক্ষণের লক্ষ্য হইল; সুতরাং লক্ষ্যে লক্ষণ সমন্বয় হওয়ায় অব্যাপ্তির সম্ভাবনা রহিল না।

এখন আশঙ্কা হইতে পারে, যে 'গন্ধপ্রাগভাবকালাবচ্ছিন্নো ঘটো গন্ধবান্ পৃথিবীত্বাৎ' ইত্যাদি স্থলে অসঙ্কীর্ণ-বাধ[১] হওয়ায় সেখানে যে অনুমিতি হইবে তাহা পক্ষতাবচ্ছেদক যে গন্ধপ্রাগভাবকাল তদবচ্ছিন্ন-পক্ষক এবং গন্ধসাধ্যক হওয়ায় ভ্রম হইবে। উক্ত ভ্রমানুমিতির কারণ যে গন্ধপ্রাগভাবকালাবচ্ছিন্নো ঘটো গন্ধব্যাপ্যপৃথিবীত্ব-বান্ এই পরামর্শটি কিন্তু যথার্থ হইয়াছে।

---

[১] সাধ্যশূন্যপক্ষকে বাধ বলা হয়। যেখানে বাধরূপ দোষটি অন্য কোনও দোষের দ্বারা সঙ্কীর্ণ হয় না সেখানে অসঙ্কীর্ণ বাধ হয়।

ফলে, উক্তানুমিতিতে ব্যাপ্তিবিশিষ্ট-প্রতিযোগিক-পক্ষানুযোগিক-সম্বন্ধাবগাহিজ্ঞানজন্যজ্ঞানত্ব থাকায় অতিব্যাপ্তি হইবে। এই শঙ্কার উত্তরে উপাধ্যায়ের বক্তব্য এই যে অনুমিতিলক্ষণের অন্তর্গত চরম জ্ঞানপদটি ভ্রমপ্রমাসাধারণ যে জ্ঞানত্ব তদ্বিশিষ্টের বোধক নহে, কিন্তু প্রমার বোধক। ইহার ফলে ব্যাপ্তিবিশিষ্টপ্রতিযোগিক-পক্ষানুযোগিকসম্বন্ধাবগাহিজ্ঞানজন্যপ্রমাত্বই অনুমিতির লক্ষণ পর্যবসিত হইল। সুতরাং পূর্বোক্তানুমিতিতে ভ্রমান্যবৃত্তিবিষয়তাবত্ত্বরূপ প্রমাত্ব না থাকায় লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে না। উপাধ্যায়ের এই সমাধানও ঠিক নহে। কারণ যেখানে ধূমত্বরূপে ধূলিপটলকে হেতু করিয়া বহ্নিত্বরূপে বহ্নিকে সাধ্য করা হইবে, সেখানে হেতুটি বাস্তবিক পক্ষে সাধ্যের ব্যাপ্য নহে। সুতরাং অব্যাপ্য ধূলিপটলাদিতে বহ্নির ব্যাপ্যত্বাবগাহী পরামর্শ অবশ্যই ভ্রমাত্মক হইবে। এবং পর্বতপক্ষকবহ্নি-সাধ্যকস্থলে মহানসত্বকে হেতু করিলে ঐ স্বরূপাসিদ্ধ হেতুটি অপক্ষধর্ম হইবে। ফলে ঐ হেতুকে অবলম্বন করিয়া যে পক্ষধর্মত্বাবগাহী পরামর্শ হইবে তাহাও ভ্রম হইবে। অথচ উক্ত অব্যাপ্যলিঙ্গক এবং অপক্ষধর্মলিঙ্গক উভয়পরামর্শ হইতে উৎপন্ন 'পর্বতো-বহ্নিমান্' এই অনুমিতি অবশ্যই প্রমা হইবে। সুতরাং ঐ প্রমানু-মিতিতে পূর্বপ্রদর্শিত প্রথম হেতুটি ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হয় নাই বলিয়া এবং দ্বিতীয় হেতুটি পক্ষধর্ম না হওয়ায় উক্তস্থলদ্বয়ে ব্যাপ্তিবিশিষ্ট প্রতিযোগিক-পক্ষানুযোগিক-সম্বন্ধ অপ্রসিদ্ধ হইল। অতএব উক্ত অনুমিতিতে তাদৃশ সম্বন্ধাবগাহিজ্ঞানজন্যপ্রমাত্বরূপ অনুমিতির লক্ষণ-সমন্বয় হইবে না; ফলে অব্যাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। ইহার উত্তরে যদি উপাধ্যায় বলেন যে পূর্বোক্ত অব্যাপ্য ও অপক্ষধর্ম-হেতুস্থলে যে অনুমিতি হইবে, ঐ অনুমিতিতে পক্ষাংশে সাধ্য যেমন বিধেয়রূপে ভাসমান হয় সেইরূপ সাধ্যব্যাপ্যহেতুও পক্ষতাবচ্ছেদক পর্বতত্বাদির মত ধর্মিতাবচ্ছেদকরূপে ভাসমান হইবে। ইহার ফলে সর্বত্রই 'সাধ্যব্যাপ্যহেতুমান্ পক্ষঃ সাধ্যবান্' এই

আকারের অনুমিতি হইবে। এইরূপ অনুমিতি স্বীকার না করিলে পর্বতপক্ষক-বহ্নিসাধ্যক অনুমিতির প্রতি বহ্নিব্যাপ্যধূমবত্তানিশ্চয়ত্বরূপে 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ' এই পরামর্শের, বহ্নিব্যাপ্য-আলোকবত্তা-নিশ্চয়ত্বরূপে 'বহ্নিব্যাপ্য-আলোকবান্ পর্বতঃ' এই পরামর্শের, এবং বহ্নিব্যাপ্যভস্মবত্তানিশ্চয়ত্বরূপে 'বহ্নিব্যাপ্যভস্মবান্ পর্বতঃ' এই পরামর্শের কারণতা স্বাকার করিতে হয়। সুতরাং উক্ত তিনটি পরামর্শ পর্বতপক্ষক বহ্নিসাধ্যকানুমিতির কারণ হওয়ায় আলোকাদিলিঙ্গক পরামর্শ না থাকা কালে কেবল ধূমলিঙ্গক পরামর্শ হইতে যখন পর্বতপক্ষক বহ্নিসাধ্যক অনুমিতি হইবে তখন অনুমিতির পূর্বে আলোকাদিলিঙ্গক পরামর্শ না থাকায় কারণাসত্ত্বে কার্যসত্ত্বরূপ ব্যতিরেকব্যভিচার হওয়ার ফলে পরামর্শ এবং অনুমিতির উক্তরূপে কার্যকারণ ভাব কল্পিত হইতে পারে না। উক্ত ব্যতিরেক-ব্যভিচার বারণ করিবার জন্য আচার্য উদয়নের মত অবলম্বন করিয়া উপাধ্যায়মতেও লিঙ্গোপহিতলৈঙ্গিক ভান অর্থাৎ সাধ্য-ব্যাপ্যহেতুধর্মিতাবচ্ছেদককসাধ্যবিধেয়ক অনুমিতি স্বীকার করিতে হইবে। ফলে বহ্নিব্যাপ্যধূমবৎ পর্বতো বহ্নিমান্ এইরূপ বহ্নিব্যাপ্যধূমধর্মিতাবচ্ছেদকক পর্বতপক্ষক বহ্নিসাধ্যকানুমিতির প্রতি বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ এই পরামর্শ কারণ হইবে এবং বহ্নিব্যাপ্য আলোকধর্মিতাবচ্ছেদকক পর্বতপক্ষক বহ্নিসাধ্যকানুমিতির প্রতি বহ্নিব্যাপ্য-আলোকবান্ পর্বতঃ এই পরামর্শও কারণ হইবে। এইভাবে বিভিন্নলিঙ্গক-অনুমিতির স্থলে তত্তল্লিঙ্গকোপহিত লৈঙ্গিকভান স্বীকার করার ফলে শঙ্কিত ব্যতিরেকব্যভিচার বারণ করা যাইবে। এইরূপ কার্যকারণভাব স্বীকৃত হওয়ায় পূর্বোক্ত অব্যাপ্য এবং অপক্ষধর্ম যখন হেতু হইবে তখন অনুমিতিতে পক্ষাংশে ধর্মিতা-বচ্ছেদকরূপে অব্যাপ্য ধূলিপটল এবং অপক্ষধর্ম মহানসত্বাদি বিষয় হওয়ায় উক্ত ব্যাপ্যত্বাংশে বা পক্ষধর্মত্বাংশে ভ্রমত্ব থাকায় পূর্বোক্ত প্রমাত্ব-ঘটিত অনুমিতি লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে না। উপাধ্যায়ের এই মতও

যুক্তিসিদ্ধ নহে। কারণ লিঙ্গোপহিতলৈঙ্গিক-ভানবাদী আচার্য উদয়ন অনুমিতিতে পক্ষাংশে ধর্মিতাবচ্ছেদক-রূপে সাধ্যব্যাপ্য-হেতুর ভান স্বীকার করিলেও চিন্তামণিকার প্রভৃতি নব্যনৈয়ায়িকগণ উহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা কার্যতাবচ্ছেদক-কোটিতে তত্তল্লিঙ্গক-পরামর্শা-ব্যবহিতোত্তরত্বের নিবেশ করিয়া পূর্বোক্ত ব্যতিরেকব্যভিচার বারণ করিয়া থাকেন। অনুমিতিনিষ্ঠকার্যতাবচ্ছেদক-কোটিতে তত্তল্লিঙ্গক-পরামর্শাব্যবহিতোত্তরত্বের নিবেশ অপেক্ষায় লিঙ্গোপহিতলৈঙ্গিক-ভানবাদিগণের মতে ধর্মিতাবচ্ছেদক-রূপে কার্যতাবচ্ছেদক-কোটিতে লিঙ্গবিষয়তা প্রবিষ্ট হওয়ায় লাঘব হইলেও চিন্তামণিকারের লক্ষণ তাঁহার মতানুসারেই ব্যাখ্যা করা উচিত। এই জন্যই দীধিতি-কার বলিয়াছেন—'লিঙ্গোপহিতলৈঙ্গিকভাননিরাসেনাংশিকভ্রমত্বস্যাপ্য-যোগাৎ'[১]। অতএব লিঙ্গোপহিতলৈঙ্গিকভান স্বীকার করিবার প্রয়োজন না থাকায় 'পক্ষঃ সাধ্যবান্' এই আকারের অনুমিতি হইবে। ইহার ফলে পূর্বোক্ত অব্যাপ্য অথবা অপক্ষধর্ম যেখানে হেতু হইবে সেই স্থলে উপাধ্যায়মতে 'পর্বতো বহ্নিমান্' এইরূপ প্রমানুমিতিতে অব্যাপ্তি অপরিহার্য।

যদি উপাধ্যায় বলেন যে, পূর্বোক্ত অব্যাপ্য-হেতু এবং অপক্ষধর্ম-হেতুস্থলীয় ভ্রমপরামর্শজন্য যে প্রমানুমিতি তাহাতে 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ' ইত্যাদি ব্যাপ্তিবিশিষ্টপ্রতিযোগিকপক্ষানুযোগিকসম্বন্ধাবগাহী যে ঈশ্বরীয়জ্ঞান তজ্জন্যত্ব থাকায় উক্ত প্রমানুমিতিতে অব্যাপ্তি হইবে না। কারণ লক্ষণবাক্যের দ্বারা যে জনকীভূত-জ্ঞান পাওয়া যায়, ঐ জ্ঞান যেমন অনুমাতার হইতে পারে সেইরূপ ঈশ্বরীয়জ্ঞান সর্ববিষয়ক হওয়ায় ঈশ্বরীয়জ্ঞানও সংগৃহীত হইবে। জন্যমাত্রের প্রতি যখন ঈশ্বরীয়জ্ঞান কারণ তখন উহা কূটলিঙ্গজ অর্থাৎ ভ্রমপরামর্শজন্য অনুমিতির প্রতিও কারণ হইবে। উপধ্যায়ের এই মতও ঠিক নহে। কারণ ঈশ্বরীয়জ্ঞানগত যে তাদৃশজনকতা তন্নিরূপিতজন্যতাবচ্-

[১]দীধিতিঃ, অনুমানগাদাধরী, পৃ ৭১।

জ্ঞানত্ব যেরূপ অনুমিতিতে থাকে সেরূপ প্রত্যক্ষপ্রভৃতিতে থাকায় প্রত্যক্ষপ্রভৃতিতে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। এই অভিপ্রায়েই দীধিতিকার বলিয়াছেন 'পরমেশ্বরতাদৃশ জ্ঞানজন্যত্বস্য চাতিপ্রসঞ্জকত্বাৎ'[১]। এই অতিব্যাপ্তি পরিহার প্রসঙ্গে সিদ্ধান্তিগণ বলেন যে, লক্ষণবাক্যের অন্তর্গত জ্ঞানপদটি নিশ্চয়ের বোধক। ইহার ফলে ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতাবগাহিনিশ্চয়ত্বাবচ্ছিন্নজনকতানিরূপিতজন্যতাবজ্‌জ্ঞানত্ব বিবক্ষিত হওয়ায় প্রত্যক্ষাদিতে অতিব্যাপ্তি হইবে না। কিন্তু পূর্বোক্ত ভ্রমপরামর্শজন্য প্রমানুমিতিতে অব্যাপ্তি হইবে। কারণ ঈশ্বরীয়জ্ঞানগত যে জনকতা তাহা নিশ্চয়ত্বাবচ্ছিন্ন নহে। জন্যমাত্রের প্রতি ঈশ্বরীয়জ্ঞানের যে কারণতা স্বীকৃত হয়, ঐ কারণতা উপাদানপ্রত্যক্ষত্বরূপ-ধর্মপুরস্কারেই হইয়া থাকে। অথবা প্রত্যক্ষাদিতে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য চরমজ্ঞাননিষ্ঠজন্যতাতে জন্যত্বানবচ্ছিন্নত্ব বিশেষণ দিতে হইবে। ইহার ফলে প্রত্যক্ষাদিতে অতিব্যাপ্তি নিবারিত হইলেও পূর্বোক্ত ভ্রমপরামর্শজন্য-প্রমানুমিতিতে অব্যাপ্তিবারণ হইবার উপায় নাই। এইজন্যই উপাধ্যায়সম্মত কর্মধারয়-পক্ষ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

'ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতা-জ্ঞানজন্যংজ্ঞানমনুমিতিঃ'—এই লক্ষণবাকের অন্তর্গত ব্যাপ্তিবিশিষ্ট এবং পক্ষধর্ম-পদের কর্মধারয়সমাস করিলে ভ্রমানুমিতিতে অব্যাপ্তি-পরিহার সম্ভব নহে বলিয়া কেহ কেহ 'ব্যাপ্তিবিশিষ্টে পক্ষধর্মতা' এইরূপ বিগ্রহবাক্যানুসারে সপ্তমীতৎপুরুষসমাস করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এই মতও সমীচীন নহে। কারণ ব্যাপ্তিবিশিষ্টে পক্ষধর্মতা এইরূপ সপ্তমীতৎপুরুষসমাস করিলেও ব্যাপ্তিবিশিষ্টপ্রতিযোগিকপক্ষানুযোগিকসম্বন্ধাবগাহিজ্ঞানজন্যজ্ঞানত্বই লক্ষণের অর্থ হইবে। ইহার ফলে যে স্থলে অব্যাপ্য অথবা অপক্ষধর্ম হেতু হইবে সেইস্থলে তাদৃশপক্ষসম্বন্ধ অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় লক্ষণ অপ্রসিদ্ধ

তৎপুরুষপক্ষ ও তাহার খণ্ডন

[১]দীধীতিঃ, অনুমান গাদাধারী পৃ ৭১।

হইবে। যদি সপ্তমী-তৎপুরুষবাদিগণ বলেন যে ব্যাপ্তিবিশিষ্ট-পদের সহিত পক্ষধর্মতা-পদের সপ্তমীতৎপুরুষ সম্ভবপর না হইলেও 'ব্যাপ্তিবিশিষ্টে পক্ষধর্মতাজ্ঞানং ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতাজ্ঞানম্' এইরূপ পক্ষধর্মতাজ্ঞান-পদের সহিত ব্যাপ্তিবিশিষ্ট-পদের সপ্তমীতৎপুরুষ হইতে পারে। ফলে জ্ঞানান্ততৎপুরুষপক্ষে 'ব্যাপ্তিবিশিষ্টে' এই লুপ্ত সপ্তমীর অর্থ হইবে বিষয়কত্ব। তদনুসারে ব্যাপ্তিবিশিষ্টবিষয়ক-পক্ষানুযোগিক-সম্বন্ধাবগাহি-জ্ঞানজন্যজ্ঞানত্বই লক্ষণের অর্থ পর্যবসিত হইবে। তৎপুরুষ-সমাসবাদিগণের এই মতও সমীচীন নহে। কারণ ধূমাদিসল্লিঙ্গক পরামর্শ হইতে উৎপন্ন 'পর্বতো বহ্নিমান্' ইত্যাদি অনুমিতিতে ব্যাপ্তিবিশিষ্টবিষয়ক-পক্ষানুযোগিক-সম্বন্ধাবগাহিজ্ঞানজন্যজ্ঞানত্ব প্রসিদ্ধ হইলেও ধূমত্বপুরস্কারে ধূলিপটলাদিকে যখন হেতু করা হইবে তখন ধূমত্বরূপে ভাসমান ধূলিপটলে সাধ্য যে বহ্নি তাহার ব্যাপ্তি না থাকায় উক্তস্থলীয় ভ্রমপরামর্শ ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতাজ্ঞান-রূপে সংগৃহীত হইবে না। সুতরাং ধূমত্বরূপে ধূলিপটলকে বিষয় করিয়া যে ভ্রমপরামর্শ হইবে তাহা হইতে উৎপন্ন অনুমিতিতে লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে। কেহ কেহ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট-পদের ব্যাপ্তিসমানা-ধিকরণ-রূপ অর্থ গ্রহণ করিয়া 'ব্যাপ্তিবিশিষ্টশ্চাসৌ পক্ষধর্মতা চেতি' এইরূপ বিগ্রহবাক্যানুসারে পক্ষধর্মতা-পদের সহিত ব্যাপ্তিবিশিষ্ট-পদের কর্মধারয়সমাস স্বীকার করিয়া ব্যাপ্তিসমানাধিকরণপক্ষধর্মতাবগাহি-জ্ঞানজন্যজ্ঞানত্বকে লক্ষণবাক্যের পর্যবসিতার্থ স্বীকার করিয়া থাকেন। লক্ষণবাক্যের এইরূপ অর্থও নির্দোষ নহে। যখন অব্যাপ্য ধূলিপটলাদিকে অথবা অপক্ষধর্ম মহানসত্বাদিকে হেতু করা হইবে তখন উক্ত হেতুদ্বয়ে যথাক্রমে ব্যাপ্তি এবং পক্ষধর্মতা অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় তাদৃশভ্রমপরামর্শজনিত অনুমিতিতে লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে। সুতরাং পক্ষধর্মতা-পদের সহিত ব্যাপ্তিবিশিষ্ট-পদের কর্মধারয়পক্ষও সমর্থন যোগ্য হইতে পারে না।

পক্ষধরমিশ্র 'ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতাজ্ঞানজন্যংজ্ঞানমনুমিতিঃ' এই

লক্ষণবাক্যের অন্তর্গত ব্যাপ্তিবিশিষ্ট-পদের সহিত পক্ষধর্মপদের দ্বন্দ্বসমাস স্বীকার করেন। ব্যাপ্তিবিশিষ্টশ্চ পক্ষধর্মশ্চ ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মৌ, তস্য ভাবো ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মত্বম্—এই প্রকার দ্বন্দ্বসমাসের পরে বিহিত-ভাবপ্রত্যয়ার্থের সহিত ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পদার্থ এবং পক্ষধর্ম পদার্থ উভয়েরই অন্বয় হইবে। কারণ দ্বন্দ্বের পরে বা পূর্বে কোনও শব্দ শ্রূয়মাণ হইলে সেই শ্রূয়মাণ পদার্থে দ্বন্দ্বসমাসের অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থেরই অন্বয় হইয়া থাকে। ফলে ব্যাপ্তিবিশিষ্টত্ব-পক্ষধর্মত্বোভয়াবগাহিজ্ঞানজন্যজ্ঞানত্ব-রূপ লক্ষণ পর্যবসিত হইবে।

মিশ্রোক্ত দ্বন্দ্ব-সমাস পক্ষে অনুমিতি লক্ষণের অর্থ।

এখন আশঙ্কা হইতেছে যে,

'পদার্থানাং প্রধানত্বে পরস্পরবিভেদতঃ।
একৈকক্রিয়াযোগাদ্ভবতি দ্বন্দ্বসংজ্ঞকঃ॥'[১]

এই শাব্দিকনিয়মানুসারে একঘটব্যক্তির বোধক ঘট, কলস এই পদদ্বয়ের যেরূপ দ্বন্দ্বসমাস হয় না সেরূপ প্রকৃতলক্ষণবাক্যেও ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট এবং পক্ষধর্ম এই দুইটি পদ তুল্যার্থবোধক হওয়ায় দ্বন্দ্বসমাস হইতে পারেনা। ইহার উত্তরে মিশ্র বলেন যে, 'নীলঘটয়োরভেদঃ' এইরূপ প্রামাণিক প্রয়োগ থাকায় সমাসের অন্তর্গত পদার্থ দুইটি ভিন্ন হইলেই যে দ্বন্দ্বসমাস হয় তাহা নহে, পদার্থতাবচ্ছেদকদ্বয় অর্থাৎ পদার্থ দুইটির অসাধারণধর্ম বিভিন্ন হইলেও দ্বন্দ্বসমাস হইয়া থাকে। 'চার্থে দ্বন্দ্বঃ'—এই পাণিনিসূত্রেও বলা হইয়াছে, যেখানে সমাসের অন্তর্গত পদার্থ বা পদার্থতাবচ্ছেদকদ্বয় ভিন্ন হইবে সেখানে দ্বন্দ্বসমাস হইবে। ন্যায়দর্শনের প্রথমসূত্রের[২] অন্তর্গত প্রমাণ, প্রমেয় ইত্যাদি পদার্থসমূহ অভিন্ন হইলেও পদার্থতাবচ্ছেদক যে প্রমাণত্ব, প্রমেয়ত্ব

---

[১] গাদাধরীবিবৃতিঃ, অনুমানগাদাধরী পৃঃ ৮১।

[২] প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্ত-অবয়ব-তর্ক-নির্ণয়-বাদ-জল্প-হেত্বাভাস-ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ।

প্রভৃতি ধর্ম তাহাদের ভেদনিবন্ধন ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন উক্ত সূত্রোক্ত পদসমূহের দ্বন্দ্বসমাস সমর্থন করিয়াছেন। এই অভিপ্রায়েই দীধিতিকার বলিয়াছেন—'পদার্থয়োরভেদেঽপি পদার্থতাবচ্ছেদক-ভেদেনৈব প্রমাণপ্রমেয়েত্যাদিসূত্রে অন্যত্র চ দ্বন্দ্বস্য দর্শনাৎ'[১]। প্রকৃতস্থলে ব্যাপ্তিবিশিষ্ট এবং পক্ষধর্ম পদার্থ দুইটি অভিন্ন হইলেও ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্য এবং পক্ষধর্মত্ব-স্বরূপ পদার্থতাবচ্ছেদকদ্বয় বিভিন্ন হওয়ায় দ্বন্দ্বসমাস সম্ভবপর হইবে।

এখন শঙ্কা হইতে পারে যে 'নীলঘটয়োরভেদঃ' ইত্যাদি স্থলে নীল-পদ এবং ঘট-পদ অভিন্নার্থক হওয়ায় নীলঘট পদের পরে দ্বিবচন কিরূপে সম্ভবপর হইবে? কারণ অভিন্নপদার্থে দ্বিত্ব থাকিতে পারে না, একত্বই থাকে। এই শঙ্কার উত্তরে বক্তব্য এই যে, নীল এবং ঘট অভিন্ন হওয়ায় একত্ব থাকিলেও নীলপদার্থতাবচ্ছেদক নীলত্ব এবং ঘটপদার্থতাবচ্ছেদক ঘটত্ব—এই দুইটি ধর্ম ভিন্ন হওয়ায় নীলত্ব এবং ঘটত্ব এই উভয়গত-দ্বিত্ববোধক দ্বিবচন প্রযুক্ত হইয়াছে। অথবা 'উর্বশ্যপ্সরসঃ' এই স্থলটিতে বহুত্ব বিবক্ষিত না হইলেও পদসাধুত্বের প্রয়োজনে যেরূপ বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে সেইরূপ 'নীলঘটয়োঃ' এখানে পদ-সাধুত্বের জন্য দ্বিবচন প্রযুক্ত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, ঘটাদিগত গুণাদিকে লইয়া দ্বিত্বাদির বোধক দ্বিবচনাদির প্রয়োগ হইয়া থাকে—ইহা সঙ্গত নহে। কারণ এইরূপ প্রয়োগ স্বীকার করিলে একব্যক্তির বোধক ঘটাদি-পদস্থলেও ঘটীয়-রূপরসাদিগত-বহুত্বের বোধক বহুবচন হইতে পারে। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, একটি ধর্মীর বোধক-পদদ্বয়ের সমাস যদি দ্বন্দ্ব হয় তাহা হইলে নীলঘট ইত্যাদিস্থলে কর্মধারয়-সমাসও তদ্রূপ হওয়ায় উক্ত দ্বন্দ্বসমাস এবং কর্মধারয় সমাসের মধ্যে বৈলক্ষণ্য থাকে না। এই আশঙ্কাও ঠিক নহে। কারণ একপদার্থে

[১] দীধিতিঃ, অনুমানগাদাধরী পৃষ্ঠা ৭৯।

অপরপদার্থের অভেদবোধক-সমাসই কর্মধারয়। দ্বন্দ্বসমাসের স্থলে ভেদ যেরূপ জ্ঞানের বিষয় হয় না সেইরূপ অভেদও জ্ঞানের বিষয় হয় না। ইহাই কর্মধারয়-সমাস অপেক্ষায় দ্বন্দ্বসমাসের বৈলক্ষণ্য। এই অভিপ্রায়েই দীধিতিকার বলিয়াছেন—'পদার্থদ্বয়াভেদবোধকাচ্চ কর্মধারয়াদ্ভেদাভেদোদাসীনপদার্থদ্বয়বোধজনকত্বেনৈব দ্বন্দ্বস্য ভেদাৎ[১]।' যদি পদার্থভেদই দ্বন্দ্বসমাসের নিয়ামক হয় তাহা হইলে পক্ষধর্মতা-পদের সঙ্গে ব্যাপ্তিবিশিষ্টপদের দ্বন্দ্বসমাসই মিশ্রের অভিপ্রেত। সুতরাং 'ব্যাপ্তিবিশিষ্ট' এখানে বিশিষ্টপদটি বি—পূর্ব্বক শিষ্ ধাতুর উত্তর ভাববিহিত ক্ত-প্রত্যয়ান্ত হওয়ায় ব্যাপ্তিবিশিষ্টপদের ব্যাপ্তি-বৈশিষ্ট্যরূপ অর্থ প্রতীয়মান হইবে। এই অভিপ্রায়েই দীধিতিকার বলিয়াছেন 'বিশিষ্টপদস্য ধর্মপরতয়া বা ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যপক্ষধর্মত্বয়ো র্লাভাচ্চ'[২]। এইরূপ দ্বন্দ্বসমাসপক্ষে ব্যাপ্তিবিশিষ্টত্বপক্ষধর্মত্বাবগাহী অর্থাৎ ব্যাপ্তিসম্বন্ধপক্ষানুযোগিকসম্বন্ধবিষয়কজ্ঞানজন্যজ্ঞানত্বই অনুমিতিরলক্ষণ হইবে। এখন শঙ্কাহইতে পারে, ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্য এবং পক্ষধর্মতা জ্ঞানবিষয়তাতে অন্বিত হইলে ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যাংশে ব্যাপ্তি, পক্ষধর্মতাংশে পক্ষ যদি উপলক্ষণ হয় তাহা হইলে 'বৈশিষ্ট্যবদ্ ধূমবান্ পর্বতঃ' ইত্যাদি জ্ঞানজন্যজ্ঞানে অতিব্যাপ্তি হইবে। অতএব ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যাংশে ভাসমান ব্যাপ্তিকে এবং পক্ষধর্মত্বাংশে ভাসমান পক্ষকে বিশেষণরূপে গণ্য করিতে হইবে। ইহার ফলে ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট যে বৈশিষ্ট্য এবং পক্ষবিশিষ্ট যে পক্ষধর্মতা এতদুভয়ের জ্ঞানান্বয়িবিষয়িতার্থক যে অবগাহিতা তাহার একদেশ-বিষয়তাতে অন্বয় স্বীকার করিতে হইবে। অতএব বৈশিষ্ট্যাংশে যে ব্যাপ্তির প্রতিযোগিকত্বরূপ বৈশিষ্ট্য, পক্ষধর্মতাংশে অর্থাৎ পক্ষানুযোগিকসংসর্গাংশে পক্ষের অনুযোগিকত্বরূপবৈশিষ্ট্য এতদুভয়েরও জ্ঞানীয়-বিষয়তাংশে ভান হওয়া প্রয়োজন। ইহার ফলে 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্

---

[১]দীধিতিঃ, অনুমানগাদাধরী পৃঃ ৭৯।

[২]দীধিতিঃ, অনুমানগাদাধরী পৃঃ ৭৯।

পর্বতঃ' ইত্যাদি পরামর্শে ব্যাপ্তির স্বরূপ-সম্বন্ধরূপ যে বৈশিষ্ট্য তাহাই মাত্র সংসর্গরূপে বিষয় হওয়ায় উক্ত পরামর্শ সংগ্রহ করা দুষ্কর হইবে। যদি হেত্বংশে বিশেষণীভূত-ব্যাপ্তির স্বরূপসম্বন্ধ-রূপ যে বৈশিষ্ট্য তদংশে ব্যাপ্তির প্রতিযোগিকত্বরূপ সংসর্গান্তরের এবং পক্ষধর্মতাংশে পক্ষের অনুযোগিকত্বরূপ সম্বন্ধান্তরের ভান স্বীকার করা হয় তাহা হইলে উপাধ্যায়মতেও পক্ষধর্মতাংশে ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্য-সামানাধিকরণ্যের সংসর্গরূপে ভান স্বীকৃত হওয়ায় তদপেক্ষায় দ্বন্দ্বসমাসপক্ষে কোনরূপ লাঘবের সম্ভাবনা থাকে না। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, উপাধ্যায়মতে ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যের সামানাধিকরণ্য অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় ভ্রমপরামর্শজন্য অনুমিতিতে অব্যাপ্তি হয় কিন্তু দ্বন্দ্বসমাসপক্ষে ভ্রমপ্রমাসাধারণজনকীভূত-জ্ঞান সংগৃহীত হওয়ায় অব্যাপ্তির সম্ভাবনা নাই; ইহাই কর্মধারয় সমাস অপেক্ষায় দ্বন্দ্বসমাসের বিশেষত্ব।

এখন আশঙ্কা হইতে পারে, লক্ষণবাক্যার্থবোধে ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যাংশে বিশেষণীভূত যে ব্যাপ্তি তাহার প্রতিযোগিকত্বরূপ সংসর্গের জ্ঞানবিষয়তা স্বীকৃত হইলেও উক্ত সংসর্গগত-বিষয়তা কারণতাবচ্ছেদক-কোটিতে প্রবিষ্ট হইবে—এইরূপ কোনও প্রমাণ নাই। কারণ লক্ষণবাক্যের প্রথমজ্ঞানান্তভাগের দ্বারা সংগৃহীত 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ' প্রভৃতি পরামর্শে বহ্নি, ব্যাপ্তি, ব্যাপ্তির বৈশিষ্ট্য, ধূম, ধূমের সম্বন্ধ-সংযোগাদি এবং পর্বত বিষয় হইয়া থাকে। স্বরূপসম্বন্ধাংশে ব্যাপ্তির প্রতি-যোগিকত্বসম্বন্ধ বিদ্যমান থাকিলেও উক্ত সম্বন্ধ জ্ঞানগোচর হয়—এইরূপ কোনও প্রমাণ নাই; ফলে স্বরূপ-সম্বন্ধের সম্বন্ধ যে প্রতিযোগিকত্ব তদ্গতবিষয়তা অনুমিতির কারণতাবচ্ছেদকে প্রবিষ্ট হইবে না। সুতরাং লক্ষণবাক্য-প্রতিপাদ্য যে অনুমিতির লক্ষণ তাহাতে উক্ত প্রতিযোগিকত্বগতবিষয়তা জনকতাবচ্ছেদককোটিতে প্রবিষ্ট হওয়ায় তাদৃশ অবচ্ছেদকতানিরূপক-জনকতাঘটিত-অনুমিতিলক্ষণের অসম্ভব হইবে। এইরূপ আশঙ্কাও ঠিক নহে। কারণ পরামর্শশরীরে

হেত্বংশে ব্যাপ্তি প্রকার হওয়ায় ব্যাপ্তিপ্রকারতাত্বরূপে ব্যাপ্তি-প্রকারতা কারণতাবচ্ছেদককোটিতে নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ফলে ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যানুযোগিক যে ব্যাপ্তিপ্রতিযোগিকত্বরূপ-সংসর্গতদ্-গতবিষয়তাও কারণতাবচ্ছেদকে প্রবিষ্ট হইবে। কারণ সংসর্গ-বিষয়তানিরূপিতপ্রতিযোগিত্ব-বিষয়তানিরূপিতবিষয়তাত্বই প্রকারতাত্ব সুতরাং প্রকারতাত্ব-রূপে প্রকারতা অবচ্ছেদক হওয়ায় তদন্তঃপাতি প্রতিযোগিকত্ববিষয়তাও জনকতাবচ্ছেদক হইবে। অতএব শঙ্কিত অসম্ভবের সম্ভাবনা রহিল না। অথবা লক্ষণাধীন বৈশিষ্ট্যা-নুযোগিকসংসর্গবিশেষাবচ্ছিন্নত্ব-রূপে উপস্থিত ব্যাপ্তিবিষয়তাঘটিত-সমুদায়ে তাদৃশ সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বকে উপলক্ষণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ফলে পূর্বোক্ত ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যানুযোগিকপ্রতিযোগিকত্ব-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বাংশ যাহা লক্ষণবাক্য হইতে পাওয়া যায় সেই অংশটি পরিহার করিয়া ব্যাপ্তিবিষয়তাঘটিতসমুদায়ে কারণতাবচ্ছেদকত্ব কল্পনা করিলে সকলপরামর্শ সংগৃহীত হওয়ায় অসম্ভব-বারণ হইবে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যপক্ষধর্মত্বোভয়াবগাহি-জ্ঞানজন্যজ্ঞানত্ব অনুমিতির লক্ষণ হওয়ার ফলে 'বহ্নিব্যাপ্যো ধূমঃ আলোকবাংশ্চ পর্বতঃ' এই সমূহালম্বনজ্ঞানও ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যপক্ষধর্মত্বো-ভয়াবগাহী হওয়ায় তাদৃশ সমূহালম্বনজ্ঞানজন্য-অনুব্যবসায়ে অতিব্যাপ্তি হইবে। এই আশঙ্কাও ঠিক নহে। একধর্মিবিষয়কত্বাবচ্ছেদে ব্যাপ্তি-বৈশিষ্ট্যপক্ষধর্মত্বোভয়নিরূপিতাবগাহিতাবজ্জ্ঞানজন্যজ্ঞানত্ব বিবক্ষা করিয়া উক্ত-অনুব্যবসায়ে অতিব্যাপ্তি বারণ করিতে হইবে। পূর্বোক্ত সমূহালম্বনজ্ঞানে ধূম-রূপ ধর্মীতে ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্য থাকায় ধূমবিষয়ক-ত্বাবচ্ছেদে ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যাবগাহিতা এবং আলোকস্বরূপ ধর্মীতে পক্ষ-ধর্মতা থাকায় আলোকবিষয়কবত্ত্বাবচ্ছেদে পক্ষধর্মতাবগাহিতার উক্তসমূহালম্বনজ্ঞানে অবস্থিতির ফলে একধর্মিবিষয়কত্বাবচ্ছেদে ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্য এবং পক্ষধর্মত্ব এতদুভয়াবগাহিতা থাকিবে না। এই অভিপ্রায়েই দীধিতিকার বলিয়াছেন, 'একত্রতদুভয়াবগাহিত্বস্যোক্ত-

ত্বাৎ।[১]' এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, একত্র এই পদটি মূললক্ষণে প্রবিষ্ট না থাকিলেও লক্ষণের আদিতে ঐ পদটি পূরণ করিতে হইবে। জগদীশের মতে লক্ষণের প্রারম্ভে মূলকারোক্ত যে 'তত্র' পদটির উল্লেখ রহিয়াছে দীধিতিকার একত্র-পদের দ্বারা উক্ত তত্র-পদেরই অর্থ বিবৃত করিয়াছেন। ইহার ফলে ধূমাদিরূপ যে একটি ধর্মী তন্নিরূপিতবিষয়কত্বাবচ্ছেদে বিদ্যমান যে ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যপক্ষধর্মত্বোভয়নিরূপিতবিষয়িতা তদ্বজ্‌জ্ঞানজন্যজ্ঞানত্বই এই লক্ষণবাক্যের অর্থ পর্যবসিত হইল। অতএব একত্র ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যপক্ষধর্মত্বোভয়াবগাহিজ্ঞানজন্যজ্ঞানত্বই মিশ্রের দ্বন্দ্ব-সমাসপক্ষে অনুমিতির লক্ষণ হইবে।

মিশ্রোক্ত দ্বন্দ্বপক্ষও সমীচীন নহে। কারণ একধর্মিবিষয়কত্বাবচ্ছেদে ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্য এবং পক্ষধর্মতা—এতদুভয়বিষয়কত্বের বিবক্ষা করিলে 'বহ্নিব্যাপ্যো ধূমঃ আলোকবাংশ্চ পর্বতঃ' এই সমূহালম্বনজ্ঞানজন্য-অনুব্যবসায়াদিতে অতি-ব্যাপ্তি বারিত হইলেও 'ধূমো বহ্নিব্যাপ্যঃ দ্রব্যঞ্চ পর্বতবৃত্তি' এই সমূহালম্বনজ্ঞানজন্যজ্ঞানে অতিব্যাপ্তি হইবে। উক্ত সমূহালম্বনজ্ঞানে ধূমত্ব-রূপে যেরূপ ধূম গৃহীত হইয়াছে, দ্রব্যত্ব-রূপেও ধূম গৃহীত হওয়ায় একধর্মীতে ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্মতা এই উভয়কে বিষয় করিয়া জ্ঞান হওয়ায় তজ্জনিত-অনুব্যবসায়াদিতে অতিব্যাপ্তি হইবে। এই অতিব্যাপ্তি-বারণের জন্য যদি মিশ্র বলেন যে, একধর্মাবচ্ছেদে ব্যাপ্তিপক্ষধর্মত্বোভয়াবগাহিজ্ঞানজন্যজ্ঞানত্বই লক্ষণ-বাক্যের দ্বারা বিবক্ষিত, তাহা হইলে মীমাংসকদের মতের সহিত ন্যায়মতের কোনও পার্থক্য থাকে না। কারণ মীমাংসকগণ ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকধর্মপ্রকারে ব্যাপ্তিজ্ঞান এবং পক্ষ-ধর্মতাজ্ঞানকে অনুমিতির কারণ স্বীকার করেন। 'ব্যাপ্যতাবচ্ছেদ-কানবগাহিবহ্নিবাপ্যবান্ পর্বতঃ' এই নিশ্চয়কে মীমাংসকগণ অনু-

মিশ্রোক্ত দ্বন্দ্বপক্ষের খণ্ডন।

[১]দীধিতিঃ, অনুমানগাদাধরী পৃষ্ঠা ৭৯।

মিতির কারণ স্বীকার করেন না। অধিকন্তু 'বহ্নিব্যাপ্যো ধূমঃ ধূমবাংশ্চ পর্বতঃ' এইরূপ ব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যানবগাহী জ্ঞানকে অনুমিতির কারণরূপে স্বীকার করিয়া থাকেন; ফলে প্রথমজ্ঞানের পরে অর্থাৎ 'বহ্নিব্যাপ্যবান্ পর্বতঃ' এই পরামর্শের পরে অনুমিতির অপলাপ এবং দ্বিতীয়জ্ঞানের পরে অর্থাৎ 'বহ্নিব্যাপ্যো ধূমঃ ধূমবাংশ্চ পর্বতঃ' এই সমূহালম্বনজ্ঞানের পরেও অনুমিতি তাহাদের অভিপ্রেত। ন্যায়মতেও যদি একধর্মাবচ্ছিন্নে ব্যাপ্তিপক্ষধর্মত্বোভয়াবগাহিজ্ঞানই অনুমিতির কারণ হয় তাহা হইলে 'বহ্নিব্যাপ্যবান্ পর্বতঃ' এই জ্ঞানের পরে অনুমিতির অপলাপ এবং 'বহ্নিব্যাপ্যো ধূমঃ ধূমবাংশ্চ পর্বতঃ' এই জ্ঞানের পরে অনুমিতি স্বীকার করিতে হইবে। ইহার ফলে পূর্বোক্ত ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকানবগাহিপরামর্শ হইতে উৎপন্ন অনুমিতিতে লক্ষণের অব্যাপ্তি এবং 'বহ্নিব্যাপ্যোধূমঃ ধূমবাংশ্চ পর্বতঃ' এই সমূহালম্বনজ্ঞানজনিতজ্ঞানে লক্ষণের অতি-ব্যাপ্তি হইবে। উক্ত দোষবারণের জন্য যদি মিশ্র বলেন, ধর্মিনিরূপিত-একবিষয়িত্বাবচ্ছিন্ন যে ব্যাপ্তিপক্ষধর্মত্বোভয়াবগাহিতা তদ্বিশিষ্টজ্ঞানজন্যজ্ঞানই অনুমিতি—এইরূপ বিবক্ষার ফলে অব্যাপ্তি বা অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ 'বহ্নিব্যাপ্যবান্ পর্বতঃ' এই জ্ঞানীয় ধূমরূপ যে ধর্মী তন্নিরূপিত যে একটি বিষয়িতা তাহার দ্বারা ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্য এবং পক্ষধর্মত্ব এতদুভয়াবগাহিতা অবচ্ছিন্ন হওয়ায় উক্ত ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকানবগাহিপরামর্শজন্য অনুমিতিতে লক্ষণ-সমন্বয় হইবে। 'বহ্নিব্যাপ্যো ধূমঃ ধূমবাংশ্চ পর্বতঃ' এই সমূহা-লম্বনজ্ঞানে ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যবিষয়িতার অবচ্ছেদক ধর্মিনিরূপিত-বিষয়িতা এবং পক্ষধর্মত্ববিষয়িতার অবচ্ছেদক ধর্মিনিরূপিতবিষয়িতা বিভিন্ন হওয়ায় উক্ত উভয়বিষয়িতা ধর্মিনিরূপিত-একবিষয়িতার দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইবে না। সুতরাং উক্ত সমূহালম্বনজ্ঞানজন্যজ্ঞানে অতিব্যাপ্তি বারিত হইল। এই উপায়ে অতিব্যাপ্তি পরিহার হইলেও অব্যাপ্তি বারণ করা যায় না। কারণ মিশ্রোক্ত দ্বন্দ্বসমাস স্বীকার

করিলেও অব্যাপ্যহেতুকস্থলে ব্যাপ্তি অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় এবং অপক্ষধর্মহেতুকস্থলে পক্ষধর্মত্ব অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় অব্যাপ্যধূলিপটলাদিকে অথবা অপক্ষধর্মমহানসত্ব প্রভৃতিকে যখন হেতু করা হইবে তখন পর্বতরূপ-পক্ষে বহ্নিপ্রভৃতিসাধ্যের যে অনুমিতি হইবে তাহাতে উক্ত লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে। অতএব মিশ্রোক্ত দ্বন্দ্বসমাসকে পরিহার করিতে হইবে।

কেহ কেহ একতর যে ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্য তৎসম্বন্ধবিষয়কত্বাবচ্ছেদে অপর যে পক্ষধর্মতা তৎসম্বন্ধাবগাহিতা বিবক্ষা করিয়া পূর্বোক্ত সমূহালম্বনজ্ঞানজন্যজ্ঞানে অতিব্যাপ্তি-বারণ করিয়া থাকেন, ইহাও সমীচীন নহে। কারণ উক্ত উপায়ে 'বহ্নিব্যাপ্যোধূমঃ ধূমবাংশ্চ পর্বতঃ' এই সমূহালম্বনজ্ঞান উক্ত সামানাধিকরণ্যাবগাহী না হওয়ায় তজ্জন্যজ্ঞানে অতিব্যাপ্তি বারিত হয় বটে; কিন্তু 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ' এই পরামর্শজন্য অনুমিতিতে অব্যাপ্তি-বারণ করিবার উপায় নাই। উক্ত পরামর্শে ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্য প্রকার না হওয়ায় ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যের পূর্বোক্তসামানাধিকরণ্য-রূপ যে সংসর্গ তাহা পরামর্শের বিষয় হইতে পারে না। যদি উক্ত সামানাধিকরণ্যকে পরামর্শবিষয়ীভূত-ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যরূপসম্বন্ধের সম্বন্ধ-হিসাবে স্বীকার করা হয় তাহাও ঠিক হইবে না। কারণ বিশিষ্টবুদ্ধিতে সম্বন্ধের সম্বন্ধবিষয়কত্ব প্রমাণ সিদ্ধ নহে। সুতরাং পরামর্শে ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্য এবং পক্ষধর্মতা এতদুভয়ের সামানাধিকরণ্যরূপ-সম্বন্ধ বিষয় হইতে পারে না—ইহা আমরা পূর্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি।

দ্বন্দ্বসমাসের সমর্থনে যদি বলা যায় যে, ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতাজ্ঞানজন্যজ্ঞান এই লক্ষণবাক্যের যথাশ্রুতার্থ পরিত্যাগ করিয়া ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যপক্ষধর্মত্বোভয়বিষয়কত্বনিয়তধর্মাবচ্ছিন্নজনকতানিরূপিতজন্যতাবজ্‌জ্ঞানত্বকেই পূর্বোক্ত লক্ষণবাক্যের পর্যবসিতার্থ স্বীকার করিতে হইবে। এখানে নিয়ত-পদটি ঘটিত অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে; ব্যাপ্য বা ব্যাপক-রূপ অর্থে নহে। সুতরাং তাদৃশোভয়বিষয়কত্ব-

ঘটিতধর্ম-রূপে পরামর্শত্বই গৃহীত হইবে, পূর্বোক্ত সমূহালম্বনজ্ঞানত্ব নহে। অতএব 'বহ্নিব্যাপ্যোধূমোঃ দ্রব্যঞ্চ পর্বতবৃত্তি' ইত্যাদি জ্ঞানজন্যজ্ঞানে অতিব্যাপ্তি হওয়ারও সম্ভাবনা নাই। ইহাও সমীচীন নহে। কারণ এইরূপ লক্ষণ যদি মিশ্রের অভিপ্রেত হয় তাহা হইলে মূললক্ষণের অন্তর্গত পক্ষধর্মতা-পদটি ব্যর্থ হইয়া যায়। ব্যাপ্তিবিষয়কত্বঘটিতধর্মাবচ্ছিন্নকারণতানিরূপিতকার্যতাবজ্জ্ঞান-ত্বকে লক্ষণ বলিয়া স্বীকার করিলেই 'ব্যহ্নিব্যাপ্যধূমঃ দ্রব্যঞ্চ পর্বতবৃত্তি' এইসমূহালম্বনজ্ঞানজন্য অনুব্যবসায়াদিতে অতিব্যাপ্তি বারিত হইবে। কারণ উক্ত সমূহালম্বনজ্ঞানে বর্তমান যে অনু-ব্যবসায় প্রভৃতির কারণতা তাহা কখনও ব্যাপ্তিবিষয়কত্বঘটিতধর্মা-বচ্ছিন্ন হয় না। বিষয়ত্বরূপেই ব্যবসায় অনুব্যবসায়ের প্রতি কারণ হইয়া থাকে। অতএব ব্যাপ্তিবিষয়কত্বঘটিতধর্মাবচ্ছিন্ন-কারণতাঘটিত অনুমিতির লক্ষণ করিলে অতিব্যাপ্তিপ্রভৃতির কোনও দোষ হইতে পারে না। সুতরাং লক্ষণের অন্তর্গত পক্ষধর্মতাপদটির কোনও প্রয়োজন নাই। এই অভিপ্রায়ে দীধিতি-কার বলিয়াছেন 'পক্ষধর্মতাপদোপাদানবৈয়র্থ্যাৎ'[১]। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, দীধিতিকার ব্যাপ্তিবিশিষ্টাংশের বৈয়র্থ্য না বলিয়া পক্ষ-ধর্মতাংশের বৈয়র্থ্য বলিলেন কেন? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে,পক্ষ-ধর্মতাবিষয়কত্বমাত্রনিয়তধর্মাবচ্ছিন্নকারণতানিরূপিতকার্যত্বের নিবেশ করিলে 'পর্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ' ইত্যাদিস্থলে 'ধূমতদভাবসহচরিতবহ্নি-মান্ পর্বতঃ' ইত্যাদি সাধারণধর্মবদ্ধর্মিজ্ঞানত্বাবচ্ছিন্নজনকতানিরূপিত-জন্যতাবৎসংশয়ে এবং 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্টপ্রতিযোগিকজ্ঞান-জন্যধূমবৎপর্বতো নাস্তি' এই প্রকার ধূমবৎপর্বতাভাববিষয়ক প্রত্যক্ষে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। এইজন্য ব্যাপ্ত্যংশের বৈয়র্থ্য না বলিয়া পক্ষধর্মতাংশের বৈয়র্থ্য বলিয়াছেন। অতএব পূর্বোক্ত বিবিধ দোষগ্রস্ত হওয়ায় দ্বন্দ্বসমাস পক্ষে মিশ্রব্যাখ্যাত লক্ষণও উপেক্ষিত হইয়াছে।

১ দীধিতিঃ, অনুমানগাদাধরী পৃ ৮৪

পূর্বোক্ত বিভিন্নসমাসকে অবলম্বন করিয়া উপাধ্যায় প্রভৃতির ব্যাখ্যাতলক্ষণ দোষমুক্ত হয় না। এইজন্য দীধিতিকার মিশ্রের অভিমত

জ্ঞানান্তকর্মধারয়-পক্ষ অবলম্বনে অনুমিতিলক্ষণের সিদ্ধান্ত

জ্ঞানান্তকর্মধারয়সমাসকে সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিয়া 'ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতাজ্ঞানজন্যংজ্ঞানম[1]নুমিতিঃ'—এই অনুমিতিলক্ষণবাক্যের অর্থ প্রদর্শন করিয়াছেন। এখন আমরা উক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে অনুমিতিলক্ষণবাক্যের বিশদভাবে পর্যালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব। লক্ষণবাক্যের অন্তর্গত পক্ষধর্মতাজ্ঞানপদের সহিত ব্যাপ্তিবিশিষ্টপদের কর্মধারয়সমাস করিতে হইবে। ব্যাপ্তিবিশিষ্টঞ্চ তৎপক্ষধর্মতাজ্ঞানঞ্চ এইরূপ বিগ্রহবাক্যজনিতকর্মধারয়সমাস নিষ্পন্ন হওয়ার ফলে ব্যাপ্তিবিশিষ্টাভিন্ন-পক্ষধর্মতাজ্ঞান-জন্য-জ্ঞানত্ব অনুমিতির লক্ষণ হইবে।

এখন আশঙ্কা হইতে পারে যে, 'ব্যাপ্তিবিশিষ্ট' এই পদের দ্বারা সাধারণতঃ ব্যাপ্য অর্থাৎ ব্যাপ্তির আশ্রয় যে ধূমাদি হেতু তাহাকেই বুঝায়। সুতরাং ব্যাপ্তিবিশিষ্ট যে ধূমাদি হেতু তাহার অভেদ পক্ষধর্মতাজ্ঞানে বাধিত হওয়ায় লক্ষণবাক্য হইতে ব্যাপ্তিবিশিষ্টাভিন্নপক্ষধর্মতাজ্ঞান কেমন করিয়া বোধগম্য হইবে। ইহার উত্তরে বলিতে হইবে, অন্যত্র ব্যাপ্তিবিশিষ্টপদের দ্বারা ব্যাপ্য

[1] ধূমবান্ পর্বতঃ এই প্রকারের পক্ষধর্মতাজ্ঞান হইতে উৎপন্ন অনুব্যবসায়ে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য জ্ঞানাংশে ব্যাপ্তিবিশিষ্টত্ব (ব্যাপ্তিপ্রকারকত্ব) বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। বহ্নিব্যাপোধূমঃ এইরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্য পরামর্শ বা অনুব্যবসায়ে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য লক্ষণের অন্তর্গত প্রথমজ্ঞানে পক্ষধর্মতা বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। পক্ষধর্মতাপদের অর্থ পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপক্ষানুযোগিকসম্বন্ধ। এইরূপ অর্থ গৃহীত না হইলে বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ এই প্রকারের জ্ঞান হইতে উৎপন্ন জ্ঞানে অতিব্যাপ্তি হইবে। প্রথম জ্ঞানপদটি নিবেশ না করিলে বহ্নিব্যাপ্যধূমবৎপর্বতবিষয়কেচ্ছাজনিত-তাদৃশেচ্ছাবিষয়ক-সাক্ষাৎকারে অতিব্যাপ্তি হইবে। দ্বিতীয় জ্ঞানপদ নিবেশ না করিলে পরামর্শজনিত-বহ্নিব্যাপ্যধূমবৎ-পর্বতবিষয়কসংস্কারে অতিব্যাপ্তি হইবে।

অর্থাৎ ব্যাপ্তির আশ্রয় বোধগম্য হইলেও অনুমিতিলক্ষণবাক্যগত ব্যাপ্তিবিশিষ্টপদের অন্তর্গত ব্যাপ্তিপদের ব্যাপ্তিপ্রকারিত্বে লক্ষণা স্বীকার করিতে হইবে। উক্ত লাক্ষণিক অর্থ গ্রহণ করার ফলে ব্যাপ্তিবিশিষ্টপদের ব্যাপ্তিপ্রকারিতাবিশিষ্ট অর্থ হইবে, ব্যাপ্তিবিশিষ্ট নহে অর্থাৎ ব্যাপ্তিপ্রকারক এইরূপ অর্থই দীধিতিকারের অভিপ্রেত।

এখন আশঙ্কা হইতে পারে যে, লক্ষণের অন্তর্গত প্রাথমিকজ্ঞানান্ত-ভাগের দ্বারা যদি ব্যাপ্তিপ্রকারকপক্ষধর্মতাজ্ঞান বিবক্ষিত হয় তাহা হইলে 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ' এই পরামর্শ যেরূপ সংগৃহীত হয় সেরূপ 'বহ্নিব্যাপ্যো ধূমঃ দ্রব্যবাংশ্চ পর্বতঃ' এই সমূহালম্বন-জ্ঞানও সংগৃহীত হওয়ার ফলে তাদৃশ সমূহালম্বনজ্ঞানজনিত-জ্ঞানে অতিব্যাপ্তি হইবে। কারণ 'বহ্নিব্যাপ্যো ধূমঃ দ্রব্যবাংশ্চ পর্বতঃ' এই জ্ঞান ধূমাংশে ব্যাপ্তিপ্রকারক এবং পক্ষধর্মতা বিষয়ক হইয়াছে। ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, লক্ষণের অন্তর্গত ব্যাপ্তিপ্রকারিতার সঙ্গে পক্ষধর্মতাবগাহিতার অবচ্ছে-দ্যাবচ্ছেদকভাব কল্পনা করিতে হইবে। পূর্বোক্ত 'বহিব্যাপ্যো ধূমঃ দ্রব্যবাংশ্চ পর্বতঃ' ইত্যাদি সমূহালম্বনজ্ঞানে ব্যাপ্তিপ্রকারতা এবং পক্ষ-ধর্মত্বগতবিষয়তার সহিত সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরায় নিরূপ্যনিরূপকভাব না থাকায় উক্ত সমূহালম্বনজ্ঞানীয়ব্যাপ্তিপ্রকারিতার সহিত পক্ষ-ধর্মতাবগাহিতার অবচ্ছেদ্যাবচ্ছেদকভাব থাকিবে না। কারণ যে বিষয়তাদ্বয়ের সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় নিরূপ্যনিরূপকভাব থাকিবে সেই বিষয়িতাদ্বয়েরই অবচ্ছেদ্যাবচ্ছেদকভাব স্বীকৃত হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যায় যে, ঘটবদ্ ভূতলম্—এইরূপজ্ঞানে ঘট প্রকার হওয়ায় ঘটে প্রকারতা এবং ভূতল বিশেষ্য হওয়ায় ভূতলে বিশেষ্যতা রহিয়াছে। উক্ত প্রকারতা এবং বিশেষ্যতা এতদুভয়ের নিরূপ্যনিরূপকভাব বিদ্যমান। অতএব জ্ঞানধর্ম যে ঘটনিরূপিত-প্রকারিতা এবং ভূতলনিরূপিতবিশেষ্যিতা এতদুভয়ের মধ্যে অবচ্ছেদ্যাব-চ্ছেদকভাব বিদ্যমান থাকিবে। কিন্তু ঘটো ভূতলঞ্চ এই সমূহালম্বন-

জ্ঞানে ঘটবিষয়তার এবং ভূতলবিষয়তার নিরূপ্যনিরূপকভাব না থাকায় ঘটবিষয়িতা এবং ভূতলবিষয়িতা—এতদুভয়ের পরস্পর অবচ্ছেদ্যাবচ্ছেদকভাব থাকিবে না। প্রকৃতস্থলে 'বহ্নিব্যাপ্যো ধূমঃ দ্রব্যবাংশ্চ পর্বতঃ' এই সমূহালম্বনজ্ঞান ধূমত্বাবচ্ছিন্নাংশে ব্যাপ্তিপ্রকারক দ্রব্যত্বাচ্ছিন্নাংশে পক্ষধর্মতাবিষয়ক হইলেও ঐ ব্যাপ্তি এবং দ্রব্যত্বরূপে ভাসমান যে পক্ষধর্ম—ইহাদের মধ্যে সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় বিশেষ্যবিশেষণভাব না থাকায় উক্তস্থলে দ্রব্যত্বাবচ্ছিন্নবিষয়তার সহিত ব্যাপ্তিপ্রকারতার সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় নিরূপ্যনিরূপকভাব থাকিবে না। সুতরাং উক্ত সমূহালম্বনজ্ঞানীয় যে পক্ষধর্মতাবগাহিতা এবং ব্যাপ্তিপ্রকারিতা এতদুভয়ের অবচ্ছেদ্যাবচ্ছেদকভাব কোনক্রমেই থাকিতে পারিবে না। অতএব উক্ত সমূহালম্বনজ্ঞানজন্যজ্ঞানে অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা রহিল না। কেহ কেহ লক্ষণবাক্য হইতে পক্ষধর্মাংশে ব্যাপ্তিপ্রকারকত্ব বিবক্ষা করিয়া পূর্বোক্ত সমূহালম্বনজ্ঞানজন্যজ্ঞানে অতিব্যাপ্তির পরিহার করেন—এই রীতিও ঠিক নহে। কারণ যদি লক্ষণবাক্যের দ্বারা পক্ষধর্মাংশে ব্যাপ্তিপ্রকারকত্বই বিবক্ষিত হয় তাহা হইলে মিশ্রোক্তদ্বন্দ্বপক্ষেও ঐরূপ অর্থ বিবক্ষিত হইতে পারে; ফলে পূর্বোক্ত সমূহালম্বনজ্ঞানজন্যজ্ঞানে অতিব্যাপ্তি সম্ভবপর না হওয়ায় দ্বন্দ্বসমাস উপেক্ষা করিবার পক্ষে কোনও যুক্তি থাকে না।

পূর্বে আমরা বলিয়াছি লক্ষণের অন্তর্গত পক্ষধর্মতা-পদটি পক্ষানুযোগিকহেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধের বোধক। সুতরাং পক্ষধর্মতাপদের অর্থ যে পক্ষসম্বন্ধ তদবগাহিতার সহিত ব্যাপ্তিপ্রকারকত্বের অবচ্ছেদ্যাবচ্ছেদকভাব সম্ভবপর কিনা—তাহাই বিবেচনা করিতে হইবে। একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে, উক্ত পক্ষধর্মতাবগাহিতা ব্যাপ্তিপ্রকারকত্বের অবচ্ছেদক হইতে পারে না। কারণ তৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রকারতাকত্বের সহিত তৎসম্বন্ধবিষয়কত্বের অবচ্ছেদ্যাবচ্ছেদকভাব স্বীকৃত হইয়া থাকে। সুতরাং লক্ষণবাক্যা-

র্থের অন্তর্গত যে ব্যাপ্তিপ্রকারকত্ব তাহার সহিত পক্ষধর্মতাপদের অর্থ যে পক্ষানুযোগিকসম্বন্ধ তদ্বিষয়কত্বের অবচ্ছেদ্যাবচ্ছেদকভাব সম্ভবপর হইতে পারে না। পক্ষানুযোগিকসম্বন্ধ ব্যাপ্তির সম্বন্ধ নহে কিন্তু ব্যাপ্তিবিশিষ্টহেতুর সম্বন্ধ। ফলে কোনও পরামর্শ ব্যাপ্তি-প্রকারকত্বাবচ্ছিন্নপক্ষধর্মতাবগাহিতার আশ্রয় না হওয়ায় অনুমিতি-লক্ষণের অসম্ভব অনিবার্য। এই সমস্যার সমাধানকল্পে মহামণীষী জগদীশতর্কালঙ্কার বলেন যে, দীধিতিকারোক্ত 'ব্যাপ্তিবিশিষ্টং ব্যাপ্তি-প্রকারকং যৎ পক্ষধর্মতাজ্ঞানমিতি তু স্যাৎ'—এখানে 'ব্যাপ্তিপ্রকারকম্' এই অংশের ব্যাপ্ত্যা প্রকারো যস্য তৎ ব্যাপ্তিপ্রকারকম্—এইরূপ ব্যধি-করণ বহুব্রীহি স্বীকৃত হইয়াছে। ফলে ব্যাপ্তিপ্রকারক এই অংশের দ্বারা ব্যাপ্ত্যবচ্ছিন্নপ্রকারকের লাভ হইবে। উক্ত ব্যাপ্ত্যবচ্ছিন্নপ্রকারকের পক্ষধর্মতাবগাহিজ্ঞানাংশে অভেদসম্বন্ধে অন্বয় হইবে। অন্বয়িতাবচ্ছেদক হইবে পক্ষধর্মতাবগাহিতা। অন্বয়িতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদে-অন্বয়িতাবচ্ছেদ-কাবচ্ছিন্ন যে ধর্মী তাহাতেই বিশেষণের অন্বয় অনুভবসিদ্ধ হওয়ায় প্রকৃতস্থলে লক্ষণবাক্য হইতে পক্ষধর্মতাবগাহিতাবচ্ছিন্ন-ব্যাপ্ত্যবচ্ছিন্ন-প্রকারকত্বের লাভ হইবে। এইরূপ ব্যাখ্যার ফলে ব্যাপ্ত্যবচ্ছিন্ন-প্রকারকত্ব অর্থাৎ ব্যাপ্যপ্রকারকত্বের সহিত পক্ষধর্মতাবগাহিতার অবচ্ছেদ্যাবচ্ছেদকভাব[১]—ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ হওয়ায় লক্ষণের যে শঙ্কিত অসম্ভবদোষ তাহা বিদূরিত হইল এবং 'বহ্নিব্যাপ্যো ধূমঃ দ্রব্যবান্ পর্বতঃ' এই সমূহালম্বনজ্ঞানজন্যজ্ঞানে অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনাও রহিল না। কারণ উক্ত সমূহালম্বনজ্ঞানে পক্ষাংশে দ্রব্যত্বাবচ্ছিন্ন-

[১] দ্বন্দ্বসমাসপক্ষে লক্ষণবাক্য হইতে উক্তার্থের লাভ না হওয়ায় স্বতন্ত্র-ভাবে পক্ষধর্মতাবগাহিতাবচ্ছেদে ব্যাপ্তিবৈশিষ্ট্যাবগাহিত্ব বিবক্ষা করিতে হইবে। ফলে কর্মধারয় অপেক্ষায় দ্বন্দ্বসমাসে কল্পনা গৌরব স্বীকার করিতে হয়। ইহাও দ্বন্দ্বসমাস উপেক্ষা করিয়া জ্ঞানান্তকর্মধারয়সমাস স্বীকার করিবার পক্ষে যুক্তি।

প্রকারতা ব্যাপ্ত্যবচ্ছিন্ন না হওয়ায় পক্ষধর্মতাবগাহিতা ব্যাপ্ত্যবচ্ছিন্ন-প্রকারতাকত্বের অন্বয়িতাবচ্ছেদক নহে। সুতরাং তদবচ্ছেদে ব্যাপ্ত্যবচ্ছিন্নপ্রকারতাকত্বের অন্বয় হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

জগদীশ তর্কালঙ্কারের পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে পূর্বপ্রদর্শিত অসম্ভব ও অতিব্যাপ্তি-দোষ বারিত হইলেও যেখানে পর্বতকে পক্ষ, বহ্নিকে সাধ্য এবং মহানসানুযোগিকসংযোগ-সম্বন্ধে ধূমকে হেতু করা হইবে সেখানে বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ এই পরামর্শে ধূমের সম্বন্ধ-রূপে মহানসানুযোগিকসংযোগসম্বন্ধের ভান হইবে। উক্ত সম্বন্ধের অনুযোগী মহানস হওয়ায় পক্ষীভূত পর্বতানুযোগিকত্ব তাদৃশ সংযোগসম্বন্ধে থাকিতে পারে না। ফলে লক্ষণবাক্যের অন্তর্গত পক্ষধর্মতাপদের অর্থ যে পক্ষানুযোগিক-সম্বন্ধ তাহা বিষয় না হওয়ায় তাদৃশপক্ষধর্মতাবিষয়ক-জ্ঞানজন্য অনুমিতিতে অব্যাপ্তি হইবে। কারণ পূর্বোক্ত ভ্রমপরামর্শে-পক্ষানুযোগিকসম্বন্ধরূপ-পক্ষধর্মতাপদার্থের ভান হয়না; সুতরাং উক্ত ভ্রমপরামর্শজন্য-অনুমিতিতে অব্যাপ্তি পরিহারের কোন উপায় নাই। উক্ত অব্যাপ্তির পরিহারকল্পে গদাধর ভট্টাচার্য 'ধর্মতয়া জ্ঞানং ধর্মতাজ্ঞানং পক্ষে ধর্মতাজ্ঞানং' এইরূপ তৃতীয়াতৎপুরুষগর্ভ সপ্তমীতৎপুরুষসমাস স্বীকার করিয়াছেন; ফলে পক্ষবিশেষ্যকত্বাবচ্ছিন্ন যে হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রকারতাকত্ব তদ্বিশিষ্টজ্ঞানই পক্ষধর্মতাজ্ঞানপদের অর্থ হইবে। উক্তপক্ষধর্মতাজ্ঞানে ব্যাপ্তিপ্রকারকত্বের অন্বয় হওয়ায় হেতুনিষ্ঠহেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রকারতাকত্বাবচ্ছিন্ন ব্যাপ্তিপ্রকারতাকত্ববিশিষ্ট-জ্ঞানের লাভ হইল। ব্যাপ্তি এবং হেতু—এতদুভয়ের সাক্ষাৎ বিশেষ্যবিশেষণভাব থাকায় ব্যাপ্তিবিষয়কত্ব এবং হেতুবিষয়কত্ব এতদুভয়ের অবচ্ছেদ্যাবচ্ছেদকভাব অবশ্যই থাকিবে। ইহার ফলে প্রকৃতসাধ্যনিরূপিতব্যাপ্তিপ্রকারতানিরূপিতহেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-বিশেষ্যত্বাবচ্ছিন্নহেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রকারতানিরূপিতপক্ষতা-বচ্ছেদকাবচ্ছিন্নবিশেষ্যতাকজ্ঞানজন্যজ্ঞানত্বই অনুমিতির লক্ষণ হইল।

ভ্রমপ্রমাসাধারণ সকল পরামর্শজনিত অনুমিতিতে লক্ষণের সমন্বয় হওয়ায় অব্যাপ্ত্যাদি দোষ রহিল না। এখন আশঙ্কা হইতে পারে যে, পূর্বোক্তরূপে লক্ষণবাক্যের ব্যাখ্যা করিয়া লক্ষণের পরিষ্কার করিলেও যখন পর্বতকে পক্ষ, বহ্নিকে সাধ্য এবং ইন্ধনকে হেতু করা হইবে, তখন 'ইন্ধন-সমানাধিকরণাত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকবহ্নিত্বাবচ্ছিন্নসমানাধিকরণ-ইন্ধনবান্ পর্বতঃ ইত্যাদি পরামর্শজন্য অনুমিতিতে লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে। কারণ উক্ত ব্যাপ্তির অন্তর্গত ইন্ধনসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব সাধ্যতাবচ্ছেদকীভূত-বহ্নিত্বে না থাকায় ইন্ধন-হেতুতে হেতু-ব্যাপকসাধ্যসামানাধিকরণ্য-রূপ অখণ্ডব্যাপ্তি প্রসিদ্ধ হয় না। ইহার উত্তরে বলিতে হইবে যে উক্তস্থলে অখণ্ডব্যাপ্তি অপ্রসিদ্ধ হইলেও উক্ত ব্যাপ্তির অন্তর্গত হেতুসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বরূপ যে ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্ব তাহা ইন্ধনত্বে এবং উক্ত ব্যাপ্তির অন্তর্গত সাধ্যসামানাধিকরণ্যরূপ—অংশটি প্রকৃতহেতু যে ইন্ধন তাহাতে প্রসিদ্ধ থাকায় প্রকৃতসাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম যে বহ্নিত্ব তাহাতে তাদৃশ প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বের ভ্রমজ্ঞান হইতে পারে; সুতরাং তাদৃশ ভ্রমপ্রমাসাধারণ পরামর্শের সংগ্রহের জন্য হেতুসমানাধিকরণা-ত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ববিষয়তানিরূপিতসাধ্যতাবচ্ছেদক-বিষয়তানিরূপিতসাধ্যবিষয়তানিরূপিতসামানাধিকরণ্যবিষয়তানিরূপি-তপ্রকৃতহেতুবিষয়তাকত্ব-রূপ ব্যাপ্ত্যবগাহিতা নিবেশ করিতে হইবে। ফলে পূর্বোক্ত ভ্রমপরামর্শজন্য অনুমিতিতে লক্ষণসমন্বয় হওয়ায় অব্যাপ্তি হইবে না। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যেখানে অবৃত্তি-পদার্থকে সাধ্য এবং হেতু করা হইবে অর্থাৎ আকাশকে সাধ্য করিয়া আত্মাকে যদি হেতু করা হয় তাহা হইলে 'অত্র আকাশমাত্মনঃ[১]'

[১] যদিও অত্রাকাশম্ এই আকারের প্রতিজ্ঞা-বাক্য বলা হইয়াছে, তথাপি অনু-মিতি 'ইদমাকাশবৎ' এই আকারের হইবে। কারণ ভাবসাধ্যক অনুমানের স্থলে বিশেষণরূপেই অনুমিতিতে সাধ্যের ভান হইয়া থাকে বিশেষ্যরূপে নহে।

ইত্যাদিস্থলে ইদন্ত্বাবচ্ছিন্ন-পক্ষক, আকাশ-সাধ্যক এবং আত্ম হেতুক অনুমিতিতে অব্যাপ্তি বারিত হইবে না। কারণ ব্যাপ্তির অন্তর্গত হেত্বধিকরণ এবং সাধ্যাধিকরণ অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় পূর্বোক্ত ব্যাপকত্ব এবং সাধ্যসামানাধিকরণ্য প্রসিদ্ধ হয় না[১]। এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে, পূর্বোক্তরূপে ব্যাপকত্বাবগাহিতা এবং সামানাধিকরণ্যাবগাহিতার খণ্ডশঃ নিবেশ আপাততঃ করা হইলেও 'ইদমাকাশবৎ' ইত্যাদি অনুমিতিতে অব্যাপ্তি-বারণ করিবার জন্য পরামর্শের বিষয়ীভূত ব্যাপ্তির অন্তর্গত হেতু, অধিকরণ, বৃত্তিত্ব, অভাব হইতে আরম্ভ করিয়া সামানাধিকরণ্যের অন্তর্গত বৃত্তিত্ব পর্যন্ত যতগুলি পদার্থ প্রবিষ্ট হইয়াছে সেই পদার্থসমূহের মধ্যে যে যে পদার্থে যে যে সম্বন্ধে যে যে পদার্থ বিশেষণরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে সেই সেই সম্বন্ধে সেই সেই পদার্থপ্রকারক সেই সেই পদার্থবিশেষ্যকত্ব[২]কে ব্যাপ্ত্যবগাহিতার অন্তর্গত স্বীকার করিতে হইবে। এখন আশঙ্কা হইতে পারে যে, এইরূপে ব্যাপ্ত্যবগাহিতা নিবেশ করিবার ফলে পূর্বোক্তস্থলদ্বয়ে অব্যাপ্তিবারণ হইলেও 'অধিকরণং ধূমীয়ং', 'বৃত্তিত্বমধিকরণীয়ম্', 'অভাবো বৃত্তিত্ববান্' ইত্যাদি ব্যাপ্ত্যন্তর্গত সকল পদার্থের সমূহালম্বনজ্ঞানজন্য-অনুব্যবসায়াদিতে অতিব্যাপ্তি হইবে। কারণ ঐ সমূহালম্বনজ্ঞানও ব্যাপ্তির অন্তর্গত অধিকরণপ্রভৃতি-

[১]ভ্রমানুমিতি অনুমিতিলক্ষণের লক্ষ্য—ইহা স্বীকার করিয়াই 'ইদমাকাশবৎ'—এই অনুমিতিতে অব্যাপ্তি বলা হইয়াছে।

[২]পর্বতো বহ্নিমান্ ইন্ধনাৎ—এই স্থলে অধিকরণাংশে সংযোগসম্বন্ধে ইন্ধন-বিশেষণ, বৃত্তিত্বাংশে নিরূপিতত্ব-সম্বন্ধে অধিকরণ বিশেষণ, অভাবাংশে স্বরূপ-সম্বন্ধে বৃত্তিত্ব বিশেষণ, প্রতিযোগিত্বাংশে নিরূপিতত্ব-সম্বন্ধে অভাব বিশেষণ, নিরূপিতত্ব-সম্বন্ধে প্রতিযোগিতা অবচ্ছেদকত্বের বিশেষণ, অবচ্ছেদকতা অনুযোগিতাবিশেষ-সম্বন্ধে অভাবের বিশেষণ, স্বরূপ সম্বন্ধে অভাব সাধ্যতাব-চ্ছেদকের বিশেষণ, সাধ্যতাবচ্ছেদক সমবায়-সম্বন্ধে সাধ্যের বিশেষণ, সাধ্য সংযোগ-সম্বন্ধে অধিকরণের বিশেষণ, অধিকরণ নিরূপিতত্ব-সম্বন্ধে বৃত্তিত্বের

তত্তৎপদার্থবিশেষ্যক ও ধূমপ্রভৃতিতত্তৎপদার্থপ্রকারক হইয়াছে। এই আশঙ্কার উত্তরে আমরা বলিব যে পূর্বোক্ত সমূহালম্বনজ্ঞানজন্যজ্ঞানে অতিব্যাপ্তি বারণ করিবার জন্য পরামর্শের বিষয়ীভূত ব্যাপ্তির অন্তর্গত প্রথম হেতুবিষয়তা হইতে আরম্ভ করিয়া পক্ষবিষয়তা পর্যন্ত যতগুলি বিষয়তা প্রবিষ্ট হইবে ঐ বিষয়তা সমূহের সাক্ষাৎপরম্পরা-সাধারণ নিরূপ্যনিরূপকভাব নিবেশ করিয়া অনুমিতি এবং পরামর্শের কার্য-কারণভাব কল্পনা করিতে হইবে[১]। পূর্বোক্ত সমূহালম্বনজ্ঞানে অধিকরণবিষয়তা এবং ধূমবিষয়তার নিরূপ্যনিরূপকভাব থাকিলেও হেতুবিষয়তানিরূপিত যে অধিকরণবিষয়তা ঐ বিষয়তার সহিত বৃত্তিত্ববিষয়তার নিরূপ্যনিরূপকভাব নাই। অতএব লক্ষণের অন্তর্গত প্রথমজ্ঞানপদের দ্বারা উক্ত সমূহালম্বনজ্ঞান সংগৃহীত না হওয়ায় সমূহালম্বনজ্ঞানজন্য-অনুব্যবসায়াদিতে অতিব্যাপ্তি হইবে না।

বিশেষণহওযায় হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নহেতুগতপ্রকারতানিরূপিতাধিকরণ-বিশেষ্যতাকত্ব-রূপে, নিরূপিতত্বসম্বন্ধাবচ্ছিন্নাধিকরণগতপ্রকারতানিরূপিতবৃত্তিত্ব-বিশেষ্যতাকত্ব-রূপে, স্বরূপসম্বন্ধাবচ্ছিন্নবৃত্তিত্বগতপ্রকারতানিরূপিতাভাববিশেষ্য-তাকত্ব-রূপে, নিরূপিতত্বসম্বন্ধাবচ্ছিন্নাভাবগতপ্রকারতানিরূপিতপ্রতিযোগিতা-বিশেষ্যতাকত্বরূপে, নিরূপিতত্বসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিত্বগতপ্রকারতানিরূপিতা-বচ্ছেদকত্ববিশেষ্যতাকত্ব-রূপে, অনুযোগিতাবিশেষসম্বন্ধাবচ্ছিন্নাবচ্ছেদকত্বগত-প্রকারতানিরূপিতাভাববিশেষ্যতাকত্ব-রূপে, স্বরূপসম্বন্ধাবচ্ছিন্নাভাবগতপ্রকারতা-নিরূপিতসাধ্যতাবচ্ছেদকবিশেষ্যতাকত্ব-রূপে. সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধা-বচ্ছিন্নসাধ্যতাবচ্ছেদকগতপ্রকারতানিরূপিতসাধ্যবিশেষ্যতাকত্ব-রূপে সাধ্যতা-ঘটকসম্বন্ধবচ্ছিন্নসাধ্যগতপ্রকারতানিরূপিতাধিকরণবিশেষ্যতাকত্ব-রূপে নিরূপি-তত্বসম্বন্ধাবচ্ছিন্নাধিকরণগতপ্রকারতানিরূপিতবৃত্তিত্ববিশেষ্যতাকত্ব-রূপে স্বরূপ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নবৃত্তিত্বগতপ্রকারতানিরূপিতহেতুবিশেষ্যতাকত্ব-রূপে ব্যাপ্ত্যবগাহিতা নিবেশ করিলে পূর্বোক্ত বহ্নিসাধ্যক-ইন্ধনহেতুক স্থলে এবং আকাশসাধ্যক আত্মহেতুকস্থলে পূর্বোক্তরূপে ব্যাপ্ত্যবগাহিতা প্রসিদ্ধ হওয়ায় সেই সেই স্থলীয় অনুমিতিতে অব্যাপ্তির সম্ভাবনা রহিল না।

[১] হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নহেতুনিষ্ঠপ্রকারতানিরূপিতাধিকরণনিষ্ঠবিশেষ্যতা-

ইহার উপরে শঙ্কা হইতে পারে যে, যে স্থলে ধূমত্ব-রূপে ধূলিপটলের জ্ঞান হইবে এবং অধিকরণত্বাদি-রূপে ঘটাদ্যবগাহিপরামর্শ হইবে সেই স্থলে তাদৃশপরামর্শজন্য-অনুমিতিতে অব্যাপ্তি হইবে। কারণ উক্ত কূটলিঙ্গকপরামর্শে হেতু, অধিকরণ প্রভৃতি পদার্থ বিষয় না হওয়ায় হেতুনিষ্ঠপ্রকারতানিরূপিতাধিকরণনিষ্ঠপ্রকারতাবগাহিপরামর্শরূপে উক্ত পরামর্শ সংগৃহীত হইতে পারে না। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, পূর্বে যে নিরূপ্যনিরূপকভাবাপন্ন হেতু-বিষয়তা, অধিকরণ-বিষয়তা, বৃত্তিত্ব-বিষয়তা প্রভৃতি নিবেশ করা হইয়াছে সেখানে হেতু-বিষয়তার স্থলে হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নবিষয়তা, অধিকরণ-বিষয়তার স্থলে অধিকরণত্বাবচ্ছিন্নবিষয়তা, বৃত্তিত্ব-বিষয়তার স্থলে বৃত্তিতাত্বাবচ্ছিন্ন-বিষয়তা—এই রীতিতে[১] পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নবিষয়তা পর্যন্ত নিবেশ করিয়া ভ্রমপ্রমাসাধারণ পরামর্শজনিত অনুমিতিতে লক্ষণ-সমন্বয় করিতে হইবে।

বচ্ছিন্ননিরূপিতত্বসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রকারতানিরূপিতবৃত্তিত্বনিষ্ঠবিশেষ্যত্বাবচ্ছিন্নস্বরূপ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রকারতানিরূপিতাভাবনিষ্ঠবিশেষ্যত্বাবচ্ছিন্ননিরূপিতত্বসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রকারতানিরূপিতপ্রতিযোগিত্বনিষ্ঠবিশেষ্যত্বাবচ্ছিন্ননিরূপিতত্বসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রকার-তানিরূপিতাবচ্ছেদকত্বনিষ্ঠবিশেষ্যত্বাবচ্ছিন্নানুযোগিতাবিশেষসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রকার-তানিরূপিতাভাবনিষ্ঠবিশেষ্যত্বাবচ্ছিন্নস্বরূপসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রকারতানিরূপিতসাধ্যতা-বচ্ছেদকনিষ্ঠবিশেষ্যত্বাবচ্ছিন্নসাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রকারতানিরূ-পিতসাধ্যনিষ্ঠবিশেষ্যত্বাবচ্ছিন্নসাধ্যতাঘটকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রকারতানিরূপিতাধিকরণ-নিষ্ঠবিশেষ্যত্বাবচ্ছিন্ননিরূপিতত্বসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রকারতানিরূপিতবৃত্তিত্বনিষ্ঠবিশেষ্যত্বা-বচ্ছিন্নস্বরূপসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রকারতানিরূপিতহেতুনিষ্ঠবিশেষ্যত্বাবচ্ছেদ্যহেতুতাবচ্ছে-দকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রকারকতানিরূপিতপক্ষবিশেষ্যতাকজ্ঞানত্বরূপে পরামর্শগতঅনু-মিতিজনকতা স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ রীতি অবলম্বন করিলে পূর্বোক্ত সমূহালম্বনজ্ঞানজন্য অনুব্যবসায়াদিতে অতিব্যাপ্তি পরিহার হইবে।

[১]হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নহেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রকারতানিরূপিতা-ধিকরণত্বাবচ্ছিন্নবিশেষ্যত্বাবচ্ছেদ্যনিরূপিতত্বসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রকারতানিরূপিতবৃত্তিতা-ত্বাবচ্ছিন্নবিশেষ্যত্বাবচ্ছেদ্যস্বরূপসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রকারতানিরূপিতাভাবত্বাবচ্ছিন্ন বিশেষ্য-

এখন আশঙ্কা হইতে পারে যে, পূর্বোক্তরূপে পরামর্শের কারণতা স্বীকার করিলে পক্ষবিশেষ্যকপরামর্শজন্য-অনুমিতিতে লক্ষণ সমন্বয় হইলেও ব্যাপ্যবিশেষ্যকপরামর্শজন্য অনুমিতিতে অব্যাপ্তি হইবে। কারণ 'বহ্নিব্যাপ্যধূমঃ পর্বতে' ইত্যাকারক পরামর্শের কারণতা পূর্বোক্ত নিরূপ্যনিরূপকভাবাপন্নবিষয়তাশালিনিশ্চয়ত্বাবচ্ছিন্ন হয় না। এই আশঙ্কার উত্তরে বক্তব্য পক্ষবিশেষ্যক এবং ব্যাপ্যবিশেষ্যক পরামর্শ-দ্বয়ের অনুগতরূপে কারণতা কল্পনা করিতে হইবে। পূর্বোক্তক্রমে ব্যাপ্তিবিষয়তানিরূপিতহেতুতাবচ্ছেদকধর্মাতিরিক্তধর্মানবচ্ছিন্নহেতুতাব-চ্ছেদকসম্বন্ধাতিরিক্তসম্বন্ধানবচ্ছিন্নবিষয়তানিরূপিতপক্ষতাবচ্ছেদকাব-চ্ছিন্নাধেয়ত্বাতিরিক্তসম্বন্ধানবচ্ছিন্নবিষয়তাকনিশ্চয়ত্বাবচ্ছিন্নজনকতানিরূ-পিতজন্যতাবজ্জ্ঞানত্বই অনুমিতির পর্যবসিত লক্ষণ হইবে। এইরূপে অনুমিতিলক্ষণের বিবক্ষা করিয়া ব্যাপ্যবিশেষ্যক এবং পক্ষবিশেষ্যক পরামর্শজনিতউভয়বিধঅনুমিতিতে এবং 'ব্যাপ্যতা-বচ্ছেদকানবগাহিবহ্নিব্যাপ্যবান্ পর্বতঃ' ইত্যাদি পরামর্শ হইতে উৎপন্ন অনুমিতিতেও লক্ষণ সমন্বয় হইবে। এইস্থলে আরও বক্তব্য, যে দুইটি বিষয়তা পরস্পরনিরূপ্যনিরূপকভাবাপন্ন হয় সেই বিষয়িতাদ্বয় যেইরূপ অবচ্ছেদ্যাবচ্ছেদকভাবাপন্ন হইয়া থাকে সেইরূপ সমানাধি-করণবিষয়তাদ্বয়েরও অবচ্ছেদ্যাবচ্ছেদকভাব অর্থাৎ একবিষয়ত্বাবচ্ছিন্ন

তাবচ্ছেদ্যনিরূপিতত্বসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রকারতানিরূপিতপ্রতিযোগিতাত্বাবচ্ছিন্নবিশেষ্য-ত্বাবচ্ছেদ্যনিরূপিতত্বসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রকারতানিরূপিতাবচ্ছেদকতাত্বাবচ্ছিন্নবিশেষ্যত্বা-বচ্ছেদ্যানুযোগিতাবিশেষসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রকারতানিরূপিতাভাবত্বাবচ্ছিন্নবিশেষ্যত্বা-বচ্ছেদ্যস্বরূপসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রকারতানিরূপিতসাধ্যতাবচ্ছেদকত্বাবচ্ছিন্নবিশেষ্যত্বাব-চ্ছেদ্যসাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রকারতানিরূপিতসাধ্যত্বাবচ্ছিন্নবিশেষ্য-ত্বাবচ্ছেদ্যসাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রকারতানিরূপিতাধিকরণত্বাবচ্ছিন্নবিশেষ্য-ত্বাবচ্ছেদ্যনিরূপিতত্বসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রকারতানিরূপিতবৃত্তিত্বত্বাবচ্ছিন্নস্বরূপসম্বন্ধাব-চ্ছিন্নবিশেষ্যত্বাবচ্ছেদ্যপ্রকারতানিরূপিতহেতুতাবচ্ছেদকধর্মাতিরিক্তধর্মানবচ্ছিন্ন-বিশেষ্যত্বাবচ্ছেদ্যহেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রকারতানিরূপিতপক্ষতাবচ্ছেদকা-

অপরবিষয়তা ভট্টাচার্যের মতে স্বীকার করা হয়[১]। জগদীশতর্কালঙ্কার সমানাধিকরণ-বিষয়তাদ্বয়ের পূর্বোক্তরূপে অবচ্ছেদ্যাবচ্ছেদকভাব স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে সমানাধিকরণ-বিষয়তাদ্বয় অভিন্ন। এই মতানুসারে সমানাধিকরণ প্রকারতা এবং বিশেষ্যতা উভয়ের অভেদ স্বীকার করিয়া অনুমিতি ও পরামর্শের কার্যকারণভাব[২] কল্পনা করিলে আপাততঃ কারণতাবচ্ছেদকতার লাঘব হয় সত্য, কিন্তু 'রক্তদণ্ডবৎ পুরুষবান্ অয়ম্' এই প্রকারের জ্ঞানে পুরুষাভাববান্ দণ্ডঃ এই জ্ঞানগতপ্রতিবন্ধকতানিরূপিতপ্রতিবধ্যত্ব প্রসঙ্গ হয়। কারণ 'রক্তদণ্ডবৎ পুরুষবান্ অয়ম্'—এই জ্ঞানে মুখ্য-

---

বচ্ছিন্নবিশেষ্যতাকনিশ্চয়ত্বরূপে পরামর্শনিষ্ঠকারণতা বিবক্ষিত হওয়ায় ধূমত্বাদিধর্মপুরস্কারে ধূলিপটলাদিকে বিষয় করিয়া তাদৃশব্যাপ্যবণাদি পরামর্শজন্য অনুমিতিতে অব্যাপ্তি হইবে না।

[১]আমরা গদাধর ভট্টাচার্যের মত অবলম্বন করিয়া অনুমিতিলক্ষণে প্রবিষ্ট পরামর্শনিষ্ঠকারণতাবচ্ছেদকীভূত-সমানাধিকরণবিষয়তাদ্বয়ের অবচ্ছেদ্যাবচ্ছেদকভাব ১১৬ পৃষ্ঠায় ১নং পাদটীকা এবং ১১৭ পৃষ্ঠায় ১নং পাদটীকায় প্রদর্শন করিয়াছি।

[২]হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নহেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নবিষয়তানিরূপিতাধিকরণত্বাবচ্ছিন্ননিরূপিতত্বসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বিষয়তানিরূপিতবৃত্তিতাত্বাবচ্ছিন্নস্বরূপসম্বন্ধাবচ্ছিন্নবিষয়তানিরূপিতাভাবত্বাবচ্ছিন্ননিরূপিতত্বসম্বন্ধাবচ্ছিন্নবিষয়তানিরূপিত প্রতিযোগিতাত্বাবচ্ছিন্ননিরূপিতত্বসম্বন্ধাবচ্ছিন্নবিষয়তানিরূপিতাবচ্ছেদকতাত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকত্বসম্বন্ধাবচ্ছিন্নবিষয়তানিরূপিতাভাবত্বাবচ্ছিন্নস্বরূপসম্বন্ধাবচ্ছিন্নবিষয়তানিরূপিতসাধ্যতাবচ্ছেদকত্বাবচ্ছিন্নসাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নবিষয়তানিরূপিতসাধ্যত্বাবচ্ছিন্নসাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নবিষয়তানিরূপিতাধিকরণত্বাবচ্ছিন্ননিরূপিতত্বসম্বন্ধাবচ্ছিন্নবিষয়তানিরূপিতবৃত্তিতাত্বাবচ্ছিন্নস্বরূপসম্বন্ধাবচ্ছিন্নবিষয়তানিরূপিতহেতুতাবচ্ছেদকাতিরিক্তধর্মানবচ্ছিন্নহেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধাতিরিক্তসম্বন্ধানবচ্ছিন্নবিষয়তানিরূপিতপক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নাধেয়ত্বসম্বন্ধাতিরিক্তসম্বন্ধানবচ্ছিন্নবিষয়তাকনিশ্চয়ত্বরূপে অনুমিতির কারণতা কল্পনা করিতে হয়।

বিশেষ্যাংশে পুরুষ যেরূপ প্রকার হইয়াছে, সেইরূপ দণ্ডাংশে পুরুষ বিশেষ্য হইয়াছে। দণ্ড পুরুষাংশে প্রকার হইলেও রক্তত্বাংশে বিশেষ্য হইয়াছে। সুতরাং এই বিশিষ্টজ্ঞানটি দণ্ডপ্রকারকপুরুষবিশেষ্যক হইলেও সমানাধিকরণ প্রকারতা ও বিশেষ্যতা এক হওয়ার জন্য পুরুষপ্রকারকদণ্ডবিশেষ্যকও হইয়াছে। ইহার ফলে উক্তজ্ঞানটির 'পুরুষাভাববান্ দণ্ডঃ' এই প্রকার জ্ঞানের প্রতিবধ্যত্বপ্রসঙ্গ হয়। এইজন্য সমানাধিকরণ প্রকারতা ও বিশেষ্যতা এতদুভয়ের অভেদ স্বীকার না করিয়া অবচ্ছেদ্যাবচ্ছেদকভাব কল্পনা করাই সমীচীন। এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, পক্ষ, সাধ্য, হেতু এবং সম্বন্ধের বিভিন্নতানিবন্ধন অনুমিতির লক্ষণও অবশ্যই বিভিন্ন হইবে। যেখানে প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতসাধ্য-ব্যাপ্যবত্তাপরামর্শ প্রমা হইবে অর্থাৎ হেতুতাবচ্ছেদক হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্মতার অন্তর্গত সকলপদার্থ স্বকীয়ধর্ম-পুরস্কারে যে যাহার বিশেষণ তাহাকে বিশেষ্য করিয়া (সেই সেই পদার্থসমূহ) পরামর্শের বিষয় হইয়া থাকে, সেখানে তাদৃশপরামর্শ-নিষ্ঠকারণতা হেতুসমানাধিকরণাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকসাধ্যতা-বচ্ছেদকাবচ্ছিন্নসামানাধিকরণ্যবিশিষ্টহেতুপ্রকারকপক্ষবিশেষ্যকনিশ্চয়-ত্বরূপে কল্পিত হইবে। ভ্রান্তিস্থলীয় পরামর্শের ন্যায় পূর্বোক্ত নিরূপ্যনিরূপকভাবাপন্নবিষয়তানিবেশনিবন্ধন গৌরব স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। যেখানে ব্যাপ্তির অন্তর্গত আংশিক বিশিষ্ট-বিষয়ের প্রসিদ্ধি থাকিবে সেই পরামর্শে সেই অংশ বিশিষ্টবিষয়ত্ব-রূপে নিবেশ করিয়া অপরাংশে পূর্বোক্তরূপে নিরূপ্যনিরূপকভাবাপন্নবিষয়তা কারণতাবচ্ছেদক-কোটিতে নিবেশ করিতে হইবে। যে পরামর্শে ধূমত্ব-রূপে ধূলিপটলাদির ও অধিকরণত্বরূপে ঘটাদির ভ্রম হইবে অর্থাৎ প্রত্যেক পদার্থাংশে প্রত্যেকপদার্থতাবচ্ছেদক বা পদার্থের ভ্রম হইবে সেখানেই পূর্বোক্তরূপে নিরূপ্য নিরূপকভাবাপন্নবিষয়তাকত্ব নিবেশ করিতে হইবে। এই অভিপ্রায়েই দীধিতিকার বলিয়াছেন যে, 'তাবৎপদার্থানাং

তথাবিধপরস্পরোপশ্লেষাবগাহিত্বং বিবক্ষিতম্[১]।' যদি বলা যায়, সর্বাংশে যথার্থ একটি পরামর্শ গ্রহণ করিয়া উক্ত পরামর্শ হইতে উৎপন্ন যে অনুমিতিব্যক্তি সেই ব্যক্তিতে অবস্থিত অনুভবত্বান্য-অনুভবান্যা-সমবেতধর্মসমবায়িত্ব-রূপ জাতিঘটিত অনুমিতির অনুগতলক্ষণ করিলেই সকল অনুমিতিতে লক্ষণসমন্বয় সম্ভবপর হইবে, অতএব পূর্বোক্তরূপে ব্যাপ্তির অন্তর্গত পদার্থসমূহের পরস্পরোপশ্লেষাবগাহিত্ব নিবেশ করিবার প্রয়োজন নাই। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, পক্ষসাধ্যভেদপ্রযুক্ত অনুমিতির লক্ষণ বিভিন্ন—ইহা স্বীকার করিয়াই দীধিতিকার যে পরামর্শ ব্যাপ্ত্যংশে ভ্রম হইবে সেই পরামর্শের বিষয়ীভূত ব্যাপ্তির অন্তর্গত পদার্থসমূহের পরস্পরোপশ্লেষাবগাহিত্বই বিবক্ষা করিয়াছেন। 'যাং কাঞ্চিদনুমিতিব্যক্তিমাদায়'[২] ইত্যাদিগ্রন্থের দ্বারা দীধিতিকার যখন জাতিঘটিত অনুমিতির লক্ষণ করিবেন, তখন ব্যাপ্তির অন্তর্গত-পদার্থসমূহের পরস্পরোপশ্লেষাবগাহিত্ব বিবক্ষা না করিলেও ভ্রমপরামর্শজন্য-অনুমিতিতে অব্যাপ্তি হইবে না। কারণ প্রমাপরামর্শ-জন্য একটি যথার্থ অনুমিতিব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া তদ্ব্যক্তিসমবেত-অনুমিতিত্বজাতিকে গ্রহণ করিয়া ভ্রমপ্রমাসাধারণ সকল অনুমিতিতে লক্ষণসমন্বয় সম্ভবপর হইবে।

এখন সমস্যা এই যে 'ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতাজ্ঞানজন্যজ্ঞানম্'—এই লক্ষণবাক্যের অন্তর্গত ব্যাপ্তি-পদের দ্বারা কীদৃশ ব্যাপ্তি গৃহীত হইবে? যদি কেবলমাত্র অন্বয়-ব্যাপ্তি বিবক্ষিত হয় তাহা হইলে বহ্নি প্রভৃতি প্রসিদ্ধসাধ্যক অনুমিতিতে লক্ষণ সমন্বয় হইলেও 'পৃথিবীতরেভ্যো ভিদ্যতে গন্ধবত্ত্বাৎ' এই সকল ব্যতিরেকসাধ্যকস্থলীয় অনুমিতিতে অব্যাপ্তি হইবে। যদি ব্যাপ্তি-পদের দ্বারা কেবলমাত্র ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি বিবক্ষিত হয় তাহা হইলে অপ্রসিদ্ধসাধ্যক অনুমিতিতে লক্ষণ-

---

[১] দীধিতিঃ, অনুমান গাদাধরী, পৃঃ ৮৯।

[২] দীধিতি, অনুমান গাদাধরী, পৃঃ ১৯৮।

সমন্বয় হইলেও বাচ্যত্ব প্রভৃতি কেবলান্বয়িসাধ্যক অনুমিতিতে অব্যাপ্তি হইবে। এই সমস্যার সমাধানকল্পে উক্ত অন্বয়ব্যাপ্তি এবং ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি এতদুভয়ের সংগ্রাহক একটি অনুগতধর্ম বলিতে হইবে। সেই অনুগতধর্মটি কি? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিতে হইবে, ব্যভিচার-জ্ঞানবিরোধিজ্ঞানবিষয়ত্বই হেতুব্যাপকসাধ্যসামানাধিকরণ্যরূপ অন্বয়-ব্যাপ্তির এবং সাধ্যাভাবব্যাপকীভূতাভাবপ্রতিযোগিত্ব-রূপ ব্যতিরেক-ব্যাপ্তির অনুগতধর্ম। এখানে তাৎপর্য এই যে 'ধূমব্যাপকবহ্নিসমানা-ধিকরণো ধূমঃ' এইরূপ ধূমবিশেষ্যকতাদৃশসামানাধিকরণ্যরূপ অন্বয়-ব্যাপ্তিপ্রকারক নিশ্চয়টি যেরূপ 'বহ্নিব্যভিচারী ধূমঃ' এই আকারের ব্যভিচারপ্রকারক ধূমবিশেষ্যকবুদ্ধির প্রতিবন্ধক হয় সেইরূপ বহ্ন্যভাব-ব্যাপকীভূতাভাবপ্রতিযোগিত্বরূপ ব্যতিরেকব্যাপ্তিপ্রকারকধূমবিশেষ্যক-নিশ্চয়ও পূর্বোক্ত ব্যভিচারজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। সুতরাং ব্যভিচারজ্ঞানের বিরোধিজ্ঞানরূপে অন্বয়ব্যাপ্তিজ্ঞান এবং ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিজ্ঞান উভয়কেই পাওয়া যাইবে। অতএব ব্যভিচারজ্ঞান-বিরোধিজ্ঞানবিষয়ত্ব-রূপ ধর্মটি উভয়ব্যাপ্তিতে থাকায় তাদৃশবিষয়ত্ব-রূপ অনুগতধর্মের দ্বারা অন্বয়ব্যাপ্তি এবং ব্যতিরেকব্যাপ্তি সংগৃহীত হইবে। ইহার ফলে অন্বয়ব্যাপ্তিগর্ভপরামর্শজন্য অনুমিতিতে বা ব্যতিরেকব্যাপ্তি-গর্ভপরামর্শজন্য অনুমিতিতে লক্ষণসমন্বয় হইবে। এখন আশঙ্কা হইতে পারে যে পূর্বোক্ত অন্বয়ব্যাপ্তিজ্ঞান কি করিয়া ব্যভিচারজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়? 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ'—এইস্থলে অন্বয়ব্যাপ্তিজ্ঞান বলিতে আমরা ধূমসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকবহ্নিত্বাব-চ্ছিন্নসামানাধিকরণ্যপ্রকারকজ্ঞানকে এবং ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞান বলিতে বহ্ন্যভাবব্যাপকীভূতাভাবপ্রতিযোগিত্বপ্রকারক-জ্ঞানকেই বুঝিয়া থাকি। ব্যভিচারজ্ঞান বলিতে সাধ্যাভাববদ্বৃত্তিত্বপ্রকারকহেতু-বিশেষ্যকজ্ঞানকেই বুঝায়। সাধারণতঃ তৎপ্রকারকতদ্বিশেষ্যকবুদ্ধির প্রতি তদভাবপ্রকারকতদ্বিশেষ্যক নিশ্চয় প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। যেরূপ 'ঘটবদ্ ভূতলম্' এই প্রকার ঘটপ্রকারক-ভূতলবিশেষ্যক;

জ্ঞানের প্রতি 'ঘটাভাববদ্ ভূতলম্' এই প্রকার ঘটাভাবপ্রকারক ভূতলবিশেষ্যক-নিশ্চয় প্রতিবন্ধক হয়, সেইরূপ সাধ্যাভাববদ্‌বৃত্তিত্ব-স্বরূপ ব্যভিচারপ্রকারক-হেতুবিশেষ্যক-বুদ্ধির প্রতি তাদৃশবৃত্তিত্বাভাব-প্রকারকহেতুবিশেষ্যকনিশ্চয়ই প্রতিবন্ধক হইবে। কারণ গ্রাহ্যজ্ঞানের প্রতি গ্রাহ্যাভাবজ্ঞান প্রতিবন্ধক হয়—ইহা সর্ববাদিসম্মত। অতএব পূর্বোক্ত অন্বয়ব্যাপ্তি-জ্ঞান বা ব্যতিরেকব্যাপ্তি-জ্ঞান গ্রাহ্যাভাবাবগাহী না হওয়ায় ব্যভিচারজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। এই আশঙ্কার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, তৎপ্রকারক বুদ্ধির প্রতি তদভাবনিশ্চয়ের যেরূপ প্রতিবন্ধকতা কল্পনা করা হয়, সেইরূপ মণিমন্ত্রাদিন্যায়ে গ্রাহ্যাভাবানবগাহিজ্ঞানেরও অনুভবসিদ্ধপ্রতিবন্ধকতার কল্পনা করা হইয়া থাকে। অতএব গ্রাহ্য-ভাবাবগাহী না হইলেও সাধ্যাভাববদ্‌বৃত্তিত্বপ্রকারকব্যভিচারজ্ঞানের প্রতি অন্বয়ব্যাপ্তিজ্ঞান এবং ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞান এতদুভয়েরও মণিমন্ত্রাদিন্যায়ে প্রতি-বন্ধকতা কল্পনা করিতে হইবে। কারণ ধূমব্যাপকবহ্নিসামানাধিকরণ্য-প্রকারকধূমবিশেষ্যকনিশ্চয় অথবা বহ্ন্যভাবব্যাপকীভূতাভাবপ্রতি-যোগিত্বপ্রকারকধূমবিশেষ্যকনিশ্চয় থাকিলে উত্তরক্ষণে বহ্ন্যভাব-বদ্বৃত্তিত্বপ্রকারকধূমবিশেষ্যকব্যভিচারজ্ঞান হয় না, ইহা অনুভবসিদ্ধ। অতএব ব্যভিচারজ্ঞান ও পূর্বোক্ত উভয়ব্যাপ্তিজ্ঞানের মণিমন্ত্রাদিন্যায়ে প্রতিবধ্যপ্রতিবন্ধকভাব অবশ্যই কল্পনা করিতে হইবে। এই অভি প্রায়েই দীধিতিকার বলিয়াছেন, 'ব্যভিচারধীবিরোধীবিষয়ত্বেনান্ব-য়ব্যতিরেকব্যাপ্ত্যোরনুগমাৎ[১]'। এখন আশঙ্কা হইতে পারে যে ব্যভিচারধীবিরোধিধীবিষয়ত্বরূপ ধর্মের দ্বারা অন্বয়ব্যাপ্তিএবং ব্যতি-রেকব্যাপ্তিরূপ বিষয় যদি অনুগত হয় তাহা হইলে 'ধূমবান্ বহ্নেঃ' ইত্যাদি অব্যাপ্যহেতুকস্থলে ব্যাপ্ত্যংশে ভ্রমাত্মকপরামর্শ-জন্য অনুমিতিতে অব্যাপ্তি হইবে। কারণ ভ্রমস্থলে পূর্বোক্তরূপে অনুগত

[১] দীধিতিঃ, অনুমানগাদাধরী পৃঃ ৮৯

ব্যাপ্তি-রূপবিষয় থাকে না। এইজন্য পূর্বোক্তস্থলে 'ধূমব্যাপ্য-বহ্নিমান্ পর্বতঃ' ইত্যাদি ভ্রমপরামর্শসংগ্রহ হইবে না। যদি বলা যায়, ভ্রমপরামর্শজন্যানুমিতি লক্ষ্য নহে, তাহা হইলেও বহ্নিসাধ্যকধূমহেতুক স্থলে 'প্রমেয়বৎ ধূমবান্ পর্বতঃ' ইত্যাকারকপ্রমেয়ত্ব-রূপে ভাসমান ব্যাপ্ত্যবগাহিজ্ঞানজনিত অনুব্যবসায়াদিতে অতিব্যাপ্তি হইবে। কারণ ঐ প্রকারের নিশ্চয়ও ব্যভিচারধীবিরোধিধীবিষয়াবগাহী হইয়াছে। এই আশঙ্কার উত্তরে বক্তব্য এই যে যদিও দীধিতিকার ব্যভিচারধী-বিরোধিধীবিষয়ত্বপুরস্কারে বিষয়ের অনুগম করিয়াছেন, তথাপি সাধ্যা-ভাববদ্বৃত্তিত্বধীপ্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদকবিষয়তাত্বরূপ অনুগতধর্মের দ্বারা ধূমব্যাপক যে বহ্নি তাহার সমানাধিকরণে (ধূমে) অবস্থিত যে ধূমত্ব তদ্গতবিষয়তা এবং ধূমাভাবগত যে বহ্ন্যভাবের ব্যাপকতা তাহার অবচ্ছেদক যে ধূমাভাবত্ব-রূপ অনুযোগিতা তন্নিরূপিত প্রতিযোগিতা-বচ্ছেদক যে ধূমত্ব তদ্গতবিষয়তা—এই বিষয়তাদ্বয়কে অনুগত করিয়া তাদৃশবিষয়তানিরূপক-পক্ষধর্মতাবগাহিনিশ্চয়রূপ পরামর্শই লক্ষণান্ত-র্গত প্রথমজ্ঞানান্তভাগের দ্বারা বিবক্ষিত।

অথবা ব্যভিচারধীপ্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদকত্ব-রূপ একটি ধর্মের দ্বারা ব্যাপ্ত্যবচ্ছিন্নহেতুবিষয়তাকে অনুগত করিয়া তাদৃশবিষয়তানিরূপক-পক্ষধর্মতাবগাহিনিশ্চয় বিবক্ষা করিতে হইবে। এইরূপে হেতুবিষয়তা অনুগত হওয়ার ফলে ব্যভিচারজ্ঞানবিরোধিজ্ঞানবিষয়ত্ব-রূপে বিষয়ের অনুগম করিলে ব্যভিচারগ্রহপ্রতিবন্ধকজ্ঞানবিষয়বিষয়কত্ব-রূপে ব্যাপ্তিজ্ঞাননিবেশ নিবন্ধন অনাবশ্যক গৌরবের যে আশঙ্কা হয় তাহাও তিরোহিত হইল।

পুনরায় আশঙ্কা হইতে পারে যে 'ধূমব্যাপকবহ্নিসমানাধিকরণ-ধূমসমানাধিকরণ রাসভবান্ পর্বতঃ' এই প্রকারের জ্ঞান থাকিলে ধূমে বহ্নির ব্যভিচার জ্ঞান হয় না। সুতরাং তাদৃশ রাসভজ্ঞানও ব্যভিচার-জ্ঞানের বিরোধী হয়, অতএব তাদৃশজ্ঞানজন্য-অনুব্যবসায়ে অনুমিতি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। ইহাও ঠিক নহে। কারণ পক্ষধর্ম যে

ধূমাদি, তদংশে ব্যভিচারধীবিরোধিজ্ঞানই বিবক্ষিত। পক্ষবিশেষণতাপন্নহেতুবৃত্তিবিষয়তা ব্যভিচারগ্রহপ্রতিবন্ধকতার অবচ্ছেদক হইবে। ইহার ফলে স্ব[১]াবচ্ছেদকধর্মাবচ্ছিন্নধর্মিকব্যভিচারজ্ঞানপ্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদক-পক্ষবিশেষণতাপন্নপ্রকৃতহেতুবিষয়তাকপক্ষধর্মতাবগাহিজ্ঞানজন্যজ্ঞানত্বরূপ অনুমিতির লক্ষণ পর্যবসিত হওয়ায় পূর্বোক্ত 'বহ্নিব্যাপ্যধূমসমানাধিকরণরাসভবান্ পর্বতঃ' এই জ্ঞানে তাদৃশহেতুবিষয়তাকত্ব থাকিবে না। সুতরাং তজ্জনিত জ্ঞানজন্য-অনুব্যবসায়ে অতিব্যাপ্তি বারণ হইবে। এইজন্যই দীধিতিকার বলিয়াছেন, 'তথাবিধধূমসমানাধিকরণত্বাদিকস্তু ন তথা, রাসভাদৌ তদ্‌গ্রহেঽপি ব্যভিচারগ্রহাৎ।'[২]

এখন বিবেচনা করিতে হইবে যে মণিমন্ত্রন্যায়ে প্রতিবধ্যপ্রতিবন্ধকভাব যদি স্বীকৃত না হয় তাহা হইলে লক্ষণবাক্যের অন্তর্গত ব্যাপ্তি পদের দ্বারা হেতুব্যাপকসাধ্যসামানাধিকরণ্য-রূপ অন্বয়ব্যাপ্তিই বিবক্ষিত হইবে। লক্ষণে অন্বয়ব্যাপ্তি নিবিষ্ট হইলে কেবলান্বয়ী বা অন্বয়ব্যতিরেকিস্থলীয় অনুমিতিতে লক্ষণসমন্বয় হইলেও ব্যতিরেকিহেতুস্থলীয় অনুমিতিতে অব্যাপ্তি হইবে। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে লক্ষণের অন্তর্গত ব্যাপ্তি-পদের দ্বারা অন্বয়ব্যাপ্তি বিবক্ষা করিতে হইবে, ব্যতিরেক ব্যাপ্তি নহে। লক্ষণে অন্বয়ব্যাপ্তি নিবেশ করিলে কেবল ব্যতিরেকিস্থলীয় অনুমিতিতে যে অব্যাপ্তি শঙ্কা করা হইয়াছে, তাহাও হইবে না। কারণ আচার্য উদয়ন ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞানকে অনুমিতির কারণ বলিয়া স্বীকার করেন না, তাঁহার মতে একমাত্র অন্বয়ব্যাপ্তিজ্ঞানই অনুমিতির কারণ। পৃথিবীতরভেদপ্রভৃতি-ব্যতিরেকিসাধ্যক স্থলে ব্যতিরেকসহচারগ্রহজনিত অন্বয়

১ স্ব-পদের দ্বারা এখানে পক্ষবিশেষণতাপন্নপ্রকৃতহেতুবিষয়তা গৃহীত হইবে।

২ দীধিতিঃ, অনুমানগাদাধরী পৃঃ ৮৭।

ব্যাপ্তিগ্রহ হইতে অনুমিতি হইয়া থাকে। যদিও ইহা চিন্তামণিকারের মত নহে, তথাপি আচার্য উদয়নের মত অবলম্বন করিয়াই দীধিতিকার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এখন আমরা দীধিতিকারের প্রদর্শিত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ব্যাপ্তিপ্রকারকপক্ষধর্মতাবগাহিজ্ঞানজন্যজ্ঞানত্ব-রূপ অনুমিতিলক্ষণের অনুমিতিভিন্ন প্রত্যক্ষ প্রভৃতি জ্ঞানে অতিব্যাপ্তি প্রদর্শন এবং তাহার নিরাস করিতে সচেষ্ট হইব।

বিপরীতজ্ঞানোত্তর প্রত্যক্ষে অনুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তিশঙ্কা

মিশ্রমতাবলম্বিগণ ভ্রমাত্মকবিপরীতজ্ঞানোত্তর প্রত্যক্ষনিশ্চয়ের প্রতি বিশেষদর্শনের কারণতা স্বীকার করেন। উক্ত বিশেষদর্শন ব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিনিশ্চয়স্বরূপ হওয়ায় তজ্জনিতবিপরীতজ্ঞানোত্তরপ্রত্যক্ষে অনুমিতি লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে। বিপর্যয় এবং সংশয়কে বিপরীতজ্ঞান বলা হয়। বিপর্যয়-শব্দের দ্বারা তদ্‌ভাববদ্বিশেষ্যকতৎপ্রকারক নিশ্চয়কে বুঝায়। উদাহরণ স্বরূপ আমরা বলিতে পারি যে, স্থাণুতে স্থাণুত্বাভাবের নিশ্চয় হইলে অর্থাৎ 'অয়ং স্থাণুত্বাভাববান্' এই আকারের যে ভ্রম নিশ্চয় তাহাকে বিপর্যয় বলে। বিপর্যয়জ্ঞানের বিশেষ্যীভূত যে 'অয়ং' পদার্থ তাহাতে (পুরোবর্ত্তিপদার্থে) ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ থাকা কালে দোষসমবহিত জ্ঞানলক্ষণাসন্নিকর্ষ হইতে স্থাণুত্বাভাবের বিপর্যয় জ্ঞান হইয়া থাকে। এইরূপ পুরোবর্ত্তী যে পুরুষ তাহাতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ বিদ্যমান থাকিলে দূরত্বপ্রভৃতি দোষসহকারে স্থাণুত্বের উপস্থিতিরূপ জ্ঞানলক্ষণা—সন্নিকর্ষবশতঃ পুরোবর্ত্তী অর্থাৎ অয়ং-পদার্থ যে পুরুষ তাহাকে বিশেষ্য করিয়া স্থাণুত্বকে প্রকার করিয়া 'অয়ং স্থাণুঃ' এই আকারের যে নিশ্চয় তাহাও বিপর্যয় জ্ঞান হইয়া থাকে। যেই জ্ঞানে একটি ধর্মীতে পরস্পর বিরুদ্ধভাব ও অভাব প্রকার হয় সেই জ্ঞানকে সংশয় বলে। সংশয়ে বিশেষণ-রূপে ভাসমান ভাব এবং অভাবকে কোটি বলা হয়। এই সংশয় বিভিন্ন কারণ হইতে উৎপন্ন হয়। স্থলবিশেষে

সাধারণধর্মবদ্‌ধর্মীর জ্ঞান হইতে সংশয় উৎপন্ন হইয়া থাকে। কোটিদ্বয়-সহচরিতধর্মকে সাধারণ ধর্ম বলা হয়। 'অয়ং স্থাণুর্ন বা' এই স্থলে স্থাণুত্ব এবং তদভাবসহচরিত যে উচ্চতা তাহাকেই সাধারণ ধর্ম বলে। উক্ত সাধারণধর্মবিশিষ্ট ধর্মীর জ্ঞান হইতে অর্থাৎ 'স্থাণুত্বতদভাব-সহচরিত-উচ্চতাবানয়ম্' এই আকারের জ্ঞান হইতে 'অয়ং স্থাণুর্ন বা' এইরূপ সংশয় হইয়া থাকে। সাধারণধর্মবদ্‌ধর্মীর জ্ঞান হইতে যেরূপ সংশয় হয় সেরূপ অসাধারণধর্মবদ্‌ধর্মীর জ্ঞান হইতেও স্থলবিশেষে সংশয় হইয়া থাকে। কোটিদ্বয়বদ্‌ব্যাবৃত্তধর্মকে অর্থাৎ নিশ্চিত যে কোটিদ্বয়ের আশ্রয় তাহাতে অবিদ্যমান ধর্মকে অসাধারণ ধর্ম বলে। দৃষ্টান্ত স্বরূপে আমরা 'শব্দো নিত্যঃ শব্দত্বাৎ' এই স্থলটির উল্লেখ করিতে পারি। এখানে শব্দত্বধর্ম নিত্যত্বতদভাববদ্ব্যাবৃত্ত বলিয়া অসাধারণ ধর্ম হইয়াছে। নিত্যত্বের নিশ্চিতাধিকরণ আকাশ বা পরমাণু প্রভৃতিতে এবং নিত্যত্বাভাবের নিশ্চিতাধিকরণ ঘটাদিতে শব্দত্ব থাকে না। সুতরাং নিত্যানিত্য-ব্যাবৃত্ত বলিয়া শব্দত্বকে অসাধারণ ধর্ম বলা হয়। এই অসাধারণ-ধর্মবদ্‌ধর্মীর জ্ঞান হইতে অর্থাৎ নিত্যানিত্যব্যাবৃত্তশব্দত্ববান্ শব্দঃ এই জ্ঞান হইতে 'শব্দো নিত্যো ন বা' অর্থাৎ 'শব্দ নিত্য' কিনা, এই আকারের সংশয় হইয়া থাকে। 'শব্দো নিত্যো ন বা' এইপ্রকার বিপ্রতিপত্তি বাক্য হইতেও সংশয় হইয়া থাকে। বিরুদ্ধ ভাব এবং অভাবের উপস্থাপক যে বাক্য তাহাকে বিপ্রতিপত্তি-বাক্য বলে। 'শব্দো নিত্যো ন বা' এই বাক্যটি নিত্যত্ব এবং অনিত্যত্ব-রূপ যে বিরুদ্ধভাবাভাব তাহার উপস্থাপক হওয়ায় বিপ্রতিপত্তিবাক্য হয়। এই বিপ্রতিপত্তিবাক্য হইতে বাদী ও প্রতিবাদীর শাস্ত্রীয় বিচারকালে মধ্যস্থ প্রভৃতির সংশয় উৎপন্ন হইয়া থাকে। উক্ত সংশয় বিচারের অঙ্গ বলিয়া স্বীকৃত হয়। পূর্বোক্ত বিপ্রতিপত্তিবাক্য হইতে নিত্যত্ব এবং নিত্যত্বাভাবের উপস্থিতি হইয়া মধ্যস্থ প্রভৃতির সংশয় উৎপন্ন হয়। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই যে পূর্বোক্ত সাধারণধর্মবদ্‌ধর্মীর

জ্ঞান, অসাধারণধর্মবদ্‌ধর্মীর জ্ঞান এবং বিপ্রতিপত্তিবাক্যজন্যজ্ঞান এই তিনটি কারণের যে কোন একটি কারণ হইতে ভাব এবং অভাবরূপ কোটিদ্বয়ের উপস্থিতি হয়। অনন্তর সংশয় হয়। উক্ত ত্রিবিধকারণভিন্ন জ্ঞানধর্মিক প্রামাণ্য বা অপ্রামাণ্য সংশয় হইতেও জ্ঞানবিষয়ের সংশয় উৎপন্ন হয়। সংশয়ে ভাবাভাবনিষ্ঠপ্রকারতাদ্বয়-নিরূপিত একটি বিশেষ্যতা স্বীকার করা হয়।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে সংশয়ে প্রকারতাদ্বয়নিরূপিত একটি বিশেষ্যতা স্বীকৃত হইলে 'একত্র দ্বয়ম্'[১], এই রীতি অনুসারে পর্বতাদি ধর্মীতে বহ্নিতদভাবপ্রকারক 'বহ্নিবহ্ন্যভাববান্ পর্বতঃ' এই আকারের যে জ্ঞান হইয়া থাকে, ঐ জ্ঞানও প্রকারতাদ্বয়নিরূপিত একবি-শেষ্যতাবগাহী বলিয়া উক্ত বহ্নিতদভাবপ্রকারকনিশ্চয়ের সংশয়ত্বাপত্তি হইবে। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে সংশয়গতপ্রকারিতাদ্বয়ের অবচ্ছেদ্যাবচ্ছেদকভাব স্বীকৃত হয়, কিন্তু একত্র দ্বয়ম্ এই রীতি অনুসারে যে ভাবাভাবপ্রকারক নিশ্চয় হয় তদ্‌গতপ্রকারিতাদ্বয়ের অবেচ্ছদ্যাবচ্ছেদকভাব স্বীকৃত নহে।

যদি বিশেষদর্শন না থাকে তাহা হইলে পূর্বোক্ত প্রকার 'স্থাণুত্বাভাববান্ অয়ম্'—এই আকারের বিপরীত নিশ্চয় অথবা অয়ং স্থাণু র্ন বা'—এই আকারের সংশয় থাকিলে তাহার পরে 'অয়ং স্থাণুঃ' এই আকারের স্থাণুত্বপ্রকারক প্রত্যক্ষ হয় না। পূর্বোক্ত বিপর্যয় বা সংশয়ের পরক্ষণে যদি বিশেষদর্শন অর্থাৎ 'স্থাণুত্বব্যাপ্য শাখাপল্লবাদিমানয়ম্' এই প্রকারের গ্রাহ্যব্যাপ্য-বত্তানিশ্চয় থাকে তাহা হইলে ভ্রমাত্মকবিপরীতনিশ্চয়ের পরে বা গ্রাহ্যসংশয়ের পরে 'অয়ং স্থাণুঃ এই আকারের স্থাণুত্বপ্রকারক প্রত্যক্ষ হইবে। এইজন্য উক্ত বিপরীতজ্ঞানোত্তর প্রত্যক্ষের প্রতি বিশেষদর্শনের কারণতা স্বীকার করিতে হয়।

[১] যেই জ্ঞান দুইটি প্রকারতানিরূপিত একটি বিশেষ্যতার নিরূপক হয় তাহাকে 'একত্রদ্বয়মিতি রীত্যা' জ্ঞান বলে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে পূর্বোক্ত বিপর্যয় জ্ঞান বা সংশয় স্থাণুত্বাভাববিষয়ক হওয়ায় স্থাণুত্বপ্রকারক-প্রত্যক্ষের প্রতি স্থাণুত্বাভাবপ্রকারকজ্ঞানত্বপুরস্কারে পূর্বোক্ত বিপরীতজ্ঞানদ্বয়ের প্রতিবন্ধকত্ব স্বীকার করিলেই যখন তাদৃশস্থাণুত্বপ্রকারকনিশ্চয়ের আপত্তি বারণ হইতে পারে তখন উক্ত ব্যাপ্যদর্শনের হেতুতা স্বীকার করা অনাবশ্যক। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, পূর্বোক্ত বিপর্যয় বা সংশয় থাকিলেও যদি বিশেষদর্শন থাকে তাহা হইলে বিপরীতজ্ঞান থাকা সত্ত্বেও স্থাণুত্বপ্রকারকপ্রাত্যক্ষিকনিশ্চয় উৎপন্ন হয়। এইজন্য স্থাণুত্বপ্রকারক-প্রত্যক্ষনিশ্চয়ের প্রতি স্থাণুত্বাভাবপ্রকারকজ্ঞানের প্রতিবন্ধকত্ব কল্পনা করা যায় না। এখন সমস্যা এই যে, গ্রাহ্যাভাবপ্রকারকনিশ্চয়ের পরে গ্রাহ্যপ্রকারক অনুমিতি বা শাব্দবোধাদি কেহই স্বীকার করেন না। সুতরাং বিশিষ্টবুদ্ধিসামান্যের প্রতি গ্রাহ্যাভাবনিশ্চয়ত্বরূপে প্রতিবন্ধকতা কল্পনা করিতে হয়। ইহার ফলে পূর্বোক্ত স্থাণুত্বপ্রকারকপ্রত্যক্ষও বিশিষ্টবুদ্ধির অন্তর্গত হওয়ায় ঐ প্রত্যক্ষের প্রতিও ভ্রমাত্মক-বিপরীতনিশ্চয়ের প্রতিবন্ধকতা স্বীকার করিতে হইবে। এই সমস্যার উত্তরে আমাদের বক্তব্য, বিশেষদর্শন থাকিলে বিপরীত নিশ্চয়কালে স্থাণুত্বপ্রকারকপ্রত্যক্ষের নিশ্চয় হইয়া থাকে। সুতরাং পূর্বোক্ত বিশিষ্টবুদ্ধি এবং তদভাবনিশ্চয়ের প্রতিবধ্যপ্রতিবন্ধকভাবস্থলে প্রতিবধ্যাংশে প্রত্যক্ষনিশ্চয়ান্যত্ব বিশেষণ দিতে হইবে। ফলে প্রত্যক্ষনিশ্চয়ান্যবিশিষ্টবুদ্ধিসামান্যে গ্রাহ্যাভাবনিশ্চয়ের প্রতিবন্ধকত্ব কল্পিত হইবে।

এখন আপত্তি হইতে পারে, যদি প্রত্যক্ষনিশ্চয়ের প্রতি গ্রাহ্যাভাবনিশ্চয় প্রতিবন্ধক না হয় অর্থাৎ স্থাণুত্বপ্রকারক প্রত্যক্ষের প্রতি স্থাণুত্বাভাবপ্রকারকবিপরীতনিশ্চয়ের প্রতিবন্ধকতা স্বীকার না করিয়া বিপরীতজ্ঞানোত্তরপ্রত্যক্ষের প্রতি গ্রাহ্যব্যাপ্যবত্তানিশ্চয়ের কারণতা স্বীকার করা হয় তাহা হইলে তুল্যযুক্তিতে 'শঙ্খো ন শ্বেতঃ' এই আকারের পিত্তাদিদোষজনিত বিপরীতনিশ্চয়কালে 'শ্বেতিমা-

ব্যাপ্যশঙ্খত্ববান্ অয়ম্ এইরূপ বিশেষদর্শন উৎপন্ন হইলে তাহার পরক্ষণে 'শঙ্খঃ শ্বেতঃ' অর্থাৎ শ্বেতিমাপ্রকারকশঙ্খবিশেষ্যক চাক্ষুষ-নিশ্চয়ের আপত্তি হইবে। কারণ 'শঙ্খো ন শ্বেতঃ' এই বিপরীত-নিশ্চয়োত্তর 'শঙ্খঃ শ্বেতঃ' এই আকারের প্রত্যক্ষের কারণ যে ব্যাপ্যদর্শন তাহা বিদ্যমান। এই আপত্তির উত্তরে বক্তব্য, শ্বৈত্য-প্রকারকশঙ্খবিশেষ্যকচাক্ষুষপ্রত্যক্ষের প্রতি পিত্তাদিদোষকে প্রতি-বন্ধক কল্পনা করিতে হইবে। সুতরাং পিত্তাদিদোষজনিতবিপরীত-নিশ্চয়কালে পিত্তাদিদোষ বিদ্যমান থাকায় তাহার পরক্ষণে শঙ্খে শ্বেতিমার চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের আপত্তি হইবে না। যদি পিত্তাদিদোষবিনষ্ট হওয়ার পরে 'শঙ্খো ন শ্বেতঃ' এই প্রকার বিপরীতনিশ্চয়ের পরে শঙ্খে শ্বেতিমার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ না হয় তাহা হইলে অগত্যা 'শঙ্খঃ শ্বেতঃ' এইরূপ প্রত্যক্ষনিশ্চয়ের প্রতিও দোষবিশেষাজন্যোপনীতভান-ভিন্নসমানেন্দ্রিয়জন্য-বিপরীতনিশ্চয়ের প্রতিবন্ধকত্ব কল্পনা করিতে হইবে। সাক্ষাৎকারিত্বগ্রহের যোগ্য অর্থাৎ যখন দোষবিশেষ হইতে উৎপন্ন বিপরীতনিশ্চয়ের পরে 'সাক্ষাৎ করোমি'—এই আকারের অনুব্যবসায় হয় তখন উক্ত বিপরীতনিশ্চয় দোষবিশেষা-জন্যোপনীতভান ভিন্ন হইবে। 'ভিন্নান্ত' এই বিশেষণ নিবেশের ফলে সাক্ষাৎকারিত্বগ্রহের অযোগ্য দূরত্বাদিসাধারণদোষজনিত যে স্থাণুত্বাভাবনিশ্চয় তাহার ব্যাবৃত্তি হইল। দোষবিশেষজন্য যে স্মর্যমান পীতিমা বা শ্বৈত্যাভাবের আরোপ তাহা লৌকিকপ্রত্যক্ষতুল্য হওয়ায় তৎস্বরূপবিপরীতজ্ঞান থাকা কালে শঙ্খে পীতত্বাভাবের বা শ্বৈত্যের প্রত্যক্ষ হয় না; এইজন্য দোষবিশেষাজন্যত্ব উপনীতভানের বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। উপনীতভান-শব্দের দ্বারা এখানে জ্ঞানলক্ষণা-সন্নিকর্ষজন্যপ্রত্যক্ষকে বুঝিতে হইবে। বিপরীতনিশ্চয়ে সমানেন্দ্রিয়-জন্যত্ব নিবেশের ফলে বংশ প্রভৃতিতে সর্পত্বের চাক্ষুষ ভ্রম থাকা

[১] যে সকল জ্ঞানের পরে সাক্ষাৎ করোমি এই প্রকার অনুব্যবসায় হয় না সেই সকল জ্ঞান সাক্ষাৎকারিত্বগ্রহের অযোগ্য হইয়া থাকে।

কালেও ত্বক্ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সর্পত্বাভাবের প্রত্যক্ষ হইবে। কেহ কেহ এই ভিন্নান্ত বিশেষণের দ্বারা সাক্ষাৎকারিত্বব্যঞ্জক-বিষয়িতা বিবক্ষা করিয়া সাক্ষাৎকারিত্বব্যঞ্জকবিষয়তাশালি-বিপরীত-নিশ্চয়ত্বপুরস্কারে প্রতিবন্ধকত্ব কল্পনা করেন।

আরও বক্তব্য এই যে, যেখানে 'শঙ্খঃ শ্বেতঃ' এই প্রকার শঙ্খে শ্বেতিমার চাক্ষুষনিশ্চয় হওয়ার পরে পিত্তাদিদোষ উপস্থিত হয়, সেখানে শঙ্খে শ্বেতিমার চাক্ষুষনিশ্চয় থাকা কালে পিত্তাদিদোষবশতঃ 'শঙ্খো ন শ্বেতঃ' এই প্রকার শঙ্খে শ্বৈত্যাভাবের চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ যদি না হয় তাহা হইলে চাক্ষুষাদিপ্রত্যক্ষের প্রতিও সমানেন্দ্রিয়জন্যবিপরীত-নিশ্চয়ের প্রতিবন্ধকত্ব কল্পনা করিতে হইবে। অর্থাৎ শ্বৈত্যাভাব-প্রকারকশঙ্খবিশেষ্যকচাক্ষুষনিশ্চয়ের প্রতি শ্বৈত্যপ্রকারক শঙ্খবিশেষ্যকচাক্ষুষনিশ্চয়ত্বরূপে প্রতিবন্ধকত্ব কল্পনা করিতে হইবে। এইজন্যই 'সাক্ষাৎকারিভ্রমে সাক্ষাৎকারিবিশেষদর্শনমেব বিরোধি'[১] —এই গ্রন্থের দ্বারা মণিকার দোষবিশেষজন্যভ্রমের প্রতি সমানেন্দ্রিয়জন্য-লৌকিক গ্রাহ্যাভাবনিশ্চয়ের বিরোধিতা স্বীকার করিয়াছেন।

শঙ্খো ন শ্বেতঃ এই প্রকার নিশ্চয়ের পরে 'শ্বেতিমাব্যাপ্য শঙ্খত্ববান্ অয়ম্' এইরূপ বিশেষদর্শন (ব্যাপ্য দর্শন) থাকা কালে যদি চাক্ষুষসামগ্রী না থাকে তাহা হইলে 'শঙ্খঃ শ্বেতঃ' ইত্যাদিমানসপ্রত্যক্ষ হইতে কোনও বাধা নাই। বিশেষদর্শন উৎপন্ন হওয়ার পরক্ষণে পূর্বোৎপন্ন 'শঙ্খো ন শ্বেতঃ' এই নিশ্চয় বিনষ্ট হওয়ার পরে বিশেষদর্শনরূপ প্রতিবন্ধক থাকায় পুনরায় 'শঙ্খো ন শ্বেতঃ' এইপ্রকার নিশ্চয়ান্তরের উৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে না ; সুতরাং 'শঙ্খঃ শ্বেতঃ' এই প্রকারের মানসপ্রত্যক্ষ স্বীকৃত হইয়া থাকে। বিশেষদর্শনের অব্যবহিতপরক্ষণে উক্ত প্রকার মানস

---

[১] ভট্টাচার্য কর্তৃক উদ্ধৃত চিন্তামণিকারের মত—গাদাধরীবিবৃতিঃ, অনুমান গাদাধরী, পৃ ১০৪

প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলে অনুভবেরও বিরোধ হয় না। যেখানে চক্ষুসন্নিকর্ষাদি থাকা কালে স্থাণুত্বাভাবের ব্যাপ্য যে করাদি তাহার দর্শন থাকে না, অথচ দূরত্বাদিদোষনিবন্ধন 'অয়ং স্থাণুঃ' ইত্যাকারের ভ্রম উৎপন্ন হওয়ার ফলে 'নায়ং স্থাণুঃ' এই প্রকারের লৌকিক নিশ্চয় উৎপন্ন হয় না সেখানেই ভ্রমোত্তরপ্রত্যক্ষে বিশেষদর্শনত্বরূপে বিশেষদর্শনের কারণতা স্বীকার করিতে হয়।

এখন আশঙ্কা হইতেছে, পূর্বোক্তরূপে ভ্রমোত্তরপ্রত্যক্ষে বিশেষ-দর্শন কারণ হইলেও ভ্রমোৎপত্তিক্ষণে অর্থাৎ 'শঙ্খো ন শ্বেতঃ' এই প্রকারের ভ্রমজ্ঞানোৎপত্তিকালে বিশেষদর্শন না থাকাসত্ত্বেও ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষজনিত 'শঙ্খঃ শ্বেতঃ' এই আকারের লৌকিকজ্ঞান উৎপন্ন হয় না কেন? যদি বলা হয় পিত্ত বা দূরত্বাদিদোষ প্রতিবন্ধক হওয়ায় ভ্রমোৎপত্তিক্ষণে উক্ত লৌকিকপ্রত্যক্ষ হইতে পারে না, তাহাও ঠিক নহে। কারণ দূরত্ব বা পিত্তাদিদোষ যদি লৌকিকপ্রত্যক্ষের বিরোধী হয় তাহা হইলে 'অয়ং ন স্থাণুঃ' ইত্যাদি দোষসমবহিত-বিপরীত-জ্ঞানের পরে বিশেষদর্শনবশতঃ 'অয়ং স্থাণুঃ' ইত্যাদি লৌকিক-প্রত্যক্ষনিশ্চয়ের উৎপত্তি হইতে পারে না। কারণ সেখানেও বিশেষদর্শনক্ষণে প্রতিবন্ধকীভূতদোষ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই আশঙ্কার উত্তরে বক্তব্য এই যে বিশেষদর্শনবিরহসহকৃত-পিত্ত-দূরত্বাদিদোষকে পূর্বোক্ত শ্বৈত্য বা স্থাণুত্বপ্রকারলৌকিকপ্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধক স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং পূর্বোক্ত ভ্রমোৎপত্তিক্ষণে 'শঙ্খঃ শ্বেতঃ' এই প্রকার লৌকিকপ্রত্যক্ষের আপত্তি হইবে না। ভ্রমোত্তরবিশেষদর্শন উৎপত্তি হওয়ার পরক্ষণে তাদৃশ লৌকিক-প্রত্যক্ষের অনুপপত্তিও বারণ হইবে। অথবা তত্তৎদোষসমান-কালীনলৌকিকপ্রত্যক্ষের প্রতি বিশেষদর্শনত্বরূপে কারণান্তর কল্পনা করিতে হইবে, ইহাই মিশ্রের অভিপ্রায়। মিশ্রের মতে বিপরীত-জ্ঞান যেরূপ লৌকিকপ্রত্যক্ষবিশেষের বিরোধী হয় না সেইরূপ পিত্তদূরত্বাদিদোষও শ্বেতিমাপ্রকারক বা স্থাণুত্বপ্রকারক লৌকিক

প্রত্যক্ষের বিরোধী নহে। ইহার ফলে 'অয়ং স্থাণুঃ' এই প্রকার ভ্রমের পরে 'নায়ং স্থাণুঃ' এই প্রকার যে লৌকিকপ্রত্যক্ষ হয় তাহার প্রতি কারণ যে 'স্থাণুত্বাভাবব্যাপ্যকরচরণাদিমানয়ম্' এইরূপ বিশেষদর্শন তাহা ব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিজ্ঞানস্বরূপ হওয়ায় তজ্জনিতপ্রত্যক্ষে অনুমিতি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে। এইরূপ কার্যকারণভাব মিশ্রসম্মত হইলেও উপাধ্যায়ের সম্মত নহে। উপাধ্যায় বিশেষদর্শনকে উত্তেজক স্বীকার করিয়া বিশিষ্টবুদ্ধিসামান্যের প্রতি বিশেষ-দর্শনবিরহবিশিষ্ট বিপরীতজ্ঞানের প্রতিবন্ধকতা স্বীকার করেন। ইহার ফলে বিশেষদর্শন না থাকিলে সংশয় কিংবা বিপরীতনিশ্চয়ের পরে প্রত্যক্ষনিশ্চয়ের আপত্তি হইবে না। এখন শঙ্কা হইতে পাবে যে, যদি উপাধ্যায় পূর্বোক্তরূপে বিশিষ্টবুদ্ধি সামান্যের প্রতি বিশেষদর্শনবিরহবিশিষ্টগ্রাহ্যাভাবজ্ঞানত্বরূপে সংশয়-সাধারণ-বিপরীতজ্ঞানের প্রতিবন্ধকতা স্বীকার করেন তাহা হইলে 'পর্বতো বহ্ন্যভাববান্' এইপ্রকারের বাধনিশ্চয় কালে 'বহ্নিব্যাপ্য-ধূমবান্ পর্বতঃ' এইরূপ পরামর্শের পরে 'পর্বতো বহ্নিমান্' এই আকারের অনুমিতির আপত্তি হয়। কারণ উক্তপরামর্শ বিশেষদর্শন-স্বরূপ হওয়ায় বাধনিশ্চয়ের প্রতিবন্ধকতাতে উত্তেজক হইবে। উক্ত বাধনিশ্চয়কালেও বিশেষদর্শনাভাবরূপ বিশেষণ না থাকায় বিশেষ-দর্শনাভাববিশিষ্টগ্রাহ্যাভাবজ্ঞানরূপ বিশিষ্টের অভাব রহিয়াছে। আরও বক্তব্য প্রতিবধ্যতাবচ্ছেদককোটিতে নিশ্চয়ত্বনিবেশ না করিয়া যদি বিশিষ্টবুদ্ধিত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিবধ্যতা স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে সংশয়ের পরে বিশেষ দর্শন না থাকিলে সংশয় হইতে পারে না। কারণ সংশয়ও বিশিষ্টবুদ্ধি। সুতরাং সংশয়ের প্রতিও বিপরীত জ্ঞানস্বরূপ যে সংশয় তাহার প্রতিবন্ধকতা স্বীকার করিতে হইবে। তৎপ্রকারকতদ্‌বিশেষ্যকনিশ্চয়ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিবধ্যতা স্বীকার করিলে সংশয়োত্তরসংশয়ের অনুপপত্তি বারণ হইলেও 'নায়ং স্থাণুঃ' এই প্রকারবাধনিশ্চয়ের পরেও 'অয়ং স্থাণুর্ন বা' এই প্রকারের

সংশয়ের আপত্তি হইবে। এই প্রসঙ্গে বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না, পূর্বোক্তরূপে প্রতিবধ্যপ্রতিবন্ধকভাব স্বীকার করিলে ঘটমানয় ইত্যাদিস্থলে কর্মত্বং ঘটীয়ং ন বা, আনয়নং ঘটকর্মকং ন বা ইত্যাদি যোগ্যতাসংশয়ের পরে ঘটকর্মতাকআনয়নাদিকে বিষয় করিয়া শাব্দবোধ হইতে পারে না। কারণ শাব্দ-বোধের প্রতি সংশয়-সাধারণযোগ্যতাজ্ঞানের কারণতা স্বীকৃত। সুতরাং উক্তযোগ্যতাসংশয় বিশেষদর্শনবিরহবিশিষ্টগ্রাহ্যাভাবজ্ঞানরূপ হওয়ায় শাব্দবোধাত্মকবিশিষ্ট-বুদ্ধির প্রতিবন্ধক হইবে। এইসকল আপত্তির উত্তরে উপাধ্যায় বলেন, বিশিষ্টবুদ্ধিসামান্যের প্রতি বিশেষদর্শনবিরহবিশিষ্টগ্রাহ্যাভাব-জ্ঞানের যেইরূপ প্রতিবন্ধকতা কল্পনা করা হইয়াছে সেইরূপ পরোক্ষজ্ঞানের প্রতি বাধনিশ্চয়েরও স্বতন্ত্র প্রতিবন্ধকতা কল্পনা করিতে হইবে। অনুমিতি পরোক্ষজ্ঞান। সুতরাং বাধনিশ্চয়কালে পরোক্ষ-জ্ঞানের প্রতিবন্ধক থাকায় অনুমিতির আপত্তি হইবে না। অতএব বিপরীতজ্ঞানের প্রতিবধ্যতাবচ্ছেদককোটিতে বিশিষ্টবুদ্ধিত্ব নিবেশ না করিয়া প্রত্যক্ষনিশ্চয়ত্ব নিবেশ করিলেই সংশয়োত্তর সংশয়ের এবং যোগ্যতাজ্ঞানাত্মকগ্রাহ্যাভাব সংশয়ের পরে শাব্দবোধের অনুপপত্তি বারণ হইবে। এখন আশঙ্কা হইতে পারে যে পরোক্ষজ্ঞানে বাধনিশ্চয়ের প্রতিবন্ধকতা স্বীকার করিয়া তৎপ্রকারকতদ্বিশেষ্যক-প্রত্যক্ষনিশ্চয়ের প্রতি বিশেষদর্শনাভাববিশিষ্টগ্রাহ্যাভাবজ্ঞানের প্রতিবন্ধকত্ব কল্পনা করিলে উপাধ্যায়মতে বাধনিশ্চয়ের পরে সংশয় হইতে পারে। ইহার উত্তরে উপাধ্যায় বলেন যেখানে পরোক্ষজ্ঞানের প্রতি বাধনিশ্চয়ের প্রতিবন্ধকতা কল্পনা করা হইয়াছে সেখানে প্রত্যক্ষনিশ্চয়ান্যজ্ঞানত্বরূপে প্রতিবধ্যতা কল্পনা করিতে হইবে। সুতরাং বাধনিশ্চয়কালে গ্রাহ্যসংশয়ের আপত্তি হইবে না। এইপ্রকারে বিভিন্ন প্রতিবধ্যপ্রতিবন্ধকভাবকল্পিত হইলে মিশ্রভিন্ন অন্যকোনও মতে সংশয়োত্তরপ্রত্যক্ষে অনুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় না। এই অভিপ্রায়ে দীধিতিকার বলিয়াছেন, 'ন

চ ভ্রমসংশয়োত্তরপ্রত্যক্ষং প্রতি বিশেষদর্শনস্য হেতুতামতে তত্রাতিব্যাপ্তিঃ'[১]। এখন আশঙ্কা হইতে পারে, দীধিতিকার বা উপাধ্যায় প্রভৃতির মতে বিপরীতজ্ঞানোত্তর-প্রত্যক্ষে বিশেষদর্শনের হেতুতা স্বীকার না করিলেও 'স্থাণুত্বাভাবব্যাপ্যকরাদিমানয়ম্' এই প্রকারের ব্যাপ্যপ্রকারকধর্মিনিশ্চয় বিশেষণজ্ঞানরূপে তাদৃশনিশ্চয়োত্তর-জায়মান যে ধর্মিবিশিষ্টপ্রত্যক্ষ তাহার হেতু হইবে। সুতরাং অনুমিতি-লক্ষণে ব্যাপ্তিপ্রকারকপক্ষধর্মতাবগাহিনিশ্চয়ত্বরূপে কারণতা স্বীকার না করা পর্য্যন্ত দীধিতিকারাদিমতেও যখন প্রত্যক্ষবিশেষে অতিব্যাপ্তি হইবে তখন 'বিশেষদর্শনস্য হেতুতামতে' দীধিতিকারের এই উক্তি কেমন করিয়া সঙ্গত হইবে? ইহার উত্তরে বক্তব্য, মিশ্রমতে ব্যাপ্তিপ্রকারকপক্ষধর্মতাবগাহিনিশ্চয়ত্বরূপে অনুমিতির হেতুতা কল্পনা করিলেও বিপরীতজ্ঞানোত্তর প্রত্যক্ষে অতিব্যাপ্তি হইবে। দীধিতিকারপ্রভৃতির মতে ব্যাপ্তিপ্রকারকপক্ষধর্মতাবগাহি-নিশ্চয়ত্বপুরস্কারে অনুমিতির কারণতা স্বীকৃত হইলে পূর্বোক্ত প্রত্যক্ষবিশেষে অতিব্যাপ্তি হইবে না। এইজন্যই দীধিতিকার বিশেষদর্শনের হেতুতামতে এই কথা বলিয়াছেন। যাহা হউক অন্যমতে অতিব্যাপ্তি না হইলেও মিশ্রমতে বিপর্যয় বা সংশয়রূপ যে বিপরীতজ্ঞান তদুত্তর প্রত্যক্ষবিশেষে যে অতিব্যাপ্তি হয় ঐ অতিব্যাপ্তি পরিহারের উপায় কি? এই সমস্যার সমাধান কল্পে প্রথমে বিবেচনা করিতে হইবে, 'পর্বতো বহ্নিমান্' ইত্যাদি অনুমিতির প্রতি বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ এই পরামর্শের কারণতা এবং 'অয়ং স্থাণুঃ' ইত্যাকারক বিপরীতনিশ্চয়োত্তর অথবা 'অয়ং স্থাণু র্ন বা' এই প্রকার সংশয়োত্তর 'নায়ং স্থাণুঃ' এই আকারের প্রত্যক্ষের প্রতি 'স্থাণুত্বাভাবব্যাপ্যকরচরণাদিমানয়ম্' এই বিশেষদর্শনের কারণতা, একরূপে অথবা ভিন্নরূপে কল্পিত হইবে? যদি একরূপে কল্পিত হয়

[১] দীধিতিঃ, অনুমানগাদাধরী পৃঃ ৯৮

তাহা হইলে অবশ্যই পরামর্শগতানুমিতিরকারণতা এবং বিশেষদর্শনগত প্রত্যক্ষহেতুতা একরূপাবচ্ছিন্ন হওয়ায় পূর্বোক্ত প্রত্যক্ষবিশেষে অনুমিতি লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। বাস্তবিক পক্ষে পরামর্শগত কারণতা এবং বিশেষদর্শনগত কারণতা একরূপাবচ্ছিন্ন নহে। মিশ্রমতে ব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিনিশ্চয়ত্বরূপে অনুমিতির কারণতা কল্পিত হইলেও, বিপরীতজ্ঞানোত্তর প্রত্যক্ষের বিশেষদর্শনগত-কারণতা গ্রাহ্যাভাববিরোধিত্বরূপে কল্পিত হইয়াছে, বিশেষদর্শনত্বরূপে নহে। কারণ বিশেষদর্শনত্বরূপে সংশয়োত্তরপ্রত্যক্ষবিশেষের কারণতা স্বীকার করিলে অন্ধকারে এখানে ঘট আছে কিনা—এই প্রকার সংশয়ের পরে আলো উপস্থিত থাকিলেও এখানে ঘট আছে এই প্রকারের ঘটাদিনিশ্চয় হইতে পারে না। কুঙ্কুমাদিগন্ধের অভিব্যঞ্জক ঘৃত বা তৈল সংযোগ না থাকাকালে কুঙ্কুমাদিতে সৌরভের সন্দেহ হয়, উক্ত সন্দেহের পরে ঘৃতসংযোগাদিরূপব্যঞ্জক উপস্থিত হইলেও কুঙ্কুমে সৌরভাদিপ্রকারক নিশ্চয় হইতে পারে না। উক্তোভয়স্থলেই ঘটনিশ্চয় বা কুঙ্কুমে সৌরভনিশ্চয় বিপরীতজ্ঞানোত্তর প্রত্যক্ষ হইয়াছে অথচ আলোকসংযোগ বা অভিব্যঞ্জকঘৃতসংযোগ কোনটিই বিশেষদর্শন নহে। এইজন্য বিশেষদর্শনের বিশেষদর্শনত্বরূপে হেতুতা স্বীকার না করিয়া বিপরীতজ্ঞান-বিরোধিত্বপুরস্কারে কারণতা স্বীকার করিতে হইবে। ইহার ফলে

বিপরীতজ্ঞানোত্তর প্রত্যক্ষে অতিব্যাপ্তি পরিহার

স্থাণুত্ব-তদভাবকোটিকসংশয়ের পরে বিশেষদর্শন থাকিলে যেরূপ নায়ং স্থাণুঃ এই প্রকারের প্রত্যক্ষবিশেষ উৎপন্ন হয় সেইরূপ অন্ধকারে ঘটসংশয়োত্তর আলোকসংযোগ থাকিলে উক্ত আলোকসংযোগ ঘটাভাবজ্ঞানের বিরোধিত্বরূপে কারণ হওয়ায় ঘটনিশ্চয় হইতে পারে। এইরূপ কুঙ্কুমগন্ধের অভিব্যঞ্জক যে ঘৃততৈলাদির সংযোগ তাহা না থাকিলে কুঙ্কুমাদিতে যে সৌরভাদির সন্দেহ উৎপন্ন হয় উক্ত সন্দেহের উত্তরক্ষণে তাদৃশগন্ধের অভিব্যঞ্জক ঘৃত বা তৈলসংযোগ

থাকিলে ঐ সংযোগ বিপরীত জ্ঞানের অর্থাৎ সংশয়ের বিরোধী হওয়ায় উত্তরক্ষণে কুঙ্কুমাদিতে সৌরভের লৌকিকপ্রত্যক্ষ হইতে পারিবে। সুতরাং বিপরীতজ্ঞানোত্তর প্রত্যক্ষে পূর্বোক্ত অনুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি বারিত হইবে। কারণ বিপরীতজ্ঞানোত্তরপ্রত্যক্ষের কারণতা বিপরীতজ্ঞানবিরোধিত্বপুরস্কারে কল্পিত হইয়াছে, পূর্বোক্ত অনুমিতিলক্ষণের অন্তর্গত অনুমিতির জনকতা ব্যাপ্তিপ্রকারকপক্ষধর্মতাবগাহিনিশ্চয়ত্ব-রূপে কল্পিত হইয়াছে। অতএব বিপরীতজ্ঞানোত্তর প্রত্যক্ষে অনুমিতি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা রহিল না।

বিপরীতজ্ঞানবিরোধিত্ব-রূপে বিশেষদর্শনের কারণতা স্বীকার করিলে বিপরীতজ্ঞানোত্তর প্রত্যক্ষে অতিব্যাপ্তির বারণ হইলেও উপমিতিবিশেষে অনুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে।

উপমিতিতে অতি-ব্যাপ্তি-শঙ্কা ও তাহার পরিহার

উপমান প্রমাণ হইতে উৎপন্ন প্রমিতিবিশেষকে উপমিতি বলা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যায় যে কোন আরণ্যকপুরুষের 'গো সদৃশো গবয়পদবাচ্যঃ' এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কোনও একজন গ্রামবাসীর উক্ত বাক্যার্থবোধ হওয়ার পরে ঐ গ্রামীণ পুরুষ কালান্তরে যখন গোসদৃশ একটি পশুকে দর্শন করেন তখন ঐ দর্শনকে সাদৃশ্যপ্রত্যক্ষ বলা হয়। 'অয়ং গোসদৃশঃ' এইপ্রকার সাদৃশ্যপ্রত্যক্ষ হওয়ার পরে উক্ত সাদৃশ্য-প্রত্যক্ষরূপ-উদ্বোধকের দ্বারা পূর্বের শাব্দবোধজনিত অতিদেশবাক্যার্থ-গোচর সংস্কার উদ্বুদ্ধ হওয়ায় অতিদেশবাক্যার্থের স্মৃতি হয়। ঐ স্মরণ হওয়ার পরে 'গবয়ো গবয়পদবাচ্যঃ' এই আকারের যে সঙ্গাসঙ্গিসম্বন্ধের অর্থাৎ বাচ্যবাচকভাবের জ্ঞান হয় ইহাকে উপমিতি বলে। নৈয়ায়িকগণ অতিদেশবাক্যার্থের স্মরণকে ব্যাপার, সাদৃশ্যদর্শনকে করণ এবং পদবিশেষে পদার্থবিশেষের শক্তিগ্রহকেই উপমানপ্রমাণের ফল অর্থাৎ উপমিতি বলিয়া থাকেন। বৈশেষিকগণ উপমানের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না। তাঁহারা

অনুমানের দ্বারাই গবয়াদি পদের শক্তিপরিচ্ছেদ স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে 'গবয়পদং সপ্রবৃত্তিনিমিত্তকং সাধুপদত্বাৎ' —এই অনুমানে সামান্যতঃ সপ্রবৃত্তিনিমিত্তকত্ব সাধ্য হইলেও লাঘব-জ্ঞানসহকারে গবয়ত্বপ্রবৃত্তিনিমিত্তকত্বরূপ-বিশেষধর্মপুরস্কারে গবয়ত্বপ্রবৃত্তিনিমিত্তকত্বের অনুমিত্যাত্মক শক্তিপরিচ্ছেদ স্বীকার করা হয়। মীমাংসকগণ উপমানের প্রামাণ্য স্বীকার করিলেও পদ-বাচ্যত্বরূপ শক্তিপরিচ্ছেদকে উপমানে ফল বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা গবয়াদিপিণ্ডে গোসাদৃশ্যের প্রত্যক্ষ হওয়ার পরে 'সা গৌরেতৎসদৃশী' অর্থাৎ 'পূর্বদৃষ্ট গরুটি দৃশ্যমান গবয়-সদৃশ' এইপ্রকার উপমান প্রমাণের ফল স্বীকার করেন। ফল যাহাই হউক স্মরণাত্মক-অতিদেশবাক্যার্থের জ্ঞান যে উপমিতির কারণ—ইহা উপমান-প্রামাণ্যবাদিগণ সকলেই স্বীকার করেন। উপমিতি এবং অতিদেশবাক্যার্থের স্মরণ এতদুভয়ের কার্যকারণভাব থাকার ফলে 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবৎপর্বতসদৃশো মহানসপদবাচ্যঃ'—এইরূপ অতিদেশবাক্যজনিত শাব্দবোধ হইতে উপজাতসংস্কার-সম্পন্ন পুরুষের কালান্তরে 'ইদং বহ্নিব্যাপ্যধূমবৎপর্বতসদৃশম্'—এইরূপ সাদৃশ্যজ্ঞানের দ্বারা উদ্বুদ্ধ উক্ত-সংস্কারজনিত-অতিদেশ-বাক্যার্থগোচর যে স্মরণ উৎপন্ন হয় তাহা ব্যাপ্ত্যবচ্ছিন্নপক্ষধর্মতাবগাহী হওয়ায় উক্ত স্মরণ হইতে উৎপন্ন 'মহানসং মহানসপদবাচ্যম্' এই-প্রকার উপমিতিতে অনুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে। উক্ত অতিব্যাপ্তি বারণ করিবার জন্য পূর্বোক্ত অনুমিতিলক্ষণের অন্তর্গত প্রথম-জ্ঞানপদটিকে নিশ্চয়-রূপে বিবক্ষা করিতে হইবে। ইহার ফলে ব্যাপ্তিপ্রকারকপক্ষধর্মতাবগাহিনিশ্চয়ত্বাবচ্ছিন্নজনকতা-নিরূপিতজন্যতাবজ্ জ্ঞানত্বই অনুমিতির লক্ষণ পর্যবসিত হইল। যদিও উপমিতির কারণ যে 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবৎপর্বতসদৃশো মহানসপদবাচ্যঃ' এইরূপ অতিদেশবাক্যার্থের স্মরণ তাহা ব্যাপ্তিপ্রকারক-পক্ষধর্মতাবগাহী হইয়াছে তথাপি উক্ত অতিদেশবাক্যার্থজ্ঞানগত

যে উপমিতিকারণতা তাহা অতিদেশবাক্যার্থজ্ঞানত্ব-রূপেই কল্পিত হইয়াছে,নিশ্চয়ত্ব-রূপে নহে। অতএব ব্যাপ্তিপ্রকারকপক্ষধর্মতাবগাহি-নিশ্চয়ত্বাবচ্ছিন্নজনকতাঘটিত যে অনুমিতির লক্ষণ তাহার পূর্বোক্ত উপমিতিতে অতিব্যাপ্তি হইবে না এবং পূর্বপ্রদর্শিত বিপরীতজ্ঞানোত্তর প্রত্যক্ষেও অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা রহিল না। কারণ বিপরীত-জ্ঞানোত্তর বিশেষদর্শনের যে কারণতা তাহা বিপরীতজ্ঞানবিরোধিত্ব-রূপে স্বীকৃত হইয়াছে, নিশ্চয়ত্ব-রূপে নহে। এখন পুনরায় আশঙ্কা হইতে পারে যে, বহ্নিব্যাপ্যধূমবত্ত্ব-রূপে 'পর্বতসদৃশো মহানসপদবাচ্যঃ' এইপ্রকারের অতিদেশবাক্যার্থজ্ঞানসহকারে ব্যাপ্যবত্তা-রূপ সাদৃশ্যপ্রকারকধর্মিবিশেষ্যকসাদৃশ্যজ্ঞানকে করণ করিয়া যে উপমিতি হইবে সেই উপমিতিতে নিশ্চয়ত্বাবচ্ছিন্ন-জনকতাঘটিত যে অনুমিতির লক্ষণ তাহার অতিব্যাপ্তি হইবে। কারণ মহানসাদি-ধর্ম্যংশে উক্ত সাদৃশ্যজ্ঞানের কারণতা পক্ষধর্মিকব্যাপ্ত্যবচ্ছিন্নপ্রকারক-নিশ্চয়ত্বরূপেই কল্পিত। সুতরাং 'মহানসং মহানসপদবাচ্যং' এইপ্রকার যে উক্ত-সাদৃশ্যজ্ঞানজনিত উপমিতি তাহাতে অতিব্যাপ্তি হইবে। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, তাদৃশসাদৃশ্যজ্ঞানজন্য উপমিতিতে অনুমিতি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য অনুমিতিলক্ষণে পক্ষধর্মিকব্যাপ্ত্যব-চ্ছিন্নহেতুপ্রকারকনিশ্চয়ত্বপর্যাপ্তজনকতাবচ্ছেদকতা নিবেশ করিতে হইবে। ফলে প্রকৃতসাধ্যব্যাপ্ত্যবচ্ছিন্নহেতুবিষয়তানিরূপিত প্রকৃত-পক্ষবিষয়তাকনিশ্চয়ত্ব পর্যাপ্ত যে অবচ্ছেদকতা উক্ত অবচ্ছেদকতার নিরূপক যে জনকতা তন্নিরূপিতজন্যতাবজ্‌জ্ঞানত্বই অনুমিতির লক্ষণ হইবে। পর্যাপ্তাবচ্ছেদকতাশব্দের অর্থ পর্যাপ্তি[১]সম্বন্ধে পূর্বোক্তনিশ্চয়ত্বে বর্তমান অবচ্ছেদকতা। এখানে আমাদের মনে রাখিতে হইবে

[১]ন্যায়মতে সমবায়সম্বন্ধের মত পর্যাপ্তিকেও একটি সম্বন্ধ বলিয়া স্বীকার করা হয়। দ্বিত্বাদিসংখ্যা যেরূপ সমবায়সম্বন্ধে থাকে সেইরূপ পর্যাপ্তিসম্বন্ধেও থাকে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, সমবায়সম্বন্ধে যখন দ্বিত্বাদি থাকে তখন

যে, ব্যাপ্তি হইতে আরম্ভ করিয়া নিশ্চয়ত্ব পর্যন্ত যতগুলি পদার্থ-নিবিষ্ট হইয়াছে ঐ সকলপদার্থে অনুমিতি-জনকতাবচ্ছেদকতা পর্যাপ্ত রহিয়াছে। অতএব তাদৃশসমুদায়পর্যাপ্তাবচ্ছেদকতানিরূপককারণ-তাকে অন্তর্ভাব করিয়া অনুমিতিলক্ষণ বলিতে হইবে। উপমিতির স্থলে উপমিতিজনকতাবচ্ছেদকগর্ভে পর্বতভেদ এবং ধর্মাংশে পর্বতবৃত্তিত্ব অধিক নিবিষ্ট হইবে। কারণ তদ্ভিন্নত্বে সতি তদ্গতধর্মবত্ত্বই সাদৃশ্য। উপমিতিজনকসাদৃশ্যজ্ঞান ব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী হইলেও পর্বতবৃত্তিত্বাবগাহী এবং পর্বতভেদাবগাহী হওয়ায় অনুমিতিজনকতার অবচ্ছেদকতা যাদৃশসমুদায়ে পর্যাপ্ত উপমিতির জনকতাবচ্ছেদকতা তাদৃশসমুদায়ে পর্যাপ্ত নহে। সুতরাং উপমিতিতে প্রকৃতসাধ্যব্যাপ্ত্য-বচ্ছিন্নহেতুবিষয়তানিরূপিত প্রকৃতপক্ষবিষয়তাক তাদৃশনিশ্চয়ত্ব-পর্যাপ্তাবচ্ছেদকতানিরূপকজন্যতাঘটিত অনুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে না।

এখন আশঙ্কা হইতে পারে, 'অয়মতিদীর্ঘগ্রীবশ্চপলতরৌষ্ঠঃ কঠোরকণ্টকাশী করভপদবাচ্যঃ'—এই প্রকার অতিদেশবাক্যশ্রবণের পরে কোনও এক সময়ে 'অতিদীর্ঘগ্রীবাদিমত্ত্বরূপবৈধর্ম্যপ্রকারক-পশ্বন্তরবৈধর্ম্যবানয়ম্'—এই আকারের বৈধর্ম্যজ্ঞানবশতঃ পূর্বোক্ত অতিদেশবাক্যার্থের স্মরণদ্বারা যেরূপ 'অয়ং করভপদবাচ্যঃ' এই

দ্বিত্বাদির পর্যাপ্তি সম্বন্ধ স্বীকার করার প্রয়োজন কেন? ইহার উত্তরে বক্তব্য, ঘটপট-উভয়ে সমবায়-সম্বন্ধে দ্বিত্ব থাকিলেও দ্বিত্ববান্ ঘটঃ, দ্বিত্ববান্ পটঃ এই প্রকার সমবায়সম্বন্ধে দ্বিত্বপ্রকারকঘটাদিবিশেষ্যকের প্রতীতি হইয়া থাকে। কিন্তু ঘটপটৌ দ্বৌ এইরূপ প্রতীতিভিন্ন 'অয়ং দ্বৌ' অথবা 'দ্বৌ ঘটঃ' এই প্রকারের প্রতীতি হয় না। কিন্তু ইমৌ দ্বৌ, ঘটৌ দ্বৌ এই প্রকার প্রতীতি হয়। সুতরাং ইমৌ দ্বৌ, দ্বিত্ববান্ ঘটঃ এইরূপ বিলক্ষণ প্রতীতির জন্য 'ইমৌ দ্বৌ'—ইত্যাদিস্থলে দ্বিত্বাদির একটি অনুভবসিদ্ধ পর্যাপ্তিরূপ সমবায়াদিবিলক্ষণ সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে।

প্রকার উপমিতি হইয়া থাকে সেইরূপ 'পশুত্বব্যাপ্যসাস্নাবান্ গোপদবাচ্যঃ' এইরূপ অতিদেশবাক্যশ্রবণের পর কালান্তরে 'পশুত্বব্যাপ্যসাস্নাবত্ত্বরূপ পশ্বন্তরবৈধর্ম্যপ্রকারকপশুত্ববাপ্যসাস্নাবানয়ম্' এই আকারের বৈধর্ম্যজ্ঞান হওয়ার পরে 'পশুত্বব্যাপ্যসাস্নাবান্ গোপদবাচ্যঃ' এইরূপ অতিদেশবাক্যার্থের স্মৃতি-রূপ ব্যাপার হইতে 'অয়ং গোপদবাচ্যঃ' এইরূপ উপমিতি হইয়া থাকে। উক্ত উপমিতিতে অনুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে। ব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিতাদৃশনিশ্চয়ত্বে অনুমিতিজনকতাবচ্ছেদকতা যেভাবে পর্যাপ্ত সেইভাবে উক্ত বৈধর্মজ্ঞানজন্য যে উপমিতি হইবে ঐ উপমিতির জনকতাবচ্ছেদকতাও ব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিনিশ্চয়ত্বে পর্যাপ্ত। কারণ বৈধর্ম্যজ্ঞানকে করণ করিয়া যেখানে উপমিতি হয় সেখানে পশুত্বসাধ্যকসাস্নাবত্ত্বহেতুক অনুমিতির জনক পরামর্শ যেরূপ সাধ্যনিরূপিতব্যাপ্তিপ্রকারকপক্ষধর্মতাবগাহী হইয়া থাকে সেইরূপ উক্ত বৈধর্ম্যোপমিতির করণ যে বৈধর্ম্যজ্ঞান তাহাও পশুত্বনিরূপিতব্যাপ্তিপ্রকারকপক্ষধর্মতাবগাহী হওয়ায় পশুত্বসাধ্যকসাস্নাবত্ত্বহেতুকঅনুমিতিনিষ্ঠজন্যতানিরূপিতজনকতাবচ্ছেদকতা যাদৃশধর্মে পর্যাপ্ত উক্ত বৈধর্ম্যোপমিতিনিষ্ঠজন্যতানিরূপিতজনকতাবচ্ছেদকতাও ঠিক তাদৃশধর্মে পর্যাপ্ত হওয়ায় তাদৃশনিশ্চয়ত্বপর্যাপ্তাবচ্ছেদকতাকজনকতাঘটিত অনুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। এই বৈধর্ম্যজ্ঞানজনিত উপমিতিতে অনুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি পরিহার করিবার উপায় কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য, উক্তঅতিব্যাপ্তি-পরিহারের উপায়ান্তর না থাকায় অনুমিতিলক্ষণের অন্তর্গত চরমজ্ঞানে 'উপমিতিভিন্নত্ব' বিশেষণ দিতে হইবে। এই বিশেষণ নিবেশের ফলে ব্যাপ্ত্যবচ্ছিন্নহেতুবিষয়তানিরূপিতপ্রকৃত-পক্ষবিষয়তাকনিশ্চয়ত্বপর্যাপ্তাবচ্ছেদকতাকজনকতানিরূপিতজন্যতাবদুপমিত্যন্যজ্ঞানত্বই অনুমিতির লক্ষণ হইবে। অতএব সাদৃশ্যজ্ঞানস্থলীয় বা বৈধর্ম্যজ্ঞানস্থলীয় কোনও উপমিতিতেই অনুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে না।

পূর্বোক্ত নিবেশের ফলে উপমিতিতে অতিব্যাপ্তিবারণ হইলেও উপনয়বাক্যার্থবোধ হইতে উৎপন্ন যে ন্যায়জনিতমহাবাক্যার্থ গোচর শাব্দবোধ তাহাতে অনুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে।

শাব্দবোধে অতিব্যাপ্তি-শঙ্কা।

আমরা জানি যে, আকাঙ্ক্ষাদি জ্ঞান হইতে একপদার্থে অপরপদার্থের সংসর্গকে বিষয় করিয়া যে জ্ঞানবিশেষ উৎপন্ন হয় তাহাকে শব্দবোধ বা বাক্যার্থবোধ বলে। সাকাঙ্ক্ষপদসমূহকে বাক্য বলে। শক্তি এবং লক্ষণাকে ন্যায়মতে বৃত্তি বলা হয়। যে বর্ণসমূহে পূর্বোক্ত বৃত্তিদ্বয়ের যে কোন একটি বৃত্তি বিদ্যমান থাকে তাহাকে পদ বলা হয়। ন্যায়মতে ঘটমানয় ইত্যাদিস্থলে 'ঘটম্' এইরূপ দ্বিতীয়া-বিভক্ত্যন্ত ঘটপদ এবং হি (লোট্) বিভক্ত্যন্ত 'আনয়' পদটিকেও বাক্য বলিয়া স্বীকার করা হয়। ঘটপদের যেরূপ কম্বুগ্রীবাদিমৎ বস্তুরূপ অর্থে বৃত্তি রহিয়াছে 'অম্' পদেরও সেইরূপ কর্মত্বরূপ অর্থে বৃত্তি থাকায় 'অমে'র প্রকৃতি যেরূপ পদ সেরূপ অম্-বিভক্তিও পদরূপে গণ্য হইয়া থাকে। 'আনয়'স্থলে আঙ্ পূর্বক নীধাতু যেমন একটি পদ, লোট্ হি-প্রত্যয়ও সেইরূপ একটি পদ। সুতরাং ঘটম্ এবং আনয় এই দুইটির প্রত্যেকটিই সাকাঙ্ক্ষপদ-সমূহ হওয়ায় নৈয়ায়িকমতে বাক্য বলিয়া স্বীকৃত হয়। সমূহপদটিও এখানে অনেকার্থক বুঝিতে হইবে। ফলে সাকাঙ্ক্ষ অনেক পদকেই বাক্য বলা হয়। এইরূপ সাকাঙ্ক্ষবহুপদ-সম্বলিত বাক্যকে মহাবাক্য বলা হয়। উদাহরণস্বরূপে আমরা বলিতে পারি যে, ত্বং ঘটমানয় এই বাক্যকে মহাবাক্য বলা যাইতে পারে। উক্ত বাক্য হইতে ঘটনিষ্ঠকর্মতানিরূপক-আনয়নানুকূল-কৃতিমাংস্ত্বম্ এইরূপ যে শাব্দবোধ হয় তাহাকে মহাবাক্যার্থবোধ বলা হয়। উক্ত মহাবাক্যার্থ বোধের প্রতি অবান্তর বাক্যার্থবোধের কারণতা স্বীকৃত হইয়া থাকে। পরার্থানুমানে ও একবাক্যতাপন্ন প্রতিজ্ঞাদিনিগমনান্ত পাঁচটি বাক্যের দ্বারা একটি মহাবাক্যার্থের বোধ হইয়া থাকে। উক্ত মহাবাক্যার্থের বোধটি জ্ঞানলক্ষণাসন্নিকর্ষ-রূপে

মনের সহকারী হইয়া ব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী অলৌকিক মানসপরামর্শ উৎপন্ন করে। উক্ত পরামর্শের অনন্তর যে অনুমিতি হয় তাহাকে পরার্থানুমিতি বলে। পরার্থানুমানে সাকাঙ্ক্ষ প্রতিজ্ঞাদি পাঁচটি অবয়ব সাধক হইয়া থাকে। এইজন্য চিন্তামণিকার অবয়বগ্রন্থের প্রারম্ভে পরার্থানুমানকে ন্যায়সাধ্য[১] বলিয়াছেন। উচিতানুপূর্বীক-প্রতিজ্ঞাদিবাক্যের সমষ্টিকে ন্যায় বলে। উক্ত সমুদায়ের একদেশ এক একটি বাক্যকে অর্থাৎ ন্যায়ের অন্তর্গত প্রতিটি বাক্যকে অবয়ব বলা হয়। উক্ত বাক্যসমুদায়ের অন্তর্গত প্রথমটি প্রতিজ্ঞা, দ্বিতীয়টি হেতু, তৃতীয়টিউদাহরণ, চতুর্থটি উপনয় এবং পঞ্চমটি নিগমন। উক্ত মহাবাক্যার্থবোধের প্রতি অবান্তরবাক্যার্থবোধ রূপে প্রতিজ্ঞাবাক্যার্থবোধ, হেতুবাক্যার্থবোধ, উদাহরণবাক্যার্থবোধ এবং নিগমনবাক্যার্থবোধ কারণ। সুতরাং ন্যায়জন্যমহাবাক্যার্থবোধের প্রতি অবান্তরবাক্যার্থ-রূপে উপনয়বাক্যার্থের বোধও অবশ্যই কারণ হইবে। ইহার ফলে ন্যায়বাক্যজন্য মহাবাক্যার্থবোধে অনুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে। কারণ 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবানয়ম্' এই উপনয়বাক্যজন্য যে শাব্দবোধ হইবে তাহা পরামর্শের অনুরূপ অর্থাৎ পরামর্শ যেরূপ প্রকৃতসাধ্যব্যাপ্যবত্ত্বাবগাহী হয় সেরূপ উক্ত উপনয়বাক্যজন্যবাক্যার্থবোধও প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতসাধ্য-ব্যাপ্যবত্ত্বাবগাহী হইয়া থাকে। এইজন্য ব্যাপ্ত্যবচ্ছিন্ন-হেতুপ্রকারক-পক্ষবিশেষ্যকনিশ্চয়ত্বাবচ্ছিন্নজনকতাঘটিত অনুমিতির লক্ষণ পূর্বোক্ত ন্যায়জন্যমহাবাক্যার্থবোধে সমন্বয় হওয়ায় অতিব্যাপ্তি হইবে।

---

[১]অবয়ব প্রকরণম্, অনুমানগাদাধরী পৃঃ ১৪৬০

[২]১ম বাক্য	প্রতিজ্ঞা	পর্বতো বহ্নিমান্।
২য় বাক্য	হেতু	ধূমাৎ।
৩য় বাক্য	উদাহরণ	যো যো ধূমবান্ স স বহ্নিমান্ যথা মহানসম্।
৪র্থ বাক্য	উপনয়	বহ্নিব্যাপ্যধূমবাংশ্চায়ম্।
৫ম বাক্য	নিগমন	তস্মাদ্বহ্নিমানয়ম্।

এখন বিবেচনা করিতে হইবে যে, প্রতিজ্ঞাবাক্য এবং হেতু-বাক্যের, উপনয়বাক্য এবং নিগমনবাক্যের একবাক্যতা থাকার ফলে উক্ত দুইটি বাক্যের অর্থ মিলিত হইয়া বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহি-বোধ উৎপন্ন হইলেও উদাহরণবাক্যে একবাক্যতা না থাকায় উদাহরণবাক্যজন্য একটি বিশিষ্টার্থবোধ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং 'যো যো ধূমবান্' ইত্যাদি উদাহরণবাক্য হইতে 'ধূমবান্ ধূমব্যাপকবহ্নিমান্ মহানসং ধূমবদ্ ধূমব্যাপকবহ্নিমচ্চ' এই প্রকার সমূহালম্বনশাব্দবোধই হইয়া থাকে, বিশিষ্ট বোধ হয় না। সুতরাং উদাহরণ-বাক্যকে লইয়া প্রতিজ্ঞাদিনিগমনান্ত পাঁচটি বাক্য হইতে মহাবাক্যার্থবোধ পারে না, কিন্তু সমূহালম্বনবোধই হইবে—ইহাই দীধিতিকারের অভিপ্রেত। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে প্রতিজ্ঞাদিপঞ্চবাক্য জন্য মহাবাক্যার্থবোধ না হওয়ায় দীধিতিকারের মতে উপনয়ার্থ-জ্ঞান-জন্যন্যায়ার্থজ্ঞানে অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনাও থাকিতে পারে না। এই আকাঙ্খার উত্তরে বক্তব্য এই যে প্রতিজ্ঞাদিপঞ্চবাক্যজন্য মহাবাক্যার্থ বোধ দীধিতিকারের স্বীকৃত না হইলেও উপনয় এবং নিগমন-বাক্যজন্য 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ অয়ম্ ধূমজ্ঞানজ্ঞাপ্যবহ্নিমান্' এই আকারের মহাবাক্যার্থবোধে অতিব্যাপ্তি দীধিতিকারের অভিপ্রেত। কারণ ঐ মহাবাক্যার্থবোধের প্রতি উপনয়বাক্যজন্য অবান্তর বাক্যার্থবোধ কারণ। ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতাবোধকবাক্যকে উপনয়বাক্য বলে। সুতরাং উপনয়বাক্যজন্য যে বোধ হইবে তাহা ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতা-বিষয়ক হওয়ায় উপনয়বাক্যার্থজ্ঞানজন্যউপনয়বাক্য-সহকৃতনিগমন-বাক্যজনিতমহাবাক্যার্থবোধে অনুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি। এখানে আশঙ্কা হইতে পারে যে 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবাংশ্চায়ম্' এইপ্রকার উপনয়-বাক্যজন্যবোধে বহ্নিব্যাপ্যবিশিষ্টের অভেদসম্বন্ধে ধর্মীতে (অয়ং-পদার্থে) অন্বয় হইয়া থাকে। কারণ নিপাতাতিরিক্তনামার্থদ্বয়ের অভেদান্যসম্বন্ধে (ভেদসম্বন্ধে) অন্বয় ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ নহে। অথচ বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ এই পরামর্শে ব্যাপ্যতার অবচ্ছেদক যে

সংযোগ সম্বন্ধ উক্ত সংযোগ সম্বন্ধে পর্বতাংশে বহ্নিব্যাপ্যধূম প্রকার হইয়া থাকে। সুতরাং লক্ষণের অন্তর্গত প্রথম জ্ঞানান্ত-ভাগের দ্বারা উপনয়বাক্যার্থ-বোধটি সংগৃহীত হইতে পারে না। ফলে উপনয়বাক্যার্থ-জ্ঞানজন্য পূর্বোক্ত ন্যায়ার্থজ্ঞানে অতিব্যাপ্তি হইতে পারে না। এই আশঙ্কাও ঠিক নহে। কারণ যেখানে পক্ষাংশে সংযোগাদি-সম্বন্ধে ব্যাপ্যপ্রকারকজ্ঞান লক্ষণান্তর্গত হয় সেখানে উপনয়বাক্যার্থজ্ঞান-জন্য-ন্যায়ার্থজ্ঞানে অতিব্যাপ্তি না হইলেও যেখানে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ধূমবৎকে হেতু করা হইবে সেখানে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে বহ্নিব্যাপ্য-প্রকারক-পক্ষধর্মিকজ্ঞান লক্ষণের অন্তর্গত হওয়ায় 'স চায়ম্' এইরূপ উপনয়ব্যাক্যার্থজ্ঞানজন্য মহাবাক্যার্থবোধে অতিব্যাপ্তি হইবে। কারণ 'স চায়ম্' এখানে তৎ-পদের দ্বারা বহ্নিব্যাপ্তিবিশিষ্টধূমবত্তের উপস্থিতি হইবে। উপনয়বাক্য হইতে বহ্নিব্যাপ্যধূমবত্ত্বাবচ্ছিন্নাভেদ-সংসর্গাবচ্ছিন্নপ্রকারতানিরূপিতধর্মিবিশেষ্যতাক বোধ হইবে। এই বোধে হেত্বংশে ব্যাপ্তি এবং পক্ষাংশে হেতু প্রকার হওয়ায় তাদৃশ উপনয়বাক্যার্থ বোধ লক্ষণের অন্তর্গত প্রথমজ্ঞানান্ত-ভাগের দ্বারা গৃহীত হইতে পারিবে। সুতরাং পূর্বোক্তরীতিতে উপনয়বাক্যার্থজ্ঞান জন্যন্যায়ার্থ-জ্ঞানে অনুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি সম্ভবপর হইবে।

এখন আশঙ্কা হইতে পারে যে, স্বয়ং মণিকারও 'দণ্ডীকুণ্ডলী-বাসস্বীচৈত্রঃ' ইত্যাদিস্থলে দণ্ডপ্রভৃতিবিশেষণের দ্বারা বিশেষিত চৈত্রাদির জ্ঞান না থাকিলেও সমূহালম্বন তাবৎপদার্থবিষয়ক উপস্থিতি হইতে দণ্ডাদিবিশেষিত চৈত্রাদিরূপ মহাবাক্যার্থের জ্ঞান স্বীকার করিয়াছেন। অতএব অবান্তরবাক্যার্থের অন্তর্গত তত্তৎপদার্থের উপস্থিতি হইতেই যখন শাব্দবোধ হইতে পারে তখন মহাবাক্যার্থ-বোধের প্রতি অবান্তরবাক্যার্থবোধের কারণতা স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন। মহাবাক্যার্থবোধের প্রতি অবান্তরবাক্যার্থবোধ কারণ না হওয়ায় পূর্বোক্তন্যায়ার্থজ্ঞানরূপ যে মহাবাক্যার্থবোধ তাহাতে অনুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তিও হইতে পারে না। এই আশঙ্কার

উত্তরে পূর্বপক্ষবাদিগণের বক্তব্য এই যে, যেখানে একটি ধর্মীতে যুগপৎ নানাবিশেষণের অন্বয়বোধ হয় সেখানে সকলবিশেষণের তুল্যরূপে ভান হইয়া শাব্দবোধ হইয়া থাকে। সুতরাং 'দণ্ডীকুণ্ডলীবাসস্বীচৈত্রঃ' ইত্যাদিস্থলে সমূহালম্বন-শাব্দবোধে বিশেষণবিশিষ্টবিশেষ্যের অথবা বিশেষণান্তরবিশিষ্টবিশেষণের উপস্থিতির অপেক্ষা থাকে না। কিন্তু যেখানে একবিশেষণবিশিষ্ট বিশেষ্যে বিশেষণান্তরের বৈশিষ্ট্য অথবা যেখানে বিশেষ্যে বিশেষণান্তরবিশিষ্টবিশেষণের বৈশিষ্ট্য অবগাহন করিয়া শাব্দবোধ হয় সেই শাব্দবোধ বিশিষ্টবিষয়ক-অবান্তর-বাক্যার্থবোধ হইতেই হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যায় যে বহ্নিব্যাপ্য-ধূমঃ পর্বতে এখানে বিশেষণান্তর (ব্যাপ্তি) বিশিষ্ট যে ধূমরূপ বিশেষ্য তাহাতে বিশেষণান্তর যে পর্বতবৃত্তিত্ব তাহাকে এবং বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ ইত্যাদিস্থলে পর্বতরূপবিশেষ্যে ব্যাপ্তিরূপ বিশেষণান্তরবিশিষ্ট-ধূমরূপ যে বিশেষণ তাহাকে বিষয় করিয়া মহাবাক্যার্থের বোধ হয়।

আরও বক্তব্য এই যে, ইষ্টবিশেষ্যকোপায়সাধ্যতাজ্ঞানের প্রবর্তকত্ব যাঁহারা স্বীকার করেন তাঁহারা 'অশ্বমেধেন যজেত' ইত্যাদিবিধিবাক্য হইতে সমূহলম্বন-বিলক্ষণ 'কৃতিসাধ্যযাগসাধ্যমিষ্টম্'—এই আকারের বিশিষ্টযাগ-বিশেষণক ইষ্টবিশেষ্যক বিধিবাক্যার্থবোধ স্বীকার করেন। তাদৃশবোধটি মহাবাক্যার্থবোধ হওয়ায় তাহার কারণরূপে 'কৃতিসাধ্যো যাগঃ' এই প্রকারের অবান্তরবাক্যার্থজ্ঞান কল্পিত হইলে গৌরব হয় বলিয়া তত্ত্বচিন্তামণিকার উপায় অর্থাৎ যাগবিশেষ্যক-ইষ্ট-(ফল) সাধনতা-প্রকারক জ্ঞানের প্রবর্তকত্ব স্বীকার করেন। এইজন্য বিধিবাদগ্রন্থে 'যাগঃ কৃতিসাধ্য ইষ্টসাধনম্'—এই আকারের কৃতিসাধ্যত্ব এবং ইষ্টসাধনত্বরূপ দুইটি বিশেষণকে প্রকার করিয়া একত্র দ্বয়ম্ এই রীতিতে যাগবিশেষ্যক শাব্দবোধ স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং উক্তস্থলে অবান্তরবাক্যার্থজ্ঞানের কারণত্ব কল্পিত না হওয়ায় লাঘব প্রদর্শিত হয়। অতএব উক্ত আলোচনা হইতে আমরা এই

সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে মহাবাক্যার্থবোধের প্রতি অবান্তরবাক্যার্থবোধের কারণতা চিন্তামণিকারও স্বীকার করেন।

যদি অবান্তরবাক্যার্থবোধরূপ বিশিষ্টবিষয়ক উপস্থিতিকে তাদৃশ অন্বয়বোধের কারণ বলিয়া স্বীকার করা না হয় তাহা হইলে বিশেষ্যের উপস্থিতি এবং বিশেষণের উপস্থিতি এই উভয়কে শাব্দসামগ্রীর অন্তর্গত করিলে গৌরব হইবে। অতএব শাব্দসামগ্রীর প্রতিবন্ধকতাতে লাঘবের জন্যও মহাবাক্যার্থবোধের প্রতি অবান্তর বাক্যার্থজ্ঞানের কারণতা স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং উপনয়বাক্যপ্রতিপাদ্য তাদৃশহেতুবিশিষ্টপক্ষবিশেষ্যক-ইতরবাক্যার্থপ্রকারক অন্বয়বোধে অনুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি অনিবার্য।

'তুষ্যতু দুর্জনঃ' এই ন্যায়ে যদি মহাবাক্যার্থবোধের প্রতি অবান্তরবাক্যার্থ বোধের কারণতা স্বীকার করা না হয়, তাহা হইলেও বহ্নিব্যাপ্যধূমবৎ পর্বতকে বুদ্ধিস্থ করিয়া 'তং পশ্য'[১] এইরূপ তৎ-পদঘটিত বাক্যার্থবোধের প্রতি তৎ-পদজন্য বহ্নিব্যাপ্যধূমবৎপর্বতের উপস্থিতি কারণ হওয়ায় তৎপদাধীন ব্যাপ্তিপ্রকারকপক্ষধর্মতাবিষয়ক উপস্থিতিজন্য শাব্দবোধে এবং 'ঘটপদং বহ্নিব্যাপ্যধূমবৎ পর্বত-বিষয়তাকবোধং জনয়তু' এই প্রকারের আধুনিকসঙ্কেতিত ঘটপদের দ্বারা বহ্নিব্যাপ্যধূমবৎপর্বতের উপস্থিতি হইতে যে শাব্দবোধ উৎপন্ন হয় তাহা ব্যাপ্তিপ্রকারকপক্ষধর্মতাবগাহিজ্ঞানজন্য হওয়ায় উক্ত শাব্দবোধে অনুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, তৎ-পদঘটিতবাক্যজন্য শাব্দবোধেই বা অতিব্যাপ্তি কিরূপে সম্ভবপর হইবে? কারণ বক্তৃ-বুদ্ধি-বিষয়তা-বচ্ছেদকধর্মাবচ্ছিন্নে তৎ-পদের শক্তি স্বীকার করা হয়। যেরূপে যে পদার্থে শক্তিগ্রহ হইবে ঠিক সেইরূপে পদজন্যোপস্থিতপদার্থের অন্যপদার্থে অন্বয়বোধ হইয়া থাকে। সুতরাং তৎ-পদ হইতে

[১] বহ্নিব্যাপ্যধূমবৎ পর্বতবিষয়কচক্ষুসন্নিকর্ষজন্যলৌকিকপ্রত্যক্ষবান্ (ত্বম্) এই আকারের শাব্দবোধ হয়।

ব্যাপ্তিবিশিষ্টহেতুমৎপক্ষের উপস্থিতি হইলেও সাধ্যব্যাপ্যহেতুমৎ-পক্ষতাবচ্ছেদকধর্মপুরস্কারে উপস্থিতি হইবে না। কিন্তু স্ববক্তৃ-বুদ্ধিবিষয়তাবচ্ছেদকত্বরূপে ভাসমান তাদৃশপক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের উপস্থিতি হইবে। সুতরাং লক্ষণান্তর্গত প্রথমজ্ঞানপদের দ্বারা তৎ-পদজন্যোপস্থিতি সংগ্রহ করা যাইবে না। কারণ তৎ-পদাধীন উপস্থিতিতে বহ্নিব্যাপ্যধূমবৎপর্বতের যে ভান হইয়াছে তাহা বুদ্ধি-বিষয়তাবচ্ছেদকত্বরূপে ভাসমান তাদৃশপর্বতত্বরূপে বহ্নিব্যাপ্যধূমবৎ পর্বতকে বিষয় করিয়াই হইয়াছে। তৎপদ হইতে যে উপস্থিতি হয় তদ্গতজনকতা ব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিনিশ্চয়ত্ব পুরস্কারে কল্পিত নহে কিন্তু বুদ্ধিবিষয়তাবচ্ছেদকত্বঘটিতধর্মাবচ্ছিন্ননিশ্চয়ত্বপুরস্কারে কল্পিত। অতএব 'তং পশ্য' ইত্যাদিস্থলে তৎ-পদাধীন-উপস্থিতি-প্রযুক্ত-শাব্দবোধে অনুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে না। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, বক্তৃবুদ্ধিবিষয়তাবচ্ছেদকধর্মাবচ্ছিন্নে তৎপদের যে শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে, উক্ত বক্তৃবুদ্ধিবিষয়তাবচ্ছেদকত্ব তাদৃশ-পর্বতত্বাত্মংশে বিশেষণ নহে, পরন্তু উপলক্ষণ। উপলক্ষণীভূতধর্মপ্রকারে শক্য বা শক্যতাবচ্ছেদকের উপস্থিতি বা শাব্দবোধ হয় না। সুতরাং তৎপদজন্য যে উপস্থিতি তাহা বহ্নিব্যাপ্যধূমবৎপর্বতত্বরূপেই পর্বত-বিষয়ক হইবে, বুদ্ধিবিষয়তাবচ্ছেকত্বোপরাগে তাদৃশপর্বতত্বাবগাহী হইবে না। অতএব 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ' এই আকারের যে উপস্থিতি তাহা পরামর্শানুরূপ হওয়ায় 'তং পশ্য' ইত্যাদিস্থলীয় শাব্দ-বোধে সাধ্যব্যাপ্ত্যবচ্ছিন্নহেতুপ্রকারকনিশ্চয়ত্বমাত্রাবচ্ছিন্নজনকতা-ঘটিত অনুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।

শাব্দবোধে অতিব্যাপ্তি পরিহার

উপনয়ার্থজ্ঞানজন্যন্যায়ার্থবোধে, এবং তৎপদাধীন অথবা আধুনিক-সঙ্কেতিতঘটাদিপদাধীনবাক্যার্থবোধে যে অতি-ব্যাপ্তির শঙ্কা করা হইয়াছে তাহা ঠিক নহে। কারণ মহাবাক্যার্থবোধের জনক উপনয়বাক্যার্থবোধনিষ্ঠ যে জনকতা, তৎপদঘটিতবাক্যার্থবোধনিষ্ঠজন্যতানিরূপিততৎপদা-

ধীনউপস্থিতিনিষ্ঠ যে জনকতা এবং বহ্নিব্যাপ্যধূমবৎ পর্বতে আধুনিক-সঙ্কেতিতঘটাদিপদাধীনউপস্থিতিনিষ্ঠ যে জনকতা—ঐ সকলজনকতা-বচ্ছেদক গর্ভে পদজন্যত্ব প্রবিষ্ট হইবে। ফলে উপনয়বাক্যার্থবোধনিষ্ঠ যে ন্যায়ার্থবোধের জনকতা অথবা পূর্বোক্তোপস্থিতিদ্বয়নিষ্ঠ যে বাক্যার্থবোধের জনকতা—ঐ সকল জনকতা পদজন্যত্বঘটিতধর্মাবচ্ছিন্ন হইবে। সুতরাং ব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিনিশ্চয়ত্বপর্যাপ্তাবচ্ছেদকতা-নিরূপক যে অনুমিতিজনকতা তন্নিরূপিতজন্যত্ব পূর্বপ্রদর্শিত কোন বাক্যার্থবোধে না থাকায় অনুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা রহিল না।

আরও বক্তব্য এই যে, মহাবাক্যার্থবোধে অবান্তরবাক্যার্থ বোধের যে কারণতা তাহা অবান্তরবাক্যার্থবোধত্বপুরস্কারেই কল্পিত; কিন্তু অনুমিতির কারণতা ব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিনিশ্চয়ত্বপুরস্কারেই কল্পিত হইয়াছে। সুতরাং উপনয়বাক্যার্থবোধনিষ্ঠ যে জনকতা তাহা নিশ্চয়ত্বপুরস্কারে কল্পিত না হওয়ায় উপনয়বাক্যার্থজ্ঞানজনিতমহা-বাক্যার্থবোধে অতিব্যাপ্তি হইবে না।

এখন শঙ্কা হইতে পারে যে অবান্তরবাক্যার্থবোধের জনকতা কেন নিশ্চয়ত্বপুরস্কারে কল্পিত নহে? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, 'পরোক্ষজ্ঞানমসন্দিগ্ধমনাহার্যম্' এই নিয়ম অনুসারে সংশয়াকারশাব্দ-বোধের সম্ভাবনা না থাকায় সংশয়ান্যজ্ঞানত্বরূপনিশ্চয়ত্বপুরস্কারে অবান্তরবাক্যার্থবোধীয় কারণতা কল্পনা করিলে সংশয়ান্যজ্ঞানত্বরূপ নিশ্চয়ত্বটি অব্যাবর্তক হয়। সুতরাং শাব্দত্বপুরস্কারেই অবান্তর-বাক্যার্থবোধীয় কারণতা কল্পনা করিতে হইবে। এই অভিপ্রায়েই দীধিতিগ্রন্থে বলা হইয়াছে—'তত্রাতিরিক্তস্য পদজন্যত্বস্য কারণতা-বচ্ছেদকেঽনুপ্রবেশান্নিশ্চয়ত্বস্যাপ্রবেশাচ্চ'।

পূর্বোক্তপ্রকারে তাদৃশনিশ্চয়ত্বমাত্রাবচ্ছিন্নজনকতা নিবেশ করিলে উপনয়ার্থজ্ঞানজন্যন্যায়ার্থ-জ্ঞানে বা তদাদিপদঘটিতবাক্য-

[1] দীধিতিঃ অনুমানগাদাধরী পৃঃ ১১৪

জন্যশাব্দবোধে অতিব্যাপ্তি বারণ হইলেও 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবৎপর্বতবান্ দেশঃ' এইরূপ বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিশাব্দবোধে এবং তাদৃশ প্রত্যক্ষে অনুমিতি লক্ষণের অতিব্যাপ্তি[১] হইবে। কারণ উক্ত বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিজ্ঞানের প্রতি বিশেষণতাবচ্ছেদকপ্রকারকবিশেষণবিশেষ্যকজ্ঞান জনক হয় বলিয়া ঐ জনকতা বহ্নিব্যাপ্ত্যবচ্ছিন্নধূমপ্রকারক পর্বতত্বাবচ্ছিন্নবিশেষ্যকনিশ্চয়ত্বাবচ্ছিন্ন হইয়া থাকে।

বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিজ্ঞানে অতিব্যাপ্তি শঙ্কা

এখন আমাদিগকে বিশেষণতাবচ্ছেদকপ্রকারকজ্ঞানজনিতবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিজ্ঞানের স্বরূপ কি তাহাই আলোচনা করিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন 'রক্তদণ্ডবান্ পুরুষঃ' একটি বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিজ্ঞান; কারণ এই জ্ঞানে দণ্ডাংশে রক্তত্ব বিশেষণ, এবং পুরুষাংশে সংযোগসম্বন্ধে রক্তদণ্ড বিশেষণ। যে জ্ঞানে মুখ্যবিশেষ্যাংশে কোন একটি বিশিষ্ট পদার্থ প্রকার হয় সেই জ্ঞান বিশিষ্টপ্রতিযোগিকসংসর্গকে বিষয় করিয়া হয় বলিয়া বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিজ্ঞান হইয়া থাকে। এখানে বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যশব্দের দ্বারা বিশিষ্টপ্রতিযোগিকসম্বন্ধকেই বুঝায়, অন্য কিছু নহে। বিশিষ্টপ্রতিযোগিকসম্বন্ধাবগাহিজ্ঞানত্বই বিশেষণতাবচ্ছেদকপ্রকারকজ্ঞানের জন্যতাবচ্ছেদক বিশিষ্ট-

[১] এখন প্রশ্ন হইতে পারে বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিজ্ঞানমাত্রে অতিব্যাপ্তি না বলিয়া শাব্দবোধে এবং প্রত্যক্ষমাত্রে অতিব্যাপ্তি বলা হইল কেন? শাব্দবোধ এবং প্রত্যক্ষ যেরূপ বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী হয় সেইরূপ উপমিতি এবং স্মৃতিও বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী হওয়ায় সেখানে অতিব্যাপ্তি হইবে না কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হইবে, বিশেষণতাবচ্ছেদকপ্রকারকজ্ঞানের জন্যতাবচ্ছেদক যদি বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিবুদ্ধিত্ব হইত তাহা হইলে, বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিস্মরণেও অতিব্যাপ্তি সম্ভবপর হইত। স্মৃতিব্যাবৃত্তধর্মপুরস্কারে অর্থাৎ বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহি-অনুভবত্ব পুরস্কারে বিশেষণতাবচ্ছেদকপ্রকারকজ্ঞাননিষ্ঠজনকতানিরূপিতজন্যতা কল্পনা করিতে হইবে। সুতরাং স্মৃতিতে অতিব্যাপ্তি হওয়ার সম্ভাবনা নাই। উপমিতি পদবাচ্যত্বাবগাহী হওয়ায় বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিবোধ নহে। এইজন্য স্মৃতি এবং উপমিতিতে অতিব্যাপ্তি সম্ভবপর নহে বলিয়া শাব্দবোধে এবং প্রত্যক্ষে অতিব্যাপ্তি প্রদর্শিত হইয়াছে।

বৈশিষ্ট্যাবগাহিজ্ঞানত্ব। এই মতটি গ্রহণ যোগ্য নহে। কারণ 'রক্তদণ্ডবান্' পুরুষঃ এইরূপ যথার্থপ্রত্যক্ষে পুরুষাংশে রক্তত্ববিশিষ্ট-দণ্ডপ্রতিযোগিকসংযোগসম্বন্ধে রক্তদণ্ড প্রকার হওয়ায় ঐ জ্ঞানটি যেরূপ বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী হয় সেইরূপ দণ্ডশূন্য পুরুষে যখন সংযোগ-সম্বন্ধে রক্তদণ্ডের ভ্রম হইবে, ঐ ভ্রমজ্ঞানও বিশেষণতাবচ্ছেদক-প্রকারকজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হওয়ায় বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী হইবে। সুতরাং পূর্বোক্ত-রূপে বিশিষ্টপ্রতিযোগিক সম্বন্ধাবগাহিজ্ঞানকে বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহি-জ্ঞান বলিলে পূর্বোক্ত রক্তদণ্ডবান্ পুরুষঃ এই আকারের ভ্রমজ্ঞানে ভাসমান পুরুষানুযোগিক সংযোগ সংসর্গটি রক্তত্ববিশিষ্টদণ্ডপ্রতিযোগিক না হওয়ায় উক্তজ্ঞান বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী হইতে পারেনা।

যাঁহারা বিশিষ্টপ্রকারতানিরূপিতবিশেষ্যতাবগাহিজ্ঞানকে বিশিষ্ট-বৈশিষ্টাবগাহিজ্ঞান বলেন তাঁহাদের মতও সমর্থনযোগ্য নহে। কারণ 'রক্তদণ্ডবান্পুরুষ' এইজ্ঞান যেরূপ বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী হয় সেইরূপ কাঞ্চনময়বহ্নিমান্ পর্বতঃ এই জ্ঞানও বিশিষ্টবৈশিষ্টাবগাহী হইয়া থাকে—ইহা সকলেই স্বীকার করেন। যদি বিশিষ্টপ্রকারকজ্ঞানকে বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী বলা হয় তাহা হইলে উক্তজ্ঞান বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহী হইতে পারে না; কারণ উক্ত জ্ঞানে মুখ্য-বিশেষ্য যে পর্বত, তদংশে প্রকার যে বহ্নি তাহা কোনরূপেই কাঞ্চনময়ত্ব-বিশিষ্ট হইতে পারে না। সুতরাং বিশিষ্টপ্রকারক না হওয়ায় উক্তজ্ঞানে বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিত্বের অনুপপত্তি অনিবার্য।

অপর কেহ বলেন যে একটি বিশেষণকে প্রকার করিয়া ভাসমান যে পদার্থ, ঐপদার্থপ্রকারকজ্ঞান বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিজ্ঞান। রক্ত-দণ্ডবান্ পুরুষঃ এইজ্ঞানে রক্তত্বপ্রকারে ভাসমান যে দণ্ড তাহা পুরুষাংশে প্রকার হওয়ায় উক্ত জ্ঞান বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী হইতে পারিবে। এই মতও ঠিক নহে। রক্তদণ্ডবান্ পুরুষঃ ইত্যাদি বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিজ্ঞান সংগৃহীত হইলেও এইমতে রক্তোদণ্ডঃ দণ্ডবাংশ্চ পুরুষঃ' এইপ্রকার সমূহালম্বনজ্ঞানে বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যা-

বগাহিত্বের আপত্তি হয়; কারণ উক্তজ্ঞানে দণ্ডাংশে রক্তত্ব প্রকার, এবং রক্তত্বপ্রকারে ভাসমান দণ্ড পুরুষাংশে প্রকার হইয়াছে।

মতান্তরে বিশেষণান্তরপ্রকারতানিরূপিতবিশেষ্যতাবচ্ছিন্ন যে প্রকারতা তন্নিরূপকজ্ঞানত্বকেই বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিবুদ্ধিত্ব বলা হয়। রক্তদণ্ডবান্ পুরুষঃ এই জ্ঞানে দণ্ডনিষ্ঠপ্রকারতা রক্তত্বনিষ্ঠ-প্রকারতানিরূপিতবিশেষ্যতাবচ্ছিন্ন হওয়ায় ইহা বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহি-জ্ঞান হইল। অতএব উক্তজ্ঞানে 'রক্তো দণ্ডঃ' এইরূপ বিশেষণতাব-চ্ছেদকপ্রকারকজ্ঞান জনক হইবে। এইমতও বিচারসহ নহে। কারণ 'বিশেষ্যে বিশেষণং তত্রাপি বিশেষণান্তরম্' এই নিয়ম অনুসারে রক্ত-দণ্ডবান্ পুরুষঃ এই জ্ঞানে পুরুষবিশেষণতাপন্ন যে দণ্ড তন্নিষ্ঠপ্রকারতা রক্তত্বপ্রকারতানিরূপিতবিশেষ্যতার দ্বারা অবচ্ছিন্ন হওয়ায় ঐ জ্ঞানের প্রতিও রক্তো দণ্ডঃ এইরূপ বিশেষণতাবচ্ছেদকপ্রকারকজ্ঞানের কারণত্বাপত্তি হয়।

এই পর্যন্ত বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিজ্ঞানসম্বন্ধে যে সমস্ত মতবাদ আছে তাহা প্রদর্শিত হইল। বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিজ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ কি তাহাই এক্ষণে আলোচিত হইবে। রক্তত্বাদির বিশেষ্য যে দণ্ডাদি তৎপ্রকারক 'রক্তদণ্ডবান্ পুরুষঃ' এই জ্ঞান দুইভাবে হইয়া থাকে। প্রথমতঃ বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিরূপে, দ্বিতীয়তঃ বিশেষ্যে বিশেষণং তত্রাপি বিশেষণান্তরম্ এই নিয়মনুসারে। রক্তদণ্ডবান্ পুরুষঃ এই জ্ঞান কখন বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী হয় তাহাই বিবেচনা করিতে হইবে। রক্তদণ্ডবান্ পুরুষঃ এই জ্ঞানে রক্তত্বাদ্যবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিক-ত্ববিশিষ্টসংযোগাদি যখন সংসর্গরূপে ভাসমান হইবে তখন ঐ জ্ঞানকে বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিজ্ঞান বলা হইবে। অথবা দণ্ডাংশে সাক্ষাৎসম্বন্ধে বিশেষণীভূত যে রক্তত্ব, ঐ রক্তত্বকে স্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকসংযোগা-দিস্বরূপ পরম্পরাসম্বন্ধে পুরুষাংশে প্রকার করিয়া যে জ্ঞান হইবে ঐ জ্ঞানকে বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিজ্ঞান বলা হয়। তাদৃশ বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যা-বগাহিবুদ্ধির প্রতি বিশেষণতাবচ্ছেদকপ্রকারকজ্ঞান কারণ হইবে।

অভাব বুদ্ধির প্রতিও বিশেষণতাবচ্ছেদকপ্রকারকজ্ঞান কারণ হয়। ভূতলে ঘটো নাস্তি এই আকারের প্রতিযোগিবিশেষিত যে অভাববুদ্ধি তাহাতে প্রতিযোগ্যংশে (ঘটাদ্যংশে) প্রকারীভূত যে ঘটত্বাদি ধর্ম তাহার প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকরূপে ভান হইবে। অর্থাৎ 'ঘটো নাস্তি' এই অভাববুদ্ধি প্রতিযোগ্যংশে বিশেষণীভূত-ঘটত্ববিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী হয় বলিয়া উক্ত অভাববুদ্ধির প্রতিও ঘটত্বপ্রকারকজ্ঞান কারণ হয়। এইজন্যই বলা হয় যে, অভাববোধো হি বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যবোধমর্যাদাং নাতিশেতে।

বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী না হইয়াও 'বিশেষ্যে বিশেষণম্'—এই নিয়মানুসারে যখন 'রক্তদণ্ডবান্ পুরুষঃ' এই আকারের জ্ঞান উৎপন্ন হইবে তখন উক্তস্থলে সংযোগ সংসর্গের প্রতিযোগী যে দণ্ড তাহাতে রক্তত্ব বিশেষণ না হইয়া উপলক্ষণ হইবে এবং বিশেষণতাবচ্ছেদক-প্রকারকজ্ঞান কারণ না হইয়া জ্ঞানবিষয়ীভূতপ্রত্যেকপদার্থের উপস্থিতি কারণ হইবে। অর্থাৎ পুরুষে দণ্ডঃ দণ্ডে চ রক্তত্বম্ এইরূপ রক্তদণ্ডবিশিষ্টপুরুষকে অবলম্বন করিয়া রক্তদণ্ডবান্ পুরুষঃ এই আকারের যে জ্ঞান হয়, ঐ জ্ঞানের প্রতি রক্তদণ্ডপুরুষাঃ এইরূপ প্রত্যেক পদার্থের সমূহালম্বন উপস্থিতি কারণ হইবে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, চিন্তামণিকার বিশিষ্টবুদ্ধির প্রতি বিশেষণজ্ঞানের কারণতা স্বীকার করেন। 'রক্তদণ্ডবান্ পুরুষঃ' এই প্রকারের বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহিবুদ্ধির স্থলেও রক্তদণ্ডকে বিশেষণ করিয়া পুরুষকে বিশেষ্য করিয়া বিশিষ্টবুদ্ধি হইয়াছে। সুতরাং রক্তত্ববিশিষ্টদণ্ডপ্রকারক পুরুষবিশেষ্যক বুদ্ধির প্রতি রক্তদণ্ডরূপ বিশেষণজ্ঞানের কারণতা স্বীকার করিলেই যখন 'রক্তদণ্ডবান্ পুরুষঃ' এই বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাব-গাহিবুদ্ধি উৎপন্ন হইতে পারে তখন বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিবুদ্ধির প্রতি বিশেষণতাবচ্ছেদকপ্রকারকজ্ঞানের কারণতা স্বীকার করিয়া দীধিতিকার বহ্নিব্যাপ্যধূমবৎপর্বতবান্ দেশঃ এইরূপ বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাব-গাহিবোধে অতিব্যাপ্তির প্রসঙ্গ করিলেন কেন? উক্ত বিশিষ্ট-

বৈশিষ্ট্যাবগাহিবুদ্ধি বিশিষ্টবিশেষণক হওয়ায় তাহার প্রতিও বহ্নি-ব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ এই বিশিষ্টবিশেষণবিষয়কজ্ঞান কারণ হয়; ফলে অতিব্যাপ্তি হওয়ার পক্ষে কোন বাধা ছিল না। ইহার উত্তরে বক্তব্য যদিও চিন্তামণিকারের মতে বিশিষ্টবিশেষণবিষয়ক-জ্ঞানমাত্রের প্রতি বিশিষ্টজ্ঞান অপেক্ষিত তথাপি 'ক্ষিতিঃ সকর্তৃকা কার্যত্বাৎ' এই স্থলে পরামর্শকালে যদি 'কর্তুরেকত্বে লাঘবম্' এই প্রকার লাঘবজ্ঞান থাকে তাহা হইলে একত্ববিশিষ্ট কর্তার জ্ঞানকে অপেক্ষা না করিয়াই একত্ববিশিষ্ট কর্তৃকত্বরূপ সাধ্যকে বিশেষণ করিয়া ক্ষিতিকে বিশেষ্য করিয়া অনুমিতি হইয়া থাকে। সুতরাং বিশিষ্টবিশেষণজ্ঞান না থাকিলেও লাঘবজ্ঞানের দ্বারা উপনীত একত্ব-বিশিষ্টকর্তৃকত্বকে বিশেষণ করিয়া যে অনুমিতি হইবে সেখানে ব্যতিরেকব্যভিচার হইবে। এইজন্যই দীধিতিকার বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাব-গাহিজ্ঞানে বিশেষণতাবচ্ছেদকপ্রকারকজ্ঞানের কারণতা স্বীকার করিয়া অতিব্যাপ্তি প্রদর্শন করিয়াছেন।

'বহ্নিব্যাপ্যধূমবৎ পর্বতবান্ দেশঃ' এইরূপ বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহি-প্রত্যক্ষে এবং তাদৃশ শাব্দবোধে অনুমিতিলক্ষণের যে অতিব্যাপ্তি শঙ্কা করা হইয়াছে তাহা সমীচান নহে। কারণ পর্বতো বহ্নিমান্ এই অনু-মিতির প্রতি পরামর্শগত কারণতা এবং বহ্নিব্যাপ্যধূমবৎপর্বতবান্ দেশঃ এই বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিবুদ্ধির প্রতি বহ্নিব্যাপ্য-ধূমবান্ পর্বতঃ এইরূপ বিশেষণতাবচ্ছেদকপ্রকারক জ্ঞানগতকারণতা একরূপাবচ্ছিন্ন নহে। অনুমিতির প্রতি পরামর্শগতকারণতা ব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাব-গাহিনিশ্চয়ত্বপুরস্কারে কল্পিত হইলেও বহ্নিব্যাপ্যধূমবৎ পর্বতবান্ দেশঃ এইরূপ বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহি জ্ঞানের প্রতি বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ এইরূপ বিশেষণতাবচ্ছেদকপ্রকারকজ্ঞানগত কারণতা ব্যাপ্তিবিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহিনিশ্চয়ত্বপুরস্কারে কল্পিত নহে। সুতরাং অনুমিতির কারণতা এবং বিশিষ্ট্যাবগাহিবোধের কারণতা একরূপে কল্পিত

বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যা-বগাহিবোধে অতিব্যাপ্তি পরিহার

না হওয়ায় পূর্বোক্ত বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহি প্রত্যক্ষে এবং তাদৃশ শাব্দবোধে অনুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে না।

এখন শঙ্কা হইতে পারে যে দণ্ডো রক্তো ন বা এই প্রকারের বিশেষণতাবচ্ছেদকপ্রকারকজ্ঞান (সংশয়) হইতে রক্তদণ্ডবান্ পুরুষঃ এইরূপ বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিবোধের আপত্তি বারণের জন্য বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিবোধের প্রতিও বিশেষণতাবচ্ছেদকপ্রকারক-জ্ঞানগতজনকতা সংশয়ান্যজ্ঞানত্বরূপনিশ্চয়ত্ব পুরস্কারে কল্পনা করিতে হইবে, ফলে অনুমিতির কারণতা এবং বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিবোধের কারণতা একরূপে কল্পিত হওয়ায় পূর্বোক্ত বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী যে প্রত্যক্ষ এবং শাব্দবোধ তাহাতে অতিব্যাপ্তি বারণ করা যাইতে পারে না। এই শঙ্কার সমাধান কল্পে আমাদের বক্তব্য এই যে, অনুমিতির প্রতি পরামর্শগতকারণতা বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিনিশ্চয়ত্বপুরস্কারে কল্পিত হইলেও বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিবোধের কারণতা বিশেষণতাবচ্ছেদক-প্রকারকনিশ্চয়ত্বরূপে কল্পিত হইতে পারে না। কারণ বিশেষণতাব-চ্ছেদকপ্রকারকজ্ঞান বিদ্যমান না থাকিলেও রক্তদণ্ডমিচ্ছামি ইত্যাদি বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী প্রত্যক্ষবিশেষ উৎপন্ন হইয়া থাকে। রক্তদণ্ডমিচ্ছামি, রক্তদণ্ডং দ্বেষ্মি প্রভৃতি রক্তত্ব বিশিষ্ট দণ্ডপ্রকারক ইচ্ছাবিষয়ক যে লৌকিকমানসপ্রত্যক্ষ হয়, ঐ প্রত্যক্ষে ইচ্ছাংশে দণ্ডপ্রকার হওয়ায় এবং দণ্ডাংশে রক্তত্ব বিশেষণ হওয়ায় রক্তদণ্ড-মিচ্ছামি এই সাক্ষাৎকারাত্মক প্রত্যক্ষও রক্তত্ববিশিষ্টদণ্ডবৈশিষ্ট্যা-বগাহী হইয়াছে। ঐ প্রত্যক্ষের পূর্বক্ষণে বিশেষণতাবচ্ছেদক-প্রকারকজ্ঞান থাকিতে পারে না। কারণ রক্তত্ববিশিষ্টদণ্ডাবগাহী সবিকল্পক যে ইচ্ছাবিষয়ক প্রত্যক্ষ তাহার পূর্বক্ষণে ইচ্ছাংশের নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ স্বীকার করিতে হইবে। উক্তনির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের পূর্বক্ষণে বিশিষ্ট বিশেষণক অর্থাৎ রক্তদণ্ডবিষয়কেচ্ছার উৎপত্তিও স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং রক্তদণ্ডবিষয়কেচ্ছাজনকীভূত রক্তদণ্ডবিষয়ক (ইষ্টসাধনতা) জ্ঞান ইচ্ছার পূর্বক্ষণে বিদ্যমান

থাকিলেও উক্তজ্ঞান ইচ্ছার নির্বিকল্পকজ্ঞানক্ষণে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। ফলে বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিবুদ্ধির প্রতি বিশেষণতাবচ্ছেদকপ্রকারক-সংশয়ান্যজ্ঞানত্বরূপে কারণতা স্বীকার করিলে ইচ্ছাদ্বেষাদির লৌকিকমানসপ্রত্যক্ষের স্থলে পূর্বোক্ত জ্ঞান না থাকায় ব্যতিরেক-ব্যভিচার হইবে। অতএব বিশেষণতাবচ্ছেদকপ্রকারক ইচ্ছাদ্বেষাদি-সাধারণ সংশয়ান্যত্বরূপেই কারণতা স্বীকার করিতে হইবে। ইহার ফলে রক্তদণ্ডমিচ্ছামি ইত্যাদি বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিপ্রত্যক্ষের পূর্বে রক্তদণ্ডবিষয়ক ইচ্ছাদি থাকায় ব্যতিরেকব্যভিচার হইবে না। অতএব বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিবুদ্ধির প্রতি বিশেষণতাবচ্ছেদক-প্রকারক-জ্ঞানাদিগতকারণতা সংশয়ান্য-জ্ঞানত্বরূপনিশ্চত্বাবচ্ছিন্ন নহে, কিন্তু ব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিসংশয় বা তাদৃশ সংস্কার হইতে অনুমিতির আপত্তি বারন করিবার জন্য পরামর্শগত অনুমিতির কারণতা ব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিসংশয়ান্য-জ্ঞানত্বপুরস্কারে অবশ্যই কল্পনা করিতে হইবে। ফলে অনুমিতির প্রতি পরামর্শগত কারণতা এবং বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিবোধের প্রতি বিশেষণতাবচ্ছেদকপ্রকারক-জ্ঞানগত-কারণতা সমানধর্মপুরস্কারে কল্পিত না হওয়ায় 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবৎ-পর্বতবান্ দেশঃ' এইরূপ বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহি বোধে অনুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে না।

পূর্ব পূর্ব আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাপ্তিপ্রকারকপক্ষ-ধর্মতাবগাহিনিশ্চয়জন্যজ্ঞানত্ব অনুমিতির লক্ষণ হইয়াছে। উক্ত লক্ষণের অন্তর্গত নিশ্চয়াংশের দ্বারা অনুমিতির সাক্ষাৎ কারণ পরামর্শ সংগৃহীত হওয়ার ফলে পরামর্শজন্যজ্ঞানত্বই অনুমিতির লক্ষণ হইবে। এখন সমস্যা এই যে তাদৃশপরামর্শজন্যত্ব যেরূপ অনুমিতিতে থাকে সেইরূপ পরামর্শের প্রত্যক্ষেও থাকে। পরামর্শের প্রত্যক্ষের প্রতি বিষয়রূপ পরামর্শ কারণ হইয়া থাকে। পরামর্শের প্রত্যক্ষ বলিতে আমরা 'পর্বতে বহ্নিব্যাপ্যধূমং নিশ্চিনোমি'—এই আকারের পরামর্শ-বিষয়কলৌকিকমানসপ্রত্যক্ষকেই বুঝিয়া থাকি। উক্ত লৌকিক-

মানসপ্রত্যক্ষকেই পরামর্শের অনুব্যবসায়[১] বলা হয়। অনুমিতির প্রতি পরামর্শ-গত কারণতা যেরূপ ব্যাপ্তিপ্রকারক-পক্ষধর্মতাবগাহিনিশ্চয়ত্বাবচ্ছিন্ন হয় সেরূপ পরামর্শ-বিষয়ক লৌকিকমানসপ্রত্যক্ষেরপ্রতি পরামর্শগত-কারণতাও তাদৃশনিশ্চয়ত্বাবচ্ছিন্ন হইয়া থাকে।

পরামর্শানু-ব্যবসায়ে অতিব্যাপ্তি শঙ্কা

এইরূপ মাধ্যমিক কার্যকারণভাব স্বীকার করার ফলে পরামর্শানু-ব্যবসায়ে অনুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে।

[১]জ্ঞানগোচর লৌকিকমানসপ্রত্যক্ষকেই অনুব্যবসায় বলা হয়। অর্থাৎ 'অয়ংঘটঃ' ইত্যাদি ঘটত্বাদি প্রকারক ঘটাদিবিশেষ্যক যে জ্ঞান তজ্জনিত ঘটমহং জানামি এই আকারের ঘটজ্ঞানগোচরলৌকিকমানসপ্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞানবিশেষই অনুব্যবসায় নামে অভিহিত। এই অনুব্যবসায়ে মন করণ, আত্মমনঃসংযোগ ব্যাপার এবং ঘটাদির সবিকল্পকজ্ঞান বিষয়রূপে কারণ হইয়া থাকে।

সবিকল্পকজ্ঞানেরই অনুব্যবসায় হয় নির্বিকল্পক জ্ঞানের হয় না। কারণ নির্বিকল্পক জ্ঞানে বিশেষ্য এবং বিশেষণের সংসর্গের ভান না। ঘটঘটত্বে এই জ্ঞান প্রকারতা বা বিশেষ্যতার নিরূপক হয় না। এইজন্য নির্বিকল্পকজ্ঞানের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কারণ জ্ঞানের অনুব্যবসায় জ্ঞানীয়বিষয়গতপ্রকারতা বা বিশেষ্যতাকে বিষয় করিয়াই বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী হইয়া থাকে। ঘটমহং জানামি এই অনুব্যবসায়ে আত্মাতে জ্ঞান বিশেষণ, জ্ঞানে ঘটবিশেষণ, ঘটে ঘটত্ব বিশেষণ হওয়ায় বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী হইয়া থাকে।

উক্ত অনুব্যবসায়কেই সাঙ্খ্যদর্শনে পৌরুষেয় ফলস্বরূপ প্রমা বলা হইয়াছে। বেদান্তদর্শনে পূর্বোক্ত অনুব্যবসায় স্বীকৃত না হইলেও ঘটত্বেনেমং জানামি ইত্যাদি স্থলে বিষয়াবলীঢ় চৈতন্যস্বরূপ আত্মা সক্ষিভাস্য হইয়া থাকে। বেদান্ত-মতে বা সাঙ্খ্যমতে 'অয়ং ঘট' এই আকারের ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানকে স্বীকার করা হয় না, পরন্তু ঐ ব্যবসায়কে অন্তঃকরণের পরিণামস্বরূপ বৃত্তি বিশেষ বলিয়া স্বীকার করা হয়। স্বপ্রকাশবাদী মীমাংসক প্রভাকরের মতে জ্ঞানমাত্রই স্বয়ং প্রকাশ। প্রমাতৃ-প্রমেয়-প্রমা এই তিনটিকে বিষয় করিয়া জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যেই সামগ্রী হইতে ঘটাদি গৃহীত হয় সেই সামগ্রী হইতেই

উক্ত অতিব্যাপ্তি পরিহারকল্পে আমাদের বক্তব্য, সাধারণতঃ সামান্য-কার্যকারণভাব এবং বিশেষকার্যকারণভাব স্বীকার করিলেই যখন সর্বত্র প্রত্যক্ষের উপপত্তি হইতে পারে তখন মাধ্যমিক কার্যকারণ-ভাব স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন নাই। ফলে পরামর্শ-বিষয়ক প্রত্যক্ষের প্রতি পরামর্শরূপ বিষয়ের যে কারণতা তাহা বিষয়ত্বরূপ সামান্যধর্মাবচ্ছিন্ন হইবে অথবা পরামর্শগত তত্তদ্ব্যক্তিত্বাবচ্ছিন্ন হইবে। সুতরাং পরামর্শগতানুব্যসায়ের কারণতা ব্যাপ্তি-প্রকারকপক্ষধর্মতাবগাহিনিশ্চয়ত্বের দ্বারা অবচ্ছিন্ন না হওয়ায় পরামর্শ-বিষয়ক অনুব্যবসায়ে অনুমিতি লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে না।

পরামর্শানুব্যবসায়ে অতিব্যাপ্তি পরিহার।

ঘটাদির জ্ঞান এবং উক্ত জ্ঞানের আশ্রয় আত্মাও গৃহীত হইয়াথাকে। অর্থাৎ এই মতে চক্ষুঃসন্নিকর্ষাদিঘটিত প্রত্যক্ষ সামগ্রী এবং ব্যাপ্তিজ্ঞানাদিঘটিতঅনুমিতি সামগ্রী হইতে যেমন ঘটাদিরূপ বিষয় গৃহীত হয় সেইরূপ ঘটাদিজ্ঞান এবং জ্ঞানের আশ্রয় আত্মাও গৃহীত। ইহার ফলে অয়ং ঘটঃ, ঘটমহং জানামি, এই আকারেরই জ্ঞান হয়। সুতরাং এইমতে অনুব্যবসায় স্বীকার করিবার কোন প্রযোজন নাই। ভট্টমীমাংসকগণ বলেন জ্ঞানমাত্রই অতীন্দ্রিয়। সুতরাং জ্ঞানের বা জ্ঞাতার কোনও ক্রমেই লৌকিক প্রত্যক্ষ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। পরন্তু বিষয়ে জ্ঞানজন্যজ্ঞাততারূপ একটি ধর্মের উৎপত্তি হয়। জ্ঞান অতীন্দ্রিয় হইলেও জ্ঞান হইতে জাত জ্ঞাততা ধর্মটী প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষসিদ্ধ জ্ঞাততাকে হেতু করিয়া জ্ঞেয়ঘটাদিকে পক্ষ করিয়া জ্ঞানেব অনুমান হইয়া থাকে। অয়ং ঘটো ঘটত্ববতিঘটত্ব প্রকারক-জ্ঞানবিষয়ঃ ঘটেঘটত্বপ্রকারক-জ্ঞাততাবত্ত্বাৎ এই আকারের অনুমান হয়। কাহারও কাহারও মতে 'ইয়ং জ্ঞাততা ঘটত্ববতিঘটত্বপ্রকারকজ্ঞান জন্যা। ঘটে ঘটত্বপ্রকারক জ্ঞাততাবত্ত্বাৎ এই প্রকার জ্ঞানের অনুমান হইয়া থাকে। সুতরাং এই মতেও জ্ঞানের অনুব্যবসায় স্বীকৃত হয় নাই। মীমাংসক মুরারিমিশ্র কিন্তু নৈয়ায়িকের ন্যায় ব্যবসায় এবং অনুব্যবসায় উভয়ই স্বীকার করিয়া থাকেন।

প্রত্যক্ষ ও বিষয়ের সামান্যকার্যকারণ ভাব বলিতে প্রত্যক্ষসামান্যের প্রতি অর্থাৎ প্রত্যক্ষত্বাবচ্ছিন্নের প্রতি বিষয়ত্বরূপে বিষয়ের যে কারণতা কল্পিত হয় তাহাকেই বুঝিতে হইবে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, প্রত্যক্ষত্বরূপসামান্যধর্মের আশ্রয় যে প্রত্যক্ষ তাহার সহিত বিষয়ত্বরূপসামান্যধর্মপুরস্কারে বিষয়ের সামান্য কার্যকারণভাব কল্পিত হইতে পারে না। কারণ বিষয়ভেদে বিষয়তা বিভিন্ন হওয়ায় প্রত্যক্ষত্বরূপসামান্য ধর্মপুরস্কারে প্রত্যক্ষের প্রতি বিষয়ত্বরূপ সামান্যধর্মপুরস্কারে বিষয়ের কারণতা কিরূপে সম্ভবপর হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য, বিষয়ভেদে বিষয়তা বিভিন্ন হইলেও সকল বিষয়তার একটি অনুগত বিষয়তাত্ব ধর্ম থাকায় উক্ত বিষয়তাত্বরূপে বিষয়তা প্রত্যক্ষসামান্যের প্রতি বিষয়গত যে কারণতা তাহার অবচ্ছেদক হইতে পারিবে। ফলে প্রত্যক্ষ ও বিষয়ের সামান্য কার্যকারণভাবের কোনও ব্যাঘাত হইবে না।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, কার্যকারণভাবের নিয়ামক অর্থাৎ অবচ্ছেদকসম্বন্ধ ব্যতিরেকে কোনও কার্যকারণ ভাব কল্পিত হইতে পারে না, সুতরাং প্রত্যক্ষসামান্যের প্রতি বিষয়সামান্যের যে কারণতা কল্পনা করা হয় সেখানে কার্যতাবচ্ছেদক এবং কারণতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ কি হইবে? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, লৌকিকসন্নিকর্ষজন্যজ্ঞানীয়বিলক্ষণবিষয়তাসম্বন্ধে প্রত্যক্ষ সামান্যের প্রতি তাদাত্ম্য সম্বন্ধে বিষয়ত্বাবচ্ছিন্ন কারণ হইবে। অতএব লৌকিকসন্নিকর্ষজন্যজ্ঞানীয়বিলক্ষণবিষয়তা কার্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ হইবে, কারণতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ হইবে তাদাত্ম্য। এইরূপ সামান্যকার্য কারণ ভাব কল্পনা করার ফলে অতীত বা অনাগত ঘটাদির প্রত্যক্ষের আপত্তি হইবে না। কারণ অতীত বা ভবিষ্যদ্ ঘটাদিতে কার্যাব্যবহিত পূর্বক্ষণে বিষয়রূপকারণ তাদাত্ম্য সম্বন্ধে থাকে না। উৎপৎস্যমান কার্যের ঠিক পূর্বক্ষণে কার্যের অধিকরণে কারণটি সম্বদ্ধ হইলেই তদুত্তরক্ষণে ঐ অধিকরণে কার্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে কার্যটি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ঘটোৎপত্তির পূর্বক্ষণে উৎপৎস্যমানঘটাদির অধিকরণ যে কপালাদি তাহাতে উৎপৎস্যমান ঘটাদির কারণ যে দণ্ডচক্রাদি তাহারা কারণতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইলেই উত্তরক্ষণে ঐ কপালে সমবায় সম্বন্ধে ঘট উৎপন্ন হইয়া থাকে। কার্যের অব্যবহিত প্রাক্‌ক্ষণবৃত্তি যে কারণের সম্বন্ধ তাহাই উত্তরক্ষণে কার্যসম্বন্ধের প্রযোজক হইয়া থাকে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, অতীত বা অনাগত ঘটাদিবিষয়ে কার্যাব্যবহিত প্রাক্‌ক্ষণবৃত্তি চক্ষুঃসংযোগাদিরূপসন্নিকর্ষ না থাকায় ঘটাদি প্রত্যক্ষের সম্ভাবনা নাই। অতএব ঘটাদির প্রত্যক্ষের প্রতি বিষয়ের কারণতা স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। ইহার উত্তরে বক্তব্য, চক্ষুঃসংযোগাদিরূপ-অনিত্য সম্বন্ধ অতীত বা ভবিষ্যদ্ ঘটাদিতে কার্যাব্যবহিত প্রাক্‌ক্ষণাবচ্ছেদে না থাকিলেও অতীত বা অনাগত শব্দ, রূপ প্রভৃতি যে বিষয়বিশেষ তাহাতে কার্যাব্যবহিত প্রাক্‌ক্ষণবৃত্তি যে শ্রোত্রসমবায় বা চক্ষুঃসংযুক্তসমবায় তদ্রূপনিত্যসম্বন্ধ বর্তমান থাকায় উক্ত শব্দ এবং রূপাদিতে বিষয়তাসম্বন্ধে প্রত্যক্ষোৎপত্তিবারণের জন্য লৌকিকবিষয়তাসম্বন্ধে প্রত্যক্ষের প্রতি তাদাত্ম্য সম্বন্ধে বিষয়ের কারণতা স্বীকার করা আবশ্যক।

ঘটাদির লৌকিক প্রত্যক্ষের[১] প্রতি বিষয় যেরূপ কারণ সেরূপ ইন্দ্রিয় সমূহও অসাধারণ কারণ। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ

[১] বিষয় হইতে লৌকিকসন্নিকর্ষের সহিত ইন্দ্রিয়ের যে জ্ঞান হয় তাহাকেই লৌকিক প্রত্যক্ষ বলা হয়। সংযোগ, সংযুক্তসমবায়, সংযুক্ত সমবেতসমবায়, সমবায়, সমবেতসমবায় এবং বিশেষ্যবিশেষণভাব এই সন্নিকর্ষসমূহের যে কোনও একটি সন্নিকর্ষ হইতে লৌকিক প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়। ইন্দ্রিয় বলিতে আমরা ঘ্রাণ-চক্ষু-রসনা-শ্রোত্র-ত্বক্ এবং মন এই ছয়টিকে বুঝিয়া থাকি। ইহাদের মধ্যে প্রথম ৫টি বহিরিন্দ্রিয় এবং মন অন্তরিন্দ্রিয়। ঘ্রাণাদি ৫টি ইন্দ্রিয় হইতে রূপ-রস-গন্ধ স্পর্শ এবং শব্দ প্রভৃতি বাহ্য পদার্থ গৃহীত হয় বলিয়া উক্ত ইন্দ্রিয়সমূহকে বলা হয় বহিরিন্দ্রিয়। বুদ্ধি-সুখ-দুঃখেচ্ছা-দ্বেষ-প্রযত্ন-এই সকল

প্রভৃতি সন্নিকর্ষও ব্যাপার-রূপে প্রত্যক্ষের প্রতি প্রযোজক অর্থাৎ কারণ হইয়া থাকে। এখন বিবেচনা করিতে হইবে যে, উক্ত সংযোগ প্রভৃতি সন্নিকর্ষরূপ যে কারণসম্বন্ধ তাহা কার্যাব্যবহিতপ্রাক্ক্ষণ-বৃত্তিত্বোপলক্ষিত হইয়া লৌকিকপ্রত্যক্ষরূপ-কার্যোৎপত্তির প্রযোজক হইবে অথবা কার্যাব্যবহিতপ্রাক্ক্ষণাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ কার্যাব্যবহিত-

---

আন্তরপদার্থ মনের দ্বারা গৃহীত হয় বলিয়া মনকে অন্তরিন্দ্রিয় বলা হয়। পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যবিষয় বিভিন্ন। গন্ধ বা গন্ধত্বাদি ঘ্রাণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিয়া ঐ গুণ বা জাতিকে ঘ্রাণগ্রাহ্যবিষয় বলা হয়। রস বা রসত্বাদি রসনেন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত বলিয়া উহাদিগকে রসনাগ্রাহ্য বিষয় বলা হয়। যে সকল দ্রব্যে উদ্ভূত-রূপ বিদ্যমান সেই সকল দ্রব্য, উদ্ভূতরূপ, পৃথক্ত্ব, সংখ্যা, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, স্নেহ, দ্রবত্ব, পরিমাণ, ক্রিয়া, প্রত্যক্ষযোগ্যবৃত্তি জাতি ও সমবায় চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা লৌকিকসন্নিকর্ষের সহায়তায় গৃহীত হয় বলিয়া ঐ সকল বিষয়কে চক্ষুর্গ্রাহ্য বিষয় বলা হয়। উদ্ভূতরূপ বা রূপগত জাতি ভিন্ন চক্ষুরিন্দ্রিয় গ্রাহ্য যতগুলি বিষয় তাহারা সকলেই ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইবে। অধিকন্তু উদ্ভূতস্পর্শ ও স্পর্শত্বাদি জাতিও ত্বগিন্দ্রিয়জন্যলৌকিকপ্রত্যক্ষের বিষয় হয় বলিয়া উহাদিগকে ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় বলে। শব্দ এবং শব্দত্বাদি লৌকিকসন্নিকর্ষের সাহায্যে শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয় বলিয়া ইহাদিগকে শ্রোত্রেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় বলা হয়। বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন এবং আত্মা লৌকিকসন্নিকর্ষের সাহায্যে মনঃস্বরূপ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হওয়ায় ইহাদিগকে মনোগ্রাহ্য বিষয় বলা হয়। আত্মা মনোগ্রাহ্য হইলেও স্বরূপতঃ আত্মার মানসপ্রত্যক্ষ হয় না। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধি-সুখ-দুঃখ-ইচ্ছা প্রভৃতি আত্মার বিশেষগুণকে প্রকার করিয়াই আত্মার লৌকিক মানসপ্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। আত্মার স্বরূপতঃ সাক্ষাৎকার যোগজধর্মের সাহায্যে তত্ত্বজ্ঞগণের পক্ষেই সম্ভবপর হয়। ঐ সাক্ষাৎকার কখনও লৌকিক হইতে পারে না। 'আত্মা বাহরে দ্রষ্টব্যঃ' ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারাও আত্মার অলৌকিক সাক্ষাৎকারই বিহিত হইয়াছে। উদ্ভূতরূপবদ্‌দ্রব্যের প্রত্যক্ষও সকল বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা হয় না, কেবল চক্ষুঃ এবং ত্বগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। উদ্ভূতরূপ নাই বলিয়া নব্যনৈয়ায়িকগণ বায়ুর প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন না। চক্ষুঃ এবং ত্বগিন্দ্রিয়ের সংযোগসন্নিকর্ষ হইলে ঘটাদি দ্রব্যের চাক্ষুষ এবং ত্বাচ-

প্রাক্‌ক্ষণবৃত্তিত্ববিশিষ্ট হইয়া কার্যোৎপত্তির প্রযোজক হইবে? কার্যাব্যবহিতপূর্ববর্তিত্ব যদি উপলক্ষণ হয় তাহা হইলে কার্যাব্যবহিত-পূর্ববর্তিত্বের দ্বারা উপলক্ষিত যে কারণীভূত চক্ষুঃপ্রভৃতির সন্নিকর্ষ তাহা অতীত ঘট প্রভৃতি ব্যক্তিতেও থাকে বলিয়া অতীত ঘটাদির লৌকিক প্রত্যক্ষের আপত্তি হইবে। কার্যাব্যবহিত-প্রাক্‌ক্ষণাবচ্ছিন্ন

প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ঘটীয় গুণ, ক্রিয়া বা জাতির সহিত চক্ষুসংযুক্তসমবায়-সন্নিকর্ষ হইলে ঘটসমবেত রূপাদিগুণ, ক্রিয়া এবং জাতির প্রত্যক্ষ হয়। ঘটীয়গুণগত বা ক্রিয়াগতজাতির সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযুক্তসমবেতসমবায়-সন্নিকর্ষ থাকিলে ঘটীয় গুণগত এবংকর্মগত জাতির প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। এই প্রকার শব্দের সহিত শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের সমবায়সন্নিকর্ষ থাকিলে শ্রোত্রেন্দ্রিয় দ্বারা শব্দের শ্রাবণ প্রত্যক্ষ হয়। শব্দত্বাদির সহিত শ্রবণেন্দ্রিয়ের সমবেত-সমবায়-সন্নিকর্ষ থাকিলে শব্দত্বাদির শ্রাবণ প্রত্যক্ষ হয়। অভাবের সহিত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিশেষ্যবিশেষণভাব সন্নিকর্ষ থাকিলে অভাবাদির প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। গন্ধের ঘ্রাণজপ্রত্যক্ষে, স্পর্শের স্পার্শনপ্রত্যক্ষে এবং রসের রাসনপ্রত্যক্ষে সংযুক্তসমবায়, গন্ধগত, স্পর্শগত এবং রসগত জাতির প্রত্যক্ষে সংযুক্তসমবেতসমবায়-সন্নিকর্ষ হইবে। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা বা রসনেন্দ্রিয়ের দ্বারা দ্রব্যের ঘ্রাণজপ্রত্যক্ষ বা রাসন-প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া ঘ্রাণেন্দ্রিয় সংযোগ বা রসনেন্দ্রিয় সংযোগ ঘ্রাণজপ্রত্যক্ষে বা রাসনপ্রত্যক্ষে ব্যাপার হইবে না। বহিরিন্দ্রিয়জন্য বাহ্যবস্তুর যে লৌকিকপ্রত্যক্ষের কথা বলা হইল ঐ লৌকিক-প্রত্যক্ষ যদি চাক্ষুষ হয় তাহা হইলে ঐ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের যেরূপ চক্ষুসন্নিকর্ষাদি কারণ হয় সেইরূপ উদ্ভূতরূপ এবং আলোকসংযোগও কারণ হয়। উদ্ভূতরূপ বা আলোকসংযোগকে চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের কারণ স্বীকার না করিলে অনুদ্ভূত-রূপবদ্‌ভর্জনকপালস্থিতবহ্নির এবং অন্ধকারে ঘটাদির চাক্ষুষপ্রত্যক্ষাপত্তি হয়। পূর্বোক্ত চাক্ষুষাদি ষড়্‌বিধ প্রত্যক্ষেই যেরূপ ইন্দ্রিয় কারণ সেইরূপ মহত্ত্বও কারণ। মহত্ত্বকে কারণ স্বীকার না করিলে পরমাণুর প্রত্যক্ষাপত্তি হয়। লৌকিক প্রত্যক্ষে অন্যান্যকারণের ন্যায় বিষয়ও কারণ হয়। বিষয় যদি কার্যের পূর্বে না থাকে তাহা হইলে কাহার প্রত্যক্ষ হইবে? এইজন্যই বলা হইয়াছে, 'সম্বদ্ধং বর্ত্তমানঞ্চ গৃহ্যতে চক্ষুরাদিনা।'

যে কারণের সম্বন্ধ তাহা যদি কার্যোৎপত্তির নিয়ামক হয় তাহা হইলে অতীতঘটাদিবিষয়ক লৌকিকপ্রত্যক্ষের আপত্তি বারিত হইলেও ঘটত্বাদিসামান্যলক্ষণাপ্রত্যাসত্তিমূলে অতীত বা অনাগত ঘটাদির অলৌকিক প্রত্যক্ষ[1] হইতে পারে না। কারণ ঘটত্বাদি সামান্য নিত্য হইলেও কার্যাব্যবহিত প্রাক্ক্ষণাবচ্ছিন্ন যে ঘটত্বাদি সামান্য তাহা

[1]অলৌকিকসন্নিকর্ষজন্য প্রত্যক্ষকে অলৌকিক প্রত্যক্ষ বলা হয়। অলৌকিক সন্নিকর্ষ তিন প্রকার—সামান্যলক্ষণা, জ্ঞানলক্ষণা এবং যোগজ। ইন্দ্রিয় সম্বন্ধবিশেষ্যক জ্ঞানের প্রকারীভূত সামান্য অথবা সামান্যের জ্ঞানকে সামান্যলক্ষণা প্রত্যাসত্তি বা সন্নিকর্ষ বলা হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, ইন্দ্রিয়সম্বন্ধধূমাদিবিশেষ্যক 'ধূমঃ'-এই আকারের যে জ্ঞান ঐ জ্ঞানের প্রকার ধূমত্ব বা ধূমত্বপ্রকারক জ্ঞানরূপসামান্যলক্ষণা-সন্নিকর্ষের দ্বারা ধূমত্ব-পুরস্কারে সকল ধূমকে অর্থাৎ অতীত-অনাগত-বর্তমান-দেশান্তরীয় যাবতীয় ধূমকে বিশেষ্য করিয়া যে অলৌকিক প্রত্যক্ষ হয় তাহাই সামান্যলক্ষণা-সন্নিকর্ষজন্য অলৌকিক প্রত্যক্ষ। অলৌকিক প্রত্যক্ষের পূর্বে বিষয়ের অবস্থিতি অপরিহার্য নহে। মীমাংসকগণ সামান্যলক্ষণা স্বীকার করেন নাই।

জ্ঞান হইয়াছে লক্ষণ অর্থাৎ স্বরূপ যাহার এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে যৎ-প্রকারক-জ্ঞানটি জ্ঞানলক্ষণা-সন্নিকর্ষের কার্য হয় তদ্বিষয়ক জ্ঞানকে জ্ঞানলক্ষণা-সন্নিকর্ষ বলে। 'সুরভি চন্দনম্'—এই স্থলে চন্দনের যেরূপ চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ হয় সেরূপ চন্দনাংশে বিশেষণীভূত সৌরভেরও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় —ইহা সকলের অনুভবসিদ্ধ। ঐ চাক্ষুষজ্ঞান কিন্তু লৌকিক হইতে পারে না, কারণ সৌরভের লৌকিক চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না, ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষই হইয়া থাকে। এইজন্য সৌরভের জ্ঞানরূপ (স্মরণরূপ) জ্ঞানলক্ষণা-সন্নিকর্ষ হইতে সুরভিচন্দন-বিষয়ক চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে সৌরভের উপনীত ভান হইয়া থাকে। এই উপনীত ভানই অর্থাৎ সৌরভপ্রকার চাক্ষুষজ্ঞানই জ্ঞানলক্ষণাসন্নিকর্ষের ফল। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, জ্ঞানলক্ষণাসন্নিকর্ষ এবং সামান্যলক্ষণাসন্নিকর্ষ উভয়েই যখন জ্ঞান তখন সামান্যলক্ষণাসন্নিকর্ষ হইতে জ্ঞানলক্ষণাসন্নিকর্ষের পার্থক্য কোথায়? ইহার উত্তরে বক্তব্য, সামান্যলক্ষণা-সন্নিকর্ষ হইতে সামান্যপ্রকারে অর্থাৎ ধূমত্বজ্ঞান-রূপ সামান্যলক্ষণা হইতে ধূমত্বপ্রকারে সকলধূমবিশেষ্যকজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। জ্ঞানলক্ষণাসন্নিকর্ষ হইতে অর্থাৎ সৌরভাদির স্মরণ হইতে সৌরভপ্রকারকজ্ঞানই উৎপন্ন হয়।

কার্যাববহিত প্রাক্ক্ষণে বিদ্যমান যে ঘটাদি তাহাতেই থাকিবে, অতীত ঘটাদিতে নহে। বস্তুস্থিতি পর্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে চক্ষুঃসন্নিকৃষ্ট ঘটাদিতে যেরূপ অলৌকিকমুখ্য-বিশেষ্যতাসম্বন্ধে চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হইয়া থাকে সেরূপ দেশান্তরীয় কালান্তরীয় ঘটাদিতেও অলৌকিকমুখ্যবিশেষ্যতা সম্বন্ধে চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হইয়া থাকে ; অথচ কালান্তরীয় ঘট প্রভৃতি অলৌকিকবিষয়ে কার্যাব্যবহিতপ্রাক্ক্ষণাবচ্ছিন্নঘটত্বাদিরূপ সামান্যলক্ষণাসন্নিকর্ষ না থাকায় ব্যতিরেকব্যভিচার হয়। এই সমস্যার সমাধানে বক্তব্য এই যে, লৌকিক প্রত্যক্ষের কারণতা[১] এবং অলৌকিক প্রত্যক্ষের কারণতা উভয়েই ব্যাপকতা ঘটিত হইবে। উভয়কারণতাতে উক্তব্যাপকতা বিভিন্ন, একরূপ নহে। লৌকিকপ্রত্যক্ষের স্থলে যে অধিকরণে যে ক্ষণে কার্যটি উৎপন্ন হইবে তাহার (কার্যের) অব্যবহিত-পূর্বক্ষণে কার্যের অধিকরণে লৌকিকসন্নিকর্ষ বা বিষয়রূপ কারণটি অবশ্যই নিয়মিতভাবে বিদ্যমান থাকিয়া কারণ হইবে। কার্যাধিকরণে কার্যাব্যবহিত প্রাক্ক্ষণাবচ্ছেদে বর্তমান যে অভাব তৎপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদক ধর্ম-বত্ত্বরূপ যে ব্যাপকত্বঘটিত কারণতা তাহাই লৌকিক প্রত্যক্ষের স্থলে কারণতা। 'যত্র যদা কার্যং তত্র তদব্যবহিতপ্রাক্ক্ষণাবচ্ছেদেন কারণম্' এই নিয়মানুসারে কার্যাব্যবহিতপ্রাক্ক্ষণটি অবচ্ছেদ্যত্ব-সম্বন্ধে

যোগপ্রভাবে একটি শক্তিবিশেষ বা অদৃষ্টবিশেষ আত্মাতে উৎপন্ন হয় যাহার প্রভাবে যোগিগণ ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সকলবস্তুর অলৌকিক প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। তবে বিশেষ এই যে, যুঞ্জান যোগিগণ যখন সমাহিত হন তখনই পূর্বোক্ত অলৌকিক প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। যুক্তযোগিগণ সর্বদা গগন, পরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সকলবস্তুকে সর্বদা প্রত্যক্ষ করেন।

[১]অনন্যথাসিদ্ধনিয়তপূর্ববৃত্তিত্বরূপ যে কারণত্ব তদন্তর্গতনিয়তপূর্ববৃত্তিত্বই ব্যাপকত্ব। এই প্রসঙ্গে অনুমিতির পরিচিতির পাদটীকায় ৯-১০ পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছে।

কারণের বিশেষণ হইবে। ফলে কার্যাব্যবহিতপ্রাক্ক্ষণবৃত্তিত্ববিশিষ্ট যে লৌকিকসন্নিকর্ষাদি তাহাই লৌকিকপ্রত্যক্ষের কারণ হইবে। তাদৃশলৌকিকসন্নিকর্ষ অতীতঘটাদিতে না থাকায় অতীতঘটাদির লৌকিকপ্রত্যক্ষের আপত্তি হইবে না। অলৌকিকসন্নিকর্ষের স্থলে জ্ঞায়মান ঘটত্ব প্রভৃতি অলৌকিকসন্নিকর্ষ যেরূপ সন্নিকৃষ্ট ঘটে বিদ্যমান থাকিয়া কারণ হয় সেরূপ অসন্নিকৃষ্ট ঘটে বিদ্যমান থাকিয়াও কারণ হয়। সুতরাং কার্যাধিকরণে বর্তমান যে প্রতিযোগিব্যধিকরণা-ভাব তৎপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকধর্মবত্ত্ব-রূপ যে ব্যাপকত্বঘটিত কারণতা তাহাই অলৌকিকসন্নিকর্ষস্থলীয় কারণতা। অতএব অলৌকিক প্রত্যক্ষের স্থলে 'যত্র যদা কার্যং তদব্যবহিতপ্রাক্ক্ষণবৃত্তিকারণম্'— এই নিয়মানুসারে যে অধিকরণে যে কার্য উৎপন্ন হইবে তাহার অব্যবহিতপ্রাক্ক্ষণবৃত্তিত্বকে কারণাংশে উপলক্ষণ বলিতে হইবে। উপলক্ষণ হওয়ার ফলে অব্যবহিতপূর্বক্ষণে বিদ্যমান না থাকিলেও কার্যাধিকরণে যে কোনও কালে বিদ্যমান থাকিয়াই জ্ঞায়মানঘটত্ব প্রভৃতি কারণ ঘটাদিবিষয়ক-অলৌকিকপ্রত্যক্ষরূপ যে কার্য তাহার নিয়ামক হইতে পারিবে। সুতরাং জ্ঞায়মানঘটত্বাদিরূপসামান্য-লক্ষণাসন্নিকর্ষ অতীত ঘটে বর্তমান থাকায় কারণাসত্ত্বে কার্যসত্ত্ব-রূপ ব্যতিরেকব্যভিচার হইবে না।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে লৌকিকসন্নিকর্ষ এবং অলৌকিক-সন্নিকর্ষজনিত প্রত্যক্ষের কারণতা বিভিন্ন হওয়ায় কার্যাব্যবহিত-প্রাক্ক্ষণাবচ্ছিন্ন যে পূর্বোক্ত লৌকিকসন্নিকর্ষ তাহা অতীত ঘটাদিতে বিদ্যমান না থাকায় সেখানে লৌকিকবিষয়তাসম্বন্ধে অতীতঘটাদির প্রত্যক্ষপ্রসঙ্গ হইতে পারে না; এইভাবে যদি অতীতাদিবিষয়ক প্রত্য-ক্ষের প্রসঙ্গ বারণ করা সম্ভবপর হয় তাহা হইলে লৌকিকপ্রত্যক্ষের প্রতি বিষয়ের কারণতা স্বীকার করাও নিষ্প্রয়োজন। ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য, কার্যের অব্যবহিতপূর্বক্ষণে কার্যের অধিকরণে (ঘটাদি-বিষয়ে) চক্ষুসন্নিকর্ষাদি বিদ্যমান থাকিলে যদি দৈবাৎ

তদুত্তরক্ষণে ঘটাদির নাশ হয় তাহা হইলে সেইক্ষণে ঘটাদিবিষয়ক প্রত্যক্ষের আপত্তি হয়। উক্ত প্রত্যক্ষাপত্তির পরিহার করিবার জন্যই লৌকিক- বিষয়তাসম্বন্ধে প্রত্যক্ষের প্রতি কার্যকালে অবস্থিত যে বিষয় তাহার তাদাত্ম্যসম্বন্ধে কারণতা স্বীকার করিতে হয়।

কেহ কেহ বলেন যে, কার্যের অব্যবহিত পূর্বক্ষণে বিষয়ের সহিত যখন ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ থাকে তখন বিষয় বর্তমান না থাকিলেও উত্তর-ক্ষণে বিষয়ের প্রত্যক্ষ হইতে পারে ; সুতরাং প্রত্যক্ষের উৎপত্তিক্ষণে যদি বিষয়ের ধ্বংস হয় তাহা হইলে সেই সময়ে বিষয়ের প্রত্যক্ষ হইতে কোনও বাধা নাই। অতএব লৌকিক প্রত্যক্ষের উৎপত্তির পূর্বক্ষণে বিষয়ের অবস্থিতি আবশ্যক, প্রত্যক্ষোৎপত্তির ক্ষণে নহে। এই মতের সমর্থকগণ বলেন যে, তৃতীয়ক্ষণ-বিনাশী সুখদুঃখাদির উৎপত্তিক্ষণে বিশেষণ-জ্ঞান থাকে না। সুতরাং সুখাদি-উৎপত্তির দ্বিতীয়ক্ষণে অর্থাৎ স্থিতিক্ষণে সুখাদিবিশিষ্ট বুদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা না থাকায় সুখত্বের নির্বিকল্পকাত্মক বিশেষণ-জ্ঞান স্বীকার করিতে হয়। তৃতীয়ক্ষণে অর্থাৎ সুখ, দুঃখ প্রভৃতির ধ্বংসক্ষণে অহং সুখী, অহং দুঃখী এইপ্রকার লৌকিক প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, বিষয় না থাকিলেও যদি লৌকিক প্রত্যক্ষ হয় তাহা হইলে বিষয়ের কারণতা স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন। ইহার উত্তরে বক্তব্য, সুখদুঃখ প্রভৃতি বিষয়বিশেষের লৌকিকপ্রত্যক্ষ-স্থলে সুখদুঃখাদিরূপ বিষয় প্রত্যক্ষোৎপত্তিকালে অবস্থিত হইয়া কারণ না হইলেও বিশেষ কার্য কারণভাব যখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে তখন 'যদ্বিশেষে যদ্বিশেষস্য তৎসামান্যে তৎসামান্যস্য'—এই নিয়মানুসারে প্রত্যক্ষসামান্যের প্রতিও বিষয়ত্বপুরস্কারে বিষয়সামান্যের কারণতা স্বীকার করিতে হইবে।

তদ্ব্যক্তিবিষয়ক প্রত্যক্ষের প্রতি তদ্‌ব্যক্তিত্ব-রূপে তদ্ব্যক্তির যে কারণতা কল্পনা করা হয় ইহাকে বিশেষ কার্যকারণভাব বলা হয়। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, পূর্ব প্রদর্শিত সামান্যকার্যকারণভাব যখন কল্পিত

আছে পুনরায় বিশেষ-কার্যকারণভাব স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? যদি ঘটাদি তত্তদ্ব্যক্তিকে তত্তদ্ব্যক্তিবিষয়ক প্রত্যক্ষের কারণ স্বীকার না করা হয় তাহা হইলে তদ্‌ঘটব্যক্তিবিষয়ক প্রত্যক্ষের প্রযোজক সামগ্রী থাকাকালে উত্তরক্ষণে যেরূপ তদ্‌ঘটব্যক্তির প্রত্যক্ষ হয় সেরূপ ব্যক্ত্যন্তর যে অপর ঘটব্যক্তি তাহাতেও উক্ত প্রত্যক্ষের আপত্তি হইবে। উক্ত আপত্তি বারণ করিবার জন্য বিষয়তাসম্বন্ধে তত্তদ্ব্যক্তিবিষয়ক প্রত্যক্ষের প্রতি তত্তদ্ব্যক্তিত্ব-পুরস্কারে তত্তদ্ব্যক্তির কারণতা স্বীকার করা আবশ্যক। এই যুক্তি সমীচীন নহে। প্রত্যক্ষের প্রতি কেবলমাত্র বিষয় কারণ নহে, ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষাদিও কারণ। বিভিন্ন ঘটব্যক্তিতে যখন একই সময়ে চক্ষুঃসন্নিকর্ষাদি থাকে তখন উক্তসন্নিকর্ষাদিঘটিত সামগ্রীবশতঃ তদ্‌ঘটব্যক্তিতে বিষয়তাসম্বন্ধে যেরূপ তদ্‌ঘটব্যক্তিবিষয়ক প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হইবে সেরূপ বক্ত্যন্তরেও বিষয়তাসম্বন্ধে তদ্‌ঘটব্যক্তিবিষয়ক প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হওয়ার পক্ষে কোনও বাধা নাই। কারণ যে সকল ঘটব্যক্তিতে চক্ষুঃসন্নিকর্ষাদিঘটিত সামগ্রী থাকিবে সেই সকল ঘটব্যক্তিকে বিষয় করিয়া যুগপৎ সমূহালম্বন একটি প্রত্যক্ষই হইয়া থাকে। সুতরাং তদ্‌ব্যক্তিত্বপুরস্কারে তদ্‌ঘটব্যক্তিকে তদ্‌ঘটব্যক্তির প্রত্যক্ষের কারণ স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন। এই সমস্যার সমাধানে আমাদের বক্তব্য এই যে, ঘটাদি-তত্তদ্ব্যক্তিবিষয়ক যে বিশিষ্ট প্রত্যক্ষ তাহার প্রতি তত্তদ্‌-ব্যক্তিবিষয়ক বাধনিশ্চয় প্রতিবন্ধক হওয়ায় উক্ত বাধনিশ্চয়াভাবঘটিত প্রত্যক্ষসামগ্রী সমবায়সম্বন্ধে তাদৃশ বিশিষ্ট-প্রত্যক্ষের নিয়ামক হইয়া থাকে। যদি প্রত্যক্ষবিশেষে পূর্বোক্তরূপে বিষয়বিশেষের কারণ স্বীকৃত না হয় তাহা হইলে তত্তদ্‌ঘটাদিব্যক্তি-বিষয়ক প্রত্যক্ষের নিয়ামক যে ঘটাদিগত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ তদ্‌গত-কারণতা সংযোগত্বাদিসামান্যধর্মপুরস্কারেই কল্পিত হইবে। ফলে ঘটাদিতত্তদ্‌ব্যক্তিসন্নিকর্ষকালীন পূর্বোক্ত বাধনিশ্চয়াভাবঘটিত সামগ্রী হইতে সমবায়সম্বন্ধে যেরূপ তদ্‌ঘটব্যক্তিবিষয়ক প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হইয়া

থাকে সেইরূপ অপরঘটব্যক্তিতে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ থাকা কালেও সমবায়সম্বন্ধে তদ্‌ঘটব্যক্তিবিষয়ক প্রত্যক্ষের আপত্তি হইবে। অতএব অপরঘটব্যক্তিবিষয়কপ্রত্যক্ষের নিয়ামকসামগ্রী হইতে তদ্‌ঘটব্যক্তি-বিষয়কপ্রত্যক্ষের নিয়ামকসামগ্রীর বৈলক্ষণ্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তত্তদ্‌ব্যক্তিত্ব-পুরস্কারে বিষয়গত কারণতা কল্পনা ব্যতিরেকে উক্ত সামগ্রীগতবৈলক্ষণ্য উপপন্ন হয় না। অতএব বিষয়তাসম্বন্ধে তত্তদ্‌ব্যক্তিবিষয়ক প্রত্যক্ষের প্রতি তাদাত্ম্যসম্বন্ধে তত্তদ্‌ঘটাদি-ব্যক্তিত্বপুরস্কারে তত্তদ্‌ঘটাদি ব্যক্তির কারণতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

এখন আশঙ্কা হইতে পারে যে, তত্তদ্‌ঘটাদি ব্যক্তিকে বিষয়রূপে তত্তদ্‌ঘটাদিবিষয়কপ্রত্যক্ষের হেতু স্বীকার না করিয়া তত্তদ্‌ঘটাদিব্যক্তিগতসন্নিকর্ষত্ব-রূপ বিশেষধর্মপুরস্কারে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষের হেতুতা স্বীকার করিলে অপরঘটব্যক্তির প্রত্যক্ষসামগ্রী অপেক্ষায় তদ্‌ঘটব্যক্তিবিষয়কসামগ্রীর বৈলক্ষণ্য উপপন্ন হইতে পারে; কারণ অপরঘটব্যক্তিবিষয়ক প্রত্যক্ষের নিয়ামক অপর ঘটব্যক্তি মাত্রে অবস্থিত যে চক্ষুরাদি সন্নিকর্ষ তদ্‌ঘটিত-সামগ্রীকালে বিষয়তাসম্বন্ধে তদ্‌ব্যক্তিবিষয়কপ্রত্যক্ষের উপযোগী তদ্‌ব্যক্তিগত সন্নিকর্ষ না থাকায় তত্তদ্‌ব্যক্তিবিষয়ক প্রত্যক্ষের আপত্তি হইবে না। এই শঙ্কার উত্তরে বক্তব্য, তদ্‌ব্যক্তির প্রত্যক্ষের প্রতি তদ্ব্যক্তিগত-সন্নিকর্ষত্বরূপ যে গুরুধর্ম তাদৃশধর্মপুরস্কারে সন্নিকর্ষের কারণতা কল্পনা অপেক্ষায় তদ্ব্যক্তিত্বরূপলঘুধর্মপুরস্কারে ঘটাদিতত্তদ্‌বিষয়ের কারণতা স্বীকার করাই সমীচীন।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, অপরব্যক্তিবিষয়ক প্রত্যক্ষের নিয়ামক যে অপরব্যক্তিগতসন্নিকর্ষাদিঘটিতসামগ্রী তাহা যেকালে থাকিবে সেইকালে কালিকসম্বন্ধে তদ্‌ঘটব্যক্তিবিষয়ক প্রত্যক্ষের বিষয় যে তদ্‌ঘটব্যক্তি তাহাও তদ্‌ব্যক্তিত্বপুরস্কারে অবশ্যই থাকিবে। কারণ কাল জাগতিক সকল বস্তুরই আধার হইয়া থাকে। সুতরাং তদ্‌ঘটব্যক্তিবিষয়ক-

প্রত্যক্ষের প্রতি বিশেষধর্মপুরস্কারে তদ্‌ঘটব্যক্তিকে বিষয়রূপে কারণ স্বীকার করিলেও অপরঘটব্যক্তিবিষয়ক প্রত্যক্ষের সামগ্রী যে কালে থাকিবে সেই কালে তদ্‌ঘটব্যক্তিবিষয়ক প্রত্যক্ষের সামগ্রীও অবশ্যই থাকিবে। ফলে বিশেষ-কার্যকারণভাব স্বীকার করিলেও পূর্বোক্তস্থলে তদ্‌ব্যক্তিবিষয়ক প্রত্যক্ষের আপত্তি বারণ করা যাইবে না। এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হইবে, সামগ্রী বলিতে আমরা কার্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে কার্যের একটি অধিকরণে প্রত্যাসন্ন অর্থাৎ তত্তৎকারণতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধের দ্বারা সম্বদ্ধ কারণতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন কারণসমুদায়কেই বুঝিয়া থাকি। সুতরাং পূর্বোক্তস্থলে অর্থাৎ অপর ব্যক্তির সন্নিকর্ষাদিঘটিতসামগ্রীকালে তদ্‌ঘটব্যক্তি বিদ্যমান থাকিলেও তদ্‌ঘটব্যক্তিবিষয়ক প্রত্যক্ষের সামগ্রী থাকিবে না। কারণ, কার্য যে তদ্‌ঘটবিষয়কপ্রত্যক্ষ তাহার বিষয়তারূপ-কার্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে অধিকরণ হইবে তদ্‌ঘটব্যক্তি। উক্ত তদ্‌ঘটব্যক্তিতে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে সম্বদ্ধ যে তদ্‌ঘটব্যক্তি এবং সমবায়-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ যে চক্ষুঃসংযোগ প্রভৃতি কারণ—উক্ত কারণসমষ্টিই তদ্‌ঘটপ্রত্যক্ষের সামগ্রীরূপে গণ্য হইবে। কিন্তু উক্ত ঘটব্যক্তিতে অসম্বদ্ধ যে অপরঘটব্যক্তিগত সন্নিকর্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সংযোগাদি তাহা তদ্‌ঘটব্যক্তিবিষয়ক প্রত্যক্ষের সামগ্রী হইতে পারিবে না। সুতরাং অপরঘটব্যক্তির প্রত্যক্ষের সামগ্রী যে ক্ষণে থাকিবে তত্তৎক্ষণে তদ্‌ঘটব্যক্তিবিষয়ক প্রত্যক্ষের আপত্তি হইবে না।

এখন সমস্যা এই যে, জ্ঞানের উৎপাদক বিশেষ সামগ্রীর সহিত সামান্য সামগ্রী যদি কার্যোৎপত্তির পূর্বক্ষণে অবস্থিত থাকে তাহা হইলেই উক্ত সামগ্রী হইতে জ্ঞানবিশেষ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব তদ্‌ঘটব্যক্তিবিষয়ক প্রত্যক্ষের স্থলেও তদ্‌ঘটব্যক্তিবিষয়কত্বের প্রযোজক যে সন্নিকর্ষাদিঘটিত সামগ্রী তাহার সমানাধিকরণ বিশেষণ-জ্ঞানাদিঘটিত জ্ঞানের উৎপাদক সামগ্রী থাকিলেই তদ্‌ঘটব্যক্তি-

বিষয়ক প্রত্যক্ষরূপ কার্যটি উৎপন্ন হইবে। এখানে সন্নিকর্ষাদিঘটিত সামগ্রীতে যে তদ্বিষয়কত্বের প্রযোজকত্ব বলা হইয়াছে ঐ প্রযোজকত্বের দ্বারা পূর্বোক্ত প্রত্যক্ষের স্থলে তদ্ব্যক্তিত্বের সামানাধিকরণ্য বুঝিতে হইবে। সুতরাং ঘটাদিব্যক্ত্যন্তর-সন্নিকর্ষাদি-ঘটিতসামগ্রীকালে তদ্‌ঘটব্যক্তিবিষয়ক প্রত্যক্ষের আপত্তি য়াহা করা হইয়াছে তাহা হইতে পারে না। উক্ত সন্নিকর্ষাদিঘটিত সামগ্রীতে তদ্‌ঘটব্যক্তিত্বের সামানাধিকরণ্যরূপ তদ্‌ব্যক্তিবিষয়কত্বের প্রযোজকত্ব থাকার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং তদ্‌ঘটব্যক্তিবিষয়ক প্রত্যক্ষের প্রতি তদ্‌ব্যক্তিত্বরূপে তদ্‌ঘটব্যক্তির কারণতা স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, পূর্বোক্তরূপে তত্তদ্‌ঘটাদিপ্রত্যক্ষের আপত্তি নিরাকৃত হইলেও, তত্তদ্‌ঘটাদিব্যক্তিগত যে তত্তদ্‌রূপাদি উক্ত রূপাদিস্বরূপবিশেষণজ্ঞান হইতে তত্তদ্‌ঘটাদিব্যক্তিগতরূপাদির যে বিশিষ্ট বুদ্ধি হইয়া থাকে তাহার প্রতি তত্তদ্‌ঘটাদিস্বরূপ-বিশেষ্যভাসকসামগ্রীসাপেক্ষ হইয়া তাদৃশরূপাদিস্বরূপবিশেষণ-জ্ঞানঘটিতসামগ্রী কার্যোৎপত্তির প্রযোজক হইয়া থাকে। ফলে তদ্‌ঘটগতরূপবিশিষ্টতদ্‌ঘটবিষয়ক প্রত্যক্ষের উৎপত্তির পূর্বক্ষণে পূর্বোক্ত বিশেষণজ্ঞান যেমন অপেক্ষিত সেরূপ তদ্‌ঘটভাসক সামগ্রীও অবশ্য থাকা প্রয়োজন। তদ্‌ঘটভাসকসামগ্রীরূপে আমরা চক্ষুরাদিসন্নিকর্ষ এবং তদ্‌ঘটব্যক্তিরূপ বিষয়বিশেষকে বুঝিয়া থাকি। যদি তত্তদ্ব্যক্তিত্বপুরস্কারে তত্তদ্‌ঘটাদিব্যক্তির বিষয়-রূপে তদ্‌ঘটব্যক্তিবিষয়ক প্রত্যক্ষের কারণ স্বীকার না করা হয় তাহা হইলে কেবলমাত্র চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষকেই তদ্‌ঘটব্যক্তির ভাসকসামগ্রীরূপে গণ্য করিতে হইবে। ফলে তদঘটব্যক্তির সামগ্রী হইতে অপরঘটব্যক্তিসামগ্রীর বৈলক্ষণ্য না থাকায় ব্যক্ত্যন্তরে অর্থাৎ অপরঘটব্যক্তিতে যখন চক্ষুঃসন্নিকর্ষ থাকিবে তখন উক্ত সন্নিকর্ষকালীন পূর্বোক্ত বিশেষণজ্ঞান হইতে ব্যক্ত্যন্তরে তদঘটগতরূপবিশিষ্টের প্রত্যক্ষের আপত্তি হইবে। উক্ত আপত্তি বারণ

করিবার জন্য যদি তত্তদ্‌ঘটাদিব্যক্তিবিষয়কত্বকে অন্তর্ভাব করিয়া অর্থাৎ তাদৃশরূপাদিবিশিষ্টতত্তদ্‌ঘটবিষয়কবুদ্ধিত্বাবচ্ছিন্নের প্রতি পূর্বোক্ত বিশেষণজ্ঞানের কারণতা স্বীকৃত হয় তাহা হইলে ব্যক্ত্যন্তরে তাদৃশরূপবিশিষ্টবিষয়কপ্রত্যক্ষের আপত্তি বারিত হইলেও তত্তদ্‌ঘটগতরূপাদিকে বিশেষণ করিয়া পটাদিকে বিশেষ্য করিয়া যে ভ্রমজ্ঞান হয় তাহা সংগৃহীত হইবে না। অতএব পূর্বোক্ত সমস্যার সমাধান করিবার জন্য তদ্ব্যক্তিবিষয়ক প্রত্যক্ষের প্রতি তদ্ব্যক্তিত্ব পুরস্কারে তদ্‌ঘটব্যক্তির কারণতা স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং তদ্‌ঘটভাসকসামগ্রী হিসাবে কেবল চক্ষুরাদিসন্নিকর্ষই গৃহীত হইবে না তত্তদ্‌ঘটও গৃহীত হইবে। এইরূপে বিশেষ-কার্যকারণভাব স্বীকৃত হইলে বিষয়তাসম্বন্ধে তত্তদ্‌ঘটব্যক্তিরূপবিষয় তাদাত্ম্যসম্বন্ধে তত্তদ্‌ঘটব্যক্তিতে অবস্থিত থাকিয়া যেরূপ কারণ হইবে সেরূপ চক্ষুরাদিসন্নিকর্ষ উক্তঘটব্যক্তিতে সম্বদ্ধ হইয়াই কারণ হইবে। ফলে পূর্বোক্ত বিশেষণজ্ঞানের সহকারিরূপে তদ্‌ঘটব্যক্তিভাসক তদ্‌ঘটব্যক্তিগত চক্ষুরাদিসন্নিকর্ষ এবং তদ্‌ঘটব্যক্তি প্রভৃতি কারণসমষ্টি সংগৃহীত হইবে। সুতরাং ব্যক্ত্যন্তরে সন্নিকর্ষ থাকা কালে তদ্‌ঘটগতরূপ বিশিষ্টের ব্যক্ত্যন্তরে প্রত্যক্ষের আপত্তি বারণ করিবার জন্য পূর্বোক্ত বিশেষ-কার্যকারণভাব স্বীকার করা আবশ্যক।

যদি মাধ্যমিক কার্যকারণভাব স্বীকার করিতে হয় তাহা হইলেও পরামর্শানুব্যবসায়াদিতে অনুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ জ্ঞানাদির প্রত্যক্ষে জ্ঞানত্বাদিরূপেই মাধ্যমিক কার্যকারণভাব স্বীকৃত হইবে। ইহার ফলে পরামর্শের প্রত্যক্ষের প্রতি বিষয়রূপে পরামর্শের যে কারণতা তাহা ব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিজ্ঞানত্বরূপে কল্পিত হইবে না, কেবলমাত্র জ্ঞানত্বরূপেই হইবে। জ্ঞানত্বাতিরিক্ত জ্ঞানধর্ম ব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিত্ব কারণতাবচ্ছেদক কোটিতে প্রবিষ্ট হইবে না। কারণ মৈত্রাবলোকিতচৈত্রনির্মিতনীলেতরঘটবিষয়ক প্রত্যক্ষের প্রতি তাদৃশঘটগতকারণতা যেরূপ ঘটত্বপুরস্কারে

স্বীকার করা হয় চৈত্রাবলোকিতত্ব-মৈত্রনির্মিতত্ব-নীলেতরত্ব-ঘটত্ব এই ধর্মচতুষ্টয় পুরস্কারে নহে, সেরূপ পরামর্শপ্রত্যক্ষের প্রতি পরামর্শ যখন বিষয়রূপে কারণ হয় তখন ঐ কারণতাও ব্যাপ্তিপ্রকারকত্ব, পক্ষধর্মতাবিষয়কত্ব, সংশয়ান্যত্ব এবং জ্ঞানত্বরূপ চারিটি ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন নহে। উক্ত ধর্মচতুষ্টয়ের কারণতাবচ্ছেদকত্ব স্বীকার করিলে বিশেষ্যবিশেষণভাবে বিনিগমনাবিরহপ্রযুক্ত অনন্ত কার্যকারণভাবের প্রসঙ্গ হয়। সুতরাং পরামর্শানুব্যবসায়ের কারণতা ব্যাপ্তিবিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহিনিশ্চয়ত্বাবচ্ছিন্ন না হইয়া কেবলমাত্র জ্ঞানত্বাবচ্ছিন্ন হইবে। অতএব মাধ্যমিক কার্যকারণভাব স্বীকার করিলেও পরামর্শনিষ্ঠানুমিতির কারণতা এবং পরামর্শানুব্যবসায়ের কারণতা একরূপাবছিন্ন না হওয়ায় তাদৃশনিশ্চয়ত্বাবছিন্নজনকতা ঘটিত অনুমিতি লক্ষণের পরামর্শানুব্যবসায়ে অতিব্যাপ্তি সম্ভবপর হইবে না।

পরামর্শানুব্যবসায়ে পূর্বোক্ত রীতিতে অতিব্যাপ্তি বারণ করা সম্ভবপর হইলেও বিশিষ্ট স্মরণে অনুমিতি লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে।

বিশিষ্ট স্মরণে অনুমিতি লক্ষণের অতিব্যাপ্তি

আমরা জানি যে, প্রথমতঃ ঘটাদির প্রত্যক্ষ হয়, ঐ প্রত্যক্ষ হইতে উক্ত প্রত্যক্ষের বিষয় যে ঘটাদি তাহার সংস্কার উৎপন্ন হয়, কালান্তরে ঘটসম্বন্ধী অন্য কোনও বস্তুর জ্ঞানাদিরূপ উদ্বোধকের দ্বারা ঘটবিষয়ক সংস্কারটি উদ্বুদ্ধ হইলে উক্ত সংস্কারের বিষয় যে ঘটাদি তাহার স্মরণ হয়। ঘটাদিবিষয়ক সংস্কারকে দ্বার করিয়া ঘটাদিবিষয়ক পূর্বানুভব যেরূপ ঘটাদিগোচরস্মরণের প্রতি কারণ হয় সেরূপ বহ্নি-ব্যাপ্যধূমবৎপর্বতবিষয়ক সংস্কারকে দ্বার করিয়া বহ্নিব্যাপ্যধূমবৎ-পর্বতবিষয়কানুভব বহ্নিব্যাপ্যধূমবৎ-পর্বতবিষয়ক স্মরণের প্রতি কারণ হইয়া থাকে। তাদৃশানুভবের কারণতা নিশ্চয়ত্বরূপে কল্পনা করিতে হইবে। স্মরণ সর্বদা সংশয়ানাত্মক অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মক হইয়া থাকে। অতএব 'পর্বতো বহ্নিমান্' এই অনুমিতির প্রতি

'বহ্নিব্যাপধূমবান্ পর্বতঃ' এই নিশ্চয়গতকারণতা যেরূপে কল্পিত হইয়াছে সেইরূপে বহ্নিব্যাপ্য ধূমবৎপর্বতবিষয়ক স্মরণের প্রতি 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ' এই অনুভবগতকারণতা কল্পিত হওয়ায় তাদৃশবিশিষ্টস্মরণে অনুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে।

এখন আশঙ্কা হইতে পারে যে, অনুমিতির জনকপরামর্শে অপ্রামাণ্যজ্ঞানাভাববৈশিষ্ট্য নিবেশ করিতে হয় অর্থাৎ অপ্রামাণ্য-গ্রহাভাববিশিষ্টব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিনিশ্চয়ত্বরূপে অনুমিতির কারণতা স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু স্মৃতির জনক যে অনুভব তাহাতে অপ্রামাণ্যগ্রহাভাববৈশিষ্ট্যের নিবেশ করা হয় না। ফলে অনুমিতি ও স্মৃতির কারণতা ভিন্নরূপে কল্পিত হওয়ায় অনুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে না। এই আশঙ্কার উত্তরে পূর্বপক্ষবাদিগণ বলেন, অনুমিতিকারণতাবচ্ছেদকগর্ভে অপ্রামাণ্যগ্রহাভাব নিবেশ করিলে অপ্রামাণ্যগ্রহাভাববিশিষ্টপরামর্শত্বরূপে অনুমিতির কারণতা স্বীকার করিতে হয়। ফলে বিশেষ্যবিশেষণভাবের বিনিগমনাবিরহপ্রযুক্ত অপ্রামাণ্যগ্রহাভাববিশিষ্টপরামর্শত্বরূপে যেরূপ কারণতা কল্পনা করিতে হয় সেরূপ পরামর্শকে বিশেষণ করিয়া অপ্রামাণ্যগ্রহাভাবকে বিশেষ্য করিয়া পরামর্শবিশিষ্ট অপ্রামাণ্যগ্রহাভাবত্বরূপেও অনুমিতির কারণতা স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং গুরুধর্মাবচ্ছিন্ন দ্বিবিধ কারণতা কল্পনা অপেক্ষায় ব্যাপ্তিপ্রকারকপক্ষধর্মতাবগাহিনিশ্চয়ত্বরূপ এবং পরামর্শধর্মিক-অপ্রামাণ্যগ্রহাভাবত্বরূপ যে লঘুধর্মতদবচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র দুইটি কারণতা কল্পনা করাই সমীচীন। পরামর্শের ন্যায় অপ্রামাণ্য-গ্রহাভাবকে স্বতন্ত্র কারণ স্বীকার করার ফলে পরামর্শধর্মিক অপ্রামাণ্যগ্রহকালে প্রকৃতানুমিতির আপত্তি হইবে না। অতএব অনুমিতির কারণতা এবং স্মৃতির কারণতা তাদৃশ নিশ্চয়-ত্বাবচ্ছিন্ন হওয়ায় বিশিষ্টস্মরণে অনুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে ধূমত্বাদিরূপে একধূমবিষয়কজ্ঞান হইতে ধূমত্বরূপে অপরধূমবিষয়কস্মরণের আপত্তি বারণের জন্য

ধূমত্বরূপে তদ্‌ধূমবিষয়ক স্মরণের প্রতি ধূমত্বরূপে তদ্‌ধূমবিষয়ক জ্ঞানের কারণতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং সাধ্যব্যাপ্যহেতুবিশিষ্ট পক্ষবিষয়কস্মরণে অবচ্ছেদকতাপর্যাপ্তিঘটিত অনুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইতে পারে না। কারণ অনুমিতির কারণতাবচ্ছেদকতা যাদৃশ সমুদায়ে পর্যাপ্ত স্মৃতির কারণতাবচ্ছেদকতা তাদৃশসমুদায়ে পর্যাপ্ত নহে। ইহার উত্তরে পূর্বপক্ষবাদিগণ যদি বলেন, যেই সাধ্যব্যাপ্য হেতুবিশিষ্ট ধর্মিবিষয়কজ্ঞান কেবল তত্তদ্ধর্মকে প্রকার করিয়া তত্তদ্ধর্মের আশ্রয় সকল ব্যক্তি-বিষয়ক হইয়া থাকে সেই সাধ্যব্যাপ্য হেতুবিশিষ্ট ধর্মিবিষয়কজ্ঞানে অবস্থিত যে তাদৃশস্মৃতির জনকতা তদবচ্ছেদকরূপে অব্যাবর্তক তদ্ধর্মিবিষয়কত্বাদির নিবেশ করিবার প্রয়োজন নাই। সুতরাং বিশিষ্টস্মরণে তাদৃশপরামর্শঘটিত অনুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে।

এখন আশঙ্কা হইতে পারে যে, অনুমিতির প্রতি পরামর্শগত-কারণতা ব্যাপ্তিপ্রকারকপক্ষধর্মতাবগাহিনিশ্চয়ত্বপুরস্কারে কল্পিত হইলেও অযৌক্তিক বলিয়া স্মৃতির প্রতি পূর্বানুভবগত কারণতা তাদৃশনিশ্চয়ত্বপুরস্কারে কল্পিত হইতে পারে না; সুতরাং স্মৃতির প্রতি পূর্বানুভবগতকারণতা শুদ্ধজ্ঞানত্বপুরস্কারেই কল্পিত হইবে। যদি বলা হয়, শুদ্ধজ্ঞানত্বপুরস্কারে স্মৃতির জনকতা কল্পিত হইলে এক-বিষয়ক (ঘটবিষয়ক) অনুভব হইতে অপরবিষয়ক (পটবিষয়ক) স্মরণের আপত্তি হইবে এই আশঙ্কাও ঠিক নহে। কারণ তদ্বিষয়কস্মৃতির প্রতি তদ্বিষয়কসংস্কারত্বপুরস্কারে সংস্কারগতহেতুতা স্বীকার করিলে অনুভূতবিষয়বিশেষের যে স্মৃতি হয়—এই নিয়ম অব্যাহত থাকায় স্মৃতির প্রতি যে জ্ঞানগত হেতুতা তাহা জ্ঞানত্বরূপেই কল্পিত হইবে; তদ্বিষয়কস্মৃতির প্রতি তদ্বিষয়কনিশ্চয়ত্বরূপে নহে। সুতরাং পরামর্শ-গত অনুমিতির হেতুতা এবং অনুভবগতস্মৃতির হেতুতা একরূপাবচ্ছিন্ন না হওয়ায় অনুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে না। ইহার উত্তরে পূর্বপক্ষ বাদিগণ যদি বলেন যে, শুদ্ধজ্ঞানত্বপুরস্কারে স্মৃতির জনকতা

স্বীকার করিলে 'পর্বতো বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ ন' বা এই আকারের সংশয় হইতে 'পর্বতোবহ্নিব্যাপ্যধূমবান্' এই আকারের স্মরণের আপত্তি হইবে। কারণ পূর্বোক্ত সংশয়ও জ্ঞানবিশেষ। উক্ত আপত্তি বারণ করিবার জন্য তাদৃশ স্মৃতির প্রতি বহ্নিব্যাপ্যধূমবত্তানিশ্চয়ত্বরূপে অনুভবগতকারণতা স্বীকার করিতে হইবে। ফলে পূর্বোক্ত স্মৃতিতে অনুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে। কারণ তদ্বিষয়কস্মৃতির প্রতি সংস্কারত্ব মাত্ররূপেই সংস্কার স্মৃতির কারণ হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ক-সংস্কারত্বপুরস্কারে নহে। কিন্তু জ্ঞানের কারণতা তদ্বিষয়কনিশ্চয়ত্বরূপেই স্বীকার করিতে হইবে। সংস্কারগতহেতুতা যে বিষয়বিশেষকে অবলম্বন করিয়া কল্পনা করিতে হইবে এইরূপ কোন বিনিগমনা নাই অথচ পূর্বোক্ত যুক্তিতে তদ্বিষয়কনিশ্চয়ত্বরূপে স্মৃতির হেতুতা কোনও রূপেই প্রত্যাখ্যান করা চলে না। যদি বলা হয়, তদ্বিষয়ক জ্ঞান হইতে উৎপন্ন সংস্কারের কাল বা রোগাদির দ্বারা নাশ হইলে অপরবিষয়ক সংস্কার হইতে তদ্বিষয়ক স্মরণের আপত্তি-বারণের জন্য স্মৃতিজনক সংস্কারেও বিষয়-বিশেষ নিবেশ করা আবশ্যক। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, স্মৃতি-জনকসংস্কারে বিষয়বিশেষ নিবেশ না করিলেও অপরবিষয়ক সংস্কার হইতে উক্তস্থলে তদ্বিষয়ক স্মরণের আপত্তি হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কারণ স্মৃতির করণ যে তদ্বিষয়ক নিশ্চয় সে স্বজন্যব্যাপারকে দ্বার করিয়াই স্মৃতির জনক হইয়া থাকে। উক্তস্থলে অপরবিষয়ক সংস্কার তদ্বিষয়ক নিশ্চয়ের ব্যাপার নহে; সুতরাং ব্যাপার না থাকায় অপরবিষয়ক সংস্কার হইতে স্মৃতির আপত্তি হইতে পারে না।

আরও যুক্তি এই যে, অন্বয় এবং ব্যতিরেকবশতঃ তদ্বিষয়কস্মৃতির প্রতি তদ্বিষয়কনিশ্চয়ত্বরূপে স্মরণ এবং তাদৃশনিশ্চয়ের কার্যকারণ-ভাব সিদ্ধ হইয়া থাকে, অথচ উক্তনিশ্চয় স্মরণরূপ কার্যের অব্যবহিত পূর্বে থাকে না, সুতরাং করণতাবচ্ছেদকসম্বন্ধরূপ ব্যাপার কল্পনা

করিতে হয়। উক্ত কল্পিত ব্যাপারই সংস্কার। সংস্কারসাধনের অনুকূল অন্যকোনও প্রমাণান্তর নাই। সুতরাং প্রমাণান্তরের দ্বারা অসিদ্ধ যে সংস্কার তাহার দ্বারা তদ্বিষয়কনিশ্চয়ত্বাবচ্ছিন্নের অন্যথাসিদ্ধি হইতে পারে না। যদি অন্যথাসিদ্ধ হইত তাহা হইলে তদ্বিষয়কনিশ্চয়ের কারণত্ব ব্যাহত হইতে পারিত। যাহাকে উপজীব্য করিয়া যে সিদ্ধ হয় সেই সিদ্ধ উপজীবক অর্থাৎ কার্যটি কখনও স্বকীয় উপজীব্যের অর্থাৎ কারণের ব্যাঘাতক হইতে পারে না। অতএব বহ্নিব্যাপ্যধূমবৎপর্বতবিষয়ক স্মৃতির কারণতা এবং পর্বতপক্ষকবহ্নি-সাধ্যকানুমিতির কারণতা বহ্নিব্যাপ্ত্যবচ্ছিন্নধূমপ্রকারকপর্বতবিশেষ্যক-নিশ্চয়ত্বরূপে কল্পিত হওয়ায় বহ্নিব্যাপ্যধূমবৎপর্বতবিষয়কস্মরণে পর্বতপক্ষকবহ্নিসাধ্যকঅনুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে।

এখন আপত্তি হইতে পারে যে, উপমিতিবিশেষে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য অনুমিতির জনকতাতে ব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহি-নিশ্চয়ত্বপর্যাপ্তাবচ্ছেদকতাকত্ব নিবেশ করা হইয়াছে। উপেক্ষাত্মক-নিশ্চয় হইতে স্মরণ হয় না। এইজন্য তদ্বিষয়কস্মরণের প্রতি উপেক্ষান্য তদ্বিষয়কনিশ্চয়ত্বরূপে কারণতা স্বীকার করিতে হয়। ইহার ফলে অনুমিতির কারণতাবচ্ছেদকতা যাদৃশধর্মে পর্যাপ্ত হইবে স্মৃতির কারণতাবচ্ছেদকতা তাদৃশধর্মে পর্যাপ্ত নহে। সুতরাং তাদৃশাবচ্ছেদকতাকজনকতাঘটিত অনুমিতি লক্ষণের বিশিষ্টস্মরণে অতিব্যাপ্তি হইবে না।

এখন বিবেচনা করিতে হইবে যে, 'ন চোপেক্ষান্যত্বেন তত্র হেতুত্বম্'[১] —এই উক্তির দ্বারা দীধিতিকার স্মৃতির প্রতি উপেক্ষান্যজ্ঞানত্বরূপে যে হেতুতার আশঙ্কা করিয়াছেন সেখানে 'উপেক্ষান্যত্ব'পদের দ্বারা উপেক্ষাত্বাবচ্ছিন্ন ভেদকেই বুঝিতে হইবে। এই উপেক্ষাত্বাবচ্ছিন্নভেদের দ্বারা স্মৃতিকারণতা অবচ্ছিন্ন হইলে স্মৃতিকারণতার অবচ্ছেদকীভূতভেদ-প্রতিযোগিত্ব উপেক্ষাত্বে থাকিবে। উক্তভেদনিরূপিতপ্রতিযোগিতার

[১]দীধিতিঃ, অনুমানগাদাধরী পৃঃ ১৪৯

অবচ্ছেদক উপেক্ষাত্ব বলিতে আমরা কি বুঝি? যদি বলা যায় স্মৃত্যজনকত্বই উপেক্ষাত্ব তাহা হইলে ভেদটি স্মৃত্যজনকত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক হইবে। ফলে স্মৃত্যজনকত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক-ভেদ স্মৃতিজনকতার অবচ্ছেদক হইল; এইরূপ অর্থ যুক্তিসিদ্ধ নহে। ঘটভিন্নভিন্নত্ব যেরূপ ঘটত্বস্বরূপ হয় যেরূপ স্মৃত্যজনকত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকভেদরূপ যে স্মৃত্যজনকান্যত্ব তাহা স্মৃতির জনকত্ব-স্বরূপই হয়। সুতরাং আত্মাশ্রয়[1] দোষ হয় বলিয়া স্মৃতির প্রতি যে তৎপ্রকারকনিশ্চয়গতজনকতা তাহার অবচ্ছেদক স্মৃত্যজনকান্যত্ব হইতে পারে না। ফলে স্মৃত্যজনকত্বরূপ যে উপেক্ষাত্ব তদবচ্ছিন্নভেদ স্মৃতিজনকতার অচ্ছেদককোটিতে নিবেশ করা যাইবে না।

যদি উপেক্ষাত্ব জাতি হয় তাহা হইলে উপেক্ষাত্বাবচ্ছিন্নভেদ অবশ্যই স্মৃতিজনকতার অবচ্ছেদক হইতে পারে। কিন্তু সাঙ্কর্যরূপ জাতিবাধক থাকায় উপেক্ষাত্ব জাতি নহে। এই অভিপ্রায়েই দীধিতিকার বলিয়াছেন, 'উপেক্ষাত্বং ন জাতিঃ চাক্ষুষত্বাদিনা সঙ্কর-প্রসঙ্গাৎ'[2]। এই অনুমানে উপেক্ষাত্ব পক্ষ, জাতিভেদ বা জাতিত্বা-ভাবকে সাধ্য এবং চাক্ষুষত্বাদিসাঙ্কর্যকে হেতু করা হইয়াছে। চাক্ষুষত্বাদি এইস্থলে আদিপদের দ্বারা স্পার্শনত্ব, রাসনত্ব প্রভৃতি প্রত্যক্ষত্বের ব্যাপ্য সকল জাতিই গৃহীত হইয়াছে। উক্ত জাতিসমূহের অন্তর্গত এক একটি জাতিকে গ্রহণ করিয়া এক একটি জাতির সাঙ্কর্যকে হেতু করিয়া উপেক্ষাত্বে জাতিত্বাভাব সাধন করিতে হইবে। এখানে দীধিতিকারোক্ত 'সঙ্কর' পদটির সাঙ্কর্যরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। উক্ত সাঙ্কর্য বলিতে কি বুঝায় তাহাই এখন আলোচনা করিতে হইবে। পরস্পরের অত্যন্তাভাবের সমানাধিকরণ ধর্মদ্বয়ের একত্র সমাবেশকে সাঙ্কর্য বলা হয়। চাক্ষুষত্বের সাঙ্কর্যস্থলেও চাক্ষুষত্ব এবং উপেক্ষাত্ব এই দুইটি ধর্ম পরস্পরের যে অত্যন্তাভাব তাহার সমানা-

১। স্বস্য স্বাপেক্ষিত্বেঽনিষ্টপ্রসঙ্গঃ—ন্যায়দর্শনম্, বৃত্তিঃ, পৃঃ ৩২৫

২। দীধিতিঃ, অনুমানগাদাধরী পৃঃ ১৪৯

ধিকরণ হইয়াছে। উপেক্ষারূপ যে চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ তাহাতে উপেক্ষাত্ব যেরূপ রহিয়াছে সেইরূপ চাক্ষুষত্বধর্মও রহিয়াছে। উপেক্ষাত্ব এবং চাক্ষুষত্ব—এই দুইটি ধর্ম একটি আশ্রয়ে সম্বদ্ধ থাকায় উপেক্ষাত্ব ধর্মটি চাক্ষুষত্বের দ্বারা সঙ্কীর্ণ হইয়াছে। ভূতত্বসাঙ্কর্যকে হেতু করিয়া যেরূপ মূর্তত্বে জাতিত্বাভাব সিদ্ধ হয় সেইরূপ চাক্ষুষত্বাদি সাঙ্কর্যকে হেতু করিয়া উপেক্ষাত্বরূপ পক্ষে জাতিত্বের অভাব অথবা জাতির ভেদ অনুমিত হইবে।

এই প্রসঙ্গে গদাধর ভট্টাচার্য বিভিন্ন ভাবে সাঙ্কর্যের আলোচনা করিয়াছেন। প্রথমে 'তজ্জাত্যব্যাপকত্বে সতি তজ্জাতিব্যভিচারিত্বে সতি তজ্জাতিসামানাধিকরণ্য'কে তজ্জাতির সাঙ্কর্য বলা হইয়াছে। অর্থাৎ কোন একটি ধর্মে যদি কোন একটি জাতির অব্যাপকত্ব, ব্যভিচারিত্ব এবং সামানাধিকরণ্য থাকে তাহা হইলে উক্ত ধর্মটি উক্ত জাতির দ্বারায় সঙ্কীর্ণ হইবে। উপেক্ষাত্বে চাক্ষুষত্বের অব্যাপকত্ব, ব্যভিচারিত্ব এবং সামানাধিকরণ্য থাকায় 'উপেক্ষাত্ব' এই ধর্মটি চাক্ষুষত্ব-জাতির দ্বারা সঙ্কীর্ণ হইবে। এখানে তজ্জাতির অব্যাপকত্ব এই অংশের দ্বারা তজ্জাতিসমানাধিকরণভেদপ্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকত্ব[১]-কেই বুঝিতে হইবে। উপেক্ষাত্বে যখন জাতিত্বাভাব সাধন করা হইবে তখন তজ্জাতিপদের দ্বারা চাক্ষুষত্ব প্রভৃতি জাতি গৃহীত হইবে। সমবায়সম্বন্ধে চাক্ষুষত্বের অধিকরণে অনুপেক্ষাত্মক চাক্ষুষপ্রত্যক্ষে অভাবীয়বিশেষণতাবিশেষসম্বন্ধে বর্তমান যে ভেদ অথাৎ 'উপেক্ষা ন' এই আকারের যে অন্যোন্যাভাব তাহার প্রতিযোগী উপেক্ষা হইবে। এবং প্রতিযোগিতানিরূপিতাবচ্ছেদকতা উপেক্ষাত্বে

[১]এই অবচ্ছেদকত্ব, বক্ষ্যমান ব্যভিচারিত্বের ঘটক বৃত্তিত্ব এবং সামানাধি-করণ্যের ঘটকবৃত্তিত্ব সমবায় স্বরূপ এতদুভয়ের কোন একটি সম্বন্ধের দ্বারা অবিচ্ছন্ন বলিতে হইবে। ইহার ফলে উপেক্ষাত্বকে যাঁহারা জাতি স্বীকার করেন এবং যাঁহারা জাতি স্বীকার করেন না এই উভয়মতেই স্বরূপাসিদ্ধি দোষ বারণ হইল।

থাকিবে। সুতরাং এইরূপে উপেক্ষাত্বে তজ্জাত্যব্যাপকত্ব সিদ্ধ হইবে। তজ্জাতিব্যভিচারিত্ব এই অংশের অর্থ তজ্জাতিপ্রতিযোগিক যে অত্যন্তাভাব তাহার বিশেষণতাবিশেষ সম্বন্ধে যে অধিকরণ তন্নিরূপিত-বৃত্তিত্ব। প্রকৃতস্থলে চাক্ষুষত্বজাতির অভাবাধিকরণ উপেক্ষাত্মক যে ত্বাচ্ প্রত্যক্ষাদি তাহাতে উপেক্ষাত্ব বৃত্তি হওয়ায় উপেক্ষাত্বে চাক্ষুষত্বের ব্যভিচারিত্ব রহিল। তজ্জাতিসামানাধিকরণ্য এই অংশের দ্বারা সমবায়-সম্বন্ধে তজ্জাতির যে অধিকরণ তন্নিরূপিত বৃত্তিত্বকে বুঝিতে হইবে। প্রকৃতস্থলে তজ্জাতিরূপে চাক্ষুষত্বজাতিকে গ্রহণ করিয়া তাহার সমবায় সম্বন্ধে অধিকরণ যে উপেক্ষাত্মক চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ তাহাতে উপেক্ষাত্ব বৃত্তি হওয়ায় তজ্জাতিসামানাধিকরণ্যও উপেক্ষাত্বে রহিল। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, সাঙ্কর্যের নিরূপক জাতিভেদে এই সাঙ্কর্য বিভিন্ন হইবে। ফলে চাক্ষুষত্ব সাঙ্কর্যকে যখন হেতু করা হইবে তখন ব্যাপ্য জাতিতে ব্যভিচারবারক তজ্জাতিব্যভিচারিত্ব এই অংশ নিবেশ করা ব্যর্থ হইবে। কারণ চাক্ষুষত্বাদির ব্যাপ্য কোনও জাতি প্রসিদ্ধ নাই। যদি ব্যভিচারিত্ব এই বিশেষণটি না দেওয়া হয় তাহা হইলে জ্ঞানত্বের অব্যাপক জ্ঞানত্বসমানাধিকরণ চাক্ষুষত্বাদি ধর্মীতে জাতিত্ব যেইরূপ সর্ববাদিসম্মত সেইরূপ চাক্ষুষত্বের অব্যাপক চাক্ষুষত্বের সমানাধিকরণ উপেক্ষাত্বেও জাতিত্ব সিদ্ধ হওয়া উচিত। প্রকৃতহেতু অপ্রযোজকত্ব (ব্যভিচার) শঙ্কাগ্রস্ত হওয়ায় উপেক্ষাত্বে জাতিত্বাভাব সিদ্ধ হইতে পারে না। ইহার উত্তরে বলিতে হইবে, পূর্বোক্ত বিশেষানুমানে[১]র দ্বারা উপেক্ষাত্বে জাতিত্বাভাব সিদ্ধ না হইলেও যজ্জাত্যব্যাপকত্বে সতি যজ্জাতিব্যভিচারিযত্তন্ন তজ্জাতিসমানাধিকরণজাতিঃ এই সামান্যব্যাপ্তি[২]

[১]প্রকৃতসাধ্যহেতুঘটিত ব্যাপ্তিকে অবলম্বন করিয়া যে অনুমান হয় তাহাকে বিশেষানুমান বলে।

[২]যখন প্রকৃতহেতুতে প্রকৃতসাধ্যের ব্যভিচারগ্রহ না থাকে তখন প্রকৃতসাধন সজাতীয়ে প্রকৃতসাধ্য সজাতীয়ের সামানাধিকরণ্যকে সামান্যব্যাপ্তি বলা হয়।

বশতঃ উপেক্ষাত্বে চাক্ষুষত্বাদিসমানাধিকরণ জাতিত্বাভাব সিদ্ধ হইবে। এই সামান্য ব্যাপ্তিতেও চাক্ষুষত্বাদিব্যাপক জ্ঞানত্বজাতিতে চাক্ষুষত্বাদির ব্যভিচারিত্ব থাকায় চাক্ষুষত্বসমানাধিকরণ জাতিত্বাভাব না থাকায় ব্যভিচার হয়। এইজন্য হেতুতে যজ্জাত্যব্যাপকত্বে সতি এই সত্যন্তদল দেওয়া হইয়াছে। জ্ঞানত্বাদির ব্যাপ্য চাক্ষুষত্বাদি জাতিতে যজ্জাত্যব্যাপকত্ব থাকায় তজ্জাতিসমানাধিকরণজাতিত্বাভাব না থাকায় চাক্ষুষত্বজাত্যন্তর্ভাবে উক্তজ্ঞানত্বসমানাধিকরণ জাতিত্বাভাবের ব্যভিচার হওয়ায় হেতুতে 'যজ্জাতিব্যভিচারিত্ব' এই অংশ নিবেশ করা হইয়াছে।

উক্ত সামান্যব্যাপ্তিও 'যত্ত্বতত্ত্ব' ঘটিত হওয়ায় অনুগত হয় না। অর্থাৎ যৎ এবং তৎপদের দ্বারা ঘটত্ব বা পটত্ব কোনও একটি জাতি-ব্যক্তিকে গ্রহণ করিলে উক্ত যত্তৎপদের দ্বারা চাক্ষুষত্বকে গ্রহণ করা যায় না। সুতরাং যত্তৎপদের দ্বারা চাক্ষুষত্বাদি গৃহীত না হইলে ঐ ব্যাপ্তিবশতঃ উপেক্ষাত্বে জাতিত্বাভাব সিদ্ধ হইতে পারে না। এইজন্য ভট্টাচার্য স্বাব্যাপকস্বব্যভিচারিজাতিত্বব্যাপকবিরোধপ্রতিযোগি যত্তৎ স্বং তত্তদ্‌ভেদকূটবত্ত্বকেই সাঙ্কর্য বলিয়াছেন। উক্ত উপেক্ষাত্বকে পক্ষ করিয়া, জাতিত্বাভাবকে সাধ্য করিয়া এবং তাদৃশভেদকূটবত্ত্বকে হেতু করিয়া উপেক্ষাত্ব প্রভৃতি জাতিসঙ্কীর্ণধর্মে জাতিত্বাভাব সিদ্ধ করিতে হইবে। এখানে হেতুর অন্তর্গত স্বপদের দ্বারা চাক্ষুষত্ব, ঘটত্ব, পটত্ব যেকোনও একটি জাতিব্যক্তিকে সংগ্রহ করিতে হইবে। প্রাথমিক স্বপদের দ্বারা যদি চাক্ষুষত্ব গৃহীত হয় তাহা হইলে চাক্ষুষত্বের অব্যাপক এবং ব্যভিচারী জাতি শ্রাবণত্বাদি হওয়ায় তাদৃশ জাতিত্বের ব্যাপক যে বিরোধ অর্থাৎ চাক্ষুষত্বাদির অসামানাধিকরণ্য তাহার প্রতিযোগী চাক্ষুষত্বই হইল। ফলে চরম স্বপদের দ্বারা চাক্ষুষত্ব গৃহীত হইবে, উপেক্ষাত্ব নহে। কারণ চাক্ষুষত্বাদি উপেক্ষাত্বের অব্যাপক হইয়া উপেক্ষাত্বের ব্যভিচারী জাতির অন্তর্গত হয়। অথচ চাক্ষুষত্বাদি জাতিতে উপেক্ষাত্বপ্রতিযোগিক-অসামানাধিকরণ্যরূপ বিরোধ থাকে

না ; কিন্তু সামানাধিকরণ্যই থাকে। সুতরাং স্বপদের দ্বারা কোন ক্রমেই উপেক্ষাত্ব সংগৃহীত হইবে না। পূর্বোক্তরীতিতে উক্ত সাঙ্কর্যের অন্তর্গত চরমস্বপদের দ্বারা গৃহীত চাক্ষুষত্বাদিজাতির ভেদকূট উপেক্ষাত্বে অবশ্যই থাকিবে।

এখন আশঙ্কা হইতে পারে যে, 'স্বাব্যাপকস্বব্যভিচারিজাতিত্ব-সমানাধিকরণবিরোধপ্রতিযোগি যদ্যৎ স্বং তত্তদ্‌ভেদকূট'কে হেতু না করিয়া বিরোধাংশে তাদৃশজাতিত্বব্যাপকত্ব নিবেশ করা হইল কেন? ইহার উত্তরে বলিতে হইবে যে, যদি উক্ত ব্যাপকত্বের স্থলে সামানাধিকরণ্য নিবেশ করা হয় তাহা হইলে উপেক্ষাত্বের অব্যাপক অথচ উপেক্ষাত্বের ব্যভিচারিজাত্যন্তর্গত উপেক্ষাত্বের বিরোধী ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি জাতি হয়, তাদৃশ জাতিত্বসমানাধিকরণবিরোধের প্রতিযোগী উপেক্ষাত্ব হওয়ায় স্বপদের দ্বারা উপেক্ষাত্ব গৃহীত হইবে। ফলে তত্তদ্‌ভেদকূটবত্ত্বরূপ হেতুটি উপেক্ষাত্বে না থাকায় স্বরূপাসিদ্ধ হইবে। উক্ত দোষ বারণ করিবার জন্যই বিরোধাংশে তাদৃশ জাতিত্বব্যাপকত্বের নিবেশ করা হইয়াছে। স্বাব্যাপকত্ব নিবেশ না করিয়া 'স্বব্যভিচারি-জাতিত্বব্যাপকবিরোধপ্রতিযোগি যদ্যৎ স্বং তত্তদ্‌ভেদকূটকে হেতু করিলে জ্ঞানত্বাদিজাতিও চাক্ষুষত্বাদিব্যভিচারিজাতির অন্তর্গত হওয়ায় জ্ঞানত্বাদি জাতিতে চাক্ষুষত্বাদির বিরোধ না থাকায় চাক্ষুষত্বাদি জাতি স্বপদের দ্বারা গৃহীত হইতে পারে না। ইহার ফলে তত্তদ্‌ভেদকূট চাক্ষুষত্বাদি জাতিতে থাকায় এবং জাতিত্বাভাবরূপ সাধ্য না থাকায় হেতুটি ব্যভিচারী হইল। এইজন্য স্বাব্যাপকত্ব দলটি নিবেশ করা হইয়াছে। ব্যভিচারিত্ব অংশ না দিলে চাক্ষুষত্বাদি জাতি জ্ঞানত্বের অব্যাপক হয় অথচ জ্ঞানত্বজাতির বিরোধ চাক্ষুষত্বাদি জাতিতে থাকে না। সুতরাং জ্ঞানত্বাদি জাতি স্বান্তর্গত না হওয়ায় 'স্বাব্যাপকজাতিত্ব-ব্যাপকবিরোধপ্রতিযোগি যদ্যৎ স্বং তত্তদ্ভেদকূটবত্ত্ব' হেতুটি জ্ঞানত্ব-জাতিতে থাকায় ব্যভিচার হয়। এইজন্য ব্যভিচারিত্ব দলটি নিবেশ করা হইয়াছে। উপেক্ষাত্বের অব্যাপক এবং ব্যভিচারী যে চাক্ষুষত্বাদি

জাতি তাহার সহিত উপেক্ষাত্বের বিরোধ না থাকায় উক্ত হেতুর দ্বারা উপেক্ষাত্বে জাতিত্বাভাব সিদ্ধ হইল। এইকল্পে পূর্বোক্ত রীতিতে জাতিসঙ্কীর্ণ ধর্মে জাতিত্বাভাব সিদ্ধ হইলেও যেখানে ভূতত্ব, মূর্তত্ব প্রভৃতি আপাদিত জাত্যন্তরের সাঙ্কর্য মূর্তত্বভূতত্ব প্রভৃতিতে জাতিত্বাভাবের সাধক হইবে সেখানে উক্তসাঙ্কর্য হেতু অপ্রসিদ্ধ হইবে। কারণ ভূতত্ব বা মূর্তত্ব জাতি নহে। সুতরাং স্বপদের দ্বারা যদি মূর্তত্বকে গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে মূর্তত্বের অব্যাপক এবং মূর্তত্বের সমানাধিকরণ ভূতত্ব হইলেও ভূতত্ব জাতি না হওয়ায় স্বাব্যাপকস্বব্যভিচারী জাতি অপ্রসিদ্ধ হইবে। সুতরাং ভূতত্ব বা মূর্তত্বকে পক্ষ, জাতিত্বাভাবকে সাধ্য এবং তাদৃশ ভেদকূটবত্ত্বকে হেতু করিয়া অনুমান করিলে হেতুটি স্বরূপাসিদ্ধ হওয়ায় উক্তানুমানের সাহায্যে ভূতত্বে বা মূর্তত্বে জাতিত্বাভাব সাধন করা যাইবে না।

পূর্বের কল্পটি দোষযুক্ত হওয়ায় ভট্টাচার্য ভূতত্ব-মূর্তত্ব এতদুভয়ত্বকে পক্ষ, জাতিত্বাভাব সামানাধিকরণ্যকে সাধ্য এবং ব্যাপ্যব্যাপকভাবানাপন্নসমানাধিকরণবৃত্তিত্বকে হেতু করিয়া তাদৃশোভয়ত্বে জাতিত্বাভাবের সামানাধিকরণ্য সাধন করিয়াছেন। ব্যাপ্যব্যাপকভাবাপন্নজাতিগতদ্রব্যত্বপৃথিবীত্বোভয়ত্বে ব্যভিচারবারণের জন্য ব্যাপ্যব্যাপকভাবানাপন্ন এই বিশেষণটি দেওয়া হইয়াছে। বিরুদ্ধঘটত্ব-পটত্বগতোভয়ত্বে ব্যভিচারবারণের জন্য সমানাধিকরণ এই অংশটি দেওয়া হইয়াছে। ব্যাপ্যব্যাপকভাবানাপন্নসমানাধিকরণদ্বয় ভূতত্ব এবং মূর্তত্ব হইয়াছে। কারণ ভূতত্ব এবং মূর্তত্ব এই দুইটি ধর্ম কেহ কাহারও ব্যাপক বা ব্যাপ্য নহে। অথচ পৃথিব্যাদিচতুষ্টয়ে ভূতত্ব এবং মূর্তত্ব থাকায় সমানাধিকরণ হইয়াছে। সুতরাং ভূতত্বমূর্তত্বগতোভয়ত্বে ব্যাপ্য-ব্যাপকভাবানাপন্নসমানাধিকরণদ্বয়বৃত্তিত্বরূপ সাঙ্কর্য-হেতুটি অবশ্যই থাকিবে। এই হেতুটি ব্যাপ্যব্যাপকভাবঘটিত বলিয়া গুরু হওয়ায় তদপেক্ষায় লঘু 'স্বাশ্রয়ৈকধর্মব্যাপকাপরবৃত্তিযত্তদ্ভিন্নত্বে সতি স্বাশ্রয়ৈক-ধর্মবদবৃত্তিবৃত্তিযত্তদন্যানেকবৃত্তিত্ব'রূপ হেতুর অবতারণা করিয়াছেন।

এখানে প্রথম স্বপদের দ্বারা ভিন্নত্বের প্রতিযোগীকে এবং দ্বিতীয়স্বপদের দ্বারা অন্যত্বের প্রতিযোগীকে গ্রহণ করিতে হইবে। উক্তহেতুতে সত্যন্তদল নিবেশ না করিলে দ্রব্যত্বপৃথিবীত্বগতোভয়ত্বে স্বাশ্রয়ৈকধর্মবদবৃত্তিবৃত্তি যত্তদন্যানেকবৃত্তিত্ব থাকায় ব্যভিচার হইবে। স্বাশ্রয়ৈকধর্মবদবৃত্তি-বৃত্তিযত্তদন্যত্বরূপ বিশেষণটির নিবেশ না থাকিলে ঘটত্বপটত্বাদিবিরুদ্ধ-জাতিগতোভয়ত্বে ব্যভিচার হইবে। ঘটত্বাদিগত একত্বে তাদৃশভিন্নত্ব এবং অন্যত্বদল থাকায় ব্যভিচার হয়; সুতরাং উক্ত ব্যভিচার বারণের জন্য অনেকবৃত্তিত্বরূপ বিশেষ্যদল দেওয়া হইয়াছে। পূর্বোক্ত হেতুদ্বয়ের যে কোনও একটির দ্বারা ভূতত্বমূর্তত্বোভয়ত্বে জাতিত্বাভাবের সামানাধিকরণ্য সিদ্ধ হওয়ার ফলে বিনিগমনাবিরহপ্রযুক্ত ভূতত্ব এবং মূর্তত্ব উভয়েই জাতিত্বাভাবের পর্যবসান হইবে। এইরূপে চাক্ষুষত্বোপেক্ষাত্ব-এতদুভয়ত্বে উক্ত হেতুদ্বয়ের যে কোনও একটির দ্বারা জাতিত্বাভাবের সামানাধিকরণ্য সিদ্ধ হইবে কিন্তু চাক্ষুষত্বজাতি সর্ববাদিসিদ্ধ হওয়ায় উপেক্ষাত্বে জাতিত্বাভাব পর্যবসিত হইবে। ইহাই ভট্টাচার্যের সিদ্ধান্ত।

আমাদের মনে হয় স্বাব্যাপকত্ব স্বব্যভিচারিত্ব স্বসামানাধিকরণ্য এই তিনটিসম্বন্ধে[১] ধর্মবিশিষ্টত্বকে যদি অনুগত সাঙ্কর্য বলা হয়, তাহা হইলে উপেক্ষাত্ব, ভূতত্ব, মূর্তত্ব প্রভৃতি যে কোন সঙ্কীর্ণধর্মে উক্ত

[১]যদি স্বাব্যাপকত্ব সম্বন্ধটি পরিহার করা হয় তাহা হইলে স্বব্যভিচারিত্ব এবং স্বসামানাধিকরণ্য উভয় সম্বন্ধে চাক্ষুষত্ববিশিষ্টত্ব জ্ঞানত্বাদিতে থাকায় হেতুটি ব্যভিচারী হইবে। এইজন্য স্বাব্যাপকত্ব-সংসর্গটি নিবেশ করিতে হইবে। যদি স্বব্যভিচারিত্ব সম্বন্ধ নিবেশ না করা হয় তাহা হইলে প্রত্যক্ষত্বের অব্যাপকত্ব এবং সামানাধিকরণ্য চাক্ষুষত্ব জাতিতে থাকে বলিয়া ব্যভিচার হয়; উক্ত ব্যভিচার বারণ করিবার জন্য স্বব্যভিচারিত্বসম্বন্ধের নিবেশ করিতে হইবে। সামানাধিকরণ্যসম্বন্ধের নিবেশ না করিলে চাক্ষুষত্বের অব্যাপকত্ব এবং চাক্ষুষত্বের ব্যভিচারিত্বরূপাদিতে থাকায় ব্যভিচার হয়। এইজন্য উক্ত সম্বন্ধত্রয়ের অন্তর্গত সামানাধিকরণ্য নিবেশ করা হইয়াছে।

অনুগত-সাঙ্কর্যরূপহেতুর দ্বারা জাতিত্বাভাব সিদ্ধ হইবে। জাতি বা উপাধির দ্বারা সঙ্কীর্ণ যে কোনও ধর্মেই জাতিত্বাভাব সাধন করা হউক না কেন সকলস্থলেই পূর্বোক্তসম্বন্ধত্রয়কে অবলম্বন করিয়া ধর্মত্ব-বিশিষ্টত্বকে হেতু করা যাইবে। উক্ত চাক্ষুষত্ব প্রভৃতি জাতিও ধর্মবিশেষ বলিয়া পূর্বোক্ত ত্রিতয়সম্বন্ধে ধর্মবিশিষ্টত্বরূপে চাক্ষুষত্বাদির সাঙ্কর্যও গৃহীত হইতে পারিবে।

যদি চাক্ষুষত্বস্পার্শনত্বাদির ব্যাপ্য নানা উপেক্ষাত্বজাতি স্বীকার করা হয় তাহা হইলে তত্তদুপেক্ষাত্বজাত্যবচ্ছিন্নভেদকূট স্মৃতির কারণতা-বচ্ছেদকে প্রবিষ্ট হইবে। ফলে অনুমিতির কারণতা এবং স্মৃতির কারণতা ভিন্নরূপে কল্পিত হওয়ায় স্মৃতিতে অনুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে না। ইহাও ঠিক নহে। নানা উপেক্ষাত্ব স্বীকারের ফলে সাঙ্কর্যদোষ বারণ হইলেও উপেক্ষাত্ব কখনও জাতি হইতে পারে না। ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি যেরূপ ব্যাপ্যবৃত্তি হয়, উপেক্ষাত্ব যদি সেইরূপ ব্যাপ্যবৃত্তি হয় তাহা হইলে উপেক্ষাত্ব জাতি হইতে পারে কিন্তু উপেক্ষাত্ব ব্যাপ্যবৃত্তি হইতে পারে না। অনেকসময় দেখা যায় ঘট এবং পটকে বিষয় করিয়া ঘটঃ পটশ্চ এই আকারের সমূহালম্বন নিশ্চয় ঘটের স্মারক হইলেও পটের স্মারক হয় না। উক্ত নিশ্চয়ে যদি উপেক্ষাত্ব জাতি স্বীকৃত না হয় তাহা হইলে ঐ নিশ্চয় যেরূপ ঘটস্মৃতির জনক হয় সেইরূপ পটস্মৃতিরও জনক হইতে পারে। যদি উক্ত নিশ্চয়ে উপেক্ষাত্ব স্বীকৃত হয় তাহা হইলে ঐ নিশ্চয় যেরূপ পটের স্মারক হয় না সেইরূপ ঘটেরও স্মারক হইতে পারে না। উক্ত নিশ্চয় কেন একটি বিষয়ের স্মারক হয় অন্যটির হয় না—এই সমস্যার সমাধানকল্পে উক্তনিশ্চয়ে অংশতঃ উপেক্ষাত্ব এবং অংশতঃ উপেক্ষাত্বের অভাব স্বীকার করিতে হইবে। ফলে ঐ নিশ্চয়ে পটাবচ্ছেদে উপেক্ষাত্ব এবং ঘটাবচ্ছেদে উপেক্ষাত্বের অভাব থাকিবে। সুতরাং অব্যাপ্যবৃত্তি হওয়ার ফলে উপেক্ষাত্ব জাতি হইবে না। কারণ জাতি কখনও আংশিক অর্থাৎ অব্যাপ্যবৃত্তি হয় না। অতএব চাক্ষুষত্বস্পার্শনত্বাদির

ব্যাপ্য নানা জাতি স্বীকার করিয়া তত্তদুপেক্ষাত্বজাত্যবচ্ছিন্নভেদকূট নিবেশ করিবারও কোন সম্ভাবনা রহিল না।

উপেক্ষাত্ব জাতি না হইয়া যদি প্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যজনকত্বরূপ বা অজিজ্ঞাসিতবিষয়ত্বরূপ উপাধি (ধর্ম) বিশেষ বলিয়া স্বীকৃত হয় তাহা হইলে স্মৃতির প্রতি অনুভবগতকারণতা তাদৃশোপেক্ষত্বা-বচ্ছিন্নভেদঘটিতধর্মাবচ্ছিন্ন হইতে পারে। এই যুক্তিও সমীচীন নহে। কারণ প্রবৃত্তির অজনক, নিবৃত্তির অজনক বা অজিজ্ঞাসিত-বিষয়ের জ্ঞান হইতেও স্মৃতি উৎপন্ন হয়। এইরূপে স্মৃতি ও জ্ঞানের কার্যকারণভাব কল্পনা করিলে যেখানে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির অজনক অথবা অজিজ্ঞাসিত বিষয়ের জ্ঞান হইতে স্মৃতি হইবে সেইস্থলে প্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যজনকান্য বা অজিজ্ঞাসিতবিষয়কান্য জ্ঞানরূপ কারণ না থাকায় কারণাসত্ত্বে কার্যোৎপত্তিরূপ ব্যতিরেক ব্যভিচার হইবে। সুতরাং প্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যজনকত্ব বা অজিজ্ঞাসিতবিষয়ত্বরূপ যে উপেক্ষাত্ব তদবচ্ছিন্নভেদ স্মৃতির কারণতাবচ্ছেদক-কোটিতে প্রবিষ্ট হইবে না।

কেহ কেহ উপেক্ষাত্বকে সংস্কারাজনকত্বরূপ উপাধিবিশেষ স্বীকার করেন। ইহাও ঠিক নহে। কারণ সংস্কারাজনকত্ব যদি উপেক্ষাত্ব হয় তাহা হইলে সংস্কারাজনকত্বাবচ্ছিন্নভেদ স্মৃতিজনকতাবচ্ছেদক হইবে। সংস্কারাজনকত্বাবচ্ছিন্নভেদ সংস্কারজনকত্বস্বরূপ। ফলে জ্ঞান-নিষ্ঠজনকতা সংস্কারজনকত্বাবচ্ছিন্ন হইল। ফল এবং ব্যাপারের প্রতি একরূপে উক্তকারণতা কল্পিত থাকায় ব্যাপারীভূতসংস্কারের প্রতিও তাদৃশসংস্কারজনকত্বাবচ্ছিন্নজনকতা স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং অবচ্ছেদ্য যে জনকতা তাহার জ্ঞানের প্রতি অবচ্ছেদক যে জনকতা তাহার জ্ঞান অপেক্ষিত হওয়ায় আত্মাশ্রয়-দোষ হইবে। যদি সংস্কারের প্রতি স্মৃত্যজনকান্যজ্ঞানত্বরূপে জ্ঞান (অনুভব) গত কারণতা স্বীকৃত হয় তাহা হইলে স্মৃত্যজনকান্যত্ব স্মৃতিজনকত্বেই পর্যবসিত হইবে। ফলে স্মৃতিজনকত্বাবচ্ছিন্নসংস্কারজনকতা এবং সংস্কারজনকাত্বচ্ছিন্ন-

স্মৃতিজনকতা কল্পিত হওয়ায় অন্যোন্যাশ্রয়[১] হইবে। অতএব সংস্কারাজনকত্ব বা স্মৃত্যজনকত্ব উপেক্ষাত্ব হইবে না। এই প্রসঙ্গে আরও বক্তব্য এই যে, স্মৃতির প্রতি কারণ যে পূর্বানুভবজনিত সংস্কার তাহা উপেক্ষাত্মকজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয় না। সুতরাং স্মৃতিজনকতাবচ্ছেদককোটিতে উপেক্ষান্যত্বকে নিবেশ করিবার প্রয়োজন নাই। ফলে অনুমিতির প্রতি পরামর্শের কারণতা যেরূপ পক্ষধর্মিকসাধ্যব্যাপ্যহেতুমত্তানিশ্চয়ত্বরূপে কল্পিত হয় সেইরূপ পক্ষধর্মিকসাধ্যব্যাপ্যবত্তাস্মরণের প্রতিও কারণতা উক্তরূপে কল্পিত হওয়ায় উক্ত বিশিষ্ট স্মরণে অতিব্যাপ্তি হইবে।

এখন আমাদিগকে বিবেচনা করিতে হইবে যে, পূর্বের অনুভব হইতে সংস্কারকে দ্বার করিয়া যে তত্তদ্বিষয়ক স্মরণ উৎপন্ন হয় উক্ত স্মরণের প্রতি পূর্বানুভবের কারণতা তত্তদ্বিষয়কসংশয়ান্যজ্ঞানত্বপুরস্কারে অথবা তত্তদ্বিষয়ক-অনুভবত্ব পুরস্কারে কল্পিত হইবে? তাদৃশজ্ঞানত্বপুরস্কারে কারণতাবাদিগণ বলেন যে, পূর্বানুভবজনিতসংস্কার হইতে তত্তদ্বিষয়ের স্মৃতি উৎপন্ন হওয়ার পরক্ষণে স্মৃতির জনক উক্ত সংস্কারের নাশ হয়। উক্ত সংস্কারের ফল যে স্মৃতি তাহা হইতে ভবিষ্যতে উৎপৎস্যমান যে তত্তদ্বিষয়কস্মরণ তাহার অনুকূল অপর একটি সংস্কার উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ উৎপন্নসংস্কারকে দ্বার করিয়া প্রাথমিক স্মৃতি ভাবী স্মরণের জনক হয়। এইভাবে দ্বিতীয়াদিস্মৃতিও ভবিষ্যৎ স্মরণান্তরের জনক হইয়া থাকে। সুতরাং স্মৃত্যনুভবসাধারণসংশয়ান্যজ্ঞানত্বপুরস্কারে স্মৃতির জনকতা কল্পনা করিতে হইবে, অনুভবত্বপুরস্কারে নহে। এইমতে অনুমিতির পরামর্শগতকারণতা এবং স্মৃতির পক্ষধর্মিকসাধ্যব্যাপ্যবত্তানিশ্চয়গতকারণতা একরূপাবচ্ছিন্ন হওয়ায় বিশিষ্টস্মরণে অনুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে। অনুভবত্বরূপে কারণতাবাদিগণ ইহা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে স্মৃতির

১। তদপেক্ষাপেক্ষিত্বনিবন্ধনোনিষ্টপ্রসঙ্গঃ :—ন্যায়দর্শনাম্, বৃত্তিঃ, পৃঃ ৩২৬

প্রতি পূর্বানুভবের কারণতা জ্ঞানত্বরূপে কল্পিত নহে, অনুভবত্বরূপেই কল্পিত। জ্ঞানত্ব যেরূপ জাতি, অনুভবত্বও সেইরূপ জাতি। তাদৃশানুভবত্ব-জাতিকে স্মৃতিজনকতার অবচ্ছেদক স্বীকার করিলে তাদৃশজ্ঞানত্বে অবচ্ছেদকত্বকল্পনা অপেক্ষায় গৌরব হইবে না। যদি বলা যায় অনুভবত্ব অপেক্ষায় জ্ঞানত্ব গুরুধর্ম নহে সুতরাং জ্ঞানত্বপুরস্কারেও বিনিগমনাবিরহপ্রযুক্ত স্মৃতির কারণতা কল্পনা করিতে হইবে। ইহাও ঠিক নহে। কারণ যেখানে ব্যাপ্য এবং ব্যাপকজাতিতে বিনিগমনা-বিরহপ্রযুক্তকারণতাবচ্ছেদকত্বের প্রসক্তি হয় সেখানে ব্যাপ্যজাতি কারণতাবচ্ছেদক হইয়া থাকে। জ্ঞানত্ব, অনুভবত্ব উভয়জাতিতে বিনিগমনাবিরহপ্রযুক্তস্মৃতিজনকতাবচ্ছেদকত্বের প্রসক্তি হইলে জ্ঞানত্বের ব্যাপ্য অনুভবত্বজাতিতেই স্মৃতিকারণতার অবচ্ছেদকত্ব কল্পিত হইবে, জ্ঞানত্বে নহে। কারণ অগুরুব্যাপ্যধর্মপুরস্কারে কারণত্ব কল্পনা করিলে ব্যাপকধর্মটি অন্যথাসিদ্ধির নিয়ামক হইয়া থাকে। অর্থাৎ ব্যাপক-ধর্মাবচ্ছিন্নটি অন্যথাসিদ্ধ হয়। সুতরাং স্মৃতির প্রতি পূর্বানুভবের কারণতা জ্ঞানত্বরূপে কল্পিত নহে সমানাকারক-অনুভবত্বরূপেই কল্পিত হইবে। ইহার উত্তরে পূর্বপক্ষবাদিগণ বলেন যে, যদি অনুভবত্ব-পুরস্কারে স্মৃতির কারণতা কল্পনা করা হয়, তাহা হইলে পূর্বানুভব-জনিত সংস্কার হইতে একবার স্মরণ হইবার পরে দ্বিতীয়াদি স্মরণ হইতে পারে না। কারণ সংস্কারের ফল যে স্মৃতি তাহার দ্বারা সংস্কারের নাশ হইয়া থাকে। ইহার উত্তরে অনুভবত্বরূপে কারণতা-বাদিগণ বলেন, অনুভবজনিতসংস্কার প্রথমস্মরণের দ্বারা বিনষ্ট হয় না। চরমস্মৃতিরূপ চরমফল, কাল, রোগ, এবং শোক প্রভৃতিই সংস্কারের নাশক হইয়া থাকে। সুতরাং এইমতে পূর্বানুভবজনিতসংস্কার হইতে একবার স্মরণ হইলেও পুনরায় স্মরণ হইতে পারে। অনুভবত্বপুরস্কারে কারণতাবাদিগণ আরও বলেন যে যদি স্মৃতির প্রতি অনুভবগতকারণতা তত্তদ্বিষয়কসংশয়ান্যজ্ঞানত্ব-পুরস্কারে কল্পনা করা হয় তাহা হইলে কেবলমাত্র ঘটাদি-একৈকবিষয়কস্মৃতির অনুকূল উদ্বোধকের দ্বারা

উদ্বুদ্ধ হওয়ার ফলে যখন ঘটপটাদিনানাবিষয়কসমূহালম্বনানুভবজনিত-তাবদ্বিষয়কসংস্কার হইতে ঘটাদি-একৈকমাত্রবিষয়ক স্মরণ উৎপন্ন হইবে তখন উক্ত ঘটবিষয়কস্মরণের দ্বারা পূর্বোক্ত সমূহালম্বনসংস্কার বিনাশ প্রাপ্ত হওয়ায় পটবিষয়কস্মৃতির জনক পটগোচর সংস্কার না থাকায় ভবিষ্যতে পটবিষয়কস্মৃতি কেমন করিয়া হইবে? এই সমস্যার সমাধান কল্পে জ্ঞানত্বরূপে কারণতাবাদিগণ বলেন যে, সংস্কার হইতে ঠিক্ ঠিক্ সংস্কারের সমানাকারক যে স্মৃতি হয় ঐ স্মৃতিই সংস্কারের নাশক হইয়া থাকে অসমানাকারকস্মৃতি সংস্কারের নাশক হয় না। সমানাকারক স্মৃতি বলিতে এখানে অন্যূনাকারকস্মৃতি বুঝিতে হইবে। ইহার ফলে ঘটপটাদিবিষয়ক যে সমূহালম্বন সংস্কার তাহা কেবল ঘটবিষয়কস্মরণ হইতে নষ্ট হইবে না। সুতরাং কালান্তরে পটাদি-স্মরণের অনুকূল সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইলে উক্ত সংস্কার হইতে পটাদির স্মরণ হইবে। এই জন্যই দীধিতিগ্রন্থে বলা হইয়াছে 'সমানাকারস্যৈব ফলস্য নাশকত্বাৎ সমূহালম্বনাদিতো নৈকৈকগোচরক্রমিকস্মরণানুপপত্তিঃ।'[১]

জ্ঞানত্বপুরস্কারে স্মৃতির কারণতা যাঁহারা স্বীকার করেন তাঁহাদের মতে স্মৃতি এবং সংস্কারের নাশ্যনাশকভাব কি ভাবে কল্পিত হয়-তাহাই এখন আলোচনা করিতে হইবে। যদি স্বজন্যস্বান্যূনবিষয়কস্মৃতিকে সংস্কারনাশের কারণ বলা হয়, তাহা হইলে স্বপদের দ্বারা তত্তৎসংস্কার-ব্যক্তি গৃহীত হইবে; ফলে অনন্তকার্যকারণভাব কল্পনানিবন্ধন গৌরব স্বীকার করিতে হয়। যদি সংস্কারব্যক্তিভেদে অনন্তকারণতা কল্পনাই অভীষ্ট হয় তাহা হইলে তত্তৎসংস্কারব্যক্তিনাশের প্রতি তত্তৎসংস্কার-ব্যক্তিজন্য যে স্মৃতিব্যক্তি তদ্‌গতকারণতা তত্তদ্ব্যক্তিত্বরূপে কল্পনা করা যাইতে পারে। যদি অনুগতরূপে স্মৃতি ও তজ্জনকসংস্কারের নাশ্যনাশক-ভাব কল্পনা করিতে হয় তাহা হইলে প্রতিযোগিতাসম্বন্ধে সংস্কারনাশের

১ দীধিতিঃ, অনুমানগাদাধরী পৃঃ ১৬০

প্রতি স্বজনকত্ব-স্বানতিরিক্তবিষয়কত্ব এই উভয়সম্বন্ধে স্মৃতিত্বপুরস্কারে স্মৃতির কারণতা কল্পিত হইবে। স্মৃতি হইতে স্বজন্যসংস্কারের বিনাশ বারণ করিবার জন্য স্বাব্যবহিতপূর্বত্বকে নাশকতাবচ্ছেদকসম্বন্ধের অন্তর্গত করিয়া নাশ্যনাশকভাব কল্পনা করিলেই পূর্বোক্তদোষ অর্থাৎ স্বজন্যসংস্কারের স্মৃতি হইতে নাশের আপত্তি বারণ হইতে পারে। সুতরাং অনন্যথাসিদ্ধত্ব ও ব্যাপকত্বঘটিত গুরুতর জনকত্বসম্বন্ধ নিবেশ করা নিষ্প্রয়োজন। ফলে প্রতিযোগিতাসম্বন্ধে সংস্কারনাশের প্রতি স্বাব্যবহিতপূর্বত্ব-স্বানতিরিক্তবিষয়ত্ব এই উভয় সম্বন্ধে স্মৃতিত্বপুরস্কারে স্মৃতিগতকারণতা কল্পিত হইবে। স্মৃতিজন্যসংস্কারের জনক উক্ত স্মৃতি স্বাব্যবহিতপূর্বত্ব সম্বন্ধে উক্ত সংস্কারে না থাকায় স্মৃতির দ্বারা স্বজন্যসংস্কারের নাশ হইবে না। এইরূপে স্মৃতি-সংস্কারের অনুগত নাশ্যনাশকভাব কল্পনা করিলেও চৈত্রের ঘট বিষয়ক স্মরণ হইতে মৈত্রের ঘটবিষয়ক সংস্কারের নাশাপত্তি হইবে। কারণ ব্যধিকরণ স্মৃতির প্রতিও সংস্কার স্বরূপযোগ্য কারণ হইয়া থাকে। অতএব উক্ত আপত্তিবারণের জন্য নাশকতার নিয়ামক সম্বন্ধকোটিতে পূর্বোক্তসম্বন্ধভিন্ন সামানাধিকরণ্যরূপ একটি অতিরিক্ত সম্বন্ধ নিবেশ করিতে হইবে। বাস্তবিকপক্ষে স্বসামানাধিকরণ্যস্বানতিরিক্ত-বিষয়কত্ব—এই উভয়কে নাশকতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ স্বীকার করিলেই স্মৃতিসংস্কারের নাশ্যনাশকভাব কল্পনা করা যাইতে পারে। পূর্বোক্ত জনকত্ব বা স্বাব্যবহিতপূর্বত্বকে কারণতাবচ্ছেদকসংসর্গরূপে নিবেশ করিবার প্রয়োজন নাই। এখন আপত্তি হইতে পারে যে, জনকত্ব বা স্বাব্যবহিতপূর্বত্ব যদি কারণতাবচ্ছেদকসংসর্গের অন্তর্গত না হয় তাহা হইলে স্মৃতি নিজের জনক সংস্কারকে যেরূপ নাশ করে সেইরূপ স্বজন্যসংস্কারকেও নাশ করিতে পারে। এই আপত্তির উত্তরে বক্তব্য এই যে, জ্ঞান এবং ইচ্ছাদির ক্ষণিকতা বারণের জন্য অর্থাৎ জ্ঞানাদি যেই ক্ষণে উৎপন্ন হইবে ঠিক তাহার পরক্ষণে জ্ঞানাদির নাশের যে আপত্তি হয়, উক্ত আপত্তি বারণের জন্য প্রতিযোগিতাসম্বন্ধে নাশের

প্রতি পূর্বত্ব-সম্বন্ধে নাশ সামান্যকারণ হইবে। এইরূপ কার্যকারণভাব কল্পিত থাকার ফলে স্বজনকস্মরণের দ্বারা স্বোৎপত্তির দ্বিতীয়ক্ষণে সংস্কারনাশের আপত্তি বারণ করা যাইবে। কারণ নাশসামান্যরূপ-কার্যটি সংস্কারনাশের ব্যাপক। সুতরাং ব্যাপ্য যে সংস্কার নাশরূপ কার্য তাহার সামগ্রী ব্যাপক যে নাশসামান্যরূপ কার্য তাহার সামগ্রী-সহকারে কার্য যে সংস্কারনাশ তাহার উৎপাদক হইয়া থাকে। অতএব স্মৃতি হইতে উৎপন্ন সংস্কারের আদ্যক্ষণে পূর্বত্ব-সম্বন্ধে নাশরূপ ব্যাপক সামগ্রী না থাকায় উক্ত সংস্কারের উৎপত্তির দ্বিতীয়ক্ষণে তাহার নাশ হইবে না। সংস্কারের উৎপত্তির তৃতীয়ক্ষণেও স্বজনক স্মৃতির দ্বারা সংস্কারের নাশ হইবে না। কারণ স্মৃতিজন্য যে সংস্কারটি উৎপন্ন হইবে তাহার দ্বিতীয়ক্ষণে স্মৃতির নাশ হওয়ায় সংস্কারোৎপত্তির তৃতীয়ক্ষণেও উক্তস্মৃতিজনিত সংস্কারনাশের সম্ভাবনা রহিল না।

এখন বিবেচনা করিতে হইবে যে, জনকত্ব বা স্বাব্যবহিতপূর্বত্ব সম্বন্ধকে পরিত্যাগ করিলে সংস্কারনাশকতার নিয়ামক যে দুইটি সম্বন্ধ থাকিবে তাহার একটি সামানাধিকরণ্য অপরটি স্বানতিরিক্ত বিষয়কত্ব। এই স্বানতিরিক্তবিষয়কত্বের দ্বারা কি বুঝায়? স্মৃতির যাহা অবিষয় তাহাকে বিষয় না করিয়া স্মৃতির উৎপাদক যে সংস্কার তাহাতেই স্বাবিষয়াবিষয়কত্ব থাকিবে; এইরূপ স্বানতিরিক্ত-বিষয়কত্বের অর্থ করিলে পূর্বোক্ত সমূহালম্বন সংস্কারনাশের আপত্তি হয় না কিন্তু প্রমেয়ত্বরূপে প্রমেয়বিষয়ক সংস্কার হইতে উৎপন্ন যে প্রমেয়ত্বরূপে প্রমেয়বিষয়কস্মরণ ঐ স্মরণের অবিষয় অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় উক্ত স্মৃতির দ্বারা উক্তপ্রমেয়বিষয়কসংস্কারের নাশ হইতে পারে না। উক্ত অনুপপত্তিবারণের জন্য যদি স্বানতিরিক্তবিষয়কত্বের স্বাবৃত্তিবিষয়িতাশূন্যত্বরূপ অর্থ গৃহীত হয় তাহা হইলে উক্ত অনুপপত্তি বারণ করা যায় বটে, কিন্তু ভাবত্বপুরস্কারে ভাববিষয়কস্মৃতি হইতে ঘটত্বপুরস্কারে ঘটগোচর সংস্কারনাশের আপত্তি হইবে। এই আপত্তির উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, ঘটত্বপুরস্কারে ঘটগোচর-

সংস্কারে স্বাবৃত্তিবিষয়িতাশূন্যত্ব থাকিবে না, পরন্তু স্বাবৃত্তিবিষয়িতা-বত্ত্বই থাকিবে। কারণ ভাবত্বাবচ্ছিন্ননিরূপিতবিষয়িতা কেবলমাত্র ভাবত্বপুরস্কারে ভাববিষয়কসংস্কার বা তজ্জনিতস্মরণেই থাকে। সুতরাং ঘটত্বপুরস্কারে শুদ্ধঘটবিষয়কসংস্কারনিষ্ঠবিষয়িতা ঘটত্বাবচ্ছিন্ননিরূপিত হইলেও ভাবত্বাবচ্ছিন্ননিরূপিত নহে। নিরূপ্যনিরূপকতাবচ্ছেদকধর্মের বৈষম্যের ফলে বিষয়িতাও বিভিন্ন হইয়া হইয়া থাকে। সুতরাং পূর্বোক্তভাববিষয়ক স্মরণে ঘটত্বপ্রকারকশুদ্ধঘটবিষয়কসংস্কারগত-বিষয়িতা বিদ্যমান থাকিতে পারে না। এইজন্য স্বাবৃত্তিবিষয়িতা-শূন্যত্বরূপ নাশকতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ না থাকায় পূর্বোক্ত ভাববিষয়কস্মরণ ঘটত্বপ্রকারকঘটবিশেষ্যক সংস্কারনাশের জনক হইবে না।

এখন প্রশ্ন এই যে, স্বাবৃত্তিবিষয়িতাশূন্যত্বরূপ সম্বন্ধকে অন্তর্ভাব করিয়া স্মৃতি ও সংস্কারের যে নাশ্যনাশকভাব কল্পিত হইয়াছে ঐ সম্বন্ধটি স্বত্বঘটিত হওয়ায় অননুগত তত্তৎস্মৃতিব্যক্তিকে গ্রহণ করিয়াই কার্যকারণভাব কল্পনা করিতে হইবে। সুতরাং স্বত্বঘটিত-সংসর্গকে যাঁহারা অনুগত স্বীকার করেন না তাঁহাদের মতে পূর্বোক্ত-রূপে স্মৃতি ও সংস্কারের অনুগত নাশ্যনাশকভাব কল্পনা করা সম্ভবপর নহে। ইহার উত্তরে বক্তব্য, তৎপ্রকারকতদ্‌বিশেষ্যক সংস্কার-নাশের প্রতি সামানাধিকরণ্যসম্বন্ধে তৎপ্রকারকতদ্বিশেষ্যকস্মৃতিত্ব-পুরস্কারে স্মৃতিগত অনুগতকারণতা কল্পনা করিতে হইবে। তৎপ্রকারক-তদ্বিশেষ্যকসংস্কারনাশের প্রতি সামানাধিকরণ্যসম্বন্ধে স্মৃতি যেরূপ কারণ হইবে সেইরূপ তত্তদন্যবিষয়ক সংস্কারভেদও প্রতিযোগিতা-সম্বন্ধে সংস্কারনাশের আশ্রয় যে সংস্কার তাহাতে স্বরূপসম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া সহকারী কারণ হইবে। ফলে শুদ্ধঘটবিষয়ক স্মরণ হইতে ঘটপটাদিবিষয়কসমূহালম্বনসংস্কারনাশের আপত্তি বারিত হইবে। কারণ উক্ত সমূহালম্বনসংস্কারে ঘটান্যবিষয়কসংস্কারভেদরূপ শুদ্ধঘটবিষয়কসংস্কারনাশের সহকারী কারণ থাকে না। এখন আশঙ্কা হইতে পারে যে তদন্যবিষয়কসংস্কারভেদকে তদ্‌বিষয়কসংস্কারনাশের

কারণ যে স্মৃতি তাহার সহকারী কারণ স্বীকার করিলে 'গোত্বাভাববান্ গোত্বাভাবঃ' এই আকারের গোত্বাভাবপ্রকারকগোত্বাভাববিশেষ্যক-সংস্কার শুদ্ধগোত্বাভাববিষয়ক স্মরণের দ্বারা বিনষ্ট হইতে পারে; কারণ গোত্বাভাবপ্রকারকগোত্বাভাববিশেষ্যক সংস্কারে শুদ্ধগোত্বাভাব-বিষয়কস্মরণের সহকারী কারণ যে গোত্বাভাবান্যবিষয়কসংস্কারভেদ তাহা বিদ্যমান।

যদি বলা যায় যে গোত্বাভাবনিষ্ঠগোত্বাভাবের স্বরূপসম্বন্ধও উক্ত সংস্কারের বিষয় হওয়ায় উক্ত গোত্বাভাব প্রকারক গোত্বাভাব-বিশেষ্যকসংস্কার তাদৃশস্মৃতিনাশ্য সংস্কারের বিষয় যে গোত্বাভাব তদন্য (স্বরূপসংসর্গ) বিষয়ক হইয়া থাকে। সুতরাং তদন্যবিষয়রূপে স্বরূপসম্বন্ধ সংগৃহীত হওয়ার ফলে তদন্যবিষয়ক সংস্কারভেদ না থাকায় শুদ্ধগোত্বাভাববিষয়ক স্মৃতি হইতে গোত্বাভাবপ্রকারকগোত্বাভাববিশেষ্যকসংস্কারনাশের আপত্তি হইবে না; ইহা সমীচন নহে। কারণ গোত্বাভাবনিষ্ঠগোত্বাভাবের সম্বন্ধ যে স্বরূপ তাহা গোত্বাভাব হইতে অতিরিক্ত নহে। এই সমস্যার সমাধানে আমাদের বক্তব্য এই যে, তাদৃশধর্মিবিশেষ্যতানিরূপিততৎ-সংসর্গাবচ্ছিন্নতাদৃশধর্মপ্রকারতাকান্যসংস্কারনাশের প্রতি তাদৃশ-ধর্মিবিশেষ্যতানিরূপিততৎসংসর্গাবচ্ছিন্নতাদৃশধর্মপ্রকারক সংস্কারের ভেদকে তত্তৎস্মৃতির সহকারী কারণরূপে স্বীকার করিতে হইবে। ইহার ফলে পূর্বপ্রদর্শিত গোত্বাভাবপ্রকারকগোত্বাভাববিশেষ্যক-সংস্কারে শুদ্ধগোত্বাভাববিষয়কস্মৃতি সামানাধিকরণ্যসম্বন্ধে থাকিলেও শুদ্ধগোত্বাভাববিষয়কস্মৃতির সহকারী যে গোত্বাভাবপ্রকারক গোত্বাভাববিশেষ্যকসংস্কারভেদ তাহা উক্ত সংস্কারে না থাকায় শুদ্ধগোত্বাভাববিষয়কস্মরণ হইতে গোত্বাভাববান্ গোত্বাভাবঃ এই সংস্কারের নাশ হইবে না। এবং দ্রব্যত্ব-পৃথিবীত্ব—এই উভয়রূপে ঘট এবং পটকে বিষয় করিয়া যে সংস্কার উৎপন্ন হইবে ঐ সংস্কারের দ্রব্যত্বমাত্রপুরস্কারে ঘটবিষয়ক এবং পৃথিবীত্বমাত্ররূপে

পটবিষয়ক সমূহালম্বন স্মৃতি হইতে বিনাশ হইবে না। কারণ উক্ত স্মৃতি হইতে দ্রব্যত্বমাত্রধর্মপুরস্কারে ঘটাবগাহিসংস্কারের এবং পৃথিবীত্বমাত্র-ধর্ম পুরস্কারে পটাবগাহিসংস্কারেরই নাশ হইবে। পুনরায় আশঙ্কা হইতে পারে যে, তৎপ্রকারকতৎবিশেষ্যকস্মৃতি রূপ এবং তদন্যবিষয়ক-সংস্কারভেদরূপ তৎপ্রকারকতৎবিশেষ্যক সংস্কার নাশের যাবতীয় কারণ যথোক্তসম্বন্ধে যেইরূপ সংস্কারে থাকে সেইরূপ অদৃষ্টেও থাকে, অথচ সেখানে সংস্কারনাশরূপ কার্য উৎপন্ন না হওয়ায় কারণ সত্ত্বে কার্যানুৎপত্তিরূপ অন্বয়ব্যভিচার হয়। ইহার উত্তরে বলিতে হইবে যে, তত্তদ্বিষয়ক স্মৃতি যেরূপ সামানাধিকরণ্যসম্বন্ধে কারণ হইবে এবং তদন্যবিষয়ক সংস্কারভেদ স্বরূপসম্বন্ধে যেরূপ স্মৃতির সহকারী কারণ হইবে সেইরূপ স্মৃতিনাশ্যতত্তৎসংস্কারকেও নিজের নাশের প্রতি তাদাত্ম্যসম্বন্ধে কারণ স্বীকার করিতে হইবে। ইহার ফলে অদৃষ্টে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে তত্তৎসংস্কার না থাকায় অন্বয় ব্যভিচার হইবে না। কেহ কেহ বলেন যে, ঘটপটাদিবিষয়ক সমূহালম্বনজ্ঞান হইতে ঘটপটাদিবিষয়ক অসমূহালম্বন নানা সংস্কার উৎপন্ন হইবে। জ্ঞান ও ইচ্ছাদি যুগপৎ উৎপন্ন না হইলেও একক্ষণে এক আত্মাতে নানা সংস্কার উৎপন্ন হইতে কোনও বাধা নাই। সুতরাং তদ্বিশেষ্যক-তৎসংসর্গকতৎপ্রকারকান্যসংস্কার নাশের কারণ যে তদ্বিশেষ্যকতৎ-সংসর্গকতৎপ্রকারকসংস্কারভেদ যাহা পূর্বোক্ত স্মৃতিসংস্কারের নাশ্যনাশকভাবপ্রসঙ্গে স্বীকৃত হইয়াছে তাহা স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। এইমত সমীচীন নহে। কারণ জ্ঞান, ইচ্ছাদির যেরূপ যৌগপদ্য স্বীকার করা হয় না সেইরূপ ঘটপটাদিবিষয়ক নানা সংস্কারও যুগপৎ উৎপন্ন হইতে পারে না। অতএব প্রতিযোগিতাসম্বন্ধে সংস্কার নাশের প্রতি সামানাধিকরণ্যসম্বন্ধে তদ্বিষয়কস্মৃতি যেরূপ কারণ হয় সেইরূপ তদ্বিশেষ্যকতৎসংসর্গকতৎপ্রকারকান্য-সংস্কারনাশের কারণ যে তদ্বিশেষ্যক তৎসংসর্গক তৎপ্রকারক সংস্কার-ভেদ তাহা এবং তাদাত্ম্যসম্বন্ধে সংস্কার তদ্বিষয়কস্মৃতির সহকারী

কারণ হইবে। স্মৃতিসংস্কারের এইরূপ নাশ্যনাশকভাব কল্পিত হওয়ার ফলে অনুভবত্বরূপে কারণতাবাদিগণ যে শুদ্ধঘটবিষয়কস্মৃতি হইতে সমূহালম্বনজ্ঞানজনিত সংস্কারনাশের আপত্তি করিয়াছিলেন—তাহাও বারিত হইল। অনুভবত্বরূপে যাঁহারা স্মৃতির প্রতি পূর্বানুভবের কারণতা স্বীকার করেন তাঁহারা যদি বলেন, স্মৃত্যনুভবসাধারণজ্ঞানত্বরূপে স্মৃতির কারণতা স্বীকার করিলে অনুভবজনিত বা মধ্যবর্ত্তিকালীনস্মৃতি হইতে উৎপন্ন সংস্কার সমূহের স্মৃতির দ্বারা নাশ সম্ভবপর হইলেও যে সংস্কারের পরে আর স্মৃতি হইবে না উক্ত সংস্কার স্মৃতি নাশ্য হইতে পারে না; কাল, রোগ বা শোকাদিকে উক্ত সংস্কারের নাশক স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। সুতরাং স্মৃতি জনিত নানা সংস্কারের কল্পনা অপেক্ষায় অনুভব জনিত সংস্কারই চরমস্মৃতি উৎপন্ন করিয়া অবশেষে কাল বা রোগাদির দ্বারা বিনষ্ট হয়—ইহা কল্পনা করাই সমীচীন। এই আশঙ্কার উত্তরে জ্ঞানত্বরূপে স্মৃতির কারণতাবাদিগণ বলেন যে, স্মৃতি হইলেই যে সংস্কার উৎপন্ন হইবে—ইহা বলা যায় না। কারণ যে স্মৃতি উপেক্ষাত্মক হইবে ঐ স্মৃতির পরে কোনওক্রমেই সংস্কার উৎপন্ন হইতে পারে না, উপেক্ষানাত্মক জ্ঞানই সংস্কারের কারণ হইয়া থাকে। অতএব উক্তস্থলে পূর্বোক্তপ্রকারে অনুগতরূপে তত্তদ্বিষয়ক-সংস্কার নাশের প্রতি তত্তদ্বিষয়কস্মৃতির কারণতা কল্পনা করাই সমীচীন। জ্ঞানত্ব পুরস্কারে স্মৃতিজনকত্বপক্ষে আরও যুক্তি এই যে, অনুভবত্বরূপে স্মৃতির কারণতা কল্পনা করিলে দৃঢ়, দৃঢ়তর বা দৃঢ়তম সংস্কার উৎপন্ন হইতে পারে না। কারণ অনুভবত্বরূপে কারণতাবাদিগণের মতে তত্তদ্বিষয়ক-অনুভব হইতে একটি সংস্কারই উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং সংস্কারান্তর স্বীকার না করিলে দৃঢ়, দৃঢ়তর বা দৃঢ়তম সংস্কারের সম্ভাবনা কোথায়? আমাদের (জ্ঞানত্বরূপে কারণতা-বাদিগণের) মতে ঘটবদ্ ভূতলম্ এই আকারের ঘটপ্রকারক ভূতল-বিশেষ্যক অনুভব হইতে সমানাকারক সংস্কার উৎপন্ন হওয়ার ফলে

কালান্তরে উক্ত সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয়। ইহার ফলে 'ঘটবদ্ ভূতলম্' এই আকারের স্মরণ উৎপন্ন হয়, ঐ স্মরণ উৎপন্ন হওয়ার দ্বিতীয়ক্ষণে সংস্কারের ফল যে স্মরণ তাহার দ্বারা স্বজনক যে পূর্ব সংস্কার তাহার নাশ এবং দৃঢ় সংস্কারান্তরের উৎপত্তি হয়। ঐ দৃঢ় সংস্কার কালান্তরে যখন উদ্বুদ্ধ হয় তখন তাহা হইতে ফলীভূত স্মৃত্যন্তরের উৎপত্তি হয়। ঐ উৎপন্ন স্মৃতির দ্বিতীয়ক্ষণে পূর্বের দৃঢ় সংস্কার নষ্ট হয় এবং দৃঢ়তম সংস্কারান্তর উৎপন্ন হইয়া থাকে। উক্ত সংস্কার কালান্তরে উদ্বুদ্ধ হইলে তাহা হইতে ঘটবদ্ ভূতলম্ এই আকারের ঝটিতি স্মরণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অনুভবত্বরূপে স্মৃতিসংস্কারের কারণতা স্বীকার করিলে অনুভবজন্য একবিধ সংস্কারই উৎপন্ন হইবে দৃঢ়, দৃঢ়তর, দৃঢ়তমাদি সংস্কারান্তরের উৎপত্তি না হওয়ায় ঝটিতি অর্থাৎ আকস্মিকভাবে তাদৃশ স্মৃতির উৎপত্তি হইতে পারে না। ইহার উপরে অনুভবত্বরূপে কারণতাবাদী আপত্তি করিতে পারেন, দৈবাধীন ঝটিতি উদ্বোধকসমবধানবশতঃ ঝটিতিস্মৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার জন্য সংস্কারগত উৎকর্ষরূপ দৃঢ়ত্বাদি জাতি বিশেষ কল্পনা করা নিষ্প্রয়োজন। ইহার উত্তরে জ্ঞানত্বরূপে স্মৃতিহেতুতাবাদিগণ বলেন যেখানে সম্বন্ধিজ্ঞানবিশেষরূপ একবিধ উদ্বোধকের সাহায্যে অনুভব হইতে স্মৃতি উৎপন্ন হওয়ার পরে ঐ উদ্বোধকের সাহায্যে নিয়মিতভাবে পুনঃ পুনঃ স্মৃতি উৎপন্ন হয় সেখানে উক্ত উদ্বোধকঘটিত সামগ্রীকে অনুগত করার প্রয়োজনে সংস্কারগত দৃঢ়ত্বাদি জাতিবিশেষ কল্পনা করা আবশ্যক। আরও বক্তব্য, সংস্কারগতবৈজাত্য স্বীকার না করিয়া যদি দৈবাধীন ঝটিতি স্মৃতি স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রাভ্যাসের কোনও উপযোগিতা থাকে না। কারণ শাস্ত্রপ্রতিপাদিত পদার্থের দৃঢ়, দৃঢ়তর সংস্কার উৎপন্ন হওয়ার জন্যই পুনঃ পুনঃ শাস্ত্রানুশীলনরূপ শাস্ত্রাভ্যাসের প্রয়োজন। সুতরাং জ্ঞানত্বরূপে স্মৃতিসংস্কারের কারণতা স্বীকার করিতে হইবে অনুভবত্বরূপে নহে।

জ্ঞানত্বরূপে স্মৃতি এবং সংস্কারের কার্যকারণভাব কিভাবে কল্পিত

হইবে—তাহাই এখন আলোচনা করিতে হইবে। দৃঢ় সংস্কারের প্রতি সমানবিষয়ক স্মৃতিত্বরূপে, দৃঢ়তর সংস্কারের প্রতি সমানবিষয়ক স্মরণোত্তর স্মরণত্বরূপে, দৃঢ়তম সংস্কারের প্রতি তাদৃশ স্মরণোত্তর স্মরণোত্তর স্মরণত্বরূপে কারণতা কল্পনা করা যায় না। কারণ পুনঃ পুনঃ অনুভব হইতেও দৃঢ় বা দৃঢ়তর প্রভৃতি সংস্কার উৎপন্ন হইয়া থাকে। যদি বলা যায় যে, দৃঢ় সংস্কারের প্রতি সমানবিষয়ক-জ্ঞানোত্তর জ্ঞানত্বরূপে, দৃঢ়তর সংস্কারের প্রতি জ্ঞানোত্তর-জ্ঞানোত্তর জ্ঞানত্বরূপে কারণতা কল্পনা করিলে পুনঃ পুনঃ অনুভব হইতেও দৃঢ় দৃঢ়তরাদি সংস্কার উৎপন্ন হইতে পারে—ইহা ও ঠিক নহে। কারণ উপেক্ষাত্মকজ্ঞানের পরবর্তী উপেক্ষাত্মকজ্ঞান হইতে কখনও দৃঢ় সংস্কারাদি উৎপন্ন হয় না এবং কোনও একটি অনুপেক্ষাত্মক অনুভব হইতে সংস্কার উৎপন্ন হওয়ার পরে রোগাদির দ্বারা ঐ সংস্কার নষ্ট হইলে উৎপন্ন জ্ঞানান্তর হইতে দৃঢ় সংস্কার উৎপন্ন হয় না। সুতরাং দৃঢ় সংস্কারাদির প্রতি পূর্বোক্তরূপেও কারণতা কল্পনা করা যায় না। অতএব দৃঢ় সংস্কারের প্রতি সংস্কারত্বরূপে সমানবিষয়কসংস্কার কারণ হইবে, দৃঢ়তর সংস্কারের প্রতি সমানবিষয়ক দৃঢ় সংস্কারত্বরূপে সংস্কার কারণ হইবে, দৃঢ়তম সংস্কারের প্রতি দৃঢ়তর সংস্কারত্বরূপে সমানবিষয়কসংস্কার কারণ হইবে। ফলে 'ভাবনা হইতে পটুতর ভাবনা উৎপন্ন হয়'—এই প্রবাদটি সঙ্গত হইল। জ্ঞানত্বরূপে স্মৃতি সংস্কারের কার্যকারণভাবের পক্ষে অপরযুক্তি এই যে কোনও একটি কার্যে কারণতা সামান্যধর্মাবচ্ছিন্ন বা বিশেষধর্মাবচ্ছিন্ন হইবে—এই প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইলে কার্যে যদি বিশেষ-ধর্মাবচ্ছিন্নের ব্যভিচার সংশয় হয় এবং সামান্যধর্মাবচ্ছিন্নের অব্যভিচার নিশ্চিত থাকে তাহা হইলে সেই সেই কার্যের প্রতি সামান্যধর্ম-পুরস্কারেই কারণতা স্বীকৃত হইবে। কারণ কার্যে যদি কারণতা-বচ্ছেদকত্বরূপে অভিমত যে ধর্ম তদবচ্ছিন্নের ব্যভিচার সংশয় বা নিশ্চয় থাকে তাহা হইলে তদ্রূপাবচ্ছিন্নে সেই কার্যের কারণতা কল্পিত হইবে

না। অর্থাৎ 'ইদমমুকধর্মাবচ্ছিন্নস্য কার্যং' এই প্রকার কার্যকারণভাব-গ্রহের প্রতি 'ইদমমুকধর্মাবচ্ছিন্নস্য ব্যভিচারি' অথবা 'ইদমমুক-ধর্মাবচ্ছিন্নস্য ব্যভিচারি ন বা' এই প্রকার ব্যভিচারজ্ঞান প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। প্রকৃত স্থলে স্মৃতি এবং সংস্কারে জ্ঞানত্বাবচ্ছিন্নের ব্যভিচার নিশ্চয় হয় না অধিকন্তু শঙ্কা পর্যন্ত হয় না। কারণ স্মৃতি বা সংস্কার অনুভব হইতেই হউক বা স্মৃতি হইতেই হউক পূর্বে জ্ঞান অবশ্যই থাকিবে। অনুভব বা স্মৃতি উভয়েই জ্ঞানত্বধর্মটি রহিয়াছে।

মতান্তরে স্মৃতি হইতেও স্মৃতি এবং সংস্কার স্বীকৃত থাকায় স্মৃতি এবং সংস্কারে অনুভবত্বাবচ্ছিন্নের ব্যভিচার সংশয় হয়। ইহার ফলে অনুভবত্বরূপে কারণতাগ্রহ সম্ভবপর হইতে পারে না। অতএব সমানবিষয়কজ্ঞানত্বপুরস্কারে স্মৃতি ও সংস্কারের কার্যকারণভাব কল্পিত হইবে।

এখন আপত্তি হইতে পারে অনুমিত্যাত্মক কার্যকারণভাবগ্রহে ব্যভিচার সংশয় গ্রাহ্যসংশয়রূপে প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। কারণ প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানেই গ্রাহ্যসংশয়ের প্রতিবন্ধকত্ব স্বীকৃত পরোক্ষজ্ঞানের প্রতি নহে। এই আপত্তির উত্তরে বক্তব্য, যদিও গ্রাহ্যসংশয় অনুমিত্যাত্মক কার্যকারণভাবগ্রহের বিরোধী নয়, তথাপি এই কারণতাটি সামান্যধর্মাবচ্ছিন্ন অথবা বিশেষধর্মাবচ্ছিন্ন হইবে এইরূপ সংশয় উপস্থিত হইলে জ্ঞানত্বরূপ সামান্যধর্মে স্মৃতি ও সংস্কারের নিয়তপূর্ববৃত্তিতাবচ্ছেদকত্ব ক্লৃপ্ত অর্থাৎ উভয়বাদিসিদ্ধ।

অনুভবত্বরূপ যে বিশেষ ধর্ম তাহাতে স্মৃতি ও সংস্কারের নিয়ত-পূর্ববর্ত্তিতাবচ্ছেদকত্ব অসিদ্ধ বলিয়া কল্পনা করিতে হইবে। সুতরাং জ্ঞানত্বের কারণতাবচ্ছেদকত্ব স্বীকার না করিয়া অনুভবত্বের কারণতা-বচ্ছেকত্ব কল্পনা করিতে হইলে কল্পনা গৌরব হইবে। ঐ গৌরব জ্ঞানই কার্যকারণভাবগ্রহে প্রতিবন্ধক হওয়ায় সংস্কার এবং স্মৃতির প্রতি অনুভবত্বের কারণতাবচ্ছেদকত্বগ্রহ সম্ভবপর হইবে না। স্মৃতি

হইতেও যে সংস্কার উৎপন্ন হয়—ইহা অপসিদ্ধান্ত নহে। কারণ ন্যায়দর্শনে প্রথম সূত্রের অবয়ববিবেচনা প্রসঙ্গে বাচস্পতিমিশ্র 'স্মৃতীনাং স্বকার্যসংস্কারবিরোধিনীনামসহভাবাৎ'—এই সন্দর্ভের দ্বারা স্মৃতি হইতেও যে সংস্কারান্তর উৎপন্ন হয় তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

পূর্ব পূর্ব আলোচনা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে স্মৃতি এবং অনুভবসাধারণজ্ঞানত্বপুরস্কারে স্মৃতি এবং সংস্কারের কারণতা যুক্তিযুক্ত। ইহার ফলে বহ্নিব্যাপ্যধূমবৎ পর্বত-বিষয়ক স্মৃতির কারণতা এবং পর্বতো বহ্নিমান্ এই অনুমিতির কারণতা বহ্নিব্যাপ্যধূমপ্রকারক পর্বতবিশেষ্যকনিশ্চয়ত্বরূপে কল্পিত হওয়ায় তাদৃশ বিশিষ্টস্মরণে তাদৃশনিশ্চয়ত্বাবচ্ছিন্নজনকতাঘটিত অনুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি অবশ্যই হইবে।

তাদৃশবিশিষ্টস্মরণে অর্থাৎ বহ্নিব্যাপ্যধূমবৎপর্বতবিষয়কস্মরণে অনুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য লক্ষণের অন্তর্গত অন্তিম

বিশিষ্ট স্মরণে অতিব্যাপ্তি পরিহার

জ্ঞানপদটির অনুভবরূপ লাক্ষণিক অর্থ বিবক্ষা করিতে হইবে। এইরূপ বিবক্ষার ফলে ব্যাপ্তিপ্রকারক-পক্ষধর্মতাবগাহিনিশ্চয়ত্বাবচ্ছিন্নজনকতানিরূপিত-জন্যতাবদনুভবত্বই অনুমিতির লক্ষণ পর্যবসিত হইবে। পূর্বোক্ত বিশিষ্ট-স্মরণে জ্ঞানত্ব থাকিলেও অনুভবত্ব না থাকায় তাদৃশ অনুভবত্বস্বরূপ অনুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা রহিল না।

কেহ কেহ পূর্বোক্ত বিশিষ্টস্মরণে অতিব্যাপ্তি বারণ করিবার জন্য ব্যাপ্তিপ্রকারকপক্ষধর্মতাজ্ঞানজন্যজ্ঞানত্বরূপ অনুমিতিলক্ষণের অন্তর্গত তাদৃশজ্ঞানজন্যত্বকে সাক্ষাৎজ্ঞানজন্যত্ব[১]রূপে বিবক্ষা করিয়া থাকেন। ফলে বিশিষ্টস্মরণে অর্থাৎ বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্পর্বতঃ এই আকারের স্মরণে পর্বতপক্ষক বহ্নিসাধ্যক অনুমিতি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ ব্যাপ্তিপ্রকারকপক্ষধর্মতাব-

---

১ তজ্জন্যের অজন্য হইয়া যে তজ্জন্যত্ব তাহাকেই সাক্ষাৎ তজ্জন্যত্ব বলে।

গাহিজ্ঞানরূপ যে পরামর্শ তাহার সাক্ষাৎজন্যত্ব পূর্বোক্ত বিশিষ্টস্মরণে থাকে না। উক্তপরামর্শজন্য যে সংস্কার তজ্জন্যত্বই বিশিষ্টস্মরণে রহিয়াছে। সাক্ষাদ্‌জন্যতাঘটিত অনুমিতির লক্ষণ করিলে উক্ত অতিব্যাপ্তি বারণ হইলেও অযথা গৌরব হয় বলিয়া দীধিতিকার এই মত সমর্থন করেন নাই।

বিশিষ্টস্মরণে অতিব্যাপ্তিপরিহার প্রসঙ্গে আমাদের আরও বক্তব্য এই যে, পূর্বে যে বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিবোধের প্রতি বিশেষণতাবচ্ছেদকপ্রকারকবিশেষণবিশেষ্যকত্বরূপে সংস্কারাদিসাধারণকারণতা স্বীকৃত হইয়াছে তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ উক্তরূপে বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিবোধের কারণতা স্বীকার করিলে অনুদ্বুদ্ধ সংস্কার হইতেও বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিবুদ্ধির আপত্তি হইতে পারে। উক্ত আপত্তি বারণের জন্য বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিবোধের কারণতাবচ্ছেদকগর্ভে জ্ঞানত্বের প্রবেশ করা আবশ্যক। ইহার ফলে বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিবোধে পূর্বোক্ত কারণতাঘটিত-অনুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং বিশিষ্টস্মরণে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য লক্ষণের অন্তর্গত চরমজ্ঞানপদের অনুভবরূপ লাক্ষণিকার্থ গ্রহণ না করিলেও যে রীতি অবলম্বনে বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিবোধে অতিব্যাপ্তিবারণ করা হইবে সেই রীতিতেই বিশিষ্টস্মরণেও অতিব্যাপ্তি অবশ্যই বারিত হইবে। সেই রীতিটি কি—তাহাই এখন আলোচনা করিতে হইবে। নবীনমতে 'পর্বতো বহ্নিমান্' এই অনুমিতির প্রতি বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ এইরূপ পক্ষবিশেষ্যক পরামর্শ যেইরূপ কারণ হয় সেইরূপ বহ্নিব্যাপ্যধূমঃ পর্বতে এইরূপ ব্যাপ্যবিশেষ্যক পরামর্শও কারণ হয়। সুতরাং উভয়পরামর্শগত অনুমিতির কারণতা ব্যাপ্যপক্ষোভয়বৈশিষ্ট্যাবগাহিনিশ্চয়ত্বরূপ[১] একটি অনুগতধর্মপুরস্কারে অবশ্যই কল্পনা করিতে হইবে। পূর্বোক্ত বহ্নিব্যাপ্যধূমবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিবোধের প্রতি এবং বহ্নিব্যাপ্যধূমবৎ-

[১] এই প্রসঙ্গে আমরা ১১৮ পৃষ্ঠায় আলোচনা করিয়াছি।

পর্বতবিষয়কস্মৃতির প্রতি বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ এই নিশ্চয়গত যে কারণতা তাহা বহ্নিব্যাপ্যধূমপ্রকারক পর্বতবিশেষ্যক নিশ্চয়ত্বপুরস্কারেই কল্পিত। সুতরাং অনুমিতির কারণতা ভিন্নরূপে কল্পিত হওয়ায় বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহিবোধে এবং বিশিষ্টস্মরণে অতিব্যাপ্তি হইবে না। বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিবোধের কিংবা পূর্বোক্তবিশিষ্টস্মরণের জনকতার অবচ্ছেদক যে ব্যাপ্যপ্রকারকপক্ষবিশেষ্যকনিশ্চয়ত্ব তাহা কখনই অনুমিতির কারণতাবচ্ছেদক হইতে পারে না।

যদি অনুমিতির কারণতার ন্যায় বিশিষ্টস্মরণের প্রতিও ব্যাপ্য-পক্ষোভয়বৈশিষ্ট্যাবগাহিনিশ্চয়ত্বরূপ অনুগতধর্মপুরস্কারে কারণতা কল্পনা করা হয় তাহা হইলে ব্যাপ্যবিশেষ্যক এবং পক্ষবিশেষ্যক-স্মরণের প্রতি উক্ত অনুগতরূপে ব্যাপ্যবিশেষ্যক এবং পক্ষবিশেষ্যক জ্ঞান কারণ হওয়ায় বহ্নিব্যাপ্যধূমঃ পর্বতে এই আকারের জ্ঞান হইতে বহ্নিব্যাপ্যধূমঃ পর্বতে এই আকারের যে স্মরণ হয় ঐ স্মরণে যেরূপ ব্যাপ্যবিশেষকত্ব থাকে সেইরূপ পক্ষবিশেষ্যকত্বেরও আপত্তি হইবে। কারণ ব্যাপ্যপক্ষোভয়বিশেষ্যকস্মরণের প্রতি ব্যাপ্যপক্ষো-ভয়বৈশিষ্ট্যাবগাহিজ্ঞানত্বপুরস্কারে তাদৃশজ্ঞানগতকারণতা কল্পিত হইয়াছে। আরও বক্তব্য ব্যাপ্যবিশেষ্যক স্মরণের প্রতি এবং পক্ষ-বিশেষ্যক স্মরণের প্রতি বিশেষ কার্যকারণভাব স্বীকার না করিয়া উক্ত অনুগতরূপে কারণতা স্বীকার করিলে বিশেষ্যবিশেষণভাবের কোনরূপ নিয়ম না থাকায় যেখানে ব্যাপ্যবিশেষ্যক স্মরণ হইবে সেখানে পক্ষবিশেষ্যকস্মরণের আপত্তি এবং যেখানে পক্ষবিশেষ্যকস্মরণ হইবে সেখানে ব্যাপ্যবিশেষ্যক স্মরণের আপত্তি হইবে। অতএব স্মরণের প্রতি সমানপ্রকারকসমানবিশেষ্যকজ্ঞানত্বপুরস্কারে কারণতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। দীধিতিকার আরও বলেন যে, লক্ষণের অন্তর্গত কারণতাবচ্ছেদককোটিতে প্রবিষ্ট অন্বয়ব্যাপ্তি এবং ব্যতিরেকব্যাপ্তি উভয়কে অনুগত করিবার জন্য প্রকৃতসাধ্য-ব্যভিচারজ্ঞানবিরোধিধীবিষয়ধর্মপ্রকারক পক্ষধর্মতাবগাহিনিশ্চয়ত্বা-

বচ্ছিন্নজনকতাঘটিত অনুমিতিলক্ষণ করিলে পূর্বোক্ত বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যা-বগাহিবোধের বা বিশিষ্টস্মরণের কারণতা তাদৃশনিশ্চয়ত্বপুরস্কারে কল্পিত না হওয়ায় উক্ত স্থলদ্বয়ে অতিব্যাপ্তি হইবে না।

যদি অনুমিতি এবং তাহার কারণ পরামর্শ—এতদুভয়ের সমানবিশেষ্যকত্ব রক্ষার অনুরোধে 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ' এই আকারের ব্যাপ্যপ্রকারকপক্ষবিশেষ্যকপরামর্শমাত্রই পর্বতো বহ্নিমান্ এই আকারের পক্ষবিশেষ্যক অনুমিতির কারণরূপে স্বীকৃত হয় অথবা ব্যতিরেকিহেতুকস্থলে ব্যতিরেকসহচারগ্রহজনিত-অন্বয়ব্যাপ্তিজ্ঞানকে অনুমিতির কারণ স্বীকার করিয়া তাদৃশান্বয়ব্যাপ্তি প্রকারকপক্ষধর্মতানিশ্চয়ই অনুমিতির জনকরূপে স্বীকৃত হয়, অথবা মণিমন্ত্রাদিন্যায়ে প্রতিবন্ধকতা স্বীকৃত না হইলে অনুমিতির প্রতি পরামর্শগত যে কারণতা তদবচ্ছেদককোটিতে অনুগতরূপে অর্থাৎ ব্যভিচারধীবিরোধিধীবিষয়ত্বপুরস্কারে অন্বয়ব্যাপ্তি এবং ব্যতিরেক-ব্যাপ্তির নিবেশ সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে পূর্বোক্ত কোনও রীতিতে বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিবোধে বা বিশিষ্টস্মরণে অনুমিতিলক্ষণের অতি-ব্যাপ্তি পরিহারের উপায় নাই। অতএব উক্ত স্থলদ্বয়ে অতিব্যাপ্তি বারণ করিবার জন্য অনুমিতিলক্ষণের অন্তর্গত চরমজ্ঞানে ব্যাপ্ত্যবিষয়কত্ব নিবেশ করিতে হইবে। ইহার ফলে ব্যাপ্তিপ্রকারকপক্ষধর্মতাবগাহি-জ্ঞানজন্যব্যাপ্ত্যবিষয়ক জ্ঞানত্বই অনুমিতির লক্ষণ পর্যবসিত হইবে। এইরূপ অনুমিতির লক্ষণ হওয়ার ফলে বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিবোধে বা বিশিষ্টস্মরণে অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ বহ্নিব্যাপ্যধূমবৎ-পর্বতবান্ দেশঃ এইরূপ বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিবোধ এবং 'বহ্নিব্যাপ্য-ধূমবান্ পর্বতঃ এইরূপ স্মরণ নিয়মতঃ ব্যাপ্তিবিষয়ক হইবে। এখন আশঙ্কা হইতে পারে যে, উদয়নাচার্যের মতে পরস্পরজন্যকার্যে ব্যভিচার বারণের জন্য সাধ্যব্যাপ্যতদ্ধেতুধর্মিতাবচ্ছেদককপক্ষসাধ্য-বিধেয়কানুমিতির প্রতি সাধ্যব্যাপ্যতদ্ধেতুমত্তানিশ্চয়ত্বরূপে হেতুতা কল্পনা করা হইয়া থাকে; সুতরাং এই মতে অনুমিতিমাত্রই ব্যাপ্তি-

বিষয়ক হওয়ায় ব্যাপ্তিপ্রকারকপক্ষধর্মতাবগাহিজ্ঞানজন্য ব্যাপ্যবিষয়কজ্ঞানত্বরূপ অনুমিতি লক্ষণের অসম্ভব হইবে। এই আশঙ্কার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, ধূমালোকাদিবিভিন্নলিঙ্গকপরামর্শ পর্বতপক্ষকবহ্নিসাধ্যকানুমিতির কারণ হইলেও চিন্তামণিকার উদয়নাচার্যের ন্যায় সাধ্যব্যাপ্যহেতুকে ধর্মিতাবচ্ছেদক বলিয়া স্বীকার করেন না। কিন্তু বহ্নিব্যাপ্যধূমবত্তাপরামর্শোত্তর জায়মান অনুমিতির প্রতি বহ্নিব্যাপ্যধূমপ্রকারকপরামর্শ কারণ, এবং তাদৃশ আলোকলিঙ্গকপরামর্শোত্তর জায়মান অনুমিতির প্রতি বহ্নিব্যাপ্য-আলোকপরামর্শ কারণ বলিয়া চিন্তামণিকার স্বীকার করেন[১]। এইভাবে কার্যকারণভাব স্বীকার করিবার ফলে পূর্বোক্ত ব্যতিরেকব্যভিচার বারিত হয়। অতএব অনুমিতিলক্ষণের অন্তর্গত চরমজ্ঞানে ব্যাপ্যবিষয়কত্ব নিবেশ করিবার ফলে চিন্তামণিকারের মতে লক্ষণের অসম্ভবাদির সম্ভাবনা রহিল না। এই উদ্দেশ্যেই দীধিতিকার বলিয়াছেন, 'ব্যাপ্যবিষয়কত্বেন বা জন্যং জ্ঞানং নিবেশনীয়ম্'[২]।

অনুমিতিলক্ষণের অন্তর্গত চরমজ্ঞানে ব্যাপ্যবিষয়কত্ব নিবেশ করিলেও সাধ্য এবং হেতু অননুগত হওয়ায় ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্মতা অননুগত হইবে। ইহার ফলে সাধ্যবিশেষের এবং হেতুবিশেষের ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্মতাকে অবলম্বন করিয়া লক্ষণ করিলে অন্যহেতুক-অন্যসাধ্যক-অনুমিতিতে, এবং যেখানে দৈববশসম্পন্নসামগ্রীবিশেষ হইতে বহ্নিব্যাপ্য ধূমকে পক্ষতাবচ্ছেদক করিয়া বহ্নিব্যাপ্যধূমবৎ পর্বতে বহ্নির অনুমিতি হইবে সেই অনুমিতিতে অথবা যেখানে বহ্নিসাধ্যক ও বহ্নিব্যাপ্যসাধ্যক অনুমিতির সামগ্রী থাকিবে তদুত্তরক্ষণে পর্বতো বহ্নিমান্ বহ্নিব্যাপ্যবাংশ্চ এই আকারের পর্বতে বহ্নির এবং বহ্নিব্যাপ্যের সমূহালম্বন

দীধিতিকারের জাতিঘটিত অনুমিতির লক্ষণ

---

১ প্রথমাধ্যায়ে ১২-১৩ পৃষ্ঠায় এই সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

২ দীধিতিঃ, অনুমানগাদাধরী, পৃঃ ১৭৯

অনুমিতি হইবে উক্ত অনুমিতিতে ব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহি-নিশ্চয়ত্বাবচ্ছিন্ন-জনকতানিরূপিতজন্যতাবদ্— ব্যাপ্ত্যবিষয়কজ্ঞানত্বরূপ অনুমিতি লক্ষণের অব্যাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। কারণ ঐ সকল অনুমিতি নিয়মতঃ ব্যাপ্তি বিষয়ক হইয়া থাকে। সুতরাং বহুচেষ্টাসত্ত্বেও অনুমিতির লক্ষণ দোষমুক্ত হইল না। অনুমিতিবিশেষে লক্ষণ সমন্বয় সম্ভবপর হইলেও ব্যাপ্তিবিষয়ক এবং ব্যাপ্ত্যবিষয়ক যাবতীয় অনুমিতিতে লক্ষণ সমন্বয় হইতে পারে এইরূপ একটি নির্দোষ লক্ষণ কি একেবারে অসম্ভব? এই সমস্যার সমাধান-কল্পে দীধিতিকার তাদৃশজ্ঞানবৃত্তি অনুভবত্বব্যাপ্যজাতিমত্ত্বরূপ অনুমিতির জাতিঘটিত লক্ষণ বিবক্ষা করিয়া পূর্বোক্ত অব্যাপ্তি নিরাস করিয়াছেন। 'তাদৃশজ্ঞান' পদের দ্বারা ব্যাপ্যপক্ষোভয়বৈশিষ্ট্যাবগাহিনিশ্চয়ত্বাব-চ্ছিন্নজন্যব্যাপ্ত্যবিষয়ক জ্ঞান বুঝিতে হইবে। 'তাদৃশজ্ঞান' হিসাবে পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাদিত্যাদিস্থলীয় কোনও একটি অনুমিতিকে গ্রহণ করিয়া সেই অনুমিত্যাত্মক ব্যাপ্ত্যবিষয়কজ্ঞানবৃত্তি-অনুভবত্ব-ব্যাপ্য-অনুমিতিত্ব জাতি সংগৃহীত হইবে। ইহার ফলে তাদৃশ-অনুমিতিত্বজাতি পূর্বোক্ত বহ্নিব্যাপ্যধূমবৎপর্বতপক্ষকবহ্নিসাধ্যক অনুমিতিতে এবং পূর্বোক্ত সমূহালম্বন অনুমিতিতে বর্তমান থাকায় জাতিঘটিত লক্ষণের কোথাও অব্যাপ্তি হইবে না। 'তাদৃশজ্ঞানবৃত্তি' এই বৃত্ত্যন্তদলের অর্থ তাদৃশজ্ঞানে সমবেত বুঝিতে হইবে। তৎসম-বেতত্বরূপ তদ্বৃত্তিত্ব গৃহীত হওয়ায় কালিকাদিসম্বন্ধে তাদৃশজ্ঞানে (অনু-মিতিতে) প্রত্যক্ষত্বাদি অনুভবত্বব্যাপ্যজাতি বৃত্তি হইলেও প্রত্যক্ষাদি-জ্ঞানে অনুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ প্রত্যক্ষত্বাদি জাতি তাদৃশজ্ঞানজন্যজ্ঞানে সমবেত নহে। সত্তা, গুণত্ব, জ্ঞানত্ব বা অনুভবত্ব ইহারা কেহই অনুভবত্বব্যাপ্য নহে বলিয়া প্রত্যক্ষ প্রভৃতিতে অতিব্যাপ্তি হইবে না। এই স্থলে আশঙ্কা হইতে পারে যে, সত্তা, গুণত্ব এবং জ্ঞানত্ব অনুভবত্বের ব্যাপ্য না হইলেও অনুভবত্বজাতি অনুভবত্বের ব্যাপ্য হইয়া থাকে, সুতরাং অনুভবত্বজাতি প্রত্যক্ষ

প্রভৃতিতে বিদ্যমান থাকায় সেখানে কিরূপে অতিব্যাপ্তি বারণ হইবে? ইহার উত্তরে বক্তব্য, এখানে অনুভবত্বব্যাপ্যত্বভেদগর্ভ স্বীকার করিতে হইবে। অর্থাৎ অনুভবত্বভিন্নত্বে সতি অনুভবান্যা-সমবেতত্বই অনুভবত্বব্যাপ্যত্ব বুঝিতে হইবে। সুতরাং অনুভবত্বে অনুভবান্যাসমবেতত্ব থাকিলেও অনুভবত্বভেদ না থাকায় অনুভবত্ব-ব্যাপ্যজাতিরূপে অনুভবত্ব গৃহীত হইবে না।

এখন আশঙ্কা হইতে পারে, লক্ষণের অন্তর্গত তাদৃশজ্ঞানবৃত্তি-জাতিতে ভেদগর্ভ অনুভবত্বব্যাপ্যত্ব নিবেশ না করিয়া অনুভবনিষ্ঠভেদ-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বরূপ অথবা যৎকিঞ্চিৎ অনুভবাসমবেতত্বস্বরূপ অব্যাপকত্ব নিবেশ করিলেই যখন প্রত্যক্ষাদিতে অতিব্যাপ্তি বারণ হইতে পারে তখন ভেদগর্ভ গুরুতর ব্যাপ্যত্ব নিবেশ করিবার প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে বক্তব্য, জাতিঘটিতলক্ষণভিন্ন অন্যান্যস্থলে ব্যাপকজাতি বা ব্যাপকধর্ম প্রভৃতিকে বারণ করিবার জন্য গ্রন্থান্তরে অব্যাপকত্ব নিবেশ করা হইয়াছে। এইজন্য এখানে ব্যাপকজাতিকে ব্যাবৃত্তিকরিবার জন্য অব্যাপকত্বনিবেশ না করিয়া তাদৃশজাতিতে অনুভবত্বব্যাপ্যত্ব নিবেশ করা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, এখানে ব্যাপ্য-পদটি অব্যাপকত্ব অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। কারণ পূর্বোক্ত ভেদগর্ভব্যাপ্যত্ব অপেক্ষায় অব্যাপকত্ব অনেক লঘু। এই কথা যুক্তি যুক্ত নহে। দীধিতিকার নিজেই 'যাং কাঞ্চিদি'ত্যাদি জাতিঘটিত-লক্ষণে অনুভবত্বান্য অনুভবান্যাসমবেতত্বরূপ ভেদগর্ভ ব্যাপ্যত্বই নিবেশ করিয়াছেন। সুতরাং লক্ষণান্তর্গত ব্যাপ্যপদের দ্বারা উক্ত ভেদগর্ভ-ব্যাপ্তিই দীধিতিকারের বিবক্ষিত। সমবায় সম্বন্ধে তাদৃশজাতিমত্ত্ব লাভ করিবার জন্য তাদৃশানুভবত্বব্যাপ্যধর্মবত্ত্ব না বলিয়া তাদৃশ জাতিমত্ত্ব বলা হইয়াছে। এখন আশঙ্কা হইতে পারে যে, লক্ষণ এবং লক্ষ্যতাবচ্ছেদক অভিন্ন হইলে ঐ লক্ষণ লক্ষ্যেতরভেদের অনুমাপক হইতে পারে না। প্রকৃতস্থলে তাদৃশানুভবত্বব্যাপ্যজাতি অনুমিতিত্ব জাতি, লক্ষ্যতাবচ্ছেদকও অনুমিতিত্ব জাতি। সুতরাং তাদৃশানুভবত্ব-

ব্যাপ্যজাতিমত্ত্ব অনুমিতির লক্ষণ হইতে পারে না। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে অনুমিতিত্ব স্বরূপতঃ লক্ষ্যতাবচ্ছেদক হইয়াছে এবং তাদৃশব্যাপ্ত্যবিষয়ক জ্ঞানবৃত্তি-অনুভবত্বব্যাপ্যত্ব বিশিষ্টজাতিত্বপুরস্কারে অনুমিতিত্ব জাতি লক্ষণ হইয়াছে। সুতরাং লক্ষণ এবং লক্ষ্যতাবচ্ছেদক—বিভিন্ন হওয়ায় তাদৃশজাতিমত্ত্বরূপ ব্যাবর্তক লক্ষণের ব্যাঘাত হইল না।

এখন আশঙ্কা হইতেছে যে, উক্ত জাতিঘটিতলক্ষণ না করা পর্যন্ত সংস্কারে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য লক্ষণের অন্তর্গত দ্বিতীয় জ্ঞানপদটির প্রয়োজনছিল। বিশিষ্টস্মরণে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য শেষপর্যন্ত চরমজ্ঞানে ব্যাপ্ত্যবিষয়কত্ব নিবেশ করা হইয়াছে। তাদৃশবিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহিপরামর্শজন্যসংস্কার নিয়মতঃ ব্যাপ্তিবিষয়ক হওয়ায় তাদৃশজ্ঞানে অতিব্যাপ্তি হইতে পারে না। সুতরাং ব্যাপ্তিবিশিষ্ট-হেতুপ্রকারক পক্ষবিশেষ্যক জ্ঞানজন্যব্যাপ্ত্যবিষয়কবৃত্তি-অনুভবত্বব্যাপ্য-জাতিমত্ত্ব এইরূপ অনুমিতির লক্ষণ করিলেই সকল প্রকার আপত্তি ও অনুপপত্তি বারণ হইতে পারে, দ্বিতীয়জ্ঞানপদটির প্রয়োজন নাই। এই আপত্তির উত্তরে বলিতে হইবে চরমজ্ঞানপদই তাদৃশ অর্থের তাৎপর্য গ্রাহক। অর্থাৎ তাৎপর্যগ্রাহক চরম জ্ঞান পদটি থাকার জন্যই লক্ষণান্তর্গত জন্যপদের লক্ষণার দ্বারা অনুভবত্বব্যাপ্যজাতিপুরস্কারে তাদৃশ জন্যজাতীয়ত্বের লাভ হইল। অনুভবত্বের উপস্থাপক জ্ঞানপদের সমভিব্যাহারবশতঃই অনুভবত্বব্যাপ্যজাতিঘটিত পূর্বোক্ত লক্ষণার্থে তাৎপর্যগ্রহ সম্ভবপর হইল। এই অভিপ্রায়েই দীধিতিকার বলিয়াছেন, 'এতল্লাভায়ৈব চানুভবার্থকং চরমজ্ঞানপদম'।

পূর্বোক্ত জাতিঘটিত লক্ষণ করিবার ফলে অন্বয়ব্যাপ্তি এবং ব্যতিরেকব্যাপ্তিঘটিত পরামর্শদ্বয়ের ভিন্নভিন্নরূপে কারণতা স্বীকৃত হইলেও একবিধব্যাপ্তিঘটিত লক্ষণের অন্যবিধব্যাপ্তিজ্ঞানজন্যানুমিতিতে অব্যাপ্তি শঙ্কা যাহা পূর্বে করা হইয়াছিল তাহা এখন আর রহিল না। কারণ একতরব্যাপ্ত্যবগাহিপরামর্শজন্যজ্ঞানবৃত্তি-অনুভবত্বব্যাপ্যজাতি-

মত্তরূপ অনুমিতির লক্ষণ অন্যবিধব্যাপ্ত্যবগাহিপরামর্শজনিত অনুমিতিতেও সমন্বয় হইতে পারিবে।

উক্ত জাতিঘটিতলক্ষণে অনুভবত্বব্যাপ্যজাতিতে তাদৃশকারণতা-নিরূপিত কার্যতাবদ্‌জ্ঞানবৃত্তিত্বরূপ তাদৃশকার্যতার সামানধিকরণ্য নিবেশ করা হইয়াছে। যদি উক্ত জাতিতে তাদৃশকার্যতাসামানাধিকরণ্য নিবেশ না করিয়া তাদৃশ কার্যতাবচ্ছেদকত্ব নিবেশ করা হয় তাহা হইলে জাতিতে অনুভবত্বব্যাপ্যত্ব নিবেশ না করিলেও বহ্নিব্যাপ্য এবং পর্বত এতদুভয়বৈশিষ্ট্যাবগাহিনিশ্চয়ত্বাবচ্ছিন্নকারণ-তানিরূপিতকার্যতাবচ্ছেদিকা যে জ্ঞানবৃত্তি জাতি তদ্বত্ত্ব অথবা বহ্নি-ব্যাপ্যবৎপর্বতবিষয়কনিশ্চয়ত্বাবচ্ছিন্নকারণতানিরূপিতব্যাপ্ত্যবিষয়ক-বৃত্তি যে কার্যতা তদবচ্ছেদকজ্ঞানবৃত্তি যে জাতি তদ্বত্ত্ব এইরূপ জাতিঘটিত লক্ষণও করা যাইতে পারে।

এখন আপত্তি হইতে পারে, তৎপক্ষত্বতৎসাধ্যকত্বঘটিত-অনুমিতিত্বই পরামর্শের জন্যতাবচ্ছেদক কেবলমাত্র অনুমিতিত্ব নহে। ইহার ফলে তাদৃশকার্যতাবচ্ছেদকত্বঘটিত-অনুমিতিলক্ষণের অসম্ভব হইবে। এই আপত্তির উত্তরে বক্তব্য, সমুদায় হইতে একদেশ অতিরিক্ত নহে; এইজন্য পক্ষবিষয়কত্ব সাধ্যবিষয়কত্ব তত্তৎসংসর্গবিষয়কত্ব অনুমিতিত্ব এই সমুদায়ে যে পরামর্শের কার্যতাবচ্ছেদকতা আছে তাহা ঐ সমুদায়ের একদেশ অনুমিতিত্বেও থাকায় তাদৃশজাতিঘটিত-অনুমিতি লক্ষণের অসম্ভব হইবে না। পরামর্শের জন্যতাবচ্ছেদককোটিতে প্রবিষ্ট বহ্নিত্বাদিজাতিকে তাদৃশকার্যতাবচ্ছেদক জাতিহিসাবে গ্রহণ করিয়া বহ্ন্যাদিরূপবিষয়ে অতিব্যাপ্তি হয়; অতএব উক্ত অতিব্যাপ্তি পরিহার-কল্পে জাত্যংশে জ্ঞানবৃত্তিত্ব বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। বহ্নিত্বাদিজাতি জ্ঞানবৃত্তি না হওয়ায় তাদৃশজাতিহিসাবে বহ্নিত্বাদিজাতিকে গ্রহণ করা যাইবে না। যদি বলা হয় জ্ঞানবৃত্তিত্ব বিশেষণ দিলেও বহ্নিত্বাদিজাতি কালিকাদি সম্বন্ধে জ্ঞানবৃত্তি হওয়ায় বহ্ন্যাদিবিষয়ে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি বারণ করা যাইবে না—ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য, জ্ঞানবৃত্তিত্বের

অন্তর্গত বৃত্তিত্ব সমবায় সম্বন্ধে গৃহীত হইবে। ইহার ফলে তাদৃশকার্যতাবচ্ছেদক যে জ্ঞানসমবেত জাতি তদ্বত্ত্বই লক্ষণের পর্যবসিত অর্থ হইবে। বহ্নিত্বাদিজাতি জ্ঞান সমবেত নহে বলিয়া বহ্ন্যাদিবিষয়ে অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা রহিল না।

প্রশ্ন হইতে পারে তাদৃশজাতিমত্ত্ব যদি অনুমিতির লক্ষণ হয় তাহা হইলে তাদৃশজাতিমত্ত্ব যেইরূপ অনুমিতিতে থাকে সেইরূপ জ্ঞানাদিসাধ্যকস্থলে বিষয়বিশেষেও থাকিবে। সুতরাং বহ্ন্যাদিবিষয়ে অতিব্যাপ্তি বারণ হইলেও জ্ঞানাদিসাধ্যকস্থলে জ্ঞানরূপবিষয়ে অতিব্যাপ্তি হইবে। ইহার উত্তরে বক্তব্য কার্যতার সমানাধিকরণ হইয়া তাদৃশ কার্যতাবচ্ছেদক যে জাতি তদ্বত্ত্বরূপ লক্ষণ করিতে হইবে। তাদৃশকার্যতানিরূপিত বিলক্ষণ অবচ্ছেদকতা অনুমিতিত্বেই থাকিবে বিষয়গতধর্ম জ্ঞানত্বে নহে। সুতরাং জ্ঞানত্বাবচ্ছিন্নসাধ্যকস্থলে অতিব্যাপ্তি হইবে না। এইজন্য দীধিতিকার 'সামানাধিকরণ্যেন বে'[১]ত্যাদি কল্পান্তরের অবতারণা করিয়াছেন।

বস্তুতঃ বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিবোধে বা বিশিষ্টস্মরণে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য গুরুতর ব্যাপ্ত্যবিষয়কত্ব নিবেশ না করিয়া ব্যাপ্তিজ্ঞানাংশে অবশ্য ভাসমান অথচ প্রকৃতানুমিতির অবিষয় যে অভাবত্ব প্রভৃতি পদার্থ তদবিষয়কত্ব চরমজ্ঞানে নিবেশ করিলে পূর্বোক্ত সকলদোষ বারণ হইতে পারে। উক্ত নিবেশের ফলে বহ্নিমান্ ধূমাৎ এই স্থলে বহ্নিব্যাপ্য ধূমপ্রকারক পর্বতবিশেষ্যক নিশ্চয়জন্য-অভাবত্বাবিষয়কবৃত্তি অনুভবত্বব্যাপ্যজাতিমত্ত্বই পর্যবসিত লক্ষণ হইবে। অভাব সাধ্যকানুমিতির স্থলে যদিও ব্যাপ্তির অন্তর্গত অভাবপদার্থকে বিষয় না করিয়া অনুমিতি সম্ভবপর হয় না তথাপি ব্যাপ্তির অন্তর্গত অভাবত্বাদি যে কোনও একটি পদার্থকে বিষয় না করিয়া উৎপন্ন যে বহ্ন্যাদিসাধ্যক অনুমিতি তাহাকে গ্রহণ করিয়া তদ্বৃত্তি অনুভবত্বব্যাপ্যজাতিমত্ত্বরূপ জাতিঘটিতলক্ষণ অভাবসাধ্যক

[১] দীধিতিঃ, অনুমানগাদাধরী পৃঃ ১৮৯

অনুমিতিতে ও সমন্বয় হইবে। ইহার ফলে অব্যাপ্তি বা অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা রহিল না। এই জন্যই দীধিতকার বলিয়াছেন, ব্যাপ্তিভানেহবশ্যং ভাসমানো যস্তাদৃশানুমিত্যবিষয়স্তদবিষয়কত্বমাত্রং বা গ্রাহ্যম্'[১]।

তাদৃশকারণতানিরূপিতব্যাপ্ত্যবিষয়কবৃত্তিকার্যতাশ্রয়ত্বরূপ অথবা তাদৃশব্যাপ্তি ঘটক পদার্থাবিষয়কবৃত্তিকার্যতাশ্রয়ত্বরূপ অনুগতধর্মপুরস্কারে কতিপয় অনুমিতিব্যক্তির নিবেশ যদি অভিপ্রেত না হয় তাহা হইলে লক্ষণের দ্বারা লক্ষিত যে কোন একটি অনুমিতিব্যক্তিকে গ্রহণ করিয়া তত্তদ্ব্যক্তিসমবেতানুভবত্বান্যানুভবান্যাসমবেতধর্মসমবায়িত্বই অনুমিতির লক্ষণ করিতে হইবে। অনুভবান্যাসমবেতধর্মরূপে অনুভবত্বজাতিকে গ্রহণ করিয়া প্রত্যক্ষাদিতে অতিব্যাপ্তি হয়, এইজন্য ধর্মে অনুভবত্বান্যত্ব বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। অনুভবত্বান্যধর্মসমবায়িত্বমাত্র বলিলে গুণত্বসত্ত্বাদি জাতি অনুভবত্বান্য ধর্মরূপে সংগৃহীত হওয়ায় প্রত্যক্ষাদিতে অতিব্যাপ্তি হইয়া থাকে। এইজন্য ধর্মে অনুভবান্যাসমবেতত্ব বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। তাদৃশধর্মসমবায়িত্ব ইহার দ্বারা সমবায় সম্বন্ধে তাদৃশধর্মবত্ত্বই বিবক্ষিত। যথাশ্রুতার্থ স্বীকার করিলে অর্থাৎ তাদৃশধর্মসমবায়বত্ত্ব এইরূপ অর্থ করিলে স্বরূপসম্বন্ধে তাদৃশ সমবায়বত্ত্ব অবশ্যই

---

১ অবশ্য পদটি নিবেশের ফলে প্রকৃত সাধ্যক অনুমিতির অবিষয় অথচ ব্যাপ্তির অন্তর্গত যে পদার্থ তদবিষয়কত্বরূপে তাদৃশজন্যজ্ঞান সংগৃহীত হওয়ায় বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যবোধ প্রভৃতিতে অতিব্যাপ্তি হইবে না। অনুমিতিতে নিয়তভাসমান যে সাধ্যাদি বিষয় তাহা ব্যাপ্তির অন্তর্গত হওয়ায় তদবিষয়কত্ব নিবেশ করিলে লক্ষণের অসম্ভব হইবে। এইজন্য তাদৃশানুমিতির অবিষয়ত্ব তাদৃশ ভাসমান পদার্থে নিবিষ্ট করা হইয়াছে। প্রকৃতসাধ্যকযৎকিঞ্চিদনুমিত্যবিষয়ত্বই ইহার অর্থ বুঝিতে হইবে।

অনুমিত্যবিষয় পদের যথাশ্রুতার্থ স্বীকার করিলে অর্থাৎ অনুমিত্যবিষয়ত্বমাত্র অর্থ হইলে যৎকিঞ্চিৎ অনুমিতির অবিষয়ত্ব প্রকৃত সাধ্যে থাকায় অসম্ভব হইবে। সুতরাং উক্ত অতিব্যাপ্তি এবং অসম্ভব বারণের জন্যই দীধিতিকার ঐ ভঙ্গীতে জাতিঘটিত লক্ষণের অবতারণা করিয়াছেন। উক্ত লক্ষণ অনুসারে অভাবত্বাদি কোনও একটি ব্যাপ্তিঘটক পদার্থকে গ্রহণ করিয়া তদবিষয়কত্ব নিবেশ করিলেই নির্দোষ লক্ষণ হইবে।

বিবক্ষা করিতে হইবে। কারণ যে কোনও সম্বন্ধে সমবায়বত্ত্ব বিবক্ষা করিলে তাদৃশধর্মরূপে অনুমিতিত্ব সংগৃহীত হইলেও কালিকসম্বন্ধে তাদৃশ সমবায়বত্ত্ব প্রত্যক্ষাদিতে থাকায় অতিব্যাপ্তি হইবে। সুতরাং স্বরূপ সম্বন্ধে তাদৃশসমবায়বত্ত্ব নিবেশ অপেক্ষায় সমবায়সম্বন্ধে তাদৃশধর্মবত্ত্ব বিবক্ষা করাই সমীচীন। এই অভিপ্রায়ে দীধিতিকার বলিয়াছেন 'যাং কাঞ্চিদনুমিতিব্যক্তি-মাদায় তদ্ব্যক্তিসমবেতানুভবত্বাশ্যানুভবান্যাসমবেতধর্মসমবায়িত্বমিতি বা বক্তব্যম্'।[১] যাঁহারা অনুভবত্বজাতি স্বীকার করেন না তাঁহাদের মতে অনুভবত্বজাতিঘটিত লক্ষণ সম্ভবপর নহে। সুতরাং প্রকৃতসাধ্যব্যাপ্য-বৎপক্ষবিষয়কনিশ্চয়জন্য যে কোনও একটি অনুমিতি ব্যক্তিকে গ্রহণ করিয়া তত্তদ্ব্যক্তিসমবেতস্মরণাসমবেতধর্মসমবায়িত্ব এইরূপ লক্ষণ করিতে হইবে। পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাদিত্যাদি যে কোন স্থলীয় পরামর্শজন্য পর্বতো বহ্নিমান্ এই অনুমিতিব্যক্তিকে গ্রহণ করিয়া তত্তদনুমিতি-ব্যক্তিতে সমবেত অথচ স্মরণে অসমবেত এইরূপ ধর্মহিসাবে অনুমিতি-ত্বকেই গ্রহণ করিতে হইবে। এই অনুমিতিত্ব যে কোনও পক্ষসাধ্য-স্থলীয় অনুমিতিতে সমবায় সম্বন্ধে থাকায় অনুমিতিমাত্রে লক্ষণ সমন্বয় হইবে। বিশিষ্টস্মরণে বা বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিবুদ্ধিতে লক্ষণের অতিব্যাপ্তিও হইবে না। কারণ বহ্নিব্যাপ্য ধূমবৎপর্বতবিষয়ক স্মরণে অনুমিতিত্ব জাতি থাকিবে না। বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিবুদ্ধি যদি অনুমিতির অতিরিক্ত হয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা শাব্দবোধ হয় তাহাতে অনুমিতিত্বরূপ ধর্ম সমবায় সম্বন্ধে না থাকায় কোথাও অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা রহিল না। যদি বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিবুদ্ধি অনুমিতিস্বরূপই হয় তাহা হইলে সেখানে লক্ষণের সমন্বয় হওয়া বাঞ্ছনীয় হইবে। এই লক্ষণে ধর্মাংশে তত্তদ্ব্যক্তিসমবেতত্ব বিশেষণ নিবেশ করিবার ফলে প্রত্যক্ষত্বাদিজাতি পাওয়া যাইবে না। অতএব প্রত্যক্ষাদিতে অতিব্যাপ্তি হইবে না। স্মরণাসমবেতত্ব বিশেষণ

[১] দীধিতিঃ, অনুমানগাদাধরী পৃঃ ১৯৭

দেওয়ার ফলে জ্ঞানত্ব বা গুণত্বাদিজাতিপুরস্কারে প্রত্যক্ষাদিতে অতিব্যাপ্তি বারণ হইল। ধর্মসমবায়িত্ব ইহার দ্বারাও সমবায় সম্বন্ধে তাদৃশধর্মবত্ত্বই অভিপ্রেত। ইহার ফলে অনুমিতিত্বরূপ তাদৃশধর্ম কালিক সম্বন্ধে প্রত্যক্ষাদিতে থাকিলেও প্রত্যক্ষাদিতে অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা রহিল না। ইহাই অনুমিতির সিদ্ধান্ত লক্ষণ। এই অভিপ্রায়েই দীধিতিকার বলিয়াছেন, 'অনুভবত্বজাত্যনঙ্গীকারে তু তদ্ব্যক্তিসমবেতস্মরণাসমবেতধর্মসমবায়িত্বং বক্তব্যম্'[১]।

এই পর্যন্ত আমরা দীধিতিকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে অনুমিতি-লক্ষণের পরিষ্কার করিয়া সকল অনুমিতিতে লক্ষণের সমন্বয় করিয়াছি। এক্ষণে দীধিতিকারের পূর্ববর্ত্তী তত্ত্বচিন্তামণির ব্যাখ্যাতা শ্রীনাথভট্টাচার্য চক্রবর্ত্তী মূলোক্ত অনুমিতি লক্ষণের যেভাবে পরিষ্কার করিয়াছেন, তাহা প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিব। তৎপক্ষক তৎসাধ্যক তল্লিঙ্গক অনুমিতির প্রতি ব্যাপ্তিজ্ঞান করণ বলিয়া তাহাতে কারণতা অবশ্য থাকিবে। পরামর্শ করণের ব্যাপার বলিয়া অনুমিতির কারণ। ব্যাপ্তিজ্ঞানে যেরূপ অনুমিতির বিলক্ষণ কারণতা বিদ্যমান সেইরূপ পরামর্শেও অনুমিতির কারণতা কল্পিত আছে। সুতরাং ব্যাপ্তিপ্রকারকহেতুবিশেষ্যকজ্ঞানগতকারণতানিরূপিত-কার্যতা যেরূপ অনুমিতিতে থাকিবে পরামর্শনিষ্ঠকারণতা-নিরূপিতকার্যতাও সেইরূপ অনুমিতিতে থাকিবে। ইহার ফলে ব্যাপ্তিপ্রকারকহেতুবিশেষ্যকনিশ্চয়ত্বাবচ্ছিন্নকারণতানিরূপিতকার্যতা-বচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন যে ব্যাপ্তিবিশিষ্টহেতুপ্রকারকপক্ষবিশেষ্যকনিশ্চয়ত্বা-বচ্ছিন্নকারণতানিরূপিতকার্যতা তৎসমানাধিকরণানুভবত্বব্যাপ্যজাতি-মত্ত্বই অনুমিতির পর্যবসিত লক্ষণ হইবে। 'পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' এই-স্থলে 'বহ্নিব্যাপ্যো ধূমঃ' এইরূপ বহ্নিব্যাপ্তিপ্রকারক ধূমবিশেষ্যক-নিশ্চয়ত্বাবচ্ছিন্নকারণতানিরূপিতকার্যতাবচ্ছেদক যে পর্বতপক্ষক-

চক্রবর্ত্তীর মতানুসারে অনুমিতির লক্ষণ

---

[১]দীধিতিঃ অনুমানগাদাধরী পৃঃ ১৯৭

বহ্নিসাধ্যকধূমলিঙ্গকানুমিতিত্ব তাহার দ্বারা বহ্নিব্যাপ্যধূমপ্রকারক পর্বতবিশেষ্যকনিশ্চয়ত্বাবচ্ছিন্নকারণতানিরূপিতকার্যতা অবচ্ছিন্ন হওয়ায় তাদৃশকার্যতাসমানাধিকরণ অনুভবত্বব্যাপ্যজাতি একমাত্র অনুমিতিত্বই হইবে। 'পর্বতো' বহ্নিমান্ এই অনুমিতিতে তাদৃশ অনুমিতিত্বজাতি যেরূপ থাকিবে সেইরূপ সকল অনুমিতিতে থাকায় লক্ষণসমন্বয় হইবে। বহ্নিব্যাপ্যধূমবৎপর্বতবান্ দেশঃ এইরূপ বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিবোধে বিশেষণতাবচ্ছেদক প্রকারক জ্ঞানগত বহ্নিব্যাপ্যধূমপ্রকারকপর্বত-বিশেষ্যকনিশ্চয়ত্বাবচ্ছিন্নকারণতানিরূপিত কার্যতা থাকে, তাদৃশ কার্য-তার সমানাধিকরণ অনুভবত্বব্যাপ্যজাতি বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিবোধেও বিদ্যমান থাকে বলিয়া অতিব্যাপ্তি হয়। অতএব চরমকার্যতাতে ব্যাপ্তিজ্ঞানত্বাবচ্ছিন্নকারণতানিরূপিতকার্যত্বাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্ব বিশেষণ দেওয়া হইল। তাদৃশকার্যতাতে অবচ্ছিন্নান্ত বিশেষণ দেওয়ার ফলে ধূমত্বাবচ্ছিন্নবিশেষ্যক ব্যাপ্তিপ্রকারকনিশ্চয়ত্বাবচ্ছিন্নকারণতানিরূপিত-কার্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্ব না থাকায় তাদৃশকার্যতাকে গ্রহণ করিয়া বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিবোধে অতিব্যাপ্তি বারিত হইল। ব্যাপ্তিবিশিষ্ট-বুদ্ধিতেও অর্থাৎ 'বহ্নিব্যাপ্যো ধূমঃ' এইরূপ প্রত্যক্ষাদিতে অতিব্যাপ্তি-বারণের জন্য বিশিষ্টপরমর্শত্বাবচ্ছিন্নকারণতানিরূপিতত্ব কার্যতার বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। এখন আশঙ্কা হইতে পারে, ধূমলিঙ্গক-বহ্ন্যনুমিতিত্বই ধূমঘটিতব্যাপ্তিজ্ঞানের কার্যতাবচ্ছেদক হইয়া থাকে। তাদৃশ বহ্ন্যনুমিতিত্বাবচ্ছিন্নের প্রতি বহ্নিব্যাপ্যধূমবৎপর্বতনিশ্চয়ত্ব-পুরস্কারে কারণতা কল্পনা করা যায় না, কারণ বহ্নিসাধ্যকধূমলিঙ্গকানু-মিতিত্ব মহানসপক্ষক বহ্নিসাধ্যক ধূমলিঙ্গকানুমিতিতে থাকায় ব্যতি-রেকব্যভিচার হয়। এইজন্য পর্বতপক্ষকবহ্নিসাধ্যকধূমলিঙ্গক অনুমিতির প্রতি বহ্নিব্যাপ্যধূমবৎপর্বতবিষয়কনিশ্চয়ত্বপুরস্কারে কারণতা কল্পনা করিতে হইবে। ইহার ফলে ব্যাপ্তিজ্ঞান এবং পরামর্শ উভয়ের জন্যতা একধর্মাবচ্ছিন্ন না হওয়ায় উক্ত অনুমিতিলক্ষণের অসম্ভব হইবে। ইহার উত্তরে বক্তব্য 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্পর্বতঃ' এই পরামর্শগত কারণতা

নিরূপিতকার্যতার অবচ্ছেদক যেইরূপ পর্বতপক্ষকবহ্নিসাধ্যক ধূমলিঙ্গক অনুমিতিত্ব হয় সেইরূপ উক্তপরামর্শদ্বারা অর্থাৎ উক্ত পরামর্শকে ব্যাপার করিয়া বহ্নিধূমঘটিতব্যাপ্তিজ্ঞানগতজনকতানিরূপিতজন্যতার ও ধূমলিঙ্গকপর্বতপক্ষকবহ্ন্যনুমিতিত্বই অবচ্ছেদক হইবে। সুতরাং তাদৃশ অনুমিতিত্বস্বরূপ একধর্মাবচ্ছেদে পূর্বোক্তক্রমে ব্যাপ্তিজ্ঞান এবং পরামর্শ উভয়ের জন্যত্ব সম্ভবপর হইল। জাতিঘটিতলক্ষণ করা ভিন্ন লক্ষণটিকে অনুগত করিবার অন্যকোনও উপায় নাই। এইজন্য চক্রবর্ত্তীও তাদৃশকার্যতাসমানাধিকরণানুভবত্বব্যাপ্যজাতিমত্ত্বকেই পর্যবসিত লক্ষণ বলিয়াছেন।

পক্ষধরমিশ্রের ব্যাখ্যাত অনুমিতির লক্ষণ।

পক্ষধরমিশ্রের সমর্থকগণ অনুমিতিলক্ষণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, পূর্বে অনুমিতির লক্ষণে যে সকল স্থলে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা করা হইয়াছে, ঐ সকল অতিব্যাপ্তি বারণ করিবার জন্য পক্ষতাসহকৃতপরামর্শত্বরূপে অনুমিতির কারণতা স্বীকার করিতে হইবে। তাৎপর্য এই যে অনুমিতিলক্ষণের অন্তর্গত ব্যাপ্তিপ্রকারক পক্ষধর্মতাজ্ঞানে সামানাধিকরণ্যসম্বন্ধে পক্ষতাকে বিশেষণ করিয়া লক্ষণের পরিষ্কার করিতে হইবে। সুতরাং এইমতে পক্ষতাসহকৃতব্যাপ্তিপ্রকারকপক্ষধর্মতাজ্ঞানজন্যজ্ঞানত্বই অনুমিতির পর্যবসিত লক্ষণ হইবে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, পক্ষতাসহকৃতপরামর্শজন্যজ্ঞানত্বরূপলক্ষণ না করিয়া 'পক্ষতাজন্যজ্ঞানত্ব' এইরূপ অনুমিতির লঘু লক্ষণ করিলেন না কেন? ইহার উত্তরে বক্তব্য, পক্ষতাজন্যজ্ঞানত্ব যদি অনুমিতির লক্ষণ হয় তাহা হইলে সিদ্ধ্যভাবরূপ পক্ষতার প্রত্যক্ষে অনুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে। এইজন্য পরামর্শজন্যত্ব নিবেশ করিতে হইবে। এখন আপত্তি হইতে পারে যে, পরামর্শজন্যত্ব নিবেশ না করিলেও পক্ষতার প্রত্যক্ষে অতিব্যাপ্তি হওয়ার সম্ভাবনা নাই; কারণ পক্ষতার অন্তর্গত সিষাধয়িষাবিরহবৈশিষ্ট্য একক্ষণাবচ্ছিন্নএকাত্মবৃত্তিত্ব সম্বন্ধে নিবিষ্ট থাকায় অতীন্দ্রিয়ক্ষণবিশেষ

ঘটিত হওয়ায় পক্ষতার প্রত্যক্ষ সম্ভবপর নহে। সুতরাং পক্ষতাসহকৃতপরামর্শজন্যত্ব না বলিয়া পক্ষতাজন্যজ্ঞানত্ব মাত্র লক্ষণ করিলেও তাদৃশ পক্ষতা প্রত্যক্ষে অতিব্যাপ্তি হওয়ার কোনও সম্ভবনা নাই। ইহার উত্তরে বক্তব্য, যেই স্থলবিশেষে পক্ষে সাধ্যবত্তানিশ্চয়কালে কখনও অনুমিৎসা থাকে না সেইস্থলবিশেষে লাঘবতঃ সিদ্ধ্যভাবমাত্রই পক্ষতা হইবে। সুতরাং তাদৃশপক্ষতার প্রত্যক্ষে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য পক্ষতাসহকৃতপরামর্শজন্যজ্ঞানত্বই অনুমিতির লক্ষণ স্বীকার করিতে হইবে এবং যাদৃশস্থলবিশেষে সিদ্ধিকালে অবশ্য অনুমিৎসা থাকিবে সেখানে সিষাধয়িষাবিরহবিশিষ্টসিদ্ধ্যভাবকে পক্ষতা না বলিয়া সিষাধয়িষামাত্রকেই পক্ষতা স্বীকার করিতে হইবে। লক্ষণে পরামর্শপদ না থাকিলে উক্তস্থলীয় সিষাধয়িষার প্রত্যক্ষেও অতিব্যাপ্তি হইবে। উক্ত অতিব্যাপ্তিবারণ করিবার জন্যই লক্ষণে পরামর্শপদটি প্রবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ফলে পক্ষতাসহকৃতপরামর্শজন্যজ্ঞানত্বরূপ অনুমিতির লক্ষণ যাহা পূর্বে বলা হইয়াছে তাহার দ্বারা 'পক্ষতাজন্যত্বে সতি পরামর্শজন্যজ্ঞানত্ব'ই পর্যবসিত অনুমিতির লক্ষণ হইল। তাদৃশোভয়জন্যত্বকে একধর্মাবচ্ছিন্ন হইতে হইবে, নতুবা দৈবাৎ সিদ্ধিবিষয়ক সমূহালম্বনতাদৃশপরামর্শ হইতে উৎপন্ন পক্ষতার প্রত্যক্ষে এবং পক্ষতাপরামর্শোভয়ের সমূহালম্বন প্রত্যক্ষে অতিব্যাপ্তি হইবে। ইহার ফলে পক্ষতাজন্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপরামর্শজন্যতাবজ্জ্ঞানত্বই অনুমিতির লক্ষণ হইবে।

পক্ষতা এবং পরামর্শ অননুগত পক্ষসাধ্যহেতুঘটিত হয়। সুতরাং পক্ষবিশেষ বা হেতুবিশেষঘটিতপক্ষতাপরামর্শোভয়জন্যজ্ঞানত্বস্বরূপ অনুমিতির লক্ষণ তৎপক্ষক তৎসাধ্যক তল্লিঙ্গকানুমিতিতে সমন্বয় হইলেও অপরপক্ষক অপরসাধ্যক অপরলিঙ্গকানুমিতিতে অব্যাপ্তি হইবে। এইরূপে অন্যান্যসাধ্য ও লিঙ্গের অন্তর্ভাবে অনুমিতির লক্ষণান্তর করিলে মহাগৌরব হয়। এইজন্য পূর্বের ন্যায় মিশ্রমতেও 'পক্ষতাজন্যতাবচ্ছেদকধর্মাবচ্ছিন্না যা পরামর্শজন্যতা তদ্বজ্জ্ঞানব্যক্তিবৃত্ত্যনুভবত্বব্যাপ্য-

জাতিমত্ত্ব'ই জাতিঘটিত অনুমিতির লক্ষণ হইবে। 'পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' এইস্থলে পক্ষতার জন্যতাবচ্ছেদক পর্বতপক্ষকবহ্নিসাধ্যকধূম-লিঙ্গক অনুমিতিত্ব হইয়াছে। কারণ মিশ্রমতে পরামর্শের জন্যতা যেইরূপে কল্পিত, পক্ষতার জন্যতাও ঠিক সেইরূপে কল্পিত। সুতরাং পক্ষতাজন্যতাবচ্ছেদকীভূতবহ্নিসাধ্যকধূমলিঙ্গকানুমিতিত্বাবচ্ছিন্ন যে বহ্নিব্যাপ্যধূমবত্তাপরামর্শনিষ্ঠজনকতানিরূপিতজন্যতা তদ্বদ্ জ্ঞান হইবে পর্বতো বহ্নিমান্ এই অনুমিতি, তদ্বৃত্তিঅনুভবত্বব্যাপ্যজাতি (অনুমিতিত্বজাতি) সকল অনুমিতিতেই থাকায় অনুমিতিমাত্রে লক্ষণ সমন্বয় হইবে। এইভাবে অনুমিতিলক্ষণের পরিষ্কার করিলে শঙ্কিত পূর্বোক্ত দোষসমূহ নিবারিত হইতে পারেকিন্তু চরমজ্ঞানে ব্যাপ্ত্যবিষয়কত্ব বা অভাবত্বাবিষয়কত্ব নিবেশ করিলেই যখন শঙ্কিত সকল অতিব্যাপ্তি বারণ করা যাইতে পারে, তখন অযথা ক্লিষ্টার্থ কল্পনা করিয়া পূর্বোক্ত চক্রবর্তীর অভিপ্রেত গুরুতর ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্যত্ব বা মিশ্রের অভিমত গুরুতর পক্ষতাজন্যত্বনিবেশ করিয়া জাতিঘটিতলক্ষণ করার প্রয়োজন নাই। অতএব আমাদের মতে দীধিতকারের জাতিঘটিত চরমলক্ষণভিন্ন অন্যকোনও নির্দোষ লক্ষণ হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

তৃতীয় অধ্যায়

অনুমিতির বিভাগ

সামান্যধর্মের সাক্ষাদ্ব্যাপ্য অথচ পরস্পর বিরুদ্ধ যে ধর্ম তাহাকে বিভাজক ধর্ম বলা হয়। উক্ত বিভাজকধর্মপুরস্কারে সামান্যধর্মের আশ্রয়ীভূত ধর্মীর প্রতিপাদনকেই বিভাগ বলে। দ্রব্যত্বরূপ সামান্যধর্মের সাক্ষাদ্ব্যাপ্য অথচ পরস্পরবিরুদ্ধধর্মরূপে আমরা পৃথিবীত্ব, জলত্ব প্রভৃতিকে গ্রহণ করিতে পারি। তাদৃশধর্মপুরস্কারে পৃথিবী. জল ইত্যাদি নয়টি দ্রব্যের নিরূপণকে দ্রব্যের বিভাগ বলা হয়। প্রকৃতস্থলে স্বার্থানুমিতিত্ব এবং পরার্থানুমিতিত্বরূপ বিরুদ্ধধর্মপুরস্কারে অনুমিতির নিরূপণকে অনুমিতির বিভাগ বলিয়া বুঝিতে হইবে। অতএব স্বার্থানুমিতি[১] এবং পরার্থানুমিতি[২] এই দুইভাগে অনুমিতি বিভক্ত। নিজের প্রয়োজনে অনুমাতার লিঙ্গদর্শন, পূর্বানুভূতব্যাপ্তির স্মরণ এবং লিঙ্গপরামর্শ হইতে পক্ষে সাধ্যের যে অনুমিতি হইবে ঐ অনুমিতিকে স্বার্থানুমিতি বলা হয়। স্বার্থানুমিতির করণকে স্বার্থানুমান বলা হয়। যে অনুমিতি হইতে মধ্যস্থ প্রভৃতির পক্ষে সাধ্যসংশয়ের নিবৃত্তি হয় তাহাকে পরার্থানুমিতি বলে। পরার্থানুমিতির করণকে পরার্থানুমান বলা হয়।

মহর্ষি গৌতম 'পূর্ববৎ শেষবৎ সামান্যতো দৃষ্টম্'—এই তিনপ্রকার অনুমানের কথা বলিয়াছেন। উক্ত ত্রিবিধ[৩] অনুমানের প্রথমটিকে

---

[১]স্বার্থানুমিতি অনুমিতির পরিচিতিতে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে।

[২]পরার্থানুমিতিসম্বন্ধে অন্যান্যজ্ঞাতব্যবিষয় শাব্দবোধে অতিব্যাপ্তিপ্রসঙ্গে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

[৩]পূর্বপদের অর্থ কারণ তদ্বদর্থাৎ কারণলিঙ্গক, শেষপদের অর্থ কার্য তদ্বদর্থাৎ কার্যলিঙ্গক। 'সামান্যতো দৃষ্টম্' ইহার অর্থ কার্যকারণভিন্নলিঙ্গক।

কারণলিঙ্গকানুমান, দ্বিতীয়টিকে কার্যলিঙ্গকানুমান এবং তৃতীয়টিকে কার্যকারণভিন্নলিঙ্গকানুমান বলিয়া ভাষ্যকার বিবক্ষা করিয়াছেন।

ভবিষ্যদ্ বৃষ্টির কারণ যে মেঘোন্নতিবিশেষ তল্লিঙ্গকপরামর্শজন্য ভাবিবৃষ্টির অনুমিতিকে কারণলিঙ্গকানুমিতি বলা হয়। ঐ অনুমিতির করণ যে ব্যাপ্তিজ্ঞান বা পরামর্শ তাহাই কারণলিঙ্গকানুমান। এই অনুমানের আকার হইবে 'দেশোঽয়ং বৃষ্ট্যা সম্পৎস্যতে মেঘোন্নতি-বিশেষবত্ত্বাৎ'। এইস্থলে দেশবিশেষ পক্ষ, ভবিষ্যৎকালীন বৃষ্টি সাধ্য এবং মেঘোন্নতিবিশেষ হেতু হইয়াছে।

কোনও দেশবিশেষে প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়ার পরে নদী, নালা প্রভৃতিতে জলবৃদ্ধি এবং জলোচ্ছ্বাস দর্শন করিয়া দেশবিশেষে অতীত-বৃষ্টির যে অনুমিতি হয় তাহাকেই কার্যলিঙ্গকানুমিতি বলে। নদীপ্রভৃতিতে আকস্মিক জলবৃদ্ধিরূপ যে কার্য তাহাকে লিঙ্গ করিয়া ঐ লিঙ্গপরামর্শজন্য অতীতবৃষ্টির অনুমিতি হইয়া থাকে। উক্তানুমিতির করণ যে ব্যাপ্তিজ্ঞান বা পরামর্শ তাহাই কার্যলিঙ্গকানুমান। পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ এইস্থলে পর্বতকে পক্ষ করিয়া বহ্নিকে সাধ্য করিয়া ধূমকে হেতু করিয়া যে অনুমিতি হয় ঐ অনুমিতিও কার্যলিঙ্গকানু-মিতির অন্তর্গত হয়।

কার্য এবং কারণকে পরিহার করিয়া অন্যকোনও পদার্থকে হেতু করিলে ঐ হেতুপরামর্শজন্য যে অনুমিতি হয় সেই অনুমিতিকে কার্য-কারণভিন্নলিঙ্গকানুমিতি বলা হয়। আমরা উদাহরণরূপে দ্রব্যং পৃথিবীত্বাৎ, সত্ত্বাবান্ জাতেঃ প্রভৃতি গ্রহণ করিতে পারি। এই-স্থলদ্বয়ে সাধ্য এবং হেতু নিত্য হওয়ায় উহাদের কার্যকারণভাবের প্রসঙ্গ না থাকায় উক্তস্থলীয় অনুমিতি বা অনুমান কার্যলিঙ্গক বা কারণলিঙ্গক হওয়ার সম্ভবনা নাই।

'অথবা'[১] কল্পে ভাষ্যকার 'পূর্ববৎ শেষবৎ সামান্যতো দৃষ্টম্' এই

[১] ১ম অধ্যায় ৫ম সূত্র বাৎস্যায়নভাষ্য ন্যায়দর্শনম্

সূত্রটির প্রকারান্তরে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যেস্থলে পূর্বে প্রত্যক্ষীকৃত সাধ্য এবং হেতু উভয়ের মধ্যে হেতুর দর্শন হইতে অদৃশ্যসাধ্যের অনুমিতি হয় সেই অনুমিতিকে পূর্ববৎ বলা হয়।

পরিশেষানুমিতিকে শেষবৎ বলা হয়। পদার্থবিশেষে পদার্থান্তরের প্রসক্তি হইলে উক্ত প্রসক্ত পদার্থের প্রতিষেধপ্রযুক্ত পদার্থান্তরের প্রসক্তি নিরাকৃত হওয়ায় অবশিষ্ট পদার্থবিশেষে পদার্থবিশেষের যে অনুমিতি তাহাই শেষবৎ বা পরিশেষানুমিতি। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যায় যে, সৎ (সত্তাবান্) এবং অনিত্য হওয়ায় সামান্য, বিশেষ এবং সমবায় হইতে ব্যাবৃত্ত যে শব্দ তাহাতে দ্রব্যত্ব, গুণত্ব এবং কর্মত্বের প্রসক্তি হয়। ফলে শব্দ দ্রব্য কিনা, গুণ কিনা, কর্ম কিনা এইরূপ সংশয় উপস্থিত হয়। উক্ত সংশয়ের নিবৃত্তির জন্য বলিতে হইবে একটিমাত্র দ্রব্যে (আকাশে) শব্দ সমবেত হওয়ায় শব্দ দ্রব্য হইতে পারে না। শব্দান্তরের জনক হওয়ায় এবং চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের অযোগ্য হওয়ায় শব্দ কর্ম হইতে পারে না। দ্রব্যত্ব এবং কর্মত্বের প্রসক্তি বারিত হইলে 'শব্দো গুণো দ্রব্যকর্মভিন্নত্বে সতি সত্ত্বাৎ' এইরূপ পরিশেষানুমানের দ্বারা শব্দে গুণত্ব সিদ্ধ হয়। মুক্তাবলীগ্রন্থেও আমরা দেখিতে পাই যে, অবিগীতশিষ্টাচারবিষয়ত্ব-হেতুর দ্বারা মঙ্গলে সামান্যতঃ সফলত্ব সিদ্ধ হওয়ায় ঐ ফল দৃষ্টফল হইবে অথবা অদৃষ্টফল হইবে এই প্রকার সংশয় হইয়া থাকে। উক্ত সংশয় হইবার পরে অদৃষ্টফলের পক্ষে বাধক থাকায় গ্রন্থসমাপ্তিরূপ দৃষ্টফল পরিশেষানুমানের দ্বারা কল্পিত হইয়াছে।

যেখানে সাধ্য এবং হেতুর ব্যাপ্তি প্রত্যক্ষযোগ্য নহে সেখানে কোন একটি পদার্থকে হেতু করিয়া সামান্যব্যাপ্তিবশতঃ স্বরূপতঃ প্রত্যক্ষের অযোগ্য পদার্থবিশেষের যে অনুমিতি হয় তাহাকে সামান্যতো দৃষ্টানুমিতি বলা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইচ্ছা প্রভৃতি লিঙ্গের দ্বারা আত্মার অনুমিতি উল্লেখ করা যায়। কারণ ইচ্ছা গুণবিশেষ এবং গুণ

দ্রব্যাশ্রিত ; অতএব যে দ্রব্য ইচ্ছা প্রভৃতি গুণের আশ্রয় তাহাই আত্মা বলিয়া অনুমিত হয়।

বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর অবয়ব-প্রকরণে হেতুর নিরূপণপ্রসঙ্গে বীত এবং অবীত[১]—এই দুইপ্রকার হেতুর কথা বলিয়াছেন। ঈশ্বরকৃষ্ণ-বিরচিত সাংখ্যকারিকায় 'পূর্ববৎ, শেষবৎ এবং সামান্যতো দৃষ্টম্'—এই ত্রিবিধ[২] অনুমানের উল্লেখ আছে। উক্ত কারিকার ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে তত্ত্বকৌমুদীকার বাচস্পতিমিশ্র বার্ত্তিককারপ্রদর্শিত পূর্বোক্ত রীতি অনুসরণ করিয়া বীত ও অবীত—এই দুই প্রকার অনুমান প্রদর্শন করিয়াছেন। বিধায়ক অর্থাৎ সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় বিধিমুখে প্রবর্ত্তিত অনুমিতির করণকে বীতানুমান এবং নিষেধক অর্থাৎ সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় অভাবমুখে প্রবর্ত্তিত অনুমিতির করণকে অবীতানুমান বলা হয়; অতএব ভাবসাধ্যকানুমিতির করণ বীতানুমানের অন্তর্গত হইবে; পূর্বপ্রদর্শিত পরিশেষানুমান এবং ব্যতিরেকসাধ্যকানুমান অবীতানুমানের পর্যায়ভুক্ত হইবে। ইহাই বাচস্পতি মিশ্রের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর বীত এবং অবীতশব্দের দ্বারা হেতুর বিভাগ দেখাইয়াছেন কিন্তু বাচস্পতিমিশ্র তত্ত্বকৌমুদীর টীকায় বীত এবং অবীতশব্দের দ্বারা অনুমানের বিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন; সুতরাং বাচস্পতিমিশ্র বার্ত্তিককারের মত কিরূপে গ্রহণ করিলেন? ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য, বাচস্পতি-মিশ্র জ্ঞায়মানলিঙ্গকে অনুমান স্বীকার করিয়াই বীত এবং অবীত-শব্দের দ্বারা অনুমানের বিভাগ দেখাইয়াছেন। অতএব উদ্দ্যোতকর প্রদর্শিত বীত এবং অবীতশব্দের দ্বারা যাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে বাচস্পতি মিশ্রের উক্তির দ্বারাও তাহাই প্রতিপাদিত হওয়ায় অসামঞ্জস্যের কোন প্রকার সম্ভাবনা নাই।

[১] বার্ত্তিক, ১ম অধ্যায়, ১ম আহ্নিক, ৩৫ সূত্র

[২] সাংখ্যকারিকা ৫ম শ্লোক।

বাস্তবিকপক্ষে বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর 'পূর্ববৎ শেষবৎ সামান্যতো দৃষ্টম্' এই সূত্রের দ্বারা যথাক্রমে কেবলান্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী এবং অন্বয়ব্যতিরেকী[১]—এই ত্রিবিধ অনুমানকেই সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তত্ত্বচিন্তামণিকার বার্ত্তিককারের উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াই 'তচ্চানুমানং ত্রিবিধং কেবলান্বয়িকেবলব্যতিরেকান্বয়ব্যতিরেকিভেদাৎ'—এই গ্রন্থের দ্বারা অনুমানের ত্রিবিধ বিভাগ দেখাইয়াছেন। ন্যায়দর্শনের বৃত্তিকার বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চাননও পূর্ববৎ শব্দের অর্থ কেবলান্বয়ী, শেষবৎশব্দের অর্থ কেবলব্যতিরেকী এবং সামান্যতো দৃষ্ট শব্দের অর্থ অন্বয়ব্যতিরেকী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

এক্ষণে কেবলান্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী, এবং অন্বয়ব্যতিরেকী অনুমান বলিতে কি বুঝায়—তাহাই যথাক্রমে আলোচনা করিতে হইবে। কেবলান্বয়ী অনুমানে কেবলন্বয়িত্ব ধর্মটি অনুমিতি বা অনুমানের বিশেষণ নহে। কারণ অনুমিতি বা অনুমান কেবলান্বয়ী হইতে পারে না। অনুমিতি জ্ঞানবিশেষ ; উক্তজ্ঞান আত্মবিশেষগুণ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। সুতরাং অনুমাতৃ সমবেত উক্ত বিশেষগুণ কখনও কেবলান্বয়ী হইতে পারে না। নৈয়ায়িকগণ অনুমিতির করণকে অনুমান বলিয়া থাকেন। অনুমান শব্দের দ্বারা ব্যাপ্তিজ্ঞানকে বুঝায়। উহাও উৎপত্তি এবং বিনাশশীল জ্ঞানবিশেষ; সুতরাং উক্ত অনুমান কেবলান্বয়ী হইতে পারে না। যাহার অভাব কোথাও পাওয়া যায় না তাহাকেই কেবলান্বয়ী বলা হয়। অতএব কেবলান্বয়িত্বধর্মটি সাধ্যের বিশেষণরূপে বিবক্ষিত হইবে। ইহার ফলে যে সাধ্যের অভাব কোনওস্থলেই পাওয়া যাইবে না অর্থাৎ যে সাধ্যটি অভাবের প্রতিযোগী হয় না সেই সাধ্যই কেবলান্বয়ী হইবে। কেবলান্বয়িত্বধর্মটি সাধ্যের বিশেষণ হওয়ায় কেবলান্বয়ী সাধ্যটি যে অনুমিতির বিধেয় হইবে সেই অনুমিতির করণ যে ব্যাপ্তিজ্ঞান তাহাই কেবলান্বয়ী অনুমান হইবে। কেবলান্বয়িগ্রন্থে চিন্তামণি-

[১] বার্ত্তিক, ১ম অধ্যায়, ১ম আহ্নিক সূত্র ৫

কার অসদ্বিপক্ষং কেবলান্বয়ি[১]—এই সন্দর্ভের দ্বারা অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগিসাধ্যকানুমানকে কেবলান্বয্যনুমান বলিয়াছেন। আমরা কেবলান্বয়ী অনুমানের উদাহরণরূপে ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাৎ—এই স্থলটিকে গ্রহণ করিতে পারি। উক্তস্থলে বাচ্যত্ব-সাধ্যটি অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী হওয়ায় ঐ বাচ্যত্ব সাধ্যক অনুমিতির করণ যে ব্যাপ্তিজ্ঞান তাহা কেবলান্বয়ী অনুমান বুঝিতে হইবে। এই প্রকার অনুমানের স্থলে কেবল অন্বয়ব্যাপ্তিগ্রহ হইতে প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতসাধ্যের অনুমিতি হইয়া থাকে।

কেবলব্যতিরেকী অনুমানের স্থলে ব্যতিরেকিত্ব ধর্মটি পূর্বের মত সাধ্যের বিশেষণরূপে গৃহীত হইবে। ইহার ফলে ব্যতিরেকিসাধ্যকানুমিতির যে করণ তাহাই কেবল ব্যতিরেক্যনুমান হইবে। কেবল ব্যতিরেকিগ্রন্থে মণিকার 'অসৎসপক্ষো কেবলব্যতিরেকী[২]' এই সন্দর্ভের দ্বারা যেখানে যেখানে অন্বয়সহচার গৃহীত হয় না অথচ সাধ্য অভাবের প্রতিযোগী হয় সেই সাধ্যকে বিধেয় করিয়া যে অনুমিতি হয় সেই অনুমিতির করণকে কেবলব্যতিরেকী অনুমান বলিয়াছেন। যখন পৃথিবীকে পক্ষ করিয়া, পৃথিবীতরভেদকে সাধ্য করিয়া গন্ধবত্ত্বকে হেতু করিয়া 'পৃথিবীতরেভ্যো ভিদ্যতে গন্ধবত্ত্বাৎ' এইরূপ অনুমান করা হইবে তখন উক্ত অনুমিতির করণ যে ব্যাপ্তিজ্ঞান তাহাকেই কেবল ব্যতিরেকী অনুমান বলিয়া বুঝিতে হইবে। কেবল ব্যতিরেকী অনুমানের স্থলে কবল ব্যতিরেকব্যাপ্তিগ্রহ হইতে প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতসাধ্যের অনুমিতি হইয়া থাকে।

যেখানে সাধ্য ও সাধনের অন্বয়সহচার গৃহীত হয় অথচ সাধ্যের অভাব পাওয়া যায় সেই সাধ্যকে অন্বয়ব্যতিরেকী বলা হয়। উক্ত অন্বয় ব্যতিরেকী সাধ্যকে বিধেয় করিয়া যে অনুমিতি হইবে ঐ অনুমিতির করণ যে ব্যাপ্তিজ্ঞান তাহাকেই অন্বয়ব্যতিরেকী অনুমান বলা হইবে।

---

[১] কেবলান্বয্যনুমানম্, তত্ত্বচিন্তামণিঃ ৭৯৫

[২] কেবলব্যতিরেক্যনুমানম্, তত্ত্বচিন্তামণিঃ ৮৩৭

'পর্বতো বহ্নিমান্' এই আকারের অনুমিতিই অন্বয়ব্যতিরেকসাধ্যকানুমিতি। এইস্থলে বহ্নি এবং ধূমের অন্বয়সহচার গৃহীত হওয়ায় এবং বহ্নিস্বরূপ সাধ্যটি অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হওয়ায় উক্তস্থলীয় অনুমিতির করণ অন্বয়ব্যতিরেকী অনুমান রূপে গণ্য হইবে। এইস্থলে অন্বয় এবং ব্যতিরেক—এতদুভয় ব্যাপ্তিগ্রহ হইতে প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতসাধ্যের অনুমিতি হইয়া থাকে।

উদয়নাচার্যের মতে ব্যাপ্তিগ্রাহক যে সহচারজ্ঞান তাহার বৈলক্ষণ্য-প্রযুক্ত কেবলান্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী এবং অন্বব্যতিরেকী—এই ত্রিবিধ অনুমানের বৈলক্ষণ্য হয়। 'ধূমো বহ্নিসমানাধিকরণঃ' এইরূপ অন্বয়সহচারমাত্রের জ্ঞান হইতে যখন অন্বয় ব্যাপ্তিগ্রহ হইয়া অনুমিতি হইবে তখন ঐ অনুমিতির করণকে কেবলান্বয়ী অনুমান বলে। যেখানে ব্যতিরেকসহচারমাত্রের জ্ঞান হইতে অন্বয়ব্যাপ্তিগ্রহ হয় সেখানে ঐ অনুমিতির করণকে কেবলব্যতিরেকী অনুমান বলে। যেখানে অন্বয় সহচার এবং ব্যতিরেক-সহচার উভয়ের জ্ঞান হইতে অন্বয়ব্যাপ্তিগ্রহ হইয়া অনুমিতি হইবে ঐ অনুমিতির করণকে অন্বয়ব্যতিরেকী অনুমান বলে। 'ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাৎ'—এইস্থলে অনুমান যেরূপ কেবলান্বয়ী হইবে সেইরূপ বহ্নি এবং ধূমের অন্বয়সহচারমাত্রের জ্ঞান হইতে অন্বয়ব্যাপ্তিগ্রহ হইয়া পর্বতে যে বহ্নির অনুমিতি হইবে ঐ অনুমিতির করণও কেবলান্বয়ী অনুমান হইবে। কেবলান্বয়িসাধ্যকস্থলেও যদি ব্যতিরেকসহচারভ্রমবশতঃ অন্বয়ব্যাপ্তিগ্রহ হয় তাহা হইলে কেবলান্বয়ি-সাধ্যকানুমিতির করণও কেবলব্যতিরেকী অনুমান হইবে। এইরূপ কেবলান্বয়িসাধ্যকস্থলে এবং ব্যতিরেকিসাধ্যকস্থলেও যদি 'সাধ্য-সমানাধিকরণো হেতুঃ, হেত্বভাবসমানাধিকরণঃ সাধ্যাভাবঃ' এইরূপ উভয়সহচারগ্রহ হইতে অন্বয়ব্যাপ্তিগ্রহ হয় তাহা হইলে উক্তস্থলীয় অনুমানও অন্বয়ব্যতিরেকী বলিয়া গণ্য হইবে। আচার্যমতে কেবল অন্বয়ব্যাপ্তিগ্রহই অনুমিতির কারণ হয়, ব্যতিরেকব্যাপ্তি-জ্ঞান নহে। সাধ্য কেবলান্বয়ী হউক, কেবল ব্যতিরেকী হউক অথবা

অন্বয়ব্যতিরেকী হউক সর্বত্র অন্বয়ব্যাপ্তিগ্রহ হইতে অনুমিতি হইবে। উক্ত অন্বয়ব্যাপ্তিপ্রকারে জ্ঞায়মানলিঙ্গই অনুমিতির করণ হইবে।

দীধিতিকার কেবলান্বয়িগ্রন্থের উপসংহারে সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব বা সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্বরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞানকেই অনুমিতির কারণ স্বীকার করিয়া কেবলান্বয়ী অনুমানকে খণ্ডন করিয়াছেন। এইরূপ ব্যাপ্তি স্বীকার করিবার পক্ষে প্রধান যুক্তি এই যে, চিন্তামণিকারের অভিপ্রেত হেতুব্যাপকসাধ্যসামানাধিকরণ্যরূপ যে সিদ্ধান্তব্যাপ্তি তাহা ধূম, আলোক প্রভৃতি বিভিন্নহেতুকস্থলে ধূমালোকাদিভেদে বিভিন্ন হইবে। কারণ ধূমহেতুতে যে হেতুব্যাপকসাধ্যসামানাধিকরণ্য থাকিবে তাহা আলোকহেতুতে থাকিবে না এবং আলোকহেতুতে যে ব্যাপ্তি থাকিবে তাহা ধূমহেতুতে থাকিতে পারে না। এইজন্য 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ', 'বহ্নিমান্ আলোকাৎ' ইত্যাদি নানাহেতুকস্থলে হেতুব্যাপকসাধ্যসামানাধিকরণ্যস্বরূপ ব্যাপ্তিও নানা হইবে। সুতরাং বহ্নিসাধ্যকস্থলেও অনুমিতি এবং ব্যাপ্তিজ্ঞানকে অন্তর্ভাব করিয়া নানা কার্যকারণভাব কল্পনা করিতে হইবে। সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব বা সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্বরূপ ব্যাপ্তি স্বীকার করিলে ধূম আলোকাদিহেতুর স্থলে একই ব্যাপ্তি কল্পিত হইবে। ফলে বহ্নিসাধ্যক ধূমলিঙ্গক অনুমিতিতে বা বহ্নিসাধ্যকালোকাদিলিঙ্গকানুমিতিতে একই ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুগতরূপে কারণ হওয়ায় অনেক লাঘব হইবে। সুতরাং সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব বা সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্বজ্ঞানই অনুমিতির জনক হইবে। দীধিতিকারের আরও একটি বিশেষ মত এই যে, ব্যতিরেকব্যাপ্তিগ্রহ হইতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা অনুমিতি নহে, কিন্তু অনুমিতি অপেক্ষায় বিজাতীয় জ্ঞান বিশেষ। উক্ত বিজাতীয়প্রমাজ্ঞানের করণ অর্থাপত্তিপ্রমাণরূপেই স্বীকৃত হইবে। কারণ 'পীনো চৈত্রো দিবা ন ভুঙ্‌ক্তে' এইস্থলে রাত্রিভোজনের সহিত দিবাভোজনাভাবসহকৃত-পীনত্বের যে ব্যতিরেকব্যাপ্তি গৃহীত হয়, ঐ ব্যতিরেকব্যাপ্তিগ্রহ হওয়ার পরে 'চৈত্রো রাত্রৌ ভুঙ্‌ক্তে' এই প্রকার যে প্রমিতি হয়

তাহার পরে 'পীনে চৈত্রে রাত্রিভোজনমর্থাপয়ামি' এইরূপ অনুভব (অনুব্যবসায়) হইয়া থাকে ; রাত্রিভোজনমনুমিনোমি এই আকারের অনুভব হয় না। সুতরাং অর্থাপত্তির প্রামাণান্তরত্ব স্বীকার করিতে হইবে। ইহার ফলে ব্যতিরেকসাধ্যকস্থলে যে কেবলব্যতিরেকী অনুমান স্বীকৃত হইয়াছিল অর্থাপত্তিপ্রমাণের দ্বারা তাহা অন্যথাসিদ্ধ হইল। অতএব পূর্বোক্তযুক্তিসমূহের দ্বারা কেবলান্বয়ী অনুমান এবং কেবলব্যতিরেকী অনুমান খণ্ডিত হওয়ায় দীধিতিকারের মতে একমাত্র অন্বয়ব্যতিরেকী অনুমানই স্বীকৃত হইবে।

যদিও দীধিতিকার কেবলান্বয়ী অনুমান এবং কেবলব্যতিরেকী অনুমান খণ্ডন করিয়া অলৌকিক প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তথাপি দীধিতিকারের পরবর্ত্তী নব্যনৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের মতে চিন্তামণিকারের অভিমত কেবলান্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী এবং অন্বয়ব্যতিরেকী এই ত্রিবিধ অনুমানই স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে।

চতুর্থ অধ্যায়

অনুমিতির প্রমাত্বপরীক্ষা

কোনও বিষয় নিরূপণ করিতে হইলে ঐ নিরূপণীয়বিষয়সম্বন্ধে বিপ্রতিপন্ন অর্থাৎ বিরুদ্ধবাদিগণের মত খণ্ডনপূর্বক যুক্তির সাহায্যে স্বকীয় সিদ্ধান্তের ব্যবস্থাপনাকে পরীক্ষা বলা হয়। অনুমিতির প্রমাত্ব বা অনুমানের প্রামাণ্যবিষয়ে চার্বাকগণ বিপ্রতিপন্ন অর্থাৎ বিরুদ্ধবাদী। বিরুদ্ধকোটিদ্বয়ের উপস্থাপক বাক্যকে বিপ্রতিপত্তি বাক্য বলে। প্রকৃতস্থলে 'অনুমিতিঃ[১] প্রমা ন বা, অনুমানং[২] প্রমাণং ন বা' এইরূপ বিপ্রতিপত্তিবাক্য হইবে। নৈয়ায়িকগণ বলেন, 'অনুমিতিঃ প্রমা, অনুমানং প্রমাণম্'। চার্বাকগণ বলেন 'অনুমিতিরপ্রমা, অনুমানম-প্রমাণম্'। বিরুদ্ধবোধক বাক্য হইতে মধ্যস্থ প্রভৃতির অনুমিতিতে প্রমাত্ব ও অপ্রমাত্ব বিষয়ক সংশয় এবং অনুমানে প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্যবিষয়ক সংশয় হইয়া থাকে। পূর্বোক্ত বিপ্রতিপত্তি বা সংশয়ে প্রমাত্ব বা প্রামাণ্যরূপ ভাবকোটি নৈয়ায়িকগণের অভিপ্রেত। অপ্রমাত্ব বা অপ্রামাণ্যরূপ অভাবকোটি চার্বাকগণের অভিপ্রেত। বিরুদ্ধকোটিকসংশয়ের নিবৃত্তি না হইলে নৈয়ায়িকগণের সিদ্ধান্ত নিশ্চিত হইতে পারে না। অতএব অনুমিতির অপ্রমাত্বও অনুমানের অপ্রামাণ্যবাদী চার্বাকগণের মত খণ্ডন করা আবশ্যক। চার্বাকগণের মত খণ্ডিত হইলে নৈয়ায়িকপ্রদর্শিত যুক্তির সাহায্যে অনুমিতির প্রমাত্ব এবং অনুমানের প্রামাণ্য সিদ্ধ হইবে।

---

[১] অনুমিতি পদের দ্বারা অনুমিতিত্বরূপে অভিমত জ্ঞানকে বুঝিতে হইবে।

[২] অনুমানপদের দ্বারা অনুমানত্বরূপে অভিমত ধূমাদি জ্ঞানকে বুঝিতে হইবে।

নৈয়ায়িকগণ চার্বাকগণের মত খণ্ডনপ্রসঙ্গে যে সকল যুক্তির অবতারণা করেন তাহা আমাদের আলোচনা করিতে হইবে। জড়-বাদী চার্বাকগণ ইন্দ্রিয়ের অতীত অর্থাৎ যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে এইরূপ কোনও বস্তু স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে ভৌতিক-শরীর বা ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকৃত নহে। সুতরাং দেহাত্মবাদিচার্বাকমতে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষের সাহায্যে যে প্রত্যক্ষ হয় তাহারই প্রমাত্ব স্বীকৃত হয়। প্রশ্ন হইতে পারে যদি কেবল ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানই স্বীকৃত হয় তাহা হইলে পর্বত প্রভৃতি ধর্মীতে ধূমপ্রভৃতিলিঙ্গদর্শনের পরে বহ্নিপ্রভৃতির যে জ্ঞান-বিশেষ উৎপন্ন হয় ঐ জ্ঞানকে চার্বাকগণ কি আখ্যা দিবেন? কোনও ক্রমেই ঐ জ্ঞানকে অস্বীকার করা যায় না। উক্ত জ্ঞানব্যতীত বহ্ন্যর্থী ব্যক্তির বহ্ন্যাদি আহরণের অনুকূল প্রবৃত্তি হইতে পারে না। কারণ কোনও বস্তুর জ্ঞানব্যতিরেকে সেই বস্তু বিষয়ে কাহারও প্রবৃত্তি হয় না। প্রবৃত্তিমাত্রের প্রতি জ্ঞানের হেতুতা সকলেই স্বীকার করেন। জ্ঞান না হইলে যে প্রবৃত্তি হয় না ইহা চার্বাকদেরও মত। এই জিজ্ঞাসার উত্তরে চার্বাকগণ বলেন, পর্বতে বহ্নির সংশয়ের পরে ধূমদর্শনের পর যে বহ্নির জ্ঞান হয়, ঐ জ্ঞান অনুমিতি নহে পরন্তু সম্ভাবনা মাত্র। পর্বতে বহ্নির সম্ভাবনা থাকার জন্যই বহ্ন্যর্থী ব্যক্তি বহ্নিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। ঐ সম্ভাবনা সংশয়বিশেষ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। কারণ সংশয়ে ভাব এবং অভাবকোটির মধ্যে একটি কোটির প্রাধান্য থাকিলে ঐ সংশয় সম্ভাবনা নামে অভিহিত হয়। ধূমদর্শনের পরে পর্বতে যে সংশয়বিশেষ উৎপন্ন হয় ঐ সংশয়ে অভাব-কোটি অপেক্ষায় ভাবকোটি অর্থাৎ বহ্নির প্রাধান্য থাকায় ঐ সংশয়কে বহ্নির সম্ভাবনা বলা হয়। সুতরাং সম্ভাবনাস্বরূপ জ্ঞানবিশেষের দ্বারাই যখন সম্ভাবিত বিষয়ের প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি হইতে পারে, তখন প্রত্যক্ষাতিরিক্ত অনুমান প্রমাণ স্বীকার করিবার বা উক্ত প্রমাণ জন্য অনুমিতিরূপ বিলক্ষণ প্রমা স্বীকার করিবার কোনই প্রয়োজন

নাই। চার্বাকগণ আরও বলেন যে, নৈয়ায়িকগণ ব্যাপ্তিজ্ঞানকে যে অনুমান বলেন ঐ ব্যাপ্তিজ্ঞান হওয়ারও সম্ভাবনা নাই। নৈয়ায়িকগণ সাধ্য এবং হেতুর সহচারদর্শন ও ব্যভিচারজ্ঞানের অভাবমূলে ব্যাপ্তি-জ্ঞান করিয়া থাকেন। হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচারসংশয় থাকায় কোনও স্থলেই ব্যাপ্তির নিশ্চয় হইতে পারে না। সুতরাং চার্বাকদের মতে ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের অসম্ভাবনাপ্রযুক্ত অনুমানপ্রমাণের ফল যে অনুমিতি তাহা আকাশকুসুমের মতই অলীক হইবে।

পূর্বোক্ত রীতিতে অনুমানের প্রামাণ্য খণ্ডনের উত্তরে নৈয়ায়িকগণ বলেন যে, ধূমাদিদর্শনের পরে ব্যাপ্তিজ্ঞানকে করণ করিয়া যে জ্ঞানবিশেষ উৎপন্ন হয় ঐ জ্ঞান কোনও প্রকারেই সম্ভাবনাত্মক জ্ঞান হইতে পারে না। কারণ আমাদের বস্তু বিশেষকে অবলম্বন করিয়া যে সকল জ্ঞান হয় ঐ জ্ঞানের মাপকাঠি অনুব্যবসায়। ভূতলে ঘটাদির চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হওয়ার পরে 'ঘটং পশ্যামি' অর্থাৎ ঘটদর্শন করিতেছি এই প্রকার যেরূপ অনুব্যবসায় বা অনুভব হইয়া থাকে সেইরূপ পর্বতে ধূমপ্রভৃতিলিঙ্গদর্শনের অনন্তর ব্যাপ্তিপক্ষধর্মতা প্রভৃতির জ্ঞানমূলে আমাদের যে জ্ঞানবিশেষ উৎপন্ন হয় ঐ জ্ঞানবিশেষকে অবলম্বন করিয়া 'পর্বতে বহ্নিমনুমিনোমি' অর্থাৎ পর্বতে বহ্নির অনুমান করিতেছি এই প্রকারের যে অনুব্যবসায় হয় ঐ অনুব্যবসায় সম্ভাবনাত্মক সংশয়কে অবলম্বন করিয়া কোনও ক্রমেই হইতে পারে না। সুতরাং ঐ অনুব্যবসায়ই প্রত্যক্ষ বিজাতীয় অনুমিতির সাক্ষ্য বহন করে। অতএব প্রত্যক্ষ প্রমিতির ন্যায় অনুমিতিকেও স্বতন্ত্র প্রমিতি বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। চার্বাকগণ যে বলিয়াছেন, অনুমিতির উপায় ব্যাপ্তিজ্ঞান ব্যভিচার-সংশয়ের দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হওয়ায় বহ্নি এবং ধূমের ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে পারে না—তাহাও সঙ্গত নহে। ধূমে বহ্নির ব্যভিচার জ্ঞান নাই অথচ পাকশালা প্রভৃতিতে বহ্নি এবং ধূমের সহচারজ্ঞান থাকায় উক্ত সহচারজ্ঞানবশতঃ 'ধূমো বহ্নিব্যাপ্যঃ' এইরূপ ব্যাপ্তির অভবন্ধ

হইয়া থাকে। এইজন্য ব্যভিচারজ্ঞানাভাবসহকৃত সাধ্য ও সাধনের যে সহচারজ্ঞান তাহাকে প্রাথমিকব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতি কারণ বলিয়া নৈয়ায়িকগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। অতএব ব্যভিচারজ্ঞানাভাব ব্যাপ্তিজ্ঞানের কারণ হওয়ায় ঐ অভাবের প্রতিযোগী ব্যভিচারজ্ঞান ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়। শঙ্কা ও নিশ্চয়ভেদে ব্যভিচারজ্ঞান দুই প্রকার[১]। যখন ব্যভিচারশঙ্কা ব্যাপ্তিগ্রহের প্রতিবন্ধক হয় তখন অনুকূলতর্কের দ্বারা উক্ত ব্যভিচারশঙ্কার নিবৃত্তি হয়। এইজন্য তর্ককে ব্যাপ্তিগ্রহের অনুকূল বলা হয়। এই প্রসঙ্গে চার্বাকগণ আপত্তি করেন যে, যে তর্ককে অনুসরণ করিয়া নৈয়ায়িকগণ ব্যাপ্তিগ্রহের বিরোধী ব্যভিচারশঙ্কার নিবৃত্তি করেন সেই তর্কপদার্থটির পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে উক্ত তর্কের প্রতিও ব্যাপ্তিগ্রহ অপেক্ষিত। যে ধর্মীতে আপাদ্যের ব্যতিরেকনিশ্চয় রহিয়াছে সেই ধর্মীতে আপাদকের আরোপপ্রযুক্ত আপাদ্যের যে আরোপাত্মক জ্ঞানবিশেষ তাহাকেই আপত্তি বা তর্ক বলা হয়। ঐ তর্কের প্রতি আপাদ্য ও আপাদকের ব্যাপ্তিজ্ঞান কারণ। অতএব ঐ তর্কের মূল যে ব্যাপ্তিগ্রহ তাহাতেও ব্যভিচারশঙ্কা প্রতিবন্ধক হইবে। যদি ঐ ব্যভিচারশঙ্কার নিবৃত্তির জন্য তর্কের মূলীভূত ব্যাপ্তিগ্রহের অনুকূল ব্যভিচারশঙ্কার নিবর্ত্তক অপর একটি তর্ক স্বীকৃত হয় তাহা হইলে উক্ত তর্কান্তরের মূল যে ব্যাপ্তিগ্রহ তাহার বিরোধী ব্যভিচারশঙ্কার নিবর্তক আর একটি তর্ক স্বীকার করিতেই হইবে। এইভাবে অনবস্থাদোষগ্রস্ত হওয়ায় ব্যভিচারশঙ্কার নিবৃত্তির দ্বারা তর্ক কোনও ব্যাপ্তিগ্রহের অনুকূল হইতে পারে না। সুতরাং ব্যাপ্তিগ্রহের পরিপন্থী ব্যভিচারশঙ্কা থাকে বলিয়া কোনওস্থলে ব্যাপ্তিগ্রহ হইতে পারিবে না। অতএব নৈয়ায়িকগণের অভিপ্রেত অনুমিতির করণ যে ব্যাপ্তিগ্রহ তাহাই যখন হইতে পারে না তখন তাহার কার্য অনুমিতিও সম্ভবপর হইতে পারে

১ ব্যাপ্তিগ্রহোপায় প্রদর্শন প্রসঙ্গে প্রথম অধ্যায়ে এই সম্বন্ধে আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি; ৪৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

না। চার্বাকদের এই আপত্তির উত্তরে নব্যনৈয়ায়িক সম্প্রদায় বলেন যে, তর্কের মূলে ব্যাপ্তিগ্রহ অপেক্ষিত সত্য কিন্তু অনাদিসিদ্ধ-কার্যকারণভাবমূলক যে সকল তর্ক হইয়া থাকে ঐ সকল তর্কের কারণীভূত ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিকূল ব্যভিচারশঙ্কার সম্ভাবনা না থাকায় ঐ সকল তর্কের মূল ব্যাপ্তিজ্ঞান তর্কব্যতিরেকেই হইবে। তর্কের কারণ যে ব্যাপ্তিগ্রহ তাহার বিরোধী যে ব্যভিচারশঙ্কা তাহা যখন তর্কাভাবের অতিরিক্ত নিজস্ব সামগ্রী না থাকার জন্য উৎপন্ন হইবে না তখন স্বতঃসিদ্ধ ব্যভিচারশঙ্কার বিরহবশতঃ তর্ক উৎপন্ন হইবে। অতএব উক্ত তর্কের মূলে ব্যভিচারশঙ্কার উদয় না হওয়ায় ঐ সকল তর্কের কারণীভূত ব্যাপ্তিগ্রহের অনুকূল তর্কান্তরের অপেক্ষা না থাকায় অনবস্থাদোষের কোনও সম্ভাবনা নাই।

চার্বাকগণ আপত্তি করিতে পারেন যে, কোনস্থলে অনুমান করিতে হইলে প্রকৃতহেতুতে যোগ্য উপাধি না থাকায় তাহার অভাব নিশ্চিত হইলেও অযোগ্য উপাধির শঙ্কামূলে সকল হেতুতেই ব্যভিচারশঙ্কা উৎপন্নহইবে। ঐ ব্যভিচারশঙ্কা প্রকৃতসাধ্যহেতুর ব্যাপ্তিগ্রহের বিরোধী হওয়ায় কোনও স্থলেই ব্যাপ্তিগ্রহ হইতে পারিবে না। ফলে অনুমিতি-মাত্রের উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। এই শঙ্কার উত্তরে নৈয়ায়িকগণ বলেন যে বর্তমানকালীন মহানসাদিতে অবস্থিত ধূমে তত্রত্য বহ্নির ব্যভিচাব-নিশ্চয়ের অভাব থাকায ব্যাপ্তিগ্রহ হইতে কোনও বাধা নাই। যদি চার্বাকগণ বলেন, কালান্তরে বা দেশান্তরে অবস্থিত ধূমাদিতে পূর্বোক্ত ব্যভিচারশঙ্কা হইতে পারে; এই আপত্তিও সমীচীন হইবে না। কারণ চার্বাকগণের স্বীকৃত কোন্ প্রমাণের সাহায্যে ধূমাদিহেতুতে কালান্তরে অবস্থিতির বা দেশান্তরে অবস্থিতির জ্ঞান হইবে? এই

---

[১] যে পদার্থ সাধ্যের ব্যাপক এবং হেতুর অব্যাপক হয় তাহাকে উপাধি বলে। যেমন পবতে ধূমকে সাধ্য করিয়া বহ্নিকে হেতু করিয়া অনুমান করিতে হইলে আর্দ্রেন্ধন-সংযোগ উপাধি হয়।

সমস্ত স্থলে চার্বাকগণের অভিমত প্রত্যক্ষ কোনক্রমেই হইতে পারে না। প্রত্যক্ষের কারণ যে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ তাহা দেশান্তরিত বা কালান্তরিত বস্তুতে থাকিতে পারে না। সুতরাং বহ্নিধূমাদিতে দেশান্তরে বা কালান্তরে অবস্থিতির জ্ঞান অবশ্যই অনুমিত্যাত্মক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যদি কালান্তরীয় বা দেশান্তরীয় ধূমাদিহেতুতে অযোগ্য উপাধির শঙ্কা চার্বাকগণ স্বীকার না করেন তাহা হইলে তাদৃশ উপাধির শঙ্কা না থাকায় ব্যভিচারশঙ্কাও হইবে না। সুতরাং নির্বিবাদে ব্যাপ্তিগ্রহ হইয়া অনুমিতি হইবে। ইহা কেবল আমাদের কথাই নহে স্বয়ং উদয়নাচার্যও বলিয়াছেন, 'শঙ্কা চেদনুমাস্ত্যেব নোচেদ্ শঙ্কা ততস্তরাম্'।[১]

নৈয়ায়িকগণের আরও বক্তব্য এই যে, চার্বাকগণ যে প্রত্যক্ষ-প্রমাণ স্বীকার করেন ঐ প্রত্যক্ষপ্রমাণের ফল যে প্রমিতি তাহার প্রমাত্ব কোন্ উপায়ের দ্বারা সিদ্ধ হইবে? যদি প্রত্যক্ষপ্রমিতির প্রমাত্ব অনুমানপ্রমাণের সাহায্যে সিদ্ধ করা হয় তাহা হইলে 'প্রত্য-ক্ষানুভূতিঃ প্রমা সফলপ্রবৃত্তিজনকত্বাৎ', এইরূপ অনুমানকে অবলম্বন করিয়াই প্রমাত্ব সাধন করিতে হইবে। সুতরাং চার্বাকমতে অনুমিতির প্রমাত্ব ও অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। যদি অনুমানপ্রমাণের সাহায্যে প্রত্যক্ষপ্রমিতির প্রমাত্ব সিদ্ধ না হয় তাহা হইলে প্রত্যক্ষপ্রমিতির প্রমাত্বও অসিদ্ধ হইবে। যদি চার্বাকগণ বলেন যে প্রত্যক্ষপ্রমিতির প্রমাত্ব অনুমানপ্রমাণের দ্বারা গৃহীত হইবে না কিন্তু স্বতঃগৃহীত হইবে অর্থাৎ প্রমাত্বের আশ্রয় যে জ্ঞান, তাহার গ্রাহক যে সামগ্রী তাহার দ্বারাই যেরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয় সেইরূপ প্রত্যক্ষ-জ্ঞানগত প্রমাত্বও গৃহীত হইবে—চার্বাকদের এই উক্তিও সমীচীন হইবে না। যদি প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানগ্রাহকসামগ্রীর দ্বারা জ্ঞানগতপ্রমাত্ব গৃহীত হয় তাহা হইলে 'ইদং জ্ঞানং প্রমা ন বা' এইরূপ জ্ঞানগত

[১] ন্যায়কুসুমাঞ্জলি, তৃতীয় স্তবক, সপ্তম শ্লোক।

প্রামাণ্যের সংশয় কখনও হইতে পারে না। তত্ত্বচিন্তামণিকারও বলিয়াছেন, 'স্বতশ্চ প্রামাণ্যগ্রহে তৎসংশয়ানুপপত্তেঃ'[১]। বাস্তবিকপক্ষে অনভ্যাস দশায় কোন জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ার পরে ঐ জ্ঞানে প্রমাত্ব সংশয় উপস্থিত হয়। অতঃপর জ্ঞানজনিত প্রবৃত্তি সফল হইলে উক্ত সফল-প্রবৃত্তিজনকত্বরূপ হেতুর দ্বারা জ্ঞানগতপ্রমাত্বের নিশ্চয় হয়। এইরূপে পরতঃ প্রামাণ্যই ন্যায়ের সিদ্ধান্ত, স্বতঃ প্রামাণ্য নহে। অতএব সফলপ্রবৃত্তিজনকত্বরূপহেতুর দ্বারা প্রত্যক্ষানুভূতির প্রমাত্ব যেরূপ অনুমিত হয় সেইরূপ উক্তহেতুর[২] দ্বারা বা ব্যাপ্তিপক্ষধর্মতা-বিশিষ্টহেতুজ্ঞানজন্যত্বরূপহেতুর[৩] দ্বারা অনুমিতির প্রমাত্ব এবং প্রমিতিকরণতাবচ্ছেদকধর্মবত্ত্বরূপহেতুর[৪] দ্বারা অনুমানের প্রামাণ্য সিদ্ধ হইবে।

---

[১]তত্ত্বচিন্তামণিঃ, অনুমানগাদাধরী, পৃঃ ২৭০

[২]ইয়মনুমিতিঃ প্রমা সফলপ্রবৃত্তিজনকত্বাৎ প্রত্যক্ষবৎ।

[৩]ইয়মনুমিতিঃ প্রমা ব্যাপ্তিপক্ষধর্মতাবিশিষ্টহেতুজ্ঞানজন্যত্বাৎ যন্নৈবং তন্নৈবং যথা অপ্রমা।

[৪]অনুমানং প্রমাণং প্রমিতিকরণতাবচ্ছেদকধর্মবত্ত্বাৎ চক্ষুর্বৎ।

শব্দসূচী

গ্রন্থ সূচী

অন্নংভট্ট : তর্কসংগ্রহ, বীর রাঘবাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত, ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ।

ঈশ্বরকৃষ্ণ : সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, চৌখাম্বা সংস্করণ, ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ।

উদয়নাচার্য : কিরণাবলী, নরেন্দ্রচন্দ্র বেদান্ততীর্থ কর্তৃক সম্পাদিত, বিবলিওথেকা ইণ্ডিকা, এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দ।

উদ্যোতকর : ন্যায়বার্ত্তিক, গৌতম—ন্যায়দর্শনম্ দ্রষ্টব্য।

গঙ্গেশ : তত্ত্বচিন্তামণি, (অনুমান খণ্ড) মথুরানাথ তর্কবাগীশ কর্তৃকটীকা সম্বলিত, কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ কর্তৃক সম্পাদিত, বিবলিওথেকা ইণ্ডিকা, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা, ১৯১২ খৃষ্টাব্দ।

" : তত্ত্বচিন্তামণি, গদাধর—এশিয়াটিক সোসাইটি সংস্করণ দ্রষ্টব্য।

" : তত্ত্বচিন্তামণি, জগদীশ—চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ দ্রষ্টব্য।

" : তত্ত্বচিন্তামণি, সিদ্ধান্তলক্ষণম্, গুরুপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত, বেনারস, ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দ।

" : তত্ত্বচিন্তামণি, ব্যতিরেক্যনুমানম্, জগদীশ—চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ দ্রষ্টব্য।

" : তত্ত্বচিন্তামণি কেবলান্বয্যনুমানম্, জগদীশ—চৌখাম্বা সংস্কৃত-সিরিজ দ্রষ্টব্য।

গদাধর : তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতিবিবৃতি (অনুমান খণ্ড) কামাখ্যানাথ কর্তৃকসম্পাদিত, এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯১১ খৃষ্টাব্দ।

" : গাদাধরী, গঙ্গেশোপাধ্যায় বিরচিত তত্ত্বচিন্তামণির দীধিতিটীকা সহিত, বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ দ্বিবেদী ও বামাচরণ ন্যায়াচার্যকর্তৃক সম্পাদিত, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ বেনারস ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ।

" : শক্তিবাদ, শ্রীহরিনাথতর্কসিদ্ধান্তবিরচিতবিবৃতিব্যাখ্যা সহিত বেনারস সিটি, ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ।

গাগাভট্ট : ভাট্টচিন্তামণি, চৌখাম্বাসংস্কৃতসিরিজ, বেনারস সিটি, ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ,

গৌতম : ন্যায়দর্শনম্, ভাষ্যবার্ত্তিকতাৎপর্যবৃত্তিসহিত, তারানাথ ন্যায়-তর্কতীর্থকর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ।

চার্বাক দর্শন : মাধবাচার্যবিরচিত সর্বদর্শন সংগ্রহ, পণ্ডিত উদয়নারায়ণ সিংহবিরচিত হিন্দী অনুবাদ সহিত, কল্যাণ—বোম্বাই। শকাব্দ ১৮৪৭ (=১৯১৭ খৃষ্টাব্দ)

জগদীশ : জাগদীশী, অনুমানচিন্তামণির শিরোমণিকৃত দীধিতির জাগদীশী টীকা, সোমনাথ উপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, বেনারস, ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ।

ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র : বেদান্ত পরিভাষা, গোবিন্দসিংহসাধু কর্তৃক সম্পাদিত, বোম্বাই, ১৯০১ খৃষ্টাব্দ।

প্রশস্ত পাদ : প্রশস্তপাদভাষ্যম্, শঙ্করমিশ্রকৃত উপস্কারটীকা সহিত, ঢুণ্ডিরাজ শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত, কাশী সংস্কৃতসিরিজ—৩ কাশী, ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ।

বৌদ্ধদর্শন : সর্বদর্শনসংগ্রহ—চার্বাক দর্শন দ্রষ্টব্য।

রঘুনাথ : দীধিতি, গদাধর—এশিয়াটিক সংস্করণ দ্রষ্টব্য।

" : দীধিতি, জগদীশ—চৌখাম্বা সংস্কৃতসিরিজ দ্রষ্টব্য।

বল্লভাচার্য : ন্যায়লীলাবতী, হরিহর শাস্ত্রী কর্তৃকসম্পাদিত, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ।

বাৎস্যায়ন : ন্যায়ভাষ্যম্, গৌতম—ন্যায়দর্শনম্ দ্রষ্টব্য,

বিশ্বনাথ : কারিকাবলী, মুক্তাবলী, বারাণসীপ্রসাদ এবং পাপা শাস্ত্রিকর্তৃক সম্পাদিত, বেনারস সংস্কৃতপ্রেস, ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ।

" : ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্যবৃত্তি, গৌতমন্যায়দর্শন দ্রষ্টব্য।

শালিকনাথ : প্রকরণ পঞ্চিকা, মুকুন্দশাস্ত্রিকর্তৃক সংশোধিত, চৌখাম্বা সংস্কৃত গ্রন্থমালা, কাশী, ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ।

সংশোধন

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
২২৭	৪৬	১	১০
তিনটি পরামর্শের	পরামর্শের	১০	২৪
নব	নব্য	১৭	২৬
তত্ত্বা	তত্ত্ব	১৯	২৭
অব্যাতি	অব্যাপ্তি	২৯	৩
হেতুমন্নিষ্ঠাবের	হেতুমন্নিষ্ঠাভাবের	৩১	৮
পুরুষীয়	পুরুষীয়	৫৭	১৫
বিশেষ্যত্ব-ভাব	বিশেষ্যত্বাভাব	৫৭	১৫
লক্ষকে	লক্ষণকে	৬২	১৯
ব্যপ্তি	ব্যাপ্তি	৬৫	১৩
নির্ধর্মিতাব—	নির্ধর্মিতাব—	৭৪	১৮
দীধীতিঃ	দীধিতিঃ	৯৮	২৭
তস্তভাব	তয়োর্ভাব	১০০	৩
মহামণীষী	মহামনীষী	১১২	৬
পূর্বোও	পূর্বোক্ত	১১৮	৭
সাধ্যতাবিচ্ছেসক	সাধ্যতাবচ্ছেদক	১১৯	২৩
ধীবিরোধী	—ধীবিরোধিধী	১২৩	২০
বিপর্ষয়	বিপর্যয়	১২৬	২৪
বিষয়···ইন্দ্রিয়ের	বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের লৌকিক সন্নিকর্ষ হইতে	১৬০	২০
যত্তৎ	যত্তৎ	১৮০	১২
কবল	কেবল	২২০	২০